নিউইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার

ডিজিটাল ফরট্রেস

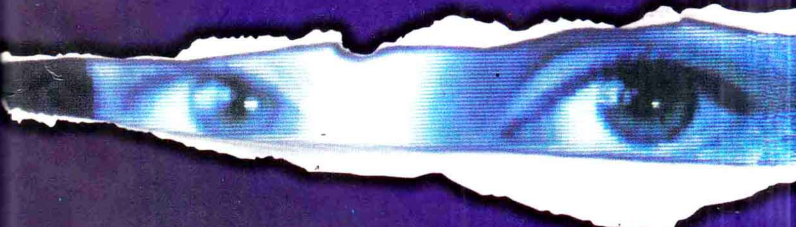

ড্যান ব্রাউন

অনুবাদ : মাকসুদুজ্জামান খান

দ্য আল্টিমেট কোড। ইট'স পাওয়ারফুল,
ডেঞ্জারাস—এ্যান্ড আনব্রেকেবল...

'ডিজিটাল ফরট্রেস সবচে ভাল এবং বাস্তবধর্মী টেকনো-থ্রিলার, গত কয়েক বছরে এমন বই বাজারে আসেনি... জমাট বাঁধানো প্রতিটা মিনিট।'

–মিডওয়েস্ট বুক রিভিউ

আমেরিকার সবচে গোপন এবং সবচে মূল্যবান ইন্টেলিজেন্স সংস্থা এন এস এ। এর অব্যর্থ, অসাধারণ কোড ব্রেকিং মেশিন এমন এক কোডের সম্মুখীন হল যা ভাঙা যাচ্ছে না। এজেন্সি সাথে সাথে তাদের চিফ ক্রিপ্টোগ্রাফার সুসান ফেচারের শরণাপন্ন হল। গণিতবিদ মেয়েটা একই সাথে মেধাবী এবং রূপবতী। ব্যাপারটা ধরতে পারার পর কেঁপে উঠল গোটা প্রতিষ্ঠান।

এন এস এ কে জিম্মি করা হয়েছে। বন্দুকের মুখে নয়, নয় বোমার মুখে; বরং এক অসাধারণ, অপ্রতিরোধ্য জটিল কোডের দ্বারা। ইউ এস ইন্টেলিজেন্সকে ঘোল খাইয়ে ছাড়বে সেটা। ক্রমবর্ধমান গোপনীয়তা আর মিথ্যার বেড়াজালে আটকা পড়েও সুসান তার বিশ্বস্ত এজেন্সিকে রক্ষা করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। সবদিক থেকে প্রতারিত হয়ে অবশেষে সে নেমে পড়ল নিজ দেশকে রক্ষার কাজে... নিজেকে রক্ষার কাজে... ভালবাসার মানুষটাকে রক্ষার কাজে।

'এক্সাইটিং... সাইবার মাইন্ডেড পাঠকদের তৃষ্ণা মিটাতে পারবে এটা সহজেই।'

–বুকলিস্ট

ISBN 984322520-1

9 789843 225207

একটা ঋণ স্বীকার করে নিতে হয়: সেন্ট মার্টিন্স প্রেসে আমার সম্পাদক টমাস ডানের কাছে, অসাধারণ মেধাবী মেলিসা জ্যাকবসের কাছেও। আমি ঋণী নিউ ইয়র্কে আমার এজেন্ট জর্জ ওয়েসার, ওলগা ওয়েসার আর জ্যাক এলওয়েলের কাছে। তাদের সবার কাছে, যারা বইটা শুরু করার পিছনে অবদান রেখেছে, নেপথ্যে থেকেছে কাহিনীর কাজ করার সময়। আর বিশেষত আমার স্ত্রী ব্রিথের প্রতি, তার মনের জোর আর ধৈর্যের কারণে।

আরো... একটা বিশেষ ধন্যবাদ এন এস এ'র সাবেক দু' কর্মকর্তার প্রতি যারা সহায়তার হাত না বাড়িয়ে দিলে এ বইটা লেখাই হত না।

শুরুর কথা

প্লাজা ডি এসপানা
সেভিল, স্পেন
সকাল ১১:০০

বলা হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে সব পরিষ্কার হয়ে যায়, এখন এনসেই টানকাডো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, কথাটা একেবারে সত্যি। বুকের একপাশ চেপে ধরে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার আগ মুহূর্তে সে তার কাজের ভুল দিকটা ধরতে পারে। লোকজন চারধার থেকে ভিড় জমাচ্ছে, ঝুকে আসছে তার উপর, চেষ্টা করছে সাহায্য করার। কিন্তু দেরি হয়ে গেল, অনেক বেশি দেরি হয়ে গেল। এখন আর কিছু করার নেই।

কাঁপতে কাঁপতে সে বা হাতটাকে উচু করে ধরে। খুলে দেয় মুষ্টিবদ্ধ কয়েকটা আঙুল। মনে মনে বলে, *আমার হাতের দিকে দেখ!*

চারপাশের লোকজন তাকায় তার হাতের দিকে, আঙুলগুলো বাঁকা। জন্মগতভাবে অক্ষম টানকাডো। সেটা জানানো তার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মূল ব্যাপারটা বুঝতে পারে না কেউ। তারও বোঝানোর মত শক্তি নেই।

বাঁকা আঙুলে গেঁথে আছে একটা সোনালি আঙটি। আন্দালুসিয়ান সূর্যের দীপ্তিতে মুহূর্তের জন্য ঝিকিয়ে ওঠে সেখানকার চিহ্নগুলো। অস্তাচলে যাচ্ছে দিবাকর। এনসেই টানকাডো জানে এটাই তার জীবনের শেষ রাত।

অধ্যায় : ১

স্মোকি মাউন্টেনে এখন তারা। বিছানার পাশে শুয়ে বসে আয়েশ করে ব্রেকফাস্ট করার মজাই আলাদা। ডেভিডের চোখমুখ হাসছে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে, 'কী বল অনন্যা, বিয়ে করবে আমাকে?'

ক্যানোপি বেড থেকে চোখ সরিয়ে ভাবে মেয়েটা, ও-ই একজন। চিরদিনের জন্য। গহিন, সবুজ চোখের দিকে তাকিয়ে টের পায় ঠিক ঠিক– দূরে, বহুদূরে কোথাও ঝনঝন করে বাজছে ঘন্টা।

হাতড়ে বেড়ায় মেয়েটা। নেই। সে নেই পাশে। দু হাতে কিছু ধরা পড়ছে না।

ফোনের শব্দে সম্বিৎ ফিরে আসে। ভেঙে যায় সুখ স্বপ্ন। হাত বাড়ায় সুসান ফ্লেচার, রিসিভার তুলে নিয়ে বলে, 'হ্যালো?'

'সুসান, ডেভিড বলছি। ঘুম ভাঙিয়ে দিইনি তো?'

বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে সে হাসল, 'আমি তোমাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখছিলাম। এস, খেলা কর।'

হাসল এবার ডেভিডও, 'বাইরে এখনো অন্ধকার।'

'হুম। তাহলে অবশ্যই চলে এস, এবং খেল। উত্তরের দিকে যাবার আগে তাহলে একটু ঘুমিয়ে নেয়াও যাবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস লুকায় ডেভিড। 'সেজন্যেই কল করেছি। আমাদের একসাথে যাওয়াটা মনে হয় হবে না।'

'কী?'

'সরি। শহর ছেড়ে বেরুতে হবে যে! কালকে ফিরে আসব। সকালে আমরা প্রথম কাজটা সেরে ফেলতে পারি। এখনো হাতে পাক্কা দু'টা দিন আছে।'

'কিন্তু আমিতো রিজার্ভ করে ফেলেছি। স্টোন ম্যানোরে আমাদের পুরনো কামরাটাই দখল করেছিলাম।'

'আমি জানি, কিন্তু–'

'আজ রাতে আমাদের স্পেশাল কিছু হবার কথা ছিল, ছ'মাস পূর্ণ হবার সেলিব্রেশন। তোমার মনে আছে, আমরা এ্যানগেজড, মনে আছে না?'

'সুসান', এবার আর দীর্ঘশ্বাস ঠেকাতে পারে না সে, 'আমি সত্যি সত্যি এখন যেতে পারব না। তারা বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। প্লেন থেকে তোমাকে কল করে সব খুলে বলব।'

'প্লেন? হচ্ছেটা কী? ইউনিভার্সিটি কোন দুঃখে...?'

'বিশ্ববিদ্যালয় না। ফোন করে সব বুঝিয়ে বলব, বললাম তো। এখন যেতেই হবে, ওরা কল করছে। খবরাখবর পাঠাব নিয়মিত। কথা দিলাম।'

'ডেভিড!' চিৎকার দিল এবং সুসান, 'কী ব্যাপার–'

দেরি হয়ে গেছে। ডেভিড তুলে রেখেছে ফোনটা।

সুসান ফ্লেচার ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করল একটা ফোন কলের জন্য। কলটা আর কখনোই এল না।

সেদিন বিকালে বাথ টাবে আধশোয়া হয়ে ফেনায় ডুবে থেকে সুসান ফ্লেচার চেষ্টা করল যেন স্টোন ম্যানোর আর স্মোকি মাউন্টেনকে ভুলে থাকা যায়। *কোথায় থাকতে পারে সে?* ভেবে কূল পায় না মেয়েটা। *কেন কল করছে না?*

আস্তে আস্তে চারপাশের পানি গরম থেকে কুসুম গরম, কুসুম গরম থেকে একেবারে শিতল হয়ে পড়ে, কিন্তু তার কোন খেয়াল নেই। অবশেষে উঠে বসে কর্ডলেসের আওয়াজ পেয়ে। ধড়মড় করে উঠে বসে সে, ছলকে পড়ে পানি, চলে যায় সিঙ্কে রাখা কর্ডলেসের দিকে।

'ডেভিড?'

'স্ট্র্যাথমোর বলছি।'

আশাহত হল সুসান, 'ও।' কণ্ঠ থেকে হতাশাটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না কিছুতেই, 'শুভসন্ধ্যা, কমান্ডার।'

'আরো তরুণ কাউকে আশা করছিলে নাকি?' ভদ্রোচিত কৌতুক ঝরে পড়ছে তার কণ্ঠ থেকে।

'না, স্যার।' সে একটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, 'ব্যাপারটা আসলে তা না–'

'অবশ্যই তা।' উচ্চস্বরে হেসে উঠল লোকটা, 'ডেভিড বেকার দারুণ মানুষ। কখনো তাকে হারিয়ে ফেল না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

হঠাৎ একটু সিরিয়াস হয়ে গেল কমান্ডারের কণ্ঠ। 'সুসান, কল করেছি কারণ তোমাকে এখানে প্রয়োজন।'

'আজ শনিবার, স্যার। সাধারণত এ দিনে আমরা–'

'আমি জানি।' শান্ত তার কণ্ঠ, 'কিন্তু প্রয়োজনটা জরুরি।'

boiRboi.net

উঠে বসল সুসান। *জরুরি!* কমান্ডার স্ট্র্যাথমোরের কণ্ঠে কখনো এ কথাটা উচ্চারিত হয়নি। *ইমার্জেন্সি? ক্রিপ্টোতে?* সে কল্পনাও করতে পারে না। 'ইয়েস-ইয়েস স্যার।' বলল সে আমতা আমতা করে, 'আমি হাজির হব যত দ্রুত সম্ভব।'

'আরো দ্রুত বানিয়ে ফেল সেটাকে।'

সুসান ফ্লেচার খুব দ্রুতহাতে তোয়ালে ছেড়ে নেয়, পরে নেয় পোশাক। তারপর গায়ে একটা সোয়েটার চাপিয়ে পাহাড়ি আবহাওয়ার হাত থেকে বাঁচার পায়তাড়া করার আগে ক্লজেটের দিকে এগিয়ে যায় একটা ব্লাউজ আর স্কার্ট তুলে নেয়ার জন্য। *ইমার্জেন্সি? ক্রিপ্টোতে?*

সিড়ি বেয়ে নামতে নামতে ভেবে পায় না সুসান, আর কত খারাপ হতে পারে আজকের দিনটা।

সে জানেও না, কতটা খারাপ হতে পারে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ২

মৃত, শান্ত কোন সাগরের ত্রিশ হাজার ফুট উপরে একটা লিয়ারজেটের ছোট, ডিম্বাকার জানালা দিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে ডেভিড বেকার। জানতে পেরেছে, বিমানের ফোন বিকল। সুসানকে কল করার কোন উপায় নেই।

'কী করছি আমি এখানে?' প্রশ্ন তোলে সে নিজের কাছেই। কিন্তু উত্তরটা একেবারে সরল। এখানে এমন সব মানুষ আছে যাদের কাছে খুব কমই 'না' বলা হয়।

'মিস্টার বেকার,' সরব হয়ে উঠল লাউড স্পিকার, 'আর আধঘণ্টার মধ্যে আমরা চলে আসছি।'

নড করল বেকার অদৃশ্য কণ্ঠের প্রতি। *ভাল, খুবই ভাল।*

শেড তুলে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল সে। বিফল মনোরথে শুধু ভাবতে পারল মেয়েটার কথা, ঘুম এল না কিছুতেই।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৩

সুসানের ভলভো সেডান একটা দশফুটি সাইক্লোন ফেন্সের আড়ালে গা ঢাকা দিল। তরুণ এক গার্ড হাত রাখল গাড়ির ছাদের উপর।

'আইডি, প্লিজ।'

সুসান এগিয়ে দিল তার আইডি এবং যথারীতি ত্রিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করল। লোকটা সেটা কম্পিউটারে পরীক্ষা করেই ফিরে এসে বলল, 'ধন্যবাদ, মিস ফ্লেচার।' গার্ড লোকটা একটা সাইন দেয়ার সাথে সাথে হাট হয়ে খুলে গেল দরজা।

আরো আধমাইল সামনে সেই একই ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হল সুসানকে। সেই একই রকম ইলেক্ট্রিফাইড বেড়া। *চলে এস, লোকজন... এখানে আমি মাত্র কয়েক মিলিয়ন বার এসেছি।*

শেষ চেকপয়েন্টে এসে একটা ধাক্কা খেল সে। গম্ভীর মুখের হিংস্র দুটা কুকুর সহ এক গার্ড উদিত হল। হাতে মেশিনগান। তার লাইসেন্স প্লেটে এক নজর বুলিয়ে নিয়ে যেতে দিল তাকে। আরো আড়াইশ গজ যাবার পর সামনে দেখা দিল এমপ্লয়ি লট-সি। *অবিশ্বাস্য। ভাবে সে। ছাব্বিশ হাজার কর্মচারি এবং বার বিলিয়ন ডলার বাজেট; যে কেউ ভাবতে পারে তারা আমাকে ছাড়াই ছুটির দিনে এখানে ঢুঁ মারবে।* সুসান তার ইঞ্জিনের দিকে নজর দেয়। থামিয়ে দেয় সেটাকে।

সামনের সুদৃশ্য এলাকা পেরিয়ে আরো দুটা চেকপয়েন্টের ঝামেলা চুকিয়ে হাজির হল মেয়েটা সেই জানালাবিহীন টানেলের সামনে। তার পরই নিউ উইং। একটা ভয়েস স্ক্যান বুথ পথ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (এন এস এ)
ক্রিপ্টো ফ্যাসিলিটি
অথোরাইডজ পার্সোনেল ওনলি

অস্ত্র হাতে গার্ড চোখ তুলে তাকাল, 'আফটারনুন, মিস ফ্লেচার'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকায় সুসান, 'হাই, জন।'

'আজকে আপনাকে আশা করিনি।'

'হ্যাঁ, আমিও না।' প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনের দিকে এগিয়ে যায় সে, 'সুসান ফ্লেচার,' পরিষ্কার কণ্ঠে বলে শব্দ দুটো। কম্পিউটার সাথে সাথে তাকে চিনে নেয়। তারপর খুলে যায় বন্ধ দুয়ার।

সিমেন্টের কজওয়ে ধরে এগিয়ে যাবার সময় গার্ড তার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে লক্ষ করেছে, মেয়েটার চোখের দৃষ্টি আজ একটু নিষ্প্রভ, কাঁধ আজো টানটান, বাদামি চুলগুলো একটু এলোমেলো হয়ে কাঁধের উপর ছড়ানো। প্রস্তুত হবার সময় পায়নি, গুছিয়ে ওঠার আগেই চলে এসেছে, বোঝা যায়। জনসন্স বেবি পাউডার যে তার গায়ে লেগে আছে, টের পাওয়া যাচ্ছে গন্ধে, সাদা ব্লাউজের নিচে ব্রা ঠিক ঠিক দেখা যায়। হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে খাকি স্কার্ট, তার নিচে খোলা পা... সুসান ফ্লেচারের পা।

ভাবা কঠিন, তাদের আই কিউ একশো শত্তুর। একবার ভেবে নেয় গার্ড।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার গমনপথের দিকে। তারপর মাথাটাকে একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায় নিজের কাজে।

সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে যাবার পর পরই একটা গোলাকার দরজা পথ আগলে দাঁড়ায়। বিশাল অক্ষর খোদিত সেটার গায়ে। *ক্রিপ্টো।*

দীর্ঘশ্বাস লুকাতে লুকাতে সে একটা হাত বাড়িয়ে দেয় সাইফার বক্সের উপর। তারপর তার একান্তই নিজস্ব পাঁচ ডিজিটের পিন কোড প্রেস করে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বারো টনের স্ল্যাব পা ঝাড়া দিয়ে সরে যেতে শুরু করল। কাজের দিকে মন দেয়ার চিন্তা করছে সুসান। কিন্তু সেটা বারবার চলে যাচ্ছে অন্য কারো দিকে।

ডেভিড বেকার। সে আর কখনো কাউকে ভালবাসেনি, এ লোকটাকে ছাড়া। জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির সবচে তরুণ ফুল প্রফেসর। মেধাবী ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশালিস্ট, এ্যাকাডেমিয়ার জগতে সে একজন সেলিব্রিটি। জন্ম থেকেই বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি আর ভাষার প্রতি ভালবাসা আছে তার। ছটা এশিয়ান ভাষার সাথে সাথে স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ আর ইতালিয়ানে হাতযশ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইটমোলজি (শব্দের উৎপত্তিবিদ্যা) আর লিঙ্গুইস্টিক্স (ভাষা ও তার গঠনবিদ্যা) পড়ায় এবং এ বিষয়ে আসা একশো একটা প্রশ্নের জবাব দেয় বিনা দ্বিধায়।

গায়ের রঙ একটু ঘন– সবজু চোখের সাথে আকর্ষণীয় এক মানুষ। বয়স পয়ত্রিশ। তার স্পষ্ট চোয়াল দেখলে বারবার সুসানের মনে পড়ে যায় পাথরে খোদিত মূর্তির কথা। ছ ফুটেরও বেশি লম্বা বেকার তার যে কোন সহকর্মিরচে

দ্রুত নড়তে পারে স্কোয়াশের সময়। সাথের খেলোয়াড়কে নাস্তানাবুদ করে দেয়ার পর তার কাজ একটা ঝর্ণার মধ্যে মাথা ডুবিয়ে নিজেকে ঠান্ডা করে নেয়া। ঘন, কালো চুলকে ভিজিয়ে নেয়া। তারপর সোজা এগিয়ে যাবে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে, একটা ফ্রুট শেক আর সেইসাথে বিশেষ ধরনের রুটি-ব্যাগেল এগিয়ে দিবে।

সে সবচে কম বয়েসি প্রফেসর, স্বাভাবিকভাবেই তার বেতনও সবচে কম, এখনো টাইম স্কেলে তেমন বাড়েনি। তাই যখনি একটু টাকার দরকার পড়ে– স্কোয়াশ ক্লাবের সদস্য ফি দিতে হয় বা পুরনো ডানলপটাকে একটু নতুন রূপ দিতে হয়, বিনা দ্বিধায় কাজে নেমে পড়ে। ওয়াশিংটন আর তার আশপাশের এলাকায় বিদেশি ভাষা থেকে অনুবাদ করে দেয়ার কাজ করে। সাধারণত বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজ। এমনি একটা কাজের সময় সে সুসানের সাথে পরিচিত হয় প্রথম বারের মত।

সকালের জগিং থেকে মাত্র ফিরেছে বেকার তার তিন কামরার ফ্যাকাল্টি এ্যাপার্টমেন্টে। দেখতে পেল, আনসারিং মেশিনটা ব্লিঙ্ক করছে। এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস হাতে নিয়ে মনোযোগ দিল প্লেব্যাকের দিকে। এমন বার্তা সে হরদম পায়। একটা সরকারি সংস্থা তার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছে যেন কয়েক ঘণ্টা পর অনুবাদের কাজটুকু করে দেয়। মজার ব্যাপার হল, বেকার কখনো সেই প্রতিষ্ঠানের নাম-গন্ধও জানতে পারেনি।

'তাদের নাম নাকি ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি।' বলল বেকার তার কয়েকজন কলিগের কাছে ফোন করে।

'আপনি বলতে চাচ্ছেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি *কাউন্সিল?*'

'না। তারা নামটা বলেছে এজেন্সি। এন এস এ।'

'কখনো নাম শুনিনি।'

জি এ ও ডিরেক্টরি চেক করল বেকার সাথে সাথে। সেখানেও তেমন কোন সংস্থার নাম নেই। স্কোয়াশ খেলার এক পুরনো সঙ্গির কাছে ফোন করল সাথে সাথে। আগে সে ছিল পলিটিক্যাল এ্যানালিস্ট। পরে কংগ্রেস লাইব্রেরির রিসার্চ ক্লার্কের পদে কাজ করেছে। বন্ধুর ব্যাখ্যা শুনে অবাক হয়ে গেল ডেভিড।

পরে দেখা গেল, এন এস এ যে শুধু আছে তাই নয়, এটাকে পৃথিবীর সবচে প্রভাবশালী সরকারি সংস্থার একটা হিসাবে গণ্য করা হয়। তাবৎ পৃথিবীর ইন্টেলিজেন্স ডাটা সেখানে এসে জড়ো হয়, একই সাথে তাদের দ্বারাই ইউ এস এ'র গোপন তথ্যগুলোকে আর সব ব্যাপার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে গত অর্ধ শতাব্দি ধরে। মাত্র তিন শতাংশ আমেরিকান সেটার অস্তিত্বের ব্যাপারে সচেতন।

'এন এস এ,' বলেছিল তার এক বন্ধু, 'মানে হল, "নো সাচ এজেন্সি"।'

আগ্রহ আর কৌতুহলের একটা মিশ্রণ নিয়ে বেকার সেই এজেন্সির অফার গ্রহণ করল। গাড়ি দাবড়ে গেল আরো সাইত্রিশ মাইল দূরে, সেই প্রতিষ্ঠানের

আটষট্টি একর জুড়ে থাকা দানবীয় হেডকোয়ার্টারের দিকে। মেরিল্যান্ডের ফোর্ট মিডে সেটাকে বনানীর মাঝে সযত্নে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অগুণিত সিকিউরিটি চেকপয়েন্টের নানা ধরনের ভ্যাজাল পেরিয়ে সে মাত্র ছ ঘন্টার জন্য একটা হলোগ্রাফিক গেস্ট পাস পেল। তারপর জানানো হল, এখন তার কাজ মাত্র একটা, তাদেরকে 'অন্ধ সমর্থন' দিতে হবে ক্রিপ্টোগ্রাফি ডিভিশনের কাছে। ক্রিপ্টোগ্রাফিক ডিভিশন– একদল এলিট গণিতবিদ। তাদের পরিচয়– কোড ব্রেকার।

প্রথম এক ঘণ্টা যেন কোড ব্রেকাররা টেরও পায়নি বেকার এখানে হাজির আছে কি নেই। একটা বিশালাকার টেবিলের চারপাশে ঝুকে এসে এমন এক ভাষায় কথা বলছে যা স্বয়ং বেকারও কখনো শোনেনি। তাদের আলোচনায় অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ জায়গা পাচ্ছে– স্ট্রিম চিপার, সেল্ফ-ডেসিমেটেড জেনারেটর, নাপস্যাক ভেরিয়েন্ট, জিরো নলেজ প্রটোকল, ইউনিসিটি পয়েন্ট। বেকার বোকার মত বসে বসে কেবল শুনল তাদের কথকতা। গ্রাফ পেপারে কাজ উঠে আসছে, ঝুকে থাকছে কম্পিউটার প্রিন্ট আউটগুলোর উপর, মাথার উপরে প্রজেক্টরে উঠে আসা সংখ্যাগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে হরদমঃ

JHDJA3JKHDHMADO/ERTWTJLW+JGJ328
5JHALSFNHKHHHFAFOHHDFGAF/FJ37WE
OHI93450S9DJFD2H/HHRTYFHLF89303
95JSPJF2J0890IHJ98YHFI080EWRT03
JOJR845H0ROQ+JT0EU4TQEFQE//OUJW
08UYOIH0934JTPWFIAJER09QU4JR9GU
IVJP$DUW4H95PE8RTUGVJW3P4E/IKKC
MFFUERHFGV0Q394IKJRMG+UNHVS9OER
IRK/0956BY7U0POIKIOJP9F8760QWERQI

তারপর, একজনের নজর পড়ল বেকারের উপর। জানাল যে সে উপস্থিত হয়েছে এর মধ্যেই। সামনের টেক্সটটা একটা কোড। 'সাইফার টেক্সট্'– এই নাম্বার আর প্রতীকের গোলকধাঁধায় অন্য কিছু বোঝানো হচ্ছে। কোন একটা ভাষা। এখান থেকে বাড়তি অক্ষরগুলো ঝেড়ে ফেলতে হবে। তারপর বেরিয়ে আসবে 'ক্লিয়ারটেক্সট্'। তারা বেকারকে ডেকেছে কারণ তাদের ধারণা মূল ভাষাটা চায়না ম্যান্ডারিনের। ক্রিপ্টোগ্রাফাররা ডিসাইফার করার পর তাকে সে ভাষা থেকে কথাটুকু অনুবাদ করতে হবে।

পরের দু'ঘণ্টা জুড়ে বেকার অসংখ্য ম্যান্ডারিন সিম্বলকে অনুবাদ করে দিল। কিন্তু যতবারই সে একটা সমাপ্তিতে এল বাক্যগুলো শেষ করে, ততবারই ক্রিপ্টোগ্রাফাররা মাথা নাড়ল হতাশ হয়ে।

তারপর একটু সহায়তা করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে বেকার, জানায় যে এ পর্যন্ত যত শব্দ তাকে দেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সাধারণ একটা মিল থাকছে। থাকছে একটা ধারা। সেগুলোর সবই কাঞ্জি ভাষার সাথে যুক্ত। সাথে সাথে কামরার মধ্যে নেমে এল জমাট নিরবতা। মরান্টে নামের লোকটা ছিল ইন চার্জ। চেইন স্মোকার। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল বেকারের দিকে।

'আপনি বলতে চান এ সিম্বলগুলোর মাল্টিপল মিনিং আছে?'

নড করল বেকার। সে ব্যাখ্যা করল যে কাঞ্জি হল একটা জাপানি লেখ্য ভাষা যা আসল চাইনিজ শব্দগুলোর আদল বদলে দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। সে ম্যান্ডারিন শব্দের অর্থ করে দিচ্ছিল কারণ সেটাই করতে বলা হয়েছে এতক্ষণ।

মরান্টে কেশে উঠল, 'জিসাস ক্রাইস্ট! তাহলে কাঞ্জি চেষ্টা করা যাক।'

জাদুমন্ত্রের মত এবার সবকিছুর অর্থ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কিন্তু হাল ছাড়বে না ক্রিপ্টোগ্রাফাররা। তারা এবার ঝামেলায় ফেলে দিল বেচারা বেকারকে। শব্দগুলো উল্টাপাল্টা করে বারবার অনুবাদ করতে দিল তাকে।

'এটা আপনার নিরাপত্তার জন্যই করা হচ্ছে। আপনি পরে মনে রাখতে পারবেন না কী কী অনুবাদ করেছিলেন।'

হাসল বেকার। তারপর অবাক হয়ে দেখল, আর কেউ তার সাথে তাল মিলাচ্ছে না।

সবশেষে যখন কোডটা ভাঙা গেল, বেকার কল্পনাও করতে পারল না সে কতটা ভয়ানক রহস্যের সুরাহা করে দিয়েছে। এন এস এ খুব সিরিয়াসলি এ কোড ব্রেকিংটাকে গ্রহণ করল। তারপর বেকারের পকেটে যা পুরে দিল সেটার পরিমাণ পুরো মাসের বেতনেরচেও বেশি।

বেরিয়ে যাচ্ছিল সে একের পর এক বিচিত্র সিকিউরিটি চেক পয়েন্ট দিয়ে। শেষে এক জায়গায় এসে থেমে যেতে হল। সিকিউরিটি গার্ড কথা বলছিল ফোনে, তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিস্টার বেকার, এখানে অপেক্ষা করুন, প্লিজ।'

'কোন সমস্যা?' বেকার আশাও করেনি মিটিংটা এত দীর্ঘ হবে। বিকালের স্কোয়াশ খেলার সময় চলে যাচ্ছে।

শ্রাগ করল গার্ড, 'ক্রিপ্টোর হেড আপনার সাথে একটু কথা বলতে চান। মহিলা চলে আসবেন যে কোন মুহূর্তে।'

'মহিলা?' হাসল বেকার। এবার এন এস এ'র ভিতরে একজন মহিলাকেও দেখতে হবে তাকে।

'তাতে কোন সমস্যা আছে কি?' পিছন থেকে মহিলার কণ্ঠ বলে উঠল।

বেকার ঘুরে দাঁড়াল এবং দাঁড়িয়েই স্থবির হয়ে গেল। এন এস এ'র ক্রিপ্টোর প্রধান যে এ মেয়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই, বুকের ব্যাজই সে কথা সগর্বে প্রচার

করছে, কিন্তু আরো একটা ব্যাপার বাকি থেকে যায়, তাকে কোনমতেই মহিলা বলা যায় না, বরং এক তন্বী তরুণী, যার মধ্যে আকর্ষণের সবটুকু ব্যাপার পরিপূর্ণভাবে বিকশিত।

'না।' আমতা আমতা করে বলল বেকার, 'আমি আসলে...

'সুসান ফ্লেচার,' হাসল মেয়েটা মোহনীয় ভঙ্গিতে, সামনে বাড়িয়ে দিল ক্ষীণ হাত।

হাত বাড়াল সেও, 'ডেভিড বেকার।'

'কংগ্রাচুলেশন্স মিস্টার বেকার, শুনলাম আপনি আজ বাজিমাৎ করে দিয়েছেন। চমৎকার কাজ। আমার সাথে এ নিয়ে একটু কথা বলতে কোন আপত্তি নেই তো?'

'কেন, অবশ্যই নেই। কিন্তু মানে... আমার একটু তাড়া ছিল।' ভেবে পায় না সে কী করে পৃথিবীর সবচে সেরাগুলোর মধ্যে একটা ইন্টেলিজেন্স অর্গানাই-জেশনের কাছে বলবে যে তার স্কোয়াশ ম্যাচটা শুরু হয়ে যাবে আর মাত্র পয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে এবং তাকে সেখানে থাকতেই হবে। তার সেখানে গর হাজির থাকার কোন নজির ছিল না কখনোই। ক্লাসে কখনো কখনো দেরি করে ডেভিড বেকার, কিন্তু স্কোয়াশ– কখনোই না।

'আমি খুব বেশি সময় নিব না। এ পথে, প্লিজ।'

দশ মিনিটের মধ্যে বেকার এন এস এ'র কমিশারির মধ্যে বসে বসে পপোভার আর ক্র্যানবেরি জুস উপভোগ করতে করতে কথা বলছিল এন এস এ'র ক্রিপ্টোগ্রাফির রূপবতী হেড সুসান ফ্লেচারের সাথে। আটত্রিশ বছর বয়সে হেড অব ক্রিপ্টোগ্রাফি হওয়া মুখের কথা নয় এবং সে অনুভব করছে এমন আকর্ষণীয় মহিলা জীবনে খুব কম দেখেছে। কোড আর কোড ব্রেকিং নিয়ে কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সে। হাজার হলেও, ব্যাপারটার সাথে ভাষা এবং ভাষা বিজ্ঞানের অদ্ভুত মিল আছে, এবং এর সাথে সে আগে কখনো তেমনভাবে পরিচিত ছিল না।

এক ঘন্টা পর, যখন বেকারের আর কোন আশাই নেই স্কোয়াশ খেলায় অংশ নেয়ার, তখন সুসান বারবার ইন্টারকমের ডাককে অস্বীকার করলে হেসে ওঠে দুজনেই। তারা বুঁদ হয়ে গেছে আলোচনায়। হাজার হলেও, কাছাকাছি বিষয়ের দুজন সেরা মানুষ কথা বলছে নিজের নিজের বিষয় নিয়ে এবং বারবার তাদের বিষয়গুলোর মধ্যে মিল এবং চমক খুজে পাচ্ছে। একজন লিঙ্গুইস্টিক মরফোলজির অসাধারণ দিকগুলো নিয়ে কথা বলছে তো আরেকজন কথা বলছে সুডো র‍্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর নিয়ে। যেন দুটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আলাপ করছে আতশবাজির রকমফের নিয়ে, উত্তেজিতভাবে।

সুসান তাকে ডেকেছিল অন্য একটা মতলবে। ব্যক্তি ডেভিড বেকারের ব্যাপারে সে একেবারেই নিরাসক্ত। লোকটাকে ডেকেছে এশিয়াটিক ক্রিপ্টোগ্রাফি ডিভিশনে ট্রায়াল দেয়ার জন্য। পরীক্ষামূলক একটা চাকরি। তরুণ প্রফেসর সাফ সাফ জানিয়ে দিল সে কখনোই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসবে না। সুসান সিদ্ধান্ত নিল, পেশাদারি কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করবে না। তার আস্তে আস্তে অনুভূতি বদলে গেল। যেন সে একটা স্কুলগার্ল, ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। একটু আলাপ করে নিলে কী হয়? এবং সত্যি সত্যি কিছু হল না।

খুব ধীরে ধীরে একটা সখ্য গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে। দুজনের কাজেরই পর্বতপ্রমাণ চাপ, তবু কাজের ফাঁকে একটু ছুটি মিলে গেলেই হল। হেটে চলে জর্জটাউন ক্যাম্পাস ধরে, রাতে ডিনারে বসে কখনো কখনো, চলে যায় বিশেষ বিশেষ লেকচারে বা কনসার্টে। অবাক হয়ে সুসান লক্ষ্য করে, আর সব বারেরচে বেশি বেশি হাসছে সে। প্রাণখোলা হাসি। আস্তে আস্তে টের পায়, লোকটার রসবোধ প্রখর। এন এস এ'র হাড়ভাঙা খাটুনি আর খটমটে কাজের বাইরে যাবার, হাঁফ ছেড়ে বাঁচার একটা সুযোগ পায় সে।

হেমন্তের এক বিকালে, সকার খেলা দেখার ফাঁকে ফাঁকে কথা বলে তারা, প্রশ্ন তোলে সুসান, 'কী খেলা খেলতে যেন পছন্দ কর তুমি?' খোচা দেয় সে, 'জুচিনি?'

'খেলাটার নাম *স্কোয়াশ*।'

বোবা দৃষ্টি দেয় সুসান তার দিকে।

'এটা আসলে জুচিনির মতই, শুধু কোর্টটা ছোটখাট।'

তাকে ঠেলে দেয় সুসান।

জর্জটাউনের লেফট উইং একটা দারুণ শট নিচ্ছে, কর্নার কিক। উল্লাস প্রকাশ পেল দর্শকদের সারি থেকে।

'আর তুমি?' প্রশ্ন তোলে বেকার, 'কোন খেলাধূলা কর না?'

'আমি স্টেয়ারমাস্টারের ব্ল্যাকবেল্ট।'

কুঁচকে গেল বেকার। 'এমন কোন খেলাই আমি ভালবাসি যেটা তুমি জিতে যেতে পারবে।'

মিষ্টি হাসি সুসানের ঠোঁটে, 'অনেক বেশি অর্জন করে ফেলেছি আমরা, তাই না?'

জর্জটাউনের তারকা ডিফেন্ডার একটা পাস ব্লক করে ফেলেছে। আবার হৈচৈ উঠল। সামনে ঝুকে এসে সুসান কানে কানে ফিসফিস করল, 'ডক্টর।'

বেকার চোখ ফিরিয়ে নিল তার দিকে।

'ডক্টর। প্রথমে মনে যে শব্দটা আসে সেটা বলতো!'

বোবার চাহনি দিয়ে তাকায় বেকার। 'ওয়ার্ড এ্যাসোসিয়েশনস?'

'স্টান্ডার্ড এন এস এ প্রসিডিউর। আগে আমাকে জানতে হবে কার সাথে আছি।' আবার বলে সে, 'ডক্টর।'

শ্রাগ করল বেকার, সেও কম যায় না শব্দ শব্দ খেলায়। 'সিউস।'

সুসান তীব্র দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে, 'আচ্ছা! এটা চেষ্টা কর... "কিচেন।"

একটুও দ্বিধা করল না সে, প্রফেসরও চতুর, 'বেডরুম।'

ভ্রু কুচকে সুসান জবাব দেয়, 'আচ্ছা, তাহলে "ক্যাট।"

"গাট।" পাল্টা গুলি চালাল বেকার।

'গাট?'

'হ্যা। ক্যাটগাট। চ্যাম্পিয়নের স্কোয়াশ র‍্যাকেটের সুতা।'

'ভাল।'

'আর তোমার মতামত কী?'

একটা মিনিট চুপ করে থাকল সুসান। 'তুমি আসলে একেবারে বাচ্চা বাচ্চা। সেক্সুয়ালি ফ্রাস্টেটেড স্কোয়াশ ফ্রেন্ড।'

শ্রাগ করল বেকার, 'হয়ত তাই ঠিক।'

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে কয়েকটা কথা জ্বালিয়ে মারল বেকারকে।

কোথায় সে ম্যাথমেটিক্স শিখেছে?

এন এস এ তে কীভাবে ঢুকল?

এমন হল কীভাবে সে?

সুসান বলেছিল, সে দেরিতে ফোটা ফুলের মত। সেই স্কুল থেকেই তার অঙ্কের প্রতি আসক্তি। তার আন্টি ক্লারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বলত এ অসাধারণ মেধার জন্য, এবং দোষ দিতে বলত আর সব ব্যাপারে নিরুৎসাহের জন্য।

ক্রিপ্টোগ্রাফির উপর তার নজর সেই জুনিয়র হাইস্কুল থেকেই। কম্পিউটার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক গাটম্যান তার জন্য একটা ভালবাসার কবিতা লেখে, তারপর সেটাকে এনক্রিপ্ট করে দেয় নাম্বার সাবস্টিটিউশন স্কিম দিয়ে। অর্থ জানার জন্য উসখুস করে সুসান, কিন্তু লোকটা কখনোই মানে জানিয়ে দেয়নি। হাল ছাড়ার পাত্রী নয় সে, বাসায় নিয়ে যায় কোডটাকে, সারা রাত লাইট জ্বেলে বসে থাকে সেটার উপর, তারপর বের করে অর্থটা। প্রতিটা অঙ্ক এক একটা অক্ষরের প্রতিনিধিত্ব করছে।

আস্তে আস্তে ডিসাইফার করে সে সবটুকু লেখা। তারপর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়ে দেখে, প্রতিটা নাম্বার মিলে মিলে গিয়ে চমৎকার এক কবিতার রূপ নিয়েছে। ঠিক সে মুহূর্তেই সে জেনে যায়, প্রেমে পড়ে গেছে। বাকি জীবন কাটবে তার ক্রিপ্টোগ্রাফি আর কোড নিয়ে।

প্রায় বিশ বছর পরের কথা, সে এর মধ্যেই মাস্টার্স করে বেরিয়ে গেছে জন হপকিন্স থেকে। গণিতে। এম আই টি থেকে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে কাজ করেছে নাম্বার থিওরির উপর, ডক্টরাল থিসিস জমা দিয়েছে- *ক্রিপ্টোগ্রাফিক মেথডস, প্রটোকলস, এ্যান্ড এ্যালগরিদমস ফর ম্যানুয়াল এ্যাপ্লিকেশন্স।*

স্বভাবতই, এ লেখা শুধু তার প্রফেসর পড়েনি; কিছুদিন পরেই সে একটা ফোনকল এবং প্লেনের টিকেট পেয়ে যায় এন এস এ থেকে।

ক্রিপ্টোগ্রাফির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই এন এস এ'র কথা জানে। বিশ্বে ক্রিপ্টোগ্রাফির তীর্থস্থান হল এই এন এস এ। সাধারণত প্রতি বছর তারা পৃথিবীর সেরা সেরা গণিত মেধার জন্য খুবই উচু দর হাঁকে, চমৎকার অফার দেয়। কিন্তু এসবের উপরই তীক্ষ্ণ চোখ রাখে এন এস এ। তাদের সবাইকে যে সংস্থাটা অফার দেয় তা নয়, কিন্তু যাদের দেয় তাদের জন্য থাকে দ্বিগুণ বেতন। এন এস এ'র কিছু প্রয়োজন- সেটাকে ত্বড়িৎগতিতে কিনে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। দুরুদুরু বুক নিয়ে সুসান ওয়াশিংটনের ডালাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে হাজির হয়। সেখানে এন এস এ'র এক ড্রাইভার অপেক্ষা করছিল, সোজা নিয়ে যায় ফোর্ট মিডোসে।

সেখানে আরো একচল্লিশজন ছিল যারা সে বছর একইভাবে একটা ফোনকল আর একটা টিকেট পেয়েছে। আটাশ বছর বয়সে সুসান ছিল সবচে কম বয়েসি। এবং একই সাথে, সেই ছিল একমাত্র মেয়ে। ইনফরমেশনাল সেসনের বদলে একটা দারুণ ইন্টেলিজেন্স টেস্টিং সেশন চলল। সেইসাথে চলল আরো নানা ধরনের পরীক্ষা। পরের সপ্তাহে আরো ছ জনের সাথে সুসানকেও আবার ডাকা হল। সেই গ্রুপ আবার হাজির হল। পলিগ্রাফ টেস্ট, ব্যাকগ্রাউন্ড সার্চ, হ্যান্ডরাইটিং এ্যানালাইসিস আর অশেষ সময় ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা ইন্টারভিউ চলল। এমনকি তাদের যৌন জীবনও বাদ পড়ল না তা থেকে।

যখন সুসানকে প্রশ্ন করা হল সে কখনো কোন জন্তুর সাথে সেক্স করেছে কিনা, সে আর একটু হলেই বেরিয়ে যেত। কিন্তু আগ্রহই সেখানে টেনে রাখল- সেই বিখ্যাত 'বিভ্রান্তির দুর্গ' তে প্রবেশ করা, পৃথিবীর সবচে গোপনীয় গণিত ক্লাবে- এন এস এ'তে যোগ দেয়া।

বেকার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে, 'তারা প্রশ্ন তুলেছিল তুমি কখনো কোন জন্তুর সাথে সেক্স করেছ কিনা সে বিষয়ে?'

শ্রাগ করল সুসান, 'রুটিন ব্যাকগ্রাউন্ড চেকের অংশ।'

'যাক...' কোনক্রমে একটা মিনমিনে হাসি যোগাড় করল বেকার, 'কী বললে তুমি?'

সাথে সাথে টেবিলের নিচ দিয়ে একটা লাথি মেরে বসল মেয়েটা, একটু অপ্রতিভভাবে দ্রুত বলল, 'আমি তাদের বললাম, না!' তারপর বলল, 'এবং এই গত রাতের আগে সেটা ছিল সত্যি কথা।'

সুসানের চোখে, একটা মানুষের পক্ষে নিখুতের যত কাছে যাওয়া সম্ভব, ততটা কাছে ডেভিড। শুধু একটা ব্যাপার; যতবার তারা বাইরে যেত, ততবার সে চেকটা তুলে নেয়ার জন্য অনুরোধ করত। সুসান প্রতিবার দেখত, বেচারা তার একদিনের বেতনের সমান টাকা খরচ করে ফেলছে তাদের দুজনের খাবারের বিল দিতে গিয়ে। প্রতিবাদ করতে শিখেনি সুসান, কিন্তু তবু ব্যাপারটা তার কাছে ভাল ঠেকত না। *আমি এত টাকা আয় করি যা দিয়ে কী করব ভেবে পাই না কখনো,* ভাবত সে, *ব্যয়টা আমারই বহন করা উচিৎ।*

এই একটা ব্যাপার, সব খরচ তারই করতে হবে, এ ভাবনাটা ছাড়া আর সব দিক দিয়ে একেবারে ঠিক। সে সহানুভূতিপূর্ণ, স্মার্ট, মজাদার, আর সবচে বড় কথা, সুসানের কাজের প্রতি তার স্বচ্ছ একটা কৌতূহল আছে। স্মিথসোনিয়ানের দিকে ট্রিপ নেয়া, বাইকে করে ঘুরে বেড়ানো বা সুসানের কিচেনে একটা স্প্যাগেটি পুড়িয়ে নেয়া, সব ব্যাপারে ডেভিডের আগ্রহ খুব। সর্বক্ষণ তাকে প্রশ্ন তাড়া করে ফিরছে, সুসানও বিনা দ্বিধায় গোপনীয় ব্যাপারগুলো বাদে সব বলে যাচ্ছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির ব্যাপারে। ডেভিড যাই শুনত তাই তাকে উৎফুল্ল করে তুলত।

উনিশো বাহান্নর নভেম্বরের চার তারিখ রাত বারোটা এক মিনিটে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এ প্রতিষ্ঠানটা উদ্বোধন করে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সারা পৃথিবীর সবচে সফল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এই এন এস এ। এ প্রতিষ্ঠানের সাত পাতার পরিচিতির একটাই অর্থঃ এটা যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করবে তার গোপনীয় তথ্যগুলোকে রক্ষা করার মাধ্যমে এবং বিদেশি শক্তিগুলোর তথ্য উদ্ধার করে।

এন এস এ'র মূল অপারেশন বিল্ডিংয়ের ছাদে পাঁচশোরও বেশি এ্যান্টেনা আছে। সেইসাথে আছে বিশাল দুটা র‍্যাডোম যেগুলো দেখতে একেবারে গলফ বলের মত। ভবনটাও জান্তব– বিশ লাখ স্কয়ার ফুট, সি আই এ হেডকোয়ার্টারেরচে দ্বিগুণ। ভিতরে আশি লাখ ফুট দীর্ঘ টেলিফোন তার আছে, আছে আশি হাজার স্কয়ার ফুট ফিক্সড উইন্ডো।

সুসান তাকে কমনিটের কথা বলল। সি ও এম এ আই টি। এটা এজেন্সির আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা ডিভিশন– সেখানে কী আছে না বলে কী নেই সেটা বলাই নাকি শ্রেয়, বলেছিল সে। লিসেনিং পোস্ট, কৃত্রিম উপগ্রহ, গুপ্তচর, আর সুতা দিয়ে তারা বেঁধে রেখেছে সমস্ত পৃথিবীকে। প্রতিদিন হাজার হাজার যোগাযোগ এবং

কথাবার্তা ইন্টারপ্রিট করা হয়। এসবই পাঠানো হয় এক জায়গায়, এন এস এ। সি আই এ, এফ বি আই বা ইউ এস ফরেন পলিসি এডভাইজর– সবাই এন এস এ'র ইন্টেলিজেন্স এবং ইন্টারপ্রিটেশনের মুখাপেক্ষী।

বেকার স্থাণুর মত বসে থেকে শোনে, তারপর প্রশ্ন তোলে, 'আর কোড-ব্রেকিং? কোথায় তোমরা এসব কর?'

সুসান ব্যাখ্যা করে কীভাবে বিভিন্ন শত্রুভাবাপন্ন দেশের কাছ থেকে আসা অভ্যন্তরীণ কথাবার্তা তারা বের করে, কীভাবে কাজ করে টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে, কীভাবে দেশের ভিতরেও এসব তথ্য পাওয়া যায়। সেগুলো সময়মত না পেলে আজকের এই আমেরিকার কথা ভাবাও যেত না। যে কোন সময় ধ্বসে পড়ত এই সুসভ্য অবয়ব। সুসানের আগের কাজ ছিল কোড স্টাডি করা। কোড ব্রেক করা আর সেগুলো নিয়ে এন এস এ কে আরো সুসজ্জিত করা। এ কথাটা অবশ্য পুরোপুরি সত্যি নয়।

ভালবাসার মানুষের কাছে নির্জলা মিথ্যা বলতে খারাপ লাগলেও সুসানের করার কিছু নেই, সত্যি কথাগুলো সব সময় বলা যায় না। কয়েক বছর আগেও কথাগুলো সত্যি ছিল, কিন্তু এখন আর তা নেই। এখন এন এস এ একটু বদলে গেছে। ক্রিপ্টোগ্রাফির পুরো ভুবনটা বদলে গেছে আমূল। সুসানের নতুন কাজের ক্ষেত্র ক্লাসিফাইড, এমনকি অনেক দন্ডমুন্ডের বিধাতারাও জানে না সে সম্পর্কে।

'কোডগুলো,' নাচার হয়ে প্রশ্ন তুলল বেকার, 'কীভাবে বুঝতে পার কোত্থেকে শুরু করতে হবে? বলতে চাচ্ছিলাম... ভাঙ কীভাবে?'

মৃদু হাসি সুসানের ঠোঁটে, 'আর কেউ জানুক চাই না জানুক, তোমার এসব জানার পূর্ণ অধিকার আছে। বিদেশি কোন এক ভাষা নিয়ে গবেষণা করার মতই ব্যাপারটা। প্রথমে বিদঘুটে কোন অচেনা ভাষা মনে হবে এগুলোকে। একেবারে বেড়াছেড়া অবস্থা, তারপর আস্তে আস্তে চিনতে শুরু করবে, একে একে অর্থ বেরিয়ে আসতে লাগলেই বাকিটা মিলে যাবে। পরিষ্কার একটা অনুবাদ দাঁড় করাতে পারলেই বোঝা যাবে কী বোঝানো হচ্ছে।'

খুশি হয়ে নড করল বেকার। সে আরো আরো জানতে চায়।

জানাতে পারলে খুশি সুসানও। সে একেবারে শুরু থেকে একটা শর্ট কোর্স দিতে শুরু করল। প্রথমে জানাল কাইজারের সেই বিখ্যাত 'পারফেক্ট স্কয়ার' সাইফার বক্স দিয়ে।

ব্যাখ্যা করল সে, কাইজার ছিল ইতিহাসের প্রথম কোড রাইটার। যখন থেকে তার পদাতিক বার্তাবাহী পথে এ্যাম্বুশে পড়তে শুরু করল, তাদের গোমর সব ফাঁস হয়ে যেতে শুরু করল, আর না পেরে কোডের আশ্রয় নিল কাইজার। এমনভাবে ভাষাকে পাল্টে দিল সে যাতে এর কোন অর্থই আর বের করা না যায়। প্রতিটা

বার্তাতেই নিখুত বর্গ শব্দ থাকত। ষোল, পঁচিশ বা একশো এবং এরকম আরো অনেক। যা সে বোঝাতে চাইত, সেভাবে বর্গ করা থাকত। লোকজনকে জানিয়ে দিল সে, যখনি কোন বার্তা আসবে, অক্ষরগুলোকে সাজিয়ে নিতে হবে বর্গাকারে। যখনি তা করে উপর থেকে নিচে পড়া হয়, একটা নিখুত মেসেজ চলে আসে।

সময়ের সাথে সাথে কাইজারের এ রীতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, আস্তে আস্তে তা আরো জটিল আকার ধারণ করে, ছড়িয়ে পড়ে অনেকের মাঝে। কম্পিউটারের উপর ভিত্তি না করে এনক্রিপশনের হিড়িক পড়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়টায়। এনিগমা নামে এক অসাধারণ এনক্রিপশন মেশিন তৈরি করে নাৎসিরা। এতে লাগানো ছিল আদ্যিকালের এক টাইপরাইটার, সেটার লুপগুলো এমন চমৎকারভাবে বসানো ছিল যে কোন কথা টাইপ করলেও একটা অর্থহীন কোড বেরিয়ে আসত। শুধু অন্য কোন এনিগমা মেশিন থাকলে কাজ চলবে, নাহয় ভোঁ ভোঁ। কথাগুলো সেই মেশিনে সেভাবে বসাতে পারলেই অর্থ বেরিয়ে আসবে।

যেন জাদুমন্ত্র চালানো হয়েছে বেকারের উপর। সে শুধু শুনে যায় অবাক বিস্ময়ে। শিক্ষকই ছাত্রে পরিণত হয়েছে।

দ্য নাটক্র্যাকারের একটা বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক অনুষ্ঠানে, এক রাতে, সুসান প্রথম বারের মত ডেভিডকে একটা কোড ভাঙতে দেয়। হাতে কলম নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ডেভিড ঐ এগারো অক্ষরের কোডের দিকেঃ

HL FKZC VD LDS

অবশেষে, সেকেন্ড হাফের লাইট নিভে গেলে, ধরে ফেলল সে অর্থটা। খুব সহজ একটা কাজ দিয়েছে মেয়েটা। প্রতিবার, প্রথম অক্ষরকে পরের অক্ষরে বসিয়ে দিতে হবে, ব্যস, বেরিয়ে যাবে অর্থ। যেখানে 'এ' আছে, সেখানে বসবে 'বি।' আবার 'বি' এর জায়গায় 'সি।' এভাবেই। খুব দ্রুত সে অর্থটা বের করতে থাকে, তারপর ভেবেও পায় না কী করে এ সামান্য কথায় তার এত ভাল লাগছেঃ

খুব দ্রুত সে অর্থটা বের করে নিয়ে সাথে সাথে জবাব লিখে দেয়ঃ

LD SNN

সুসান পড়ে নেয় লেখাটা। তারপর তাকিয়ে থাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

বেকারের হাসার কথা, তার বয়স পঁয়ত্রিশ, আর এ বয়সে কিনা তার হৃদপিন্ড এমন কোন আবেগে ধ্বক ধ্বক করছে যেমনটা হবার কথা ছিল আরো প্রায় দু যুগ

আগেই। এ জীবনে আর কোন মেয়ের প্রতি সে এতটা আকৃষ্ট হয়নি। মেয়েটার সেই ইউরোপিয় চেহারা আর বাদামি চুল মনের ভিতরে কী যেন এক অনুভূতি এনে দেয়। সুসানের বয়স আর যাই হোক, টিন এজারের না। কিন্তু তাতে কী, আছে তার ব্যক্তিত্ব্য, সেইসাথে আছে পরিমিত মাত্রার আকর্ষণীয় দেহ সৌষ্ঠব। আকর্ষণীয় বুক আর একেবারে সমতল পেট যে কাউকে আকৃষ্ট করবে। মাঝে মাঝেই ডেভিড ঠাট্টা করে বলে, সুসানই তার দেখা প্রথম সুইম স্যুট মডেল যার একটা পুরোদস্তুর ডক্টরেট ডিগ্রি আছে এ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স আর নাম্বার থিওরির উপর। পরের মাসগুলোয় তারা আস্তে আস্তে টের পেতে থাকে যে তাদের এতোদিনে এমন কোন মানুষের সাথে দেখা হয়েছে যে বাকি জীবন সঙ্গ দিতে পারে।

প্রায় দু বছর কেটে গেল তারপর, আরো আরো ভালভাবে চিনল তারা একে অন্যকে। তারপর ডেভিড কথাটা তুলল। স্মোকি মাউন্টেনে একটা উইকএন্ডের ট্রিপে কথাটা পেড়েছিল ডেভিড। স্টোন ম্যানোরের এক বিশাল খাটে শুয়ে ছিল তারা তখন।

ডেভিডের হাতে কোন আঙটি ছিল না, প্রস্তাব দিল সে, তারপর অপেক্ষা করল। কোন ঋণাত্মক জবাব না পেয়ে এগিয়ে এল সে সুসানের দিকে, তারপর, নাইটগাউন খুলে ফেলতে ফেলতে বলল, 'আমি এটাকে হ্যা বলে ধরে নিচ্ছি।'

ক্যাম্পফায়ারের আলোয় বাকি রাত কাটাল তারা ভালবাসায়।

সেই জাদুময় সন্ধ্যা কেটে গেছে আজ থেকে ছ মাস আগে। তখনি ডেভিডকে অপ্রত্যাশিতভাবে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেন্টের প্রধান করা হয়। এরপর আর পিছু ফিরে দেখার কোন অবকাশ ছিল না।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৪

একটা বিপ শব্দ করে খুলে গেল ক্রিপ্টো ডোর। ভিতরে চলে আসছে সুসান, সেইসাথে তার বিষণ্নতা। দরজাটা খুলে গিয়ে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে পূর্ণ তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে আবার বন্ধ হয়ে যাবে। এর মধ্যেই ঢুকে পড়তে হবে। চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে প্রবেশ করছে সুসান। তার প্রবেশের নোট নিয়ে নিল একটা কম্পিউটার।

যদিও তিন বছর আগে ক্রিপ্টোর বর্তমান আকার ধারণের আগ থেকেই সে এ বিভাগকে ভাল করেই চেনে, তবু, পুরো ব্যাপারটা এখনো বিস্ময় এনে দেয়। মূল রুমটা বিশাল, গোলাকার, পাঁচতলা পর্যন্ত উচু! কেন্দ্রীয় চূড়ার দিকে উঠে গেছে একশো বিশ ফুট। উপরটা স্বচ্ছ। প্লেক্সিগ্লাসের গম্বুজটার সাথে মিহি করে মিশে আছে পলিকার্বনেট। এটা শুধুই বুলেটপ্রুফ বা বম্বপ্রুফ নয়, দু মেগাটনের বিস্ফোরনকেও বেমালুম গিলে নিতে পারবে। উপর থেকে সূর্যের আলো কোমল হয়ে নেমে আসে, আর ভিতরের ধুলা সব সময় একটা বিচিত্র ঘূর্ণি তুলে উপরে উঠতে থাকে অহর্নিশি। উপরের শক্তিশালী ডিআয়োনাইজিং সিস্টেমের কল্যাণে।

আর নিচের দিকেও জাদু আছে। সেখানে তাকালে, সূর্যের আলো যদি পড়ে বা লাইটের আলো, ঠিক ঠিক বোঝা যায়, মেঝেটা শুধু কালো নয়, কালো এবং স্বচ্ছ হয়ে নেমে গেছে অনেকটা নিচে। কালো বরফ।

মেঝে থেকে একটা আদ্যিকালের টর্পেডোর মত উঠে গেছে বিশাল, মিশকালো এক গড়ন। তার জন্যই ডোমটা তৈরি। নিচের মেঝেতে ফিরে আসার আগে এটা তেইশ ফুট উপর থেকেই বিচিত্রভাবে বেঁকে গেছে, যেন কোন অতিকায় খুনি তিমি। জমে গেছে। বিচিত্রভাবে বাঁকা এবং নিখুত। এটাই সেই বিখ্যাত ট্রান্সলেটার, পৃথিবীর সর্বকালের সবচে বেশি খরুচে কম্পিউটিং মেশিন যেটার অস্তিত্ব মোটেও স্বীকার করে না এন এস এ।

হিমবাহের মতই, এ মেশিনের নব্বইভাগ ক্ষমতা আর আকার লুকিয়ে আছে মেঝের নিচে। এর মূলমন্ত্র লুকিয়ে আছে অনেক অনেক নিচে। সোজা ছ তলা নেমে যেতে হবে মাটির গভীরে। সিরামিকের এক কামরায়। বিশাল এক কামরা, দেখলে ভিড়মি খেতে হয়। ভিতরে ঢুকলে প্রথমে মতিভ্রম হতে পারে, মনে হতে

পারে কোন রকেটের ভিতরে এসে হাজির হয়েছে দর্শক। অতিকায় রকেট। ভিতরে অজস্র বাটন, কি বোর্ড, তারের মারপ্যাচ। সেইসাথে আছে হিসহিস করতে থাকা ফ্রেয়ন কুলিং সিস্টেম। কিন্তু এখানকার শব্দ এখানেই মরে যায়, ক্রিপ্টোকে তাই সদা সমাহিত– চির শান্ত বলে ভুল হয় প্রথম দেখায়।

ট্রান্সলেটার হল মানুষের টেকনোলজিক্যাল অগ্রগতির এক বিচিত্র প্রকাশ। প্রয়োজনে জন্ম নেয়া এক দানব। উনিশো আশির দশকে এন এস এ অবাক হয়ে দেখেছে কী করে পৃথিবীর মধ্যে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে রাতারাতি বিপ্লব ঘটে গেল। এর ফলে পৃথিবীর ইন্টেলিজেন্সে চিরকালের জন্য একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। তারপর চোখের সামনে আরো রেনেসাঁ চলে এল, মানবজাতি প্রবেশ করল যোগাযোগের নতুন জগতে, ইন্টারনেটে। তারপর আরো দ্রুত মহামারীর মত ছড়িয়ে গেল ই-মেইল।

অপরাধী, সন্ত্রাসী আর গুপ্তচরেরা তাদের ফোনকল টেপ হতে দেখে দেখে একেবারে নাচার হয়ে পড়ল। এরপর আশ্রয় নিল ই-মেইলের। ই-মেইল, অসাধারণ এক প্রযুক্তি, এটা আর কোন ফোন লাইনের ভিতর দিয়ে চলে না, ইচ্ছা হলেই তাকে খুড়ে দেখা যায় না মাটির তলা থেকে। চলে যায় আলোর গতিতে, আন্ডারগ্রাউন্ড ফাইবার অপটিক্স দিয়ে। এটা আর অন দ্য এয়ার হয় না। তাই এর মত নিরাপদ আর কিছুই নেই, অন্তত তাই মনে হল তাদের।

অন্যদিকে, এন এস এ'র টেকনো গুরুদের কাছে একেবারে বাঁ হাতের খেল হয়ে গেল এই ই-মেইল নিয়ে কাজ কারবার করাটা। ইন্টারনেট মোটেও নতুন কোন হোম কম্পিউটার রেভুল্যুশন নয়, যেমনটা মনে করছে সাধারণ মানুষ। তিন দশক আগে ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স আবিষ্কার করে এ ব্যাপারটা, জন্ম দেয় ইন্টারনেটের। পারমাণবিক যুদ্ধের সময় যেন সরকারি, বিশেষ করে সামরিক সব কম্পিউটারের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগটা ঠিক থাকে সেজন্যই অনেক অনেক অতিকায় কম্পিউটারকে একে একে জুড়ে দিয়ে গড়া হয় সেই নেটওয়ার্ক, কালক্রমে, তিন দশকে যেটা এখন মানুষের হাতের খেলনা, যে কোন মানুষের, যে কোন সময়ে। ইন্টারনেটের উপর শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে রেখেছে এন এস এ সেই আদ্যিকাল থেকেই, নেটওয়ার্কিংয়ের ভ্রূণ যখন মাত্র জন্ম নিচ্ছে। ই-মেইল দিয়ে লোকজন যে অবৈধ ব্যবসা করছে সেটা আর গোপন নেই মোটেও, যা তারা মনে করছে। এফ বি আই, ডি ই এ, আই আর এস আর অন্যান্য ইউ এস ল ইনফোর্সমেন্ট এজেন্সি এই এন এস এ'র সহায়তা নিয়ে– এন এস এ'র দামি দামি হ্যাকারের সহায়তা নিয়ে উপভোগ করতে শুরু করে অসাধারণ এক জোয়ার; গ্রেফতার এবং ধরপাকড়ের সীমা না মানা স্রোত এসে ভাসিয়ে দেয় সবকিছু।

স্বভাবতই, যখন পৃথিবীর মানুষ দেখতে পেল যে আমেরিকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তথা যুক্তরাষ্ট্র তাদের ই-মেইলের উপর ছুরি চালাচ্ছে তখন তারা তেতে লাল হয়ে ওঠে। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সবখান থেকে। এমনকি নতুন নেট পোকারা, যারা শুধু উপভোগ করার জন্য ই-মেইল ব্যবহার করে, তারাও টের পেল, আস্তে আস্তে তাদের ব্যক্তিগত কাজের ভিতরেও নাক গলাচ্ছে অন্য কেউ। ই-মেইলকে আরো আরো নিরাপদ এবং ব্যক্তিগত করে রাখার জন্য সারা দুনিয়ার প্রোগ্রামাররা কোমর বেঁধে উঠেপড়ে লাগল। খুব দ্রুত তারা একটা পথ খুজে বের করল এবং এর পর থেকেই একটা বিচিত্র ব্যাপার শুরু হল। যে কোডের ব্যাপারটা এতদিন ছিল শুধু রাষ্ট্রীয় এবং গোপনীয় বিষয়– সেই কোডিং, সাইফারিং আর এনক্রিপশন চলে এল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়, নিরাপত্তার খাতিরে।

পাবলিক কি এনক্রিপশন একই সাথে একটা চতুর এবং খুবি সাধারণ পদ্ধতিতে পরিণত হয়। একেবারে ঘরে বসা সাধারণ মানুষের কাছে, হাতে হাতে চলে এল এমন সব প্রোগ্রাম যা তাদের নিত্যনৈমিত্তিক চিঠি চালাচালিকে একেবারে দুর্বোধ্য করে ছাড়ল। সে প্রোগ্রাম যদি রিসিভারের কাছে থাকে তাহলেই অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব।

কাজ খুব সোজা, প্রথমে একজন ব্যবহারকারী একটা চিঠি লিখবে, তারপর এনক্রিপশন সফটওয়্যারের ভিতর দিয়ে চালনা করবে, ব্যস, কেল্লা ফতে। যে কেউ সেটাকে পেয়ে গেলেও কোন কাজে লাগবে না। একটা ফালতু, এলোমেলো পত্র পাবে তারা।

এর অর্থ উদ্ধার করতে হলে প্রেরকের 'পাস-কি' পেতেই হবে। অনেকটা পিন কোডের মত নাম্বারের অর্থ যা বের করা সম্ভব অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর, বেশিরভাগ সময় সম্ভবও হয় না। 'পাস-কি'গুলো সাধারণত অনেক লম্বা এবং জটিল হয়ে থাকে।

এবার একজন ব্যবহারকারী নিশ্চিন্তে তার খবরা খবর পাঠাতে পারে। যদি পথে ধরাও পড়ে যায়, কোন চিন্তা নেই, যাদের হাতে ডিসাইফারের উপায় আছে তারাই শুধু অর্থ বের করতে পারবে।

এন এস এ'র মাথায় বাড়ি পড়ল খুব দ্রুত। এখন আর কোন সাধারণ পেন্সিল বা গ্রাফ পেপারের সহায়তায় সেগুলোর সুরাহা করা যাচ্ছে না। এগুলো পুরোদস্তুর কম্পিউটার জেনারেটেড হ্যাশ ফাঙশন।

প্রথম প্রথম পাস-কি গুলো খুবই ছোট ছিল যার ফলে এন এস এ'র কম্পিউটার অর্থটা আন্দাজ করে নিতে পারত।

খুব সোজা। পাস কি যদি দশ সংখ্যার হয়, তাহলে কম্পিউটার ০০০০০০০০০০ থেকে ৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯ পর্যন্ত প্রতিটা সংখ্যা পরীক্ষা করবে।

আজ অথবা কাল, কম্পিউটার ঠিক ঠিক অর্থটা বের করে ফেলবে। কিন্তু দিন পাল্টে গেছে। হু হু করে বাড়ছে কম্পিউটারের ক্ষমতা। মাত্র দশ ডিজিটের কয়েক ট্রিলিয়ন কাজ নিয়ে পরীক্ষা করে তার অর্থ বের করা এখন কম্পিউটারের জন্য বাঁ হাতের খেল। খুব বেশি সময় লাগার কথা নয় মানুষের হিসাবে, কয়েক দিন। এ পদ্ধতিটাকে নাম দেয়া হল 'ব্রুট ফোর্স এ্যাটাক।'

সময় প্রয়োজন, কিন্তু অর্থ ঠিক ঠিক বেরিয়ে আসবে।

এরপর এগিয়ে এল উনিশো নব্বইয়ের দশক। পাস-কি গুলো এখন আর মাত্র দশ ডিজিটের নয়। হয়ে গেছে পঞ্চাশ বা তারও বেশি সংখ্যা নির্ভর। একই সাথে সেখানে কাজে লাগানো হচ্ছে সেই মান্ধাতার আমলের ০১২৩৪৫৬৭৮৯ এর বদলে আস্কির পুরো ২৫৬ সংখ্যা। যেখানে আগের গাণিতিক সংখ্যায় ধরা হত মাত্র দশটা মূল সংখ্যা, শূণ্য থেকে ন, সেখানে শূণ্য থেকে ন পেরিয়েও আরো নানা সংখ্যা, যেমন এ, বি, এবং এরও বাইরে আরো দু শতাধিক। তার সাথে যোগ দিল সিম্বল। যুক্ত হল টেন টু দ্য পাওয়ার ওয়ান টুয়েন্টি। অর্থাৎ একের পিছনে একশো বিশটা পর্যন্ত শূণ্য। এবার বিপত্তি বাঁধল। এ নিয়ে খেলা করা আর একটা তিন কিলোমিটার লম্বা সমুদ্র সৈকত থেকে সঠিক বালুকণাটা বের করা একই কথা।

ধারণা করা হল, একটা সত্যিকার সফল ব্রুট ফোর্স এ্যাটাক করতে হলে একটা স্ট্যান্ডার্ড সিক্সটি ফোর বিট কি দিয়ে এন এস এ'র সবচে দ্রুতগতির কম্পিউটারেরও গলদঘর্ম হয়ে উঠতে হবে। টপ সিক্রেট ক্যারি/জোসেফসন-টু দিয়ে উনিশ বছরেরও বেশি সময় লাগবে। যতদিনে অর্থ বেরিয়ে আসবে তার আগেই যা ঘটার ঘটে যাবে।

ভার্চুয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্ল্যাকআউটে পড়ে গিয়ে নাচার হয়ে গেল এন এস এ। হুমকির মুখে পড়ে গেল জাতীয় নিরাপত্তা। কী করা যায়, ধর্ণা দিল তারা প্রেসিডেন্টের কাছে। স্বয়ং প্রেসিডেন্টও এর মর্ম বুঝে নিল যথা সময়ে। তারাতাড়ি অর্থ বরাদ্দ করা হল, রাশি রাশি টাকা। তারপর এন এস এ পদক্ষেপ নিল, শূণ্যের উপর ইমারত গড়বে তারা। পৃথিবীর প্রথম ইউনিভার্সাল ডিজিটাল কোড ব্রেকিং মেশিন বসাবে। এজন্য যত টাকা যাক, যাক যত শ্রম, শুধু সময়ের মধ্যে গড়ে নিতে হবে একে।

সব কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, সাইবার ইঞ্জিনিয়ার এবং সব বিশেষজ্ঞ এক সাথে চিৎকার করে উঠল, এ জিনিস বানানো অসম্ভব। অবাস্তব স্বপ্ন দেখছে এন এস এ। কিন্তু একচুল নড়বে না প্রতিষ্ঠানটাঃ সব করা সম্ভব। শুধু সময় প্রয়োজন হতে পারে।

পাঁচ বছর, পাঁচ লাখ মানুষের কর্মঘন্টা এবং এক দশমিক ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করল এন এস এ আবারো। একটা দুটা বা দশটা নয়, ত্রিশ লাখ প্রসেসর

বসানো হল এজন্য। প্রতিটা আকারে বর্তমানের স্টান্ডার্ড প্রসেসরেরচে বড়, স্ট্যাম্প সাইজের। আভ্যন্তরীণ প্রোগ্রামিংয়ের সমুদ্রও পেরিয়ে এল তারা। তারপর সিরামিকের খোলস বসিয়ে দেয়া হল যত্ন করে।

জন্ম নিল দানব। ট্রান্সলেটার।

ট্রান্সলেটারের কাজে হাজার হাজার মানুষ হাত দিয়েছে, আলাদা আলাদাভাবে কাজ করেছে, কিন্তু কেউ জানতে পারেনি কী আছে এর ভিতরে। পুরোটা সম্পর্কে মাত্র কয়েকজন জানতে পারে, ব্যস। বাকিরা মিথ্যা কথায় ভুলে থেকেছে। কাজের নীতি ছিল দশের লাঠি একের বোঝা।

এই ত্রিশ লাখ প্রসেসর কাজ করবে এক নীতিতে। সমান্তরালভাবে। উপরের দিকে তাদের গতি উঠতে থাকবে অসম্ভব চোখ ধাঁধানো গতিতে। অকল্পনীয় জটিলতায় বসানো কোডও এখন আর ট্রান্সলেটারের কাছে মুড়ির মোয়া বৈ কিছু নয়। এ মাল্টিবিলিয়ন ডলার প্রজেক্টের মাস্টারপিসে শুধু প্রসেসরগুলো যে প্যারালালি কাজ ভাগ করে এগিয়ে যাবে তাই নয়, এর মূলমন্ত্রে এমন কিছু পদ্ধতি ঢুকিয়ে দেয়া হয় যাতে পাস কি আর কোড ব্রেকিঙয়ে দক্ষতা বেড়ে যাবে বহুগুণে। কোয়ান্টাম কম্পিউটিঙয়ে নতুন একটা যুগের জন্ম দিয়েছে ট্রান্সলেটার। এখন আর এতে ডাটাগুলো বাইনারি হিসাবে জমা থাকবে না, এর কাজ হবে না বাইনারিতে, হবে কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসারে।

এক বুধবারের সকাল। অক্টোবর মাস। প্রথমবারের মত পরীক্ষা করা হবে এই দানবীয় কম্পিউটার-সংযোজনকে। সবাই জানে, এর গতি হবে অসাধারণ, কিন্তু একটা ব্যাপার, ক্ষমতা আর গতিটা কতটা অসাধারণ হবে?

বারো মিনিট পরে জবাব এল। যখন একটা বিশাল আর জটিলতম কোডের জবাব এগিয়ে এল একেবারে প্রিন্ট আউট সহ, সবাই তাজ্জব বনে গেল। এই মাত্র ট্রান্সলেটার চৌষট্টি ক্যারেক্টার কোডের রহস্য ভাঙল। দশ মিনিটেরও কম সময়ে। গত দু দশকের মধ্যে এন এস এ'র দ্রুততম যে কম্পিউটার ছিল তারচে দশ লাখ গুণেরও বেশি দ্রুত।

অপারেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর, কমান্ডার ট্রেভর জে স্ট্র্যাথমোর আর এন এস এ'র অফিস অব প্রডাকশন আনন্দে ধেই ধেই নৃত্য শুরু করে দিল। এরই নাম সাফল্য। এবার অন্য রকম পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমে প্রজেক্টের স্বার্থে হাজার হাজার লোককে কাজে লাগানো হয়েছিল। তারা মূল ব্যাপার কিছুই জানত না। কিন্তু হাতেগোণা কিছু মানুষ ছিল, যারা হর্তাকর্তা এবং যাদের না জানিয়ে প্রজেক্ট শুরু করার কোন উপায় ছিল না। এবার তাদের চোখে ধুলো দেবার পালা। না, এ প্রজেক্টে কোন সাফল্য আসেনি। একেবারে চুলোয় গেছে পুরো শ্রম আর টাকাটা। এমনকি ক্রিপ্টোর অনেকেও থেকে গেল আঁধারে, শুধু এন এস এ'র দন্ডমুন্ডের

বিধাতারা জানতে পারল, প্রতিদিন ট্রান্সলেটার শত শত কোড ভাঙছে। ড্রাগ লর্ড, টেরোরিস্ট আর আধার জগতের রাঘব বোয়ালেরা এবার একে একে টোপ গিলতে শুরু করল। আগেই তারা সেলুলার ফোনের উপর ভরসা ছেড়ে দিয়েছিল, এবার সাধের ই-মেইলের জটিলতম এনক্রিপশনও হাতের তালুর মত স্পষ্ট।

তাদের ধারণা ছিল, আর কখনো গ্র্যান্ড জুরির সামনে তাদেরই কণ্ঠস্বরের রেকর্ড শুনতে হবে না। এন এস এ স্যাটেলাইট আর তাদের ভুলে যাওয়া কোন কথাবার্তা হাজির করে বিপাকে ফেলে দিবে না। ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিং আর কখনোই ছেলের হাতের মোয়া নয়।

কিন্তু বিধি বাম, তারা আসল ব্যাপারের কিছুই জানতে পারল না।

এন এস এ এবার কোমর বেঁধে লেগেছে, সব ধরনের কম্পিউটার এনক্রিপশন সফটওয়্যার চলে আসছে তাদের কছে। যোগাড় করছে তারা। প্রকাশ্যে। সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে যারা বাক বিতন্ডা করে তারাও এবার তোড়জোড় শুরু করল। সবার ই-মেইল পড়ে ফেলবে এন এস এ, তা হবে না। আদালতে গড়াল ব্যাপারটা। তারপর, ঠিক যেমনটা চেয়েছিল এন এস এ, আদালত তাদের বিপক্ষে গেল। ই-মেইল চালাচালিতে এনক্রিপশন চলল আগের মতই, শুধু সারা পৃথিবীর গোপন কোড ওয়ালারা জানতে পারল যে এন এস এ আর কখনোই তাদের গোপন কথা জেনে ফেলতে পারবে না।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৫

'আর সবাই কোথায়?' খালি হয়ে যাওয়া ক্রিপ্টো ফ্লোরে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন তুলল সুসান। *কোন ইমার্জেন্সি?*

যদিও এন এস এ'র বেশিরভাগ ডিপার্টমেন্টই সারা সপ্তাহ সরগরম থাকে, মুখর থাকে কর্মকর্তা কর্মচারীর পদচারণায়, তবু শনিবারে ক্রিপ্টোর ভিতরে বিরাজ করে নিরবতা। ক্রিপ্টোগ্রাফিক গণিতবিদের দল সাধারণত কাজের নেশায় মত্ত থাকে তাদের চিরাচরিত স্বভাবের কারণে। একটা অলিখিত নিয়ম আছে এখানে, সারা সপ্তাহ অমানুষিক খাটুনি দেয়ার পর তারা একটু আধটু আয়েশ করবে, কাজ করবে না শনিবারের দিনটায়। এন এস এ তে ক্রিপ্টোগ্রাফাররা খুবি মূল্যবান, একটা দিন ছাড় না দিয়ে তাদের কাজের আঁচে পুড়িয়ে মারার পক্ষপাতি নয় কর্তৃপক্ষ।

এগিয়ে যাচ্ছে সুসান, তার সামনে জ্বলজ্বল করছে মহামূল্যবান মহার্ঘ্য, ট্রান্সলেটার। আট তলা নিচে, মাটির গভীরে যে জেনারেটগুলো বসানো আছে সেগুলোর গুমগুম শব্দ যেন আজ একটু বেশি করেই টের পাওয়া যাচ্ছে। অফ আওয়ারে কখনোই কাজ করা পছন্দ করে না সুসান। এর সাথে মিল আছে অন্য আরেকটা ব্যাপারের, কোন এক বিশালদেহী জানোয়ারের পাল্লায় যেন আটকে গেছে সে বিশাল কোন আপাতঃ শূণ্য খাঁচায়। দ্রুত এগিয়ে গেল সে কমান্ডারের অফিসের দিকে।

স্ট্র্যাথমোরের কাচঘেরা ওয়ার্কস্টেশনের চলতি নাম 'দ্য ফিসবোল।' কমান্ডারের ভারি ওক কাঠের পাল্লা দেয়া দরজার সামনে হাজির হল সুসান। সেখানে এন এস এ'র প্রতীক আকা আছে, একটা বিশাল বিকটদর্শন ঈগল পায়ে আঁকড়ে রেখেছে পুরনো দিনের স্কেলিটন কি। এ দরজার ওপাশে তার দেখা সেরা মানুষগুলোর একজন বসে।

কমান্ডার স্ট্র্যাথমোর, ছাপ্পান্ন বছর বয়সী ডেপুটি ডিরেক্টর অব অপারেশন, সুসানের কাছে পিতৃতুল্য এক মানুষ। এ সেই লোক যে সুসানকে এখানে টেনে এনেছিল, এখানটাকে, এন এস এ কে একটা বাসা হিসাবে গণ্য করার কথা বলেছিল। এক দশক আগে, সুসানের এখানে যোগ দেয়ার সময় স্ট্র্যাথমোর ছিল

ক্রিপ্টো ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনের প্রধান। এ এলাকা ছিল নতুন ক্রিপ্টোগ্রাফারদের ট্রেনিং সেন্টার, তীর্থস্থান। এখানে সাধারণত শুধু নতুন পুরুষ ক্রিপ্টোগ্রাফাররাই যোগ দিত। এসব বৈষম্যের ধার ধারত না স্ট্র্যাথমোর। যখন সুসান যোগ দিল পুরুষ শাসিত এ অঞ্চলে, সাফ সাফ বলে দিল কমান্ডার, সুসান ফ্লেচার তার দেখা সবচে মেধাবী ক্রিপ্টোগ্রাফি রিক্রুটদের একজন এবং সে মেয়েটাকে হারাতে চায় না কোন যৌন কেলেঙ্কারিতে ফাঁসিয়ে দিয়ে। কিন্তু একজন এ ব্যাপারটা নিয়ে মজা করতে চাইল তখন।

এক সকালে, কিছু পেপারওয়ার্ক করার জন্য সুসান গিয়েছিল নিউ ক্রিপ্টোগ্রাফারস লাউঞ্জে। তখন তার প্রথম বছর চলছে। সেখানে, নোটিশবোর্ডে তার একটা ছবি দেখে ভিড়মি খেয়ে যায় মেয়েটা। একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

স্রেফ প্যান্টি পরে শুয়ে আছে সে বিছানায়।

ব্যাপারটা বুঝতে খুব বেশি সময় লাগে না। সোজা হিসাব, কোন এক ক্রিপ্টোগ্রাফার নোংরা কোন পত্রিকা থেকে অর্ধনগ্ন ছবি নিয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে সেখানে সুসানের মাথার ছবি বসিয়ে দিয়েছে। ফলাফলটা ভালই হল।

স্ট্র্যাথমোর পদক্ষেপ নিল সাথে সাথে। কী করে সে চিনতে পারল লোকটাকে সেটা এখনো এক রহস্য। দু ঘন্টা পর ভিন্ন একটা নোটিশ দেখা গেল বোর্ডেঃ

এমপ্লয়ি কার্ল অস্টিনকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে
অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রমের দায়ে।

সেদিন থেকেই আর কেউ কখনো ঘাঁটায়নি তাকে। সবাই জানে, সুসান ফ্লেচার হল কমান্ডার স্ট্র্যাথমোরের আদরের দুলালী।

কিন্তু নবাগত ক্রিপ্টোগ্রাফাররাই শুধু এতে সচেতন হয়ে গেল তা নয়, আগের রাঘব বোয়ালেরাও সমীহ করে কমান্ডারকে, কারণ স্ট্র্যাথমোর তার ক্যারিয়ারের প্রথমদিকে অনেকগুলো ইন্টেলিজেন্সের কাজ করে দিয়েছে যা এখনো ভুলতে পারেনি সিনিয়ররা। আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে উপরে উঠছে ট্রেভর স্ট্র্যাথমোর, ধীরে ধীরে তার তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি আর জটিল অবস্থা নিয়ে সরল সমাধানের ব্যাপারগুলো আরো ভালভাবে চোখে পড়ছে সবার। এন এস এ'র জটিলতার ভিতর দিয়ে তার দৃষ্টি চলে খুবই স্বচ্ছভাবে। এখানে সে ভালভাবেই বেছে নিতে পারে ভাল আর মন্দকে।

কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে স্ট্র্যাথমোর একজন দেশপ্রেমী, দূরদৃষ্টির অধিকারী এবং একই সাথে মিথ্যার বেসাতি করা ভুবনে একজন সৎ মানুষ।

সুসানের এখানে হাজির হবার পর থেকে চোখের সামনে দেখা গেল স্ট্র্যাথমোর রকেটের গতিতে উপরের দিকে উঠছে, ক্রিপ্টো ডেভেলপমেন্টের প্রধান থেকে দ্রুত চলে গেছে পুরো এন এস এ'র দ্বিতীয় প্রধানের পদে। ডিরেক্টর লিল্যান্ড ফন্টেইন ছাড়া আর কেউ নেই তার মাথার উপর। রহস্যময় এক মানুষ এই রহস্যপুরীর কর্ণধার ডিরেক্টর। তাকে কখনো কেউ দেখেছে বলে দাবী করে না। মাঝে মাঝে কণ্ঠ শোনা যায়, এ পর্যন্তই। ভয় পায় তাকে, সবাই।

তার আর স্ট্র্যাথমোরের মধ্যে সরাসরি দেখা হয় খুব কম সময়েই, এবং যখন হয়, দানবে দানবে একটা নিরব যুদ্ধ গড়ে ওঠে নিমিষে। ফন্টেইন হল দানবদের মধ্যে দানব, কিন্তু তাকে থোড়াই পরোয়া করে স্ট্র্যাথমোর। একজন মুষ্টিযোদ্ধার মতই সে মুখোমুখি হয় ডিরেক্টরের, তারপর একে একে তার যুক্তিগুলো জানায় অথবা খন্ডন করে অপর পক্ষের বাক্যবাণ। ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্টের কাছেও এতটা নাস্তানাবুদ হতে হয় না ফন্টেইনকে যতটা সমস্যায় পড়তে হয় স্ট্র্যাথমোরের সামনে।

সিড়ির মাথায় চলে গেল সুসান। নক করার আগেই বেজে উঠল স্ট্র্যাথমোরের ইলেক্ট্রনিক ডোরলক। হাট হয়ে খুলে গেল দরজা, ভিতর থেকে ইশারা করল কমান্ডার। ভিতরে আসতে হবে সুসানকে।

'আসার জন্য ধন্যবাদ, সুসান, আমি আসলেই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'কোন প্রয়োজন নেই।' হাসল সুসান। বসল ডেস্কের বিপরীত প্রান্তে।

শক্তপোক্ত লোক এই কমান্ডার। মাংসল শরীর। নাকটা ঈগলের মত। বাদামি চোখ। সেখানে সব সময় খেলা করে নিশ্চয়তা। কিন্তু আজ যেন একটু অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে কমান্ডারের চোখেমুখে।

'আপনাকে একটু অস্থির মনে হচ্ছে।' বলল সুসান।

'ভালই আছি।'

কথাটা আমি বলব, সুসান ভাবে।

স্ট্র্যাথমোর এরচে বেশি অস্থির কখনোই ছিল না। পাতলা হতে থাকা চুল নড়ছে, কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, এই এয়ার কন্ডিশনারের আওতায় থেকেও। আধুনিক এক ডেস্কের সামনে বসে আছে বয়েসি কমান্ডার। ডেস্কটায় দুটা কিবোর্ড, এক কোণে সুদৃশ্য কম্পিউটার মনিটর। রাশি রাশি প্রিন্ট আউট সামনে। দেখলে প্রথম নজরে মনে হবে কোন এলিয়েন ককপিট।

'টাফ উইক?' প্রশ্ন তুলল সুসান।

শ্রাগ করল স্ট্র্যাথমোর সাথে সাথে, 'একই রকম। সিভিলিয়ান প্রাইভেসি রাইট নিয়ে আমার পিছনে ফেউয়ের মত লেগে আছে ই এফ এফ।'

মুখ বাঁকিয়ে হাসল সুসান। ই এফ এফ বা ইলেক্ট্রনিক্স ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন হল দুনিয়াজোড়া কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের একটা দল। শক্তিমান একটা সিভিল লিবার্টি কোয়ালিশন গঠন করেছে তারা। লক্ষ্য একটাই, কারো নজরদারির বাইরে থাকতে চায় তারা, কোন রকম চোখ রাঙানির তোয়াক্কা না করে নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করতে চায়। বিভিন্ন সরকারের বিশেষ করে আমেরিকার হস্ত ক্ষেপ বরদাস্ত করবে না তারা কখনোই। এন এস এ কেও না।

'মনে হচ্ছে সাধারণ কোন কাজ?' জবাব দাবি করল সুসান। 'তাহলে সেই অতি জরুরি কাজটা কী যেজন্য টেনে আনলেন এখানে?'

এক মুহূর্ত বসে থাকল স্ট্র্যাথমোর। ডেস্কের উপরে থাকা কম্পিউটার ট্র্যাকবলে আঙুল বোলাচ্ছে। অনেকক্ষণ চুপ থেকে সে সুসানের দিকে তাকাল। 'ট্রান্সলেটারের কোন একটা কোড ব্রেকিংয়ে কত সময় নিতে দেখেছ তুমি?'

কথাটায় কোন মানে খুজে পেল না সুসান। *এজন্য সে আমাকে ডেকে এনেছে?*

'আসলে...' একটু ইতস্তত করল সে, 'কয়েক মাস আগে একটা কমনিট ইন্টারসেপ্টে পড়েছিলাম। সময় লেগেছিল ঘন্টাখানেক। কিটা একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের লম্বা। দশ হাজার বিট বা এমন কিছু একটা।'

'এক ঘন্টা, না? আচ্ছা, আমরা যে কিছু কিছু বাউন্ডারি প্রোব করি সেগুলো?'

শ্রাগ করল সুসান, 'আপনি যদি এতে ডায়াগনস্টিক্সও ধরেন, সময়টা বেড়ে যাবে।

'সময়টা কতটুকু বাড়ছে।'

সুসান ভেবে পাচ্ছে না না কী নিয়ে কথা বলছে স্ট্র্যাথমোর। 'স্যার, আমি গত মার্চে একটা এলগরিদম নিয়ে কাজ করেছিলাম, এক মিলিয়ন বিট কি নিয়ে। সাথে ছিল ইল্যিগাল লুপিং ফাংশন আর সেলুলার অটোম্যাটা। ট্রান্সলেটার সেটাকেও ভেঙেছিল।'

'কতক্ষণ?'

'তিন ঘন্টা।'

ভ্রু বাঁকিয়ে ধনুকের মত করে ফেলল স্ট্র্যাথমোর, 'তিন ঘন্টা? এতক্ষণ?'

সুসান একটু আশাহত হল। গত তিন বছর ধরে তার কাজ পৃথিবীর সবচে গোপন কম্পিউটারকে আরো ভালভাবে টিউন করা। ট্রান্সলেটারকে এত দ্রুতি দিয়েছে যে প্রোগ্রামগুলো সেগুলোর বেশিরভাগই তার করা। 'এক মিলিয়ন বিট কি আসলে বাস্তব নয়।'

'ওকে,' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'তার মানে একেবারে অবাস্তব অবস্থাতেও সবচে জটিল আর লম্বা কি এর সুরাহা করতে ট্রান্সলেটারের সময় লেগেছে তিন ঘন্টা?'

নড করল সুসান। 'হ্যা। কমবেশি।'

মুখ তুলল স্ট্র্যাথমোর, তারপর কী একটা কথা বলতে গিয়েও বলল না। থেমে গেল। আমতা আমতা করে বলল, 'আসলে ট্রান্সলেটার কিছু একটার সম্মুখীন হয়েছে...' থেমে গেল কথাটা শেষ না করেই।

'তিন ঘন্টারও বেশি?'

নড করল আবার স্ট্র্যাথমোর।

'নতুন কোন ডায়াগনোসিস? সিস-সেক ডিপার্টমেন্ট থেকে?'

'না। বাইরের ফাইল।'

আরো কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছে সুসান, কিন্তু তা আর এল না। 'বাইরের ফাইল? আপনি ঠাট্টা করছেন, তাই না?'

'যদি তামাশা করতে পারতাম, ভালই হত। আমি সেটাকে গত রাত সাড়ে এগারোটায় কিউ করিয়েছি। এখনো ভাঙেনি।'

সুসানের চোয়াল ঝুলে পড়ল সাথে সাথে। একবার তাকিয়ে দেখল ঘড়ির দিকে,তারপর আবার স্ট্র্যাথমোরের চেহারায় চলে গেল তার দৃষ্টি। '*এখনো* চলছে? পনের ঘন্টারও বেশি সময় ধরে?'

সামনে ঝুকে এল স্ট্র্যাথমোর, তারপর মনিটরটা ঘুরিয়ে দিল সুসানের দিকে।

পুরো স্ক্রিন কালো হয়ে আছে, আর এক কোণায় একটা ছোট বক্সে লেখা উঠেছেঃ

টাইম ইলাপ্সডঃ ১৫:০৯:৩৩

এ্যাওয়েইটেড কিঃ ---------

হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সুসান। একটা টাস্কের উপর ট্রান্সলেটার কাজ করছে গত পনের ঘন্টারও বেশি সময় ধরে! সে জানে, কম্পিউটারের প্রসেসরগুলো প্রতি সেকেন্ডে ত্রিশ লাখ কি নিয়ে কাজ করে একটা সমাধানে আসতে পারে। ঘন্টায় দশ হাজার কোটি। ট্রান্সলেটার যদি এখনো কাজ করতে থাকে তাহলে স্বীকার করতেই হবে, কি'টার আকার বিশাল। দশ বিলিয়ন ডিজিটেরও বেশি। অসম্ভব।

'একেবারে অসম্ভব!' ঘোষণা করল সে। 'এরর ফ্ল্যাগের ব্যাপারটা চেক করে দেখেছেন? হয়ত কোন গ্লিচে আঘাত করেছে আর–'

'গ্লিচ? হঠাৎ কোন সমস্যায় পড়া? না। রান করছে ক্লিয়ারলি।'

'তাহলে পাস কি কত লম্বা হবে একবার ভেবে দেখুন!'

মাথা নাড়ল স্ট্র্যাথমোর, 'স্বাভাবিক কমার্শিয়াল এ্যালগরিদম। মনে হয় কোন সিক্সটি ফোর বিট কি।'

অবাক হয়ে জানালা দিয়ে নিচে, ট্রান্সলেটারের দিকে তাকাল সুসান। অভিজ্ঞতা থেকে সে ভালভাবেই জানে, একটা সিক্সটি ফোর বিট কির সুরাহা করতে দশ মিনিটের বেশি লাগে না ট্রান্সলেটারের। 'কোন না কোন ব্যাখ্যা তো অবশ্যই আছে।'

নড করল স্ট্র্যাথমোর, 'আছে। ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হবে না।'

একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল সুসান। 'ট্রান্সলেটারে গন্ডগোল?'

'না, কম্পিউটারটা ভালই আছে।'

'তাহলে কোন ভাইরাস?'

আবারো মাথা নাড়ল স্ট্র্যাথমোর, 'নো ভাইরাস। শুধু আমার কথা শুনে যাও।'

সুসানের এখানো কোন্ রকম সুবিধা বোধ হচ্ছে না। ট্রান্সলেটার এখনো এমন কোন কোডের সম্মুখীন হয়নি যেটা ভাঙতে এক ঘন্টার বেশি সময় লাগবে। সাধারণত স্ট্র্যাথমোরের প্রিন্ট মডিউলে জবাব চলে আসে কয়েক মিনিটের মধ্যে। সে একবার ডেস্কের পিছনের হাই স্পিড প্রিন্টারের দিকে তাকাল। সেখানে কোন প্রিন্ট আউট নেই।

'সুসান,' শান্ত সুরে বলল স্ট্র্যাথমোর, 'প্রথমে ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হবে, কিন্তু একটা মিনিট শুধু চুপ করে শুনে যাও,' একটু চুষে নিল সে ঠোঁট দুটা, ট্রান্সলেটার যে কোডের উপর কাজ করছে– সেটা এক কথায় ইউনিক। এর আগে এমন কোন কিছুর সামনে পড়িনি আমরা।' থামল স্ট্র্যাথমোর, যেন কথাগুলো তাকে আঘাত করবে, 'এটা একটা আনব্রেকেবল কোড।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সুসান। *আনব্রেকেবল? এর মানে কী?*

আনব্রেকেবল বলে কোন কোড এই ইহধামে নেই। গাণিতিকভাবে এটা প্রমাণিত যে আগে বা পরে, ট্রান্সলেটার ঠিক ঠিক আসল কথাগুলো বের করে আনতে পারবে।

'আই বেগ ইউর পারডন, স্যার?'

'এ কোডটা আনব্রেকেবল।' যন্ত্রের মত একই কথার পুনরাবৃত্তি করল কমান্ডার।

আনব্রেকেবল? এখনো সুসান বিশ্বাস করতে পারছে না যে পৃথিবীর সবচে বড় কোড ব্রেকিং প্রতিষ্ঠানে সাতাশ বছর ধরে দাপটে কাজ করা লোকটা এ শব্দ বেছে নিয়েছে।

'আনব্রেকেবল, স্যার? বার্গফস্কি প্রিন্সিপলের ব্যাপারে...'

ক্যারিয়ারের প্রথমদিকে সুসান বার্গফস্কি প্রিন্সিপলের কথা শুনেছে। শিখেছে এ বিষয়টা। ব্রুট ফোর্স টেকনোলজির সর্বশেষ মাইলফলক ছিল এ নীতিটা। এ নীতিই স্ট্র্যাথমোরকে উজ্জীবিত করেছিল ট্রান্সলেটারের মত এক দানব তৈরি করার

কাজের জন্য। প্রিন্সিপলে বলা আছে, যদি একটা কম্পিউটার যথাযথ চেষ্টা করেও একটা কোড ভাঙতে না পারে, তবু, গাণিতিকভাবে সেটা উদ্ধার করা সম্ভব। একটা কোডের কখনো এ নীতি থাকে না যে সেটা ডিফাইন করা যাবে না। শুধু মানুষের হাতে যথেষ্ট হাতিয়ার থাকে না সেটাকে ভেঙে ফেলার জন্য।

মাথা নাড়ল স্ট্র্যাথমোর, 'এ কোডটা ভিন্ন।'

'ভিন্ন?'

একটা আনব্রেকেবল কোড হল গাণিতিকভাবে অসম্ভব কোন ব্যাপার। আনব্রেকেবল বলতে কিছু নেই, কোড বানানোই হয় সেটাকে ব্রেক করে নেয়ার জন্য। স্ট্র্যাথমোর তা জানে।

ঘামে ভেজা কপালে হাত বুলিয়ে নিল কমান্ডার। 'এ কোডটা একেবারে আনকোরা নতুন এক এনক্রিপশন এ্যালগরিদমের প্রোডাক্ট। এমন কোন এ্যালগরিদম, যার মুখোমুখি হইনি আমরা এর আগে।'

এখন সুসানের মনে আরো বেশি দোদুল্যতা দেখা দিল। এনক্রিপশন এ্যালগরিদম শুধুই গাণিতিক সূত্র। টেক্সটকে কোডে রূপান্তরিত করে, ব্যস। গণিতবিদ আর প্রোগ্রামাররা হররোজ দু চারটা নতুন এ্যালগরিদম তৈরি করে। এমন শত শত এ্যালগরিদম বাজারে চালু আছে– পিজিপি, ডিফাইন হেলম্যান, জিপ, আইডিয়া, এল গামাল। ট্রান্সলেটার এসবেরই কোড ভাঙে প্রতিনিয়ত। কোন সমস্যা নেই। ট্রান্সলেটারের কাছে সব কোডই ভাঙার মত। কোন এ্যালগরিদম দিয়ে সেগুলো লেখা হয়েছিল সেসবের থোড়াই পরোয়া করে সে।

'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না,' শ্রাগ করল সে, 'আমরা কোন রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কথা বলছি না। কোন জটিল ফাংশনও আলোচ্য বিষয় নয়। কথা বলছি ব্রুট ফোর্স নিয়ে। পিজিপি, লুসিফার, ডিএসএ– যেটাই হোক না কেন, কোন সমস্যা নেই। এ্যালগরিদম এমন একটা কি জেনারেট করে যেটাকে ভাঙা সম্ভব না মনে করা হয় এবং আমাদের ট্রান্সলেটার সেটাকে অনুমান করে একে একে কাজ করতে থাকে। আল্টিমেটলি থলের বিড়ালটা বেরিয়ে আসে।'

স্ট্র্যাথমোরের জবাবটা একজন শিক্ষকের মত, যার ধৈর্যের কোন অভাব নেই, 'হ্যা, সুসান, ট্রান্সলেটার সব সময় কি টা বের করে ফেলবে– যদি সেটা বিশাল হয়, তবুও। অবশ্য–'

অবশ্য কী?

'অবশ্য একটা ব্যাপার থেকেই যায়, কম্পিউটার যদি জানতেই না পারে যে সে কোডটা ভেঙে ফেলেছে, তাহলে সে কাজ চালিয়েই যাবে।'

আর একটু হলেই চেয়ার থেকে পড়ে যেত সুসান, 'কী?'

'যদি কম্পিউটার ঠিক ঠিক আসল কি টা ধরে ফেলে এবং বুঝতেও না পারে যে সে আসল সত্যিটা অনুধাবন করে ফেলেছে এবং বুঝতে না পারার কারণে সেটা

চলেই যাচ্ছে, তাহলে সমস্যাটা দেখা দিবে।' হতাশ দেখাচ্ছে স্ট্র্যাথমোরকে, 'আমার মনে হয় এ এ্যালগরিদমটায় কোন একটা রোটেটিং ক্লিয়ারটেক্সট আছে।'

বাতাস টানল সুসান।

রোটেটিং ক্লিয়ারটেক্সট ফাংশনের ব্যাপারটা প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশো সাতাশিতে। একজন হাঙ্গেরিয় গণিতবিদ জোসেফ হার্ন এ বিষয়ে লেখালেখি করে। ব্রুট ফোর্স কম্পিউটারগুলো কাজ করে দেখে বোঝার মত ওয়ার্ড প্যাটার্ন নিয়ে। হার্ন একটা এনক্রিপশন এ্যালগরিদম প্রস্তাব করে যে এ এ্যালগরিদমে এনক্রিপশন ছাড়াও সময়ে সময়ে ক্লিয়ারটেক্সটটাকে বদলে ফেলা হবে। তাত্ত্বিকভাবে, এর ফলে আঘাত করা কম্পিউটার কখনোই আসল অর্থটা বের করতে পারবে না। ব্যাপারটার সাথে বাস্তবের তেমন কোন মিল ছিল না। সোজা হিসাব। মানুষকে যদি এখনি মঙ্গলে গিয়ে থাকতে বলা হয় তাহলে লোকে যেভাবে তাকাবে, সেভাবে মূল্যায়ন করেছিল কথাটাকে অন্যান্য গণিতবিদেরা। এমন ব্যাপার শুধু কাগুজে বাঘ, বাস্তবে পাওয়া যাবে না।

'কোথায় পেলেন আপদটাকে?' দাবি করল সে।

খুব ধীরে সাড়া দিল কমান্ডার, 'একজন পাবলিক সেক্টর প্রোগ্রামার লিখেছিল এটাকে।'

'কী?' সুসান ভেঙে পড়ল তার চেয়ারের উপর। 'এ পৃথিবীর তাবৎ বড় বড় প্রোগ্রামার বসে আছে আমাদের নিচের তলাগুলোয়! আমাদের সবাই একত্রে কাজ করেও কোন রোটেটিং ক্লিয়ারটেক্সট ফাংশনের ধারেকাছেও পৌছতে পারিনি। আপনি কি বলতে চান যে কোন এক পাংক তার পিসি নিয়ে এ অসাধ্য সাধন করেছে?'

স্ট্র্যাথমোর কণ্ঠ আরো নামিয়ে আনল সুসানকে শান্ত করার জন্য। 'আমি তাকে আর যে নামই দেই, পাংক বলে ডাকব না।'

কথা শুনছে না সুসান। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আর কোন ব্যাখ্যা না থেকেই যায় না। কোন না কোন গ্লিচ, কোন ভাইরাস, বা আর কিছু, কিন্তু আনব্রেকেবল কোড? অসম্ভব।

স্ট্র্যাথমোর তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়, 'সর্বকালের সবচে মেধাবী ক্রিপ্টোগ্রাফিক মাথাগুলোর মধ্যে একটা থেকে বেরিয়েছে এ কাজ।'

আর কখনো কোন বিষয় নিয়ে সুসানের এত বেশি সন্দেহ ছিল না। সর্বকালের সবচে মেধাবী ক্রিপ্টোগ্রাফিক মাথাগুলো বাস করে তার অধীনে। স্বাভাবিক ভাবেই, সে ঠিক ঠিক জানতে পারত এ কাজ সম্পর্কে।

'কে?' দাবি করল সে।

'আমি নিশ্চিত তুমি ধারণা করতে পারবে।' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'সে আর যাই হোক, এন এস এ'র ভক্ত নয়।'

'আচ্ছা, তাহলে কাজ অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল।'

ট্রান্সলেটার প্রজেক্টে কাজ করেছিল সে। তারপর নিয়মগুলো ভেঙেছে। প্রায় ইন্টেলিজেন্স দুঃস্বপ্নের জন্ম দিয়েছে। তাকে সরিয়ে দিয়েছি আমি।'

সাদা হয়ে যাবার আগে সুসানের মুখে একটু অনিশ্চয়তা খেলা করল। 'ও মাই গড...'

নড করল স্ট্র্যাথমোর, 'সে সারা বছর এ ব্যাপারটা নিয়ে গলাবাজি করেছিল। বলেছিল, ব্রুট-ফোর্স রেজিস্ট্যান্ট একটা এ্যালগরিদম গড়ে তুলছে।'

'কি-কিন্তু...' মনে মনে অবলম্বন হাতড়ে বেড়াচ্ছে সুসান, 'মনে করেছিলাম ব্লাফ দিচ্ছে। কিন্তু সত্যি সত্যি এমন কাজ করবে তা তো...'

'তাই ঠিক। দ্য আলটিমেট আনব্রেকেবল কোড রাইটার।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সুসান। 'কিন্তু তার মানে...'

স্ট্র্যাথমোর কথাটা শেষ করে দিল, 'হ্যা, এনসেই টানকাডো এইমাত্র ট্রান্সলেটারকে একেবারে অকেজো করে দিয়েছে।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৬

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এনসেই টানকাডো জীবিত ছিল না তবু সে ইতিহাসের সবটা তার নখদর্পণে। ঠিক ঠিক এখনো মনে আছে, সে যুদ্ধের শেষদিকে, তাদের দেশ যখন কোণঠাসা, আজ অথবা কাল যখন তাদের আত্মসমর্পণ করতেই হবে, এমন এক সময়ে শুধুমাত্র পরীক্ষা করার জন্য প্রথমটা এবং তারপর কোন এক উন্মত্ত ক্রোধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত করা হয় তার দেশের উপর। মারা যায় এক লাখেরও বেশি লোক।

হিরোশিমা, সকাল আটটা বেজে পনের মিনিট, আগস্টের ছ তারিখ, উনিশো পয়তাল্লিশ সাল– ধ্বংসের নজিরবিহীন নমুনা দেখা গেল। মেনে নিয়েছে টানকাডো। শুধু একটা ব্যাপার কিছুতেই মানতে পারেনি। তার মা তাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। কিন্তু তার আগের বছর কটা তার বেঁচে থাকা ছিল মারা যাবারচেও যন্ত্রণাদায়ক। তেজস্ক্রিয়তা পেয়ে বসেছিল।

উনিশো পঁয়তাল্লিশে, তার জন্মের অনেক আগে, বেশ কয়েকজন বন্ধু সহ মা গিয়েছিল হিরোশিমায়। সেখানে পোড়া মানুষগুলোর সেবার জন্য। সেখানেই সে হিবাকুশায় পরিণত হয়। হিবাকুশা– রেডিয়েটেড মানুষ। উনিশ বছর পর, ছত্রিশ বছর বয়সে, ডেলিভারি রুমে অভ্যন্তরীন রক্তক্ষরণে জানতে পারে সে, মারা যাচ্ছে। একই সাথে এটাও বুঝতে পারে যে তার একমাত্র সন্তান আর কখনো আলোর মুখ দেখবে না।

এনসেই কখনোই তার বাবাকে দেখতে পায়নি। একে স্ত্রী হারানোর শোক, সেইসাথে এমন এক সন্তানের জন্মের কথা জানতে পারে সে যে এ রাতটাও টিকবে কিনা সন্দেহ। ভেঙে পড়ে সে। বাকিটা না দেখেই চলে যায় হাসপাতাল থেকে। 'প্রতিবন্ধী' সন্তানকে ছেড়ে যায় চিরকালের জন্য। তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় এক বাসায়। পালক করে।

প্রতি রাতে তরুণ টানকাডো তার হাতের বাঁকা আঙুল মুচড়ে দিত। অব্যক্ত বেদনায় মুষড়ে পড়ত। ভেবে হয়রান হত কী করে সে দেশটার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া যায়, যেটা তার মাকে ছিনিয়ে নিয়েছে, ছিনিয়ে নিয়েছে বাবাকে, যে বাবা থেকেও নেই; যার সন্ধান আর কখনো পাওয়া যাবে না।

এনসেইর বারো বছর বয়সের ফেব্রুয়ারিতে এক কম্পিউটার কোম্পানি পালক বাবা-মাকে জানায়, তারা হাতের দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য নতুন কি বোর্ড আবিষ্কার করেছে। সেটা তারা পরীক্ষা করে দেখতে চায়। রাজি হল সে পরিবার।

যদিও এনসেই টানকাডো কখনো কম্পিউটার চোখে দেখেনি, তবু কেন যেন মনে হল সে আগে থেকেই জানে কী করে তা ব্যবহার করতে হয়। কম্পিউটারটা তার সামনে এমন এক জগত খুলে দেয় যেটার কথা সে কখনো কল্পনা করেনি। সেটাই পরিণত হয় তার জগতে। আস্তে আস্তে বড় হয় সে। কম্পিউটারের ক্লাশ নিয়ে নিয়ে আয় করতে শুরু করে। তারপর একটা বৃত্তিও জুটে যায় দোশিসা ইউনিভার্সিটিতে। দ্রুত টোকিওতে তার একটা নাম ছড়িয়ে পড়ে, *ফুগুসা কিসাই*– প্রতিবন্ধী জিনিয়াস।

টানকাডো ধীরে ধীরে জানতে পারে পার্ল হারবার সম্পর্কে। জানতে পারে জাপানি যুদ্ধাপরাধের কথা। আমেরিকার প্রতি অন্ধ আক্রোশ আস্তে আস্তে সরে যায় মন থেকে। মনেপ্রাণে পরিণত হয় এক আদর্শ বৌদ্ধে। বাল্যকালের প্রতিশোধ স্পৃহা উবে যায়– ক্ষমাই আলোকিত হবার উপায়, শিখতে থাকে সে।

বিশ বছর বয়সেই সে আন্ডারগ্রাউন্ড প্রোগ্রামারদের মধ্যে নাম কুড়িয়ে ফেলে। আই বি এম তাকে একটা ওয়ার্ক পারমিট আর যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার পথ করে দেয়। দেয় টেক্সাসে ঢোকার পথ। সুযোগটা লুফে নিল টানকাডো। তিন বছর পর ছেড়ে দিল আই বি এম। নিউ ইয়র্কে বসে বসে নিজেই প্রোগ্রাম রাইট করা শুরু করে। পাবলিক কি এনক্রিপশনের জগতে ঢুকে গেল সহজেই। এ্যালগরিদম লিখতে লিখতে ভাগ্যের দুয়ার খুলে দিল নিজেই।

আর সব এনক্রিপশন এ্যালগরিদম লেখকের মত সেও এন এস এ'র নজরে পড়ে যায়। ব্যাপারটা নজর এড়ায় না তার, এখন সে এমন এক সংস্থার কাছে চলে যেতে পারছে যেখানে থেকে সে দেশটার একেবারে হৃদপিন্ডে জায়গা করে নিতে পারবে এককালে যাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত। সিদ্ধান্ত নিল, ইন্টারভিউতে যাবে। সব দ্বিধা চলে গেল কমান্ডার স্ট্র্যাথমোরের সাথে দেখা হবার পর। তারা খোলামনে টানকাডোর অতীত নিয়ে কথা বলল। কথা বলল ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে। পলিগ্রাফ টেস্টে অংশ নিল সে। অংশ নিল পাঁচ সপ্তাহের গভীর সাইকোলজিক্যাল টেস্টে। পেরিয়ে গেল সব। ঘৃণাটা উবে গেছে বুদ্ধের প্রতি ভালবাসার কারণে। চার মাস পর এনসেই টানকাডো কাজে নেমে পড়ল। কাজে নেমে পড়ল ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির ক্রিপ্টোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে।

বড় বেতন থাকা সত্ত্বেও টানকাডো একা একা দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিত। লাঞ্চে যোগ দিত না আর সবার সাথে। বাকিরা তাকে খানিকটা সমীহও করত।

সে এমন এক প্রোগ্রামার, এমন এক মেধা, যা সচরাচর চোখে পড়ে না এন এস এর জায়গাতেও। সে দয়ালু, সৎ, নির্বিরোধী, নিশ্চুপ। নৈতিকতা তার কাছে হিমালয়সম। এ কারণেই এন এস এ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়াটা তার কাছে একেবারে দারুণ আঘাত হয়ে আসে।

ক্রিপ্টোর আর সব স্টাফের মত টানকাডোও ট্রান্সলেটার প্রজেক্টে যোগ দেয়। সারা পৃথিবীর অপরাধী এবং বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ইন্টারনেট যুদ্ধের দানব এই মেশিন।

যখন প্রোগ্রামিং করার সুযোগ এল, ট্রান্সলেটার স্টাফরা বলল যে এটাকে দারুণভাবে সাজানো সম্ভব। এন এস এ যেন এটাকে একেবারে ভালভাবে সাজাতে পারে সে চেষ্টা করবে তারা সর্বতোভাবে।

ক্ষেপে গেল টানকাডো। এর মানে, ট্রান্সলেটার, তার হাতে গড়া কম্পিউটারটাকে ব্যবহার করা হবে সারা পৃথিবীর সব মানুষের চিঠিগুলোকে তাদের অজান্তে খোলার কাজে এবং তা আবার বন্ধ করে দেয়ার কাজে। যেন পৃথিবীর প্রতিটা টেলিফোনে একটা করে আড়িপাতা যন্ত্র বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। স্ট্র্যাথমোর বোঝানোর চেষ্টা করল, ট্রান্সলেটার আসলে আইন প্রয়োগের একটা অস্ত্র। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। টানকাডোর স্থির বিশ্বাস, সারা পৃথিবীর মানবাধিকার নষ্ট করা হবে এর মাধ্যমে। সে সাথে সাথে নিজেকে সরিয়ে নিল আর যোগ দেয়ার চেষ্টা করল ইলেক্ট্রিক ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশনের সাথে। সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেবে যে কোন মানুষের গোপনীয়তা বলতে কিছু নেই। সব ভূলুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে কারো কারো প্রতারণার কারণে। এন এস এ'র আর কোন উপায় নেই। থামাতে হবে টানকাডোকে।

টানকাডোর কথা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল অন লাইনে। এখনো সে ট্রান্সলেটারের কথা বলেনি। কিন্তু আশাঙ্কিত হয়ে পড়েছে এন এস এ'র ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ। তার নামে কুৎসা রটানো হল।

টানকাডো বুঝতে পারল, এসবই ইন্টেলিজেন্স গেম।

স্ট্র্যাথমোরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। এগিয়ে গেল সে স্ট্র্যাথমোরের দিকে, তারপর বলল, 'আমাদের সবারই নিজ নিজ গোপন কিছু ব্যাপার আছে। অধিকার আছে সেগুলোকে গোপন রাখার। একদিন আমি চেষ্টা করব যেন সেটা বজায় থাকে।'

boighar.net

অধ্যায় : ৭

সুসানের মন ঝড়ের বেগে উড়ে যাচ্ছে। *এনসেই টানকাডো এমন এক প্রোগ্রাম লিখেছে যেটার কোডগুলো ভাঙা সম্ভব নয়!* চিন্তাটাকে কোনক্রমে গিলে ফেলল সে।

'ডিজিটাল ফোর্ট্রেস,' বলছে স্ট্র্যাথমোর, 'সে এ নামেই ডাকছে এটাকে। এ হল সবচে মেধাবি ইন্টেলিজেন্স উইপন। এটা যদি একবার মার্কেটে নামে, তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর যে কোন মানুষও এমন সব কোড পাঠাতে পারবে যা ভাঙার সাধ্য নেই এন এস এ'র। গুলি করে মারা হবে আমাদের ইন্টেলিজেন্সকে।'

কিন্তু সুসানের মনে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করছে না। এখনো এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। সে সারা জীবন কাটিয়ে দিবে কোড ব্রেক করতে করতে। সব সময় আলটিমেট কোডের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে যাবে। *যে কোন কোডই ভাঙা সম্ভব– বার্গফস্কি প্রিন্সিপল!* তার মনে হল কোন অবিশ্বাসী ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে।

'এ কোড ছড়িয়ে পড়লে ক্রিপ্টোগ্রাফি কাগুজে বাঘ হয়ে যাবে।' ফিসফিস করে সুসান, 'এ নামে কোন বিজ্ঞানের অস্তিত্বই থাকবে না।'

'এটা আমাদের সমস্যা নয়।'

'আমরা কি টানকাডোর মুখ এঁটে দিতে পারি না? জানি সে আমাদের মনে প্রাণে ঘৃণা করে। কিন্তু আমরা কি তাকে কয়েক মিলিয়ন ডলার অফার করতে পারি না? শুধু রাজি করতে হবে, কাউকে যেন এটা দিয়ে না বসে।'

হাসল স্ট্র্যাথমোর, 'কয়েক মিলিয়ন ডলার? এর মূল্য কত সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমার? পৃথিবীর প্রতিটা সরকার কোটি কোটি ডলার দাম উঠাবে। নেমে পড়বে নিলামে। তুমি কি প্রেসিডেন্টকে বলতে পারবে যে আমরা ইরাকিদের কোড ধরতে পারছি কিন্তু ভাঙতে পারছি না? এটা শুধু এন এস এ'র একার মাথাব্যথা নয়, পুরো ইন্টেলিজেন্স কম্যুনিটির জন্য হুমকি। আমাদের ফ্যাসিলিটি সবাইকে সুবিধা দেয়– এফ বি আই, সি আই এ, ডি ই এ; তারা সবাই অন্ধ হয়ে যাবে। ড্রাগের কারবারিরা জোর তালি বাজাবে। বেশিরভাগ কর্পোরেশন টাকা ট্রান্সফার করবে আই আর এস এর নাকের ডগায় বসে বসে। অপরাধিরা বসে বসে গল্প করবে আমাদের কিছু না জানিয়েই– নরক হয়ে উঠবে পুরো দুনিয়া।'

'ই এফ এফ এর কাজের ক্ষেত্র বেড়ে যাবে।'

'ই এফ এফ কিছুই জানে না। জানে না আমরা এখানে কী করছি।' আরো হতাশ হয়ে স্ট্র্যাথমোর বলল, 'তারা যদি জানতেও পারত যে আমরা শুধু এ কোড ডিসাইফার করে করে কতগুলো সন্ত্রাসী হামলা থেকে দেশকে বাঁচিয়েছি তাহলে একেবারে বদলে ফেলত সুর।'

সুসান মেনে নিল কথাটা। একই সাথে এও ভাবল, ই এফ এফ এখনো জানে না ট্রান্সলেটার কত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রান্সলেটার একাই ডজন ডজন হামলা থেকে বাঁচিয়েছে অনেক এলাকাকে, কিন্তু সে কথা কখনো জনসমক্ষে প্রকাশ পাবে না। হাইলি ক্লাসিফাইড। এসব তথ্য বাইরে প্রকাশ হলে মানুষের মাথায় বাজ পড়বে। আমেরিকার মানুষ এখনো জানে না, এই গত বছর তাদের মাটিতে একটা নয়, দুটা পারমাণবিক হামলা হতে গিয়েও হয়নি ট্রান্সলেটারের কল্যাণে।

শুধু পারমাণবিক হামলাই আসল কথা নয়। গত মাসেও শেরউড ফরেস্ট[১] কোডনেমের এক দল নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে হামলা করার পরিকল্পনা করেছিল 'সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন' নিশ্চিত করার জন্য। ছ দিন ধরে সে দলের কর্মিরা স্টক এক্সচেঞ্জের চারপাশে সাতাশটা অবিষ্ফোরক ফ্লাক্স পোড বসায়। সেগুলো বিষ্ফোরিত হবে না, বিষ্ফোরণ ঘটাবে অন্য পথে। ম্যাগনেটিক বিষ্ফোরণের ফলে এমন তরঙ্গ উঠবে যে এক্সচেঞ্জের সব চৌম্বক ডাটা হাপিস হয়ে যাবে চিরকালের জন্য। কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক, সব ধরনের ডিজিটাল কপি এবং ম্যাগনেটিক ফিতায় রাখা তথ্য, এমনকি ফ্লপি ডিস্কের সব উপাত্তও হাওয়া হয়ে যাবে মুহূর্তে। কে কীসের মালিক তার আর কোন প্রমাণ থাকবে না।

এ কাজটার জন্য একেবারে নিখুত সময়ের হিসাব প্রয়োজন, চৌম্বকক্ষেত্রটা গড়ে তুলতে হবে এক সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশের হিসাবে। তার জন্য সবগুলোতে কাউন্ট ডাউনের প্রয়োজন। সেই কাউন্ট ডাউন আসছে ইন্টারনেট টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে। দু দিনের কাউন্ট ডাউনের সময় পোডগুলোর ভিতরের ঘড়ি অসংখ্য ডাটার স্রোত বইয়ে দেয়। এন এস এ সেসব ডাটা দেখে মনে করে একেবারে নির্দোষ তথ্যস্রোত।

কিন্তু ট্রান্সলেটার সেটাকে ডিসাইফার করার পরই থলের বিড়াল বেরিয়ে আসে। জানা যায়, এগুলো আসলে কোন এক বিশেষ সময়ের অপেক্ষায় কাউন্ট ডাউন। আসল সময়ের তিন ঘন্টা আগেই পোডগুলোকে চিহ্নিত করা হয়। তারপর আনা হয় সরিয়ে।

সুসান জানে, ট্রান্সলেটারের অস্তিত্ব না থাকলে এন এস এ একেবারে কানা হয়ে যাবে। সময় নির্দেশের দিকে তাকায় সে। পনের ঘন্টা হতে চলল। যদি এখনো কোডটা ভাঙা যায়, তাও দিনে যেখানে দেড়শ কোড ভাঙা হত সেখানে

দুটাও সম্ভব না। সেই দেড়শ কোডের সময়েও অনেক ই-মেইল পড়ে থাকত লাইনে।

'গতমাসে টানকাডো আমাকে কল করেছিল,' স্ট্র্যাথমোর বলল, সুসানের চিন্তায় বাঁধা দিয়ে।

চোখ তুলে তাকাল সুসান, 'টানকাডো *আপনাকে* কল করেছিল?'

নড করল সে, 'আমাকে সাবধান করে দেয়ার জন্য।'

'আপনাকে সাবধান করে দেয়ার জন্য? সে তো আপনাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে।'

'কল করে বলল, এমন একটা কোড আবিষ্কার করেছে যেটাকে ভাঙা সম্ভব নয়। আমি বিশ্বাস করিনি।'

'কিন্তু সে কোন দুঃখে আপনাকে জানাতে যাবে? নাকি বিক্রি করতে চায় সেটা?'

'না। ব্ল্যাকমেইলিং।'

'অবশ্যই। সে চেয়েছিল আপনি যেন তার নামটা থেকে সমস্ত কালিমা দূর করে দেন।'

'না।' ঝামটা দিল স্ট্র্যাথমোর, 'টানকাডো ট্রান্সলেটার চেয়েছিল।'

ট্রান্সলেটার?'

'হ্যা। আদেশ করেছে, আগে সবার সামনে ট্রান্সলেটারের অস্তিত্বের কথা ফাস করে দিতে হবে। আমরা যদি জানিয়ে দিই যে মানুষের ই-মেইল খুলে পড়ার মত সামর্থ আছে আমাদের, তাহলেই ধ্বংস করা হবে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসকে।'

সুসানের চোখে মুখে দ্বিধা।

শ্রাগ করল স্ট্র্যাথমোর, 'যাই হোক, অনেক দেরি হয়ে গেছে এর মধ্যেই। সে তার ইন্টারনেট সাইটে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের একটা সৌজন্য সংখ্যা পোস্ট করে দিয়েছে। যে ইচ্ছা করে সেই সেটাকে নামিয়ে নিতে পারবে।'

'কী করেছে?'

'এ হল প্রচারের এক পন্থা। ভয় পাবার কোন কারণ নেই। যে কপিটা পোস্ট করা হয়েছে সেটা এনক্রিপ্টেড। সবাই এটাকে ডাউনলোড করতে পারবে কিন্তু কেউ খুলতে পারবে না। এটা আসলেই জিনিয়াস। সত্যি। ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের সোর্স কোড এর ভিতরেই লুকিয়ে আছে।'

এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুসানের চোখমুখ, 'তাইতো! সবাই এটাকে নিতে পারে, কিন্তু খুলে দেখতে পারবে না ভিতরে কী আছে।'

'তাই। টানকাডো একটা গাজর ঝুলিয়ে দিয়েছে সবার চোখের সামনে।'

'আপনি কি এলগরিদমটা চোখে দেখেছেন?'

কমান্ডারের চোখমুখে দ্বিধা, 'না। বললাম না, এটা এনক্রিপ্টেড?'

সুসান এবার দ্বিধাটা নিজের দিকে টেনে নিল, 'তাহলে আমাদের হাতে তো ট্রান্সলেটার আছে। সেটা দিয়ে ডিক্রিপ্ট করলে দোষ কোথায়?'

তাকিয়ে থাকল সে স্ট্র্যাথমোরের চোখের দিকে। তারপর আচমকা বুঝে ফেলল সবটা। বলল, 'মাই গড! ডিজিটাল ফোর্ট্রেসকে এনক্রিপ্ট করা হয়েছে এটা দিয়েই? তাকে দিয়েই তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে তাকে?'

স্ট্র্যাথমোর এবার হাসল। কাষ্ঠ হাসি। 'বিংগো!'

সুসান এবার অথৈ সাগরে পড়ল। ডিজিটাল ফোর্ট্রেসকে এনক্রিপ্ট করা হয়েছে যে প্রোগ্রাম দিয়ে সেটার নামই ডিজিটাল ফোর্ট্রেস। টানকাডো এক অসাধারণ গাণিতিক আবিষ্কার করেছে কিন্তু সেটা লুকিয়ে আছে সেটার ভিতরেই।

'এ তো বিগলম্যানের সিন্দুক!' বলল সে।

এবারো নড করল স্ট্র্যাথমোর। বিগলম্যানের সিন্দুকের কথা গণিত জগতে যারা একটু জটিল পর্যায়ে গেছে তারা সবাই জানে। এক লোক এমন এক সিন্দুকের ডিজাইন করল যেটাকে ভাঙা যাবে না, যেটার ভিতর থেকে কোনক্রমেই বের করা যাবে না কোন জিনিস। সে সেটা বানায়, তারপর যে ব্লু প্রিন্ট দিয়ে বানায় সেটাকেই আটকে রাখে সে সিন্দুকের রহস্যের নিরাপত্তার জন্য। এখন, না ভাঙা যাবে সে সিন্দুক, না পাওয়া যাবে তার ব্লু প্রিন্ট।

'আর ফাইলটা কী করে ট্রান্সলেটারে এল?' প্রশ্ন তুলল সুসান।

'আর সবার মত আমিও এটাকে টানকাডোর ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করেছি। এন এস এ এখন ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের গর্বিত মালিক, সমস্যা একটাই, খুলতে পারছি না।'

এবার আর টানকাডোর প্রশংসা না করে পারে না সুসান। সে তার আবিষ্কারকে সবার সামনে তুলে দিয়েছে, এমনকি ট্রান্সলেটারের সামনেও। শুধু খোলার পথটা রাখেনি। যেন প্রমাণিত হয়ে যায় পুরো ব্যাপারটা।

স্ট্র্যাথমোর তার হাতে ধরিয়ে দিল একটা নিউজপেপার ক্লিপিং। *নিকি সিমবান* নামের এক জাপানি লেখাটা লিখেছে *ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে*। জানিয়েছে, জাপানি প্রোগ্রাম রাইটার এনসেই টানকাডো এমন এক প্রোগ্রাম লিখেছেন যেটার কোড ভাঙা কারো কম্ম নয়। ফর্মুলাটার নাম ডিজিটাল ফোর্ট্রেস, নেটে পাওয়া যাবে ফ্রি। প্রতি মুহূর্তে এর দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে নিলাম ডাকার আগেই। যদিও সেটা জাপানের কৃতিত্ব, বহু আমেরিকান কোম্পানি সেটাকে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছে। ফর্মুলাটা আসলে বানোয়াট, বলে সে, আরো বলে, এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

'প্রচারের আরেক পথ?'

সায় দিল স্ট্র্যাথমোর, 'এ মুহূর্তে প্রতিটি জাপানি কোম্পানি সেটাকে ডাউনলোড করছে। ভাঙার চেষ্টা করছে। প্রতি সেকেন্ডে তারা যত ব্যর্থ হচ্ছে ততই বেড়ে যাচ্ছে এর মূল্য।'

'এর কোন মানে হয় না। প্রতিটা নতুন কোডিংই আনব্রেকেবল যে পর্যন্ত না ট্রান্সলেটার সেটার গুষ্ঠি উদ্ধার করছে। এখনকার সাধারণ কোডগুলোই তো তারা ভাঙতে পারে না, ডিজিটাল ফোর্ট্রেসকে ভাঙবে কী করে? তাদের কাছে সেসব প্রোগ্রাম আর ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের মধ্যে পার্থক্য কী?'

'কিন্তু এ তো দারুণ কাজ।' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'সব কোম্পানিই বুলেটপ্রুফ কাচ বানাবে কিন্তু কোন কোম্পানি যদি মানা করে দেয় তাদের কাচের দিকে গুলি করতে, সবাই উৎসুক হয়ে পড়বে। চেষ্টা করবে সেটা ভাঙার।'

'আর জাপানি কোম্পানিগুলো মনে করছে ডিজিটাল ফোর্ট্রেস ভিন্ন রকমের? বাজারের আর সব কোডিং সফটওয়্যারেরচে ভাল?'

'টানকাডোকে হয়ত কোন দাম দেয়া হত না। কিন্তু অনেক আগে থেকেই সবাই জানে সে একটা জিনিয়াস। তার নাম আগে থেকেই উপরে। হ্যাকারদের কাছে সে নমস্য। টানকাডো যদি বলে তার কোড আনব্রেকেবল, তাহলে সেটা আসলেই আনব্রেকেবল।'

'কিন্তু মানুষ জানে যে বাকি সব কোডও আনব্রেকেবল।'

'হ্যা...' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'সে মুহূর্তটার জন্য।'

'সে মুহূর্ত বলতে কী বোঝায়?'

স্ট্র্যাথমোর গোপন করল না দীর্ঘশ্বাস। 'বিশ বছর আগে কেউ কল্পনাও করেনি যে আমরা বিশ বিটের স্ট্রিম চিপার ভাঙতে পারব। কিন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে টেকনোলজি। সব সময় এগিয়ে আসছে। সফটওয়্যার নির্মাতারা এখন আন্দাজ করতে শুরু করেছে যে ট্রান্সলেটারের মত কম্পিউটারের অস্তিত্ব থাকতে পারে। টেকনোলজি বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। প্রতি মুহূর্তে পাবলিক কি এলগরিদমগুলোর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। কালকের কম্পিউটারের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ভাল এ্যালগরিদম লাগবেই।'

'আর ডিজিটাল ফোর্ট্রেসই সেই সোনার চাবি?'

'ঠিক তাই। যে এ্যালগরিদম স্বয়ং ব্রুট ফোর্সকে ফাঁকি দিতে পারে সেটা যে কোন কম্পিউটারের কাছেই নিরাপদ। তা আজকের হোক বা আগামীর। নিমেষে সেটা পৃথিবীর চাহিদা হয়ে যাবে।'

'ঈশ্বর আমাদের সহায় হোক,' কোনক্রমে বলল সুসান, 'আমরা কি নিলামে নামতে পারি?'

মাথা নাড়ল স্ট্র্যাথমোর, 'টানকাডো আমাদের সুযোগটা ঠিকই দিয়েছে। পরিষ্কার করে দিয়েছে তার ব্যাপারগুলো। এতে ঝুঁকিও কম নেই। যদি ধরা পড়ে যাই, রাষ্ট্র হয়ে যাবে, আমরা তাকে ভয় পাচ্ছি। সবাই জেনে যাবে, আমাদের হাতে একটা কম্পিউটার আছে কোড ব্রেকিংয়ের জন্য। জেনে যাবে, তার কোডটা আসলেই আনব্রেকেবল।'

'হাতে সময় আছে কতটা?'

স্ট্র্যাথমোর আরো মুষড়ে পড়ল, 'কাল দুপুরে সবচে বড় নিলামকারীর হাতে তুলে দিবে।'

'তারপর?'

'ব্যবস্থাটা এমন ছিল যে সে সর্ব্বোচ্চ নিলামকারীর হাতে পাস কি-টা তুলে দিবে।'

'*পাস কি?*'

'খেলার আরেক অংশ। সবার হাতেই এর মধ্যে এ্যালগরিদমটা চলে গেছে। এখন শুধু পাস-কি'র অপেক্ষা।'

সুসান মুখ ঝামটা দিল, 'তাইতো!'

সে এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, এমন হওয়াই স্বাভাবিক। টানকাডোর হাতে একটা পাস কি আছে। সেটা হয়ত এখন তার পকেটের কোন এক কোণায় কাগজে দুমরে মুচড়ে পড়ে আছে। হয়ত চৌষট্টি ক্যারেক্টারের কোন সরল চাবিকাঠি। এ একটা জাদুর কাঠিই পারে পুরো পৃথিবীর বুক থেকে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের তথ্য সংগ্রহকে ডুবিয়ে দিতে।

ব্যাপারটা কল্পনা করে সুসান মনে মনে বিষম খেল। সবচে বেশি দর ডাকা কোম্পানির হাতে টানকাডো পাস কি টা তুলে দিচ্ছে। তারা খুলে ফেলছে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসকে। তারপর তারা হয়ত এ্যালগরিদমটাকে কোন টেম্পার প্রুফ চিপে বসিয়ে দিবে। তারপর, পাঁচ বছরের মধ্যে পৃথিবীর প্রতিটা কম্পিউটারে হয়ত একটা করে ডিজিটাল ফোর্ট্রেস বসে যাবে। কোন কম্পিউটার কোম্পানি এখনো একটা এ্যালগরিদম চিপ বানায়নি, সে কথা কল্পনাও করেনি কারণ কয়েকদিন পরই সেটার আবেদন ফুরিয়ে যাবে। রোটেটিং ক্লিয়ারটেক্সট ফাংশন থাকায় ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের আবেদন কখনো ফুরাবে না। কোন ব্রুট ফোর্স এ্যাটাক এর টিকিটাও ছুতে পারবে না। এ হবে একেবারে আনকোরা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড। ফলে সব কোড হয়ে পড়বে আনব্রেকেবল। ব্যাঙ্কার, দালাল, টেরোরিস্ট, স্পাই– সবার হাতে চলে যাবে এটা।

মহা গন্ডগোল।

'তাহলে আমাদের সামনে অপশন আছে কী কী?' সব সম্ভাবনার কথা ভাবছে সুসান।

'আমরা তাকে আর সরিয়ে দিতে পারব না, তুমি যদি অপশন বলতে সেটাই বোঝাও।'

সুসান ঠিক এ কথাটাই জানতে চেয়েছিল। এত বছরের ক্যারিয়ারে সুসান একটা গুঞ্জন শুনতে পেয়েছে এখানে, খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে গেলে এন এস এ খুবি দক্ষ কিছু লোককে ভাড়া করে– পৃথিবীর সেরা খুনিদের। ইন্টেলিজেন্স কম্যুনিটির নোংরা কাজগুলো সারে এ পথে।

স্ট্র্যাথমোর মাথা ঝাকাল, 'টানকাডো খুব চতুর। সে এমন কোন বিকল্প আমাদের হাতে ছেড়ে দেয়নি।'

'সে সুরক্ষিত?'

'ঠিক তা নয়।'

'গা ঢাকা দিয়েছে?'

স্ট্র্যাথমোর এবার শ্রাগ করল, 'জাপান থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। ফোনের মাধ্যমে নিলামটা পরীক্ষা করার পথ বেছে নেয়। কিন্তু আমরা জানি কোথায় আছে এখন।'

'আর তা জানার পরও আপনারা কোন পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন না?'

'না। কারণ তার ইনস্যুরেন্স। কোন এক অজ্ঞাত তৃতীয় পক্ষের কাছে সে এ পাস কির কপি দিয়ে রেখেছে... যদি তার কিছু হয়ে যায়...'

অবশ্যই, ভাবছে সুসান, *একজন গার্ডিয়ান এ্যাঞ্জেল*, 'তাহলে আমার মনে হয় যদি টানকাডোর ভালমন্দ কিছু একটা ঘটে যায় তাহলে তৃতীয় পক্ষ সেটাকে নিলামে চড়িয়ে দিবে?'

'এরচেও খারাপ। টানকাডোর উপর ফুলের টোকা পড়লেও তার সহায়তাকারী সেটাকে প্রকাশ করে দিবে।'

বিভ্রান্ত দেখাল সুসানকে, 'তার থার্ড পার্টি প্রকাশ করে দিবে?'

নড করল স্ট্র্যাথমোর, 'ঠিক তাই। পৌছে দিবে ইন্টারনেটে। প্রকাশ করবে সংবাদপত্রে। ছাপিয়ে দিবে বিলবোর্ডে। মোট কথা, খুলে দিবে সারা দুনিয়ার কাছে।'

এবার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল সুসানের, 'সে ইন্টারনেটে দিয়ে দিবে ফ্রি ডাউনলোডের জন্য?'

'ঠিক তাই। টানকাডো হিসাব করে নিয়েছে– সে যদি বেঁচে নাই থাকে– টাকা দিয়ে আর কী হবে? যাবার আগে পৃথিবীকে একটা উপহার দেয়া যাক।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সুসান। *টানকাডো একটা আনব্রেকেবল কোড তৈরি করেছে। তারপর জিম্মি করেছে আমেরিকার নিরাপত্তাকে।*

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। কণ্ঠ এখন পরিষ্কার। 'আমাদের অবশ্যই টানকাডোর সাথে যোগাযোগ করতে হবে! জিনিসটা রিলিজ না করার জন্য তাকে কোন না কোন পথে রাজি করানো যাবে। সর্ব্বোচ্চ দরের তিনগুণ হাঁকতে পারি আমরা! পরিষ্কার করে দিতে পারি তার নাম! যাই হোক, কিছু না কিছু তো করতেই পারি!'

'অনেক দেরি হয়ে গেল,' স্ট্র্যাথমোর বলল। লম্বা করে শ্বাস নিল একটা, 'এনসেই টানকাডোকে আজ সকালে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে স্পেনের সেভিলে।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৮

দ্বৈত ইঞ্জিনওয়ালা লিয়ারজেট সিক্সটি রানওয়েতে আলতো করে নেমে এল একটা পাখির মত। স্পেনের এস্ত্রেমাদুরা ক্রল করে এগিয়ে আসছে।

'মিস্টার বেকার?' একটা কণ্ঠ চিড় ধরাল নিরবতায়, 'চলে এসেছি।'

উঠে একটু আড়মোড়া ভাঙল বেকার। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তার কোন লাগেজ নেই। তাতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। বলা হয়েছে, ভ্রমণটা একেবারে সংক্ষিপ্ত হবে। আসা আর যাওয়া।

মূল টার্মিনালের পাশে একটা একা হ্যাঙারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল প্লেনটা মৃদু গুঞ্জন তুলতে তুলতে। উপরে স্পষ্ট দিবাকর। আলো ছড়াচ্ছে সূর্যটা। একটু পর পাইলট এগিয়ে এসে হ্যাচের কাজ শুরু করে দিল। ক্যানবেরি জুসটা নামিয়ে রাখল সে ভিজা বারে। তারপর চাপিয়ে নিল স্যুটকোট।

একটা মোটা ম্যানিলা এনভেলাপ বের করল পাইলট। 'আপনাকে এটা দেয়ার কথা।' বলল সে। হাতে ধরিয়ে দিল বেকারের। উপরে নীল কালিতে লেখাঃ

কিপ দ্য চেঞ্জ

বেকার বের করল মোটা লালচে নোটের তাড়াটা। 'কী ব্যাপার...'

'স্থানিয় কারেন্সি।' পাইলট বলল।

'আমি জানি এটা কী। কিন্তু এ তো... এ তো বাড়াবাড়ি রকমের বেশি। আমার শুধু ট্যাক্সির ভাড়া প্রয়োজন।' মাথার ভিতরে বাকি কথাটা ঝাড়ল সে, 'এখানে এমন কী কাজ আছে যে জন্য হাজার ডলার প্রয়োজন?'

'আমার কাজ আমি করছি, স্যার।' পাইলট চলে গেল ককপিটে। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

ভারি এনভেলাপটা নিয়ে নেমে এল বেকার নির্জন হ্যাঙারে। তারপর রেখে দিল সেটা বুক পকেটে। পেরিয়ে গেল রানওয়ে। শুরুটা অদ্ভুত, বলতেই হবে। মাথা থেকে সরিয়ে দিল সে চিন্তাটা। ভাগ্য ভাল হলে স্টোন ম্যানোরে যাবার একটা উপায় বেরিয়ে যেতে পারে।

আসা এবং যাওয়া, নিজেকে বলল সে, *আসা এবং যাওয়া।*

সে জানে না, কোন পথ নেই।

অধ্যায় : ৯

সিস্টেম সিকিউরিটি টেকনিশিয়ান ফিল চার্ট্রাকিয়ান ক্রিপ্টোতে ঢোকার পায়তাড়া ভাজছে। কাল কিছু পেপারওয়ার্ক ফেলে গিয়েছিল। সেগুলো নিতে হবে। কিন্তু ঘটনা এমন ঘটবে না।

ক্রিপ্টো ফ্লোর থেকে সিস-সেক ল্যাবে যাচ্ছে সে। সাথে সাথেই চোখে পড়ল, কিছু একটা গড়বড় হয়েছে আশপাশে। ট্রান্সলেটারের কাজ তদারকির জন্য কেউ নেই। সেইসাথে কম্পিউটারের স্ক্রিনটা বন্ধ। আজব ব্যাপার। ট্রান্সলেটারের স্ক্রিন কখনো বন্ধ থাকে না।

ডাক ছাড়ল চার্ট্রাকিয়ান, 'হ্যালো?'

কেউ জবাব দিল না। ল্যাব একেবারে ঝাড়া পোছা। যেন অনেক ঘন্টায় কেউ এখানে পা ফেলেনি।

চার্ট্রাকিয়ান মাত্র তেইশ বছরের ছেলে। সিস-সেকে নতুন এলেও তার ট্রেনিংয়ে কোন ত্রুটি ছিল না। সে ভাল ভাবেই জানে কথাটা– সিস-সেকে কেউ না কেউ সর্বক্ষণ ডিউটিতে থাকবে। এটাই নিয়ম। বিশেষত শনিবারে থাকবেই, কারণ ক্রিপ্টোর লোকজন তখন এখানে ঢু মারে।

সাথে সাথে মনিটরের পাওয়ার অন করে দেয়ালের চার্টের দিকে তাকাল। 'কে এখন ডিউটিতে আছে?' নামের লিস্টটায় চোখ বুলাতে বুলাতে জোরে দাবি করল। শিডিউল অনুসারে এক তরুণ ছেলের কাজে থাকার কথা। ল্যাবের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বিরক্তি ঝাড়ল সে, 'তাহলে সেই মহামানব এখন কোথায়?'

মনিটর টার্ন অন করে বুঝতে পারল হয়ত স্ট্র্যাথমোরের ইচ্ছাতেই সিস-সেক এখন খালি। স্ট্র্যাথমোরের ওয়ার্ক স্টেশনের ঢাকনা সরানো। তার মানে বস এখন ভিতরেই আছে। শনিবারে তাকে দেখে অবাক হবার কিছু নেই। কাজ পাগল মানুষটা শনি-রবি বোঝে না। তার এখানে থাকা চাই বছরে তিনশ পয়ষট্টি দিন।

একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে চার্ট্রাকিয়ান একেবারে পরিষ্কার। যদি বস দেখতে পায় সিস-সেকে কোন মানুষ নেই তাহলে অনর্থ ঘটে যাবে। তরুণ উজবুকটা তার চাকরি খোয়াবে। একবার ভাবল চার্ট্রাকিয়ান, ফোনটা তুলে সর্বনাশ ঘটাবে নাকি ছেলেটার? একটা অলিখিত নিয়ম আছে সিস-সেকে, সবাই সবার

পিছনটায় নজর রাখবে। ক্রিপ্টোতে সিস-সেকরা দ্বিতীয় শ্রেনীর মানুষ। এ মাল্টি বিলিয়ন ডলারের কর্মক্ষেত্রে সবার সেরা ক্রিপ্টোরা আর সিস-সেকদের সহ্য করা হয় কারণ তারা খেলনাগুলোকে সচল রাখে।

চার্ট্রাকিয়ান সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। তুলে নিল ফোন। কিন্তু সেটা কানের কাছে যাবার আগেই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তাকিয়ে থাকল মনিটরের দিকে। নির্নিমেষ।

না। বিল চার্ট্রাকিয়ান তার ছোট্ট চাকরির জীবনে কখনো এমন বিদঘুটে ব্যাপার দেখেনি। ট্রান্সলেটারের মনিটরটায় উঠে আছে কিম্ভুত একটা তথ্যঃ

টাইম ইলাপ্সডঃ ১৫:১৭:২১

'পনের ঘন্টা সতের মিনিট! অসম্ভব!'

সাথে সাথে স্ক্রিনটাকে রিবুট করল সে। চেষ্টা করল বোঝার, কোন ভুল তথ্য দেয়নি তো সেটা? প্রাণ ফিরে পেল মনিটরটা আবারো। একই কথা বলছে। টিকটিক করে সরে যাচ্ছে সেকেন্ডের কাটা।

শিতল একটা স্রোত উঠে এল চার্ট্রাকিয়ানের শিরদাঁড়া বেয়ে। ক্রিপ্টোর সিস-সেকের একটা মাত্র কাজঃ ট্রান্সলেটারকে ভাইরাস ফ্রি রাখতে হবে।

চার্ট্রাকিয়ান জানে, পনের ঘন্টার কাজ চলার একটা মাত্র অর্থ আছে। ইনফেকশন। একটা দুষ্ট ভাইরাস চলে গেছে কম্পিউটারের ভিতরে। কুরে কুরে খাচ্ছে ট্রান্সলেটারের প্রোগ্রামিং। মুহূর্তে চার্ট্রাকিয়ান তার ট্রেনিংয়ের সময়ের কথা মনে করল। কখনো এখানে মনিটর সুইচ অফ করা থাকে না। এসব ভুলে গেল সে। এখন শুধু ভিতরে কী ঢুকেছে সেটা নিয়ে চিন্তা।

একটা ইনফেক্টেড ফাইলের ভিতরে ঢোকা কি সম্ভব? ভেবে পায় না সে। *সিকিউরিটি ফিল্টারের চোখ ফাকি দিয়ে কিছু হতে পারে কি?*

গান্টলেটের ভিতর দিয়ে প্রতিটা ফাইলকে যেতে হয় ট্রান্সলেটারে ঢোকার জন্য। পাওয়ারফুল সার্কিট লেভেল গেটওয়ে ধরে এগিয়ে যায় সেটা। কোন অযাচিত প্রোগ্রাম ধরা পড়লে সাথে সাথে সেটাকে বাতিল করে দিতে হয়।

এরপর সেগুলো হাতে চেক করে দেখার পালা। তখন, গান্টলেটের সে অপরিচিত প্রোগ্রামটাকে চেখে দেখে হাতেনাতে বুঝে নিয়ে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে তবেই ঢোকানো হয় ট্রান্সলেটারে।

কম্পিউটার ভাইরাস আর জীবন্ত ভাইরাস দুটা দু ধরনের। কম্পিউটার ভাইরাস এক ধরনের প্রোগ্রাম যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যারের বারোটা বাজায় আর সাধারণ ভাইরাস মানুষ, অন্য প্রাণী এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে

ব্যাকটেরিয়াকে নষ্ট করে। দুয়ের মধ্যে মিল একটাই। দুজনেই আশ্রয়দাতার সর্বনাশ করে।

কখনো এন এস এর এ বিশাল কম্পিউটারের গায়ে ভাইরাসের আচড় পড়েনি। কারণ, এটার নিরাপত্তা অসম্ভব শক্তিশালী। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে এটা সর্বক্ষণ অসংখ্য ফাইল নিয়ে কাজ করে, সেগুলো টেনে আনে বাইরে থেকে, নেট থেকে। ব্যাপারটার সাথে বহুজনের সাথে সেক্স করার মিল আছে। এ কাজ করতে থাকলে নিরাপত্তা থাক চাই না থাক, কোন না কোন সময় ইনফেকশনের ভয় থেকেই যায়।

সব চেক করল চার্ট্রাকিয়ান। না, কোন সমস্যা নেই। সব ফাইল ক্লিন। এমন সমস্যার কথা সে আগে চিন্তাও করেনি।

'একটা ভাইরাস প্রোব। এখন আমাকে একটা ভাইরাস প্রোব চালাতে হবে।'

চার্ট্রাকিয়ান জানে, প্রথমেই স্ট্র্যাথমোর যা করতে বলবে, তা হল একটা ভাইরাস প্রোব। সিদ্ধান্ত নিল সে। ভাইরাল প্রোব সফটওয়্যার লোড করে সেটাকে রান করল। মিনিট পনের সময় লাগবে।

'পরিষ্কার হয়ে ফিরে এস। কোন ঝামেলা নেই, জানিয়ে দাও ড্যাডিকে।'

কিন্তু কেন যেন তার মনে হচ্ছে, এটা মোটেও কিছুই নয় গোছের কিছু নয়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, ঘাপলা আছে এখানে। ঘাপলা আছে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১০

'এনসেই টানকাডো মারা গেছে?' সুসান বুঝে উঠতে পারল না যেন, 'মারা গেছে? আপনারা খুন করিয়েছেন? আপনি না বললেন...'

'আমরা তাকে ছুঁয়েও দেখিনি।' আশ্বস্ত করল স্ট্র্যাথমোর, 'হার্ট এ্যাটাকে মারা গেছে। কমনিট আজ সকাল সকাল ফোন করেছিল। টানকাডোর নামটা তাদের কাছে গেছে সেভিল পুলিশের হাত ধরে, ইন্টারপোলের মাধ্যমে।'

'হার্ট এ্যাটাক?' এখনো সুসানের চোখেমুখে সন্দেহ, 'তার বয়স মাত্র ত্রিশ বছর।'

'বত্রিশ।' শুধরে দিল স্ট্র্যাথমোর, 'হার্ট জন্মগতভাবে দুর্বল।'

'আমি কখনো শুনিনি কথাটা।'

'এন এস এ ফিজিক্যাল টেস্টে ধরা পড়েছিল। সে এসব নিয়ে মাথা ঘামাত না। বলে বেড়াত না কাউকে।'

'এমন সময় মত তার হার্ট এ্যাটাক হল?'

'সময় মত। ঠিকই। একেত স্পেনের গরম, তার উপর এন এস এ কে ব্ল্যাকমেইলিং করা নিয়ে ভয়...'

সুসান চুপ করে থাকল। এমনকি তার একটু একটু আফসোসও হচ্ছে। ভাবনায় চিড় ধরল স্ট্র্যাথমোরের কথায়।

'এত সব হতাশার মধ্যে একটা মাত্র আশার খবর আছে। টানকাডো একা একা ভ্রমণ করছিল। আশা একটাই। তার পার্টনার এখনো সম্ভবত জানে না। স্প্যানিশ পুলিশ কথাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখবে যতক্ষণ সম্ভব। আমি তোমাকে ডেকেছি এ জন্যেই। তোমার সহায়তা দরকার।'

বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে সুসানকে। 'কমান্ডার, যদি জানাই যায় টানকাডো মারা গেছে হার্ট এ্যাটাকে, তাহলে আমাদের আর সমস্যা কী? আমরা তো আর খুন করিনি। বেঁচে গেলাম দায় থেকে।'

'বেঁচে গেলাম দায় থেকে?' অবিশ্বাসে বিস্ফোরিত হল স্ট্র্যাথমোরের চোখমুখ। 'কেউ একজন এন এস এ কে জিম্মি করছে আর তার দু চারদিন পরই পাওয়া গেল তাকে। মৃত। আমরা দায় থেকে মুক্তি পাই কী করে? বাজি ধরতে রাজি

আছি, টানকাডোর সেই বন্ধু ব্যাপারটাকে ভালভাবে নিবে না। এ কাজ যে কোনভাবে করা যায়। একটু পয়জন, একটু অটোপসি বা এ ধরনের কিছু একটা। টানকাডোর মারা যাবার কথা শোনার পর তোমার প্রথম কী মনে হল?'

'মনে হল এন এস এ তাকে মেরে ফেলেছে।'

'ঠিক তাই। এন এস এ যদি পাঁচটা রায়োলাইট স্যাটেলাইট পাঠাতে পারে জিওসিনক্রোনাস অর্বিটে, মধ্যপ্রাচ্যের উপর, তাহলে সবাই ধরেই নিতে পারে যে স্প্যানিশ কয়েকজন পুলিশকে হাত করার মত ক্ষমতা আমাদের আছে।'

সাথে সাথে মনে মনে হিসাব কষে ফেলল সুসান, এনসেই টানকাডো বেচে নেই। এখন ধরা হবে এন এস এ কে। 'আমরা কি সময় মত থার্ড পার্টিকে ধরে ফেলতে পারব?'

'আমার মনে হয় পারব। আমাদের একটা প্লাস পয়েন্ট আছে। টানকাডো আগেই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে যে সে একজনকে সাথে নিয়ে কাজ করবে। তার কি চুরি করা থেকে বিরত রাখবে এ কথা সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোকে। কোন ক্ষতি হবে না তার। যদি তার গায়ে একটু আচড় লাগে, তাহলেই কেল্লা ফতে। সফটওয়্যারটা ফ্রি দিয়ে দেয়া হবে আর সব কোম্পানি চোখ চড়কগাছ করে তাকিয়ে দেখবে যে তারা এখন একটা ফ্রি সফটওয়্যারের সাথে লড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছে।'

'ক্লেভার।'

বলে চলল স্ট্র্যাথমোর, 'কয়েকবার টানকাডো সবার সামনেই তার সেই পার্টনারের নাম নিয়েছে। ডেকেছে নর্থ ডাকোটা নামে।'

'নর্থ ডাকোটা? ছদ্মনাম।'

'হু। আমি তারপর একটা ইন্টারনেট ইনকোয়ারি করি। সার্চের বিষয় ছিল নর্থ ডাকোটা। আশা ছিল না, কিন্তু ভালই হল।' থামল স্ট্র্যাথমোর, 'আমি আসলে নিশ্চিত হবার জন্য এ্যাকাউন্টটা সার্চ করি। আমার অবস্থাটা একবার চিন্তা কর যখন সেখানে টানকাডোর ই-মেইল পেলাম অনেকগুলো! সেখানে ডিজিটাল ফোর্ট্রেস আর এন এস এর কথা ছিল বারবার।'

সুসান ভেবে পায় না এত সহজে কী করে ভেবে নিল কমান্ডার যে সে ঠিক পথেই আছে! 'কমান্ডার,' যুক্তি দিল সে, 'টানকাডো ভালভাবেই জানে যে আমরা ই মেইলের বারোটা বাজাতে জানি। সব বের করে আনতে জানি। সে কী করে এ মাধ্যমটাই বেছে নিবে আরো অনেক পথ থাকতে? এ এক ফাঁদ। এনসেই টানকাডো আপনাকে তুলে দিয়েছে নর্থ ডাকোটাকে। এবার আমরা শান্ত হব। এর মধ্যে সে সময় পাবে।'

'ভাল আন্দাজ,' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'দুটা ব্যাপার বাদে। আমি কিন্তু নর্থ ডাকোটায় পাইনি। পেয়েছি এন ডাকোটা। একটু ঘুরিয়ে। এতটা সে আশা নাও করতে পারে।'

'দেখুন, সে জানে, কিছু না কিছু পাবার আগ পর্যন্ত আপনি ক্ষান্ত দিবেন না। তাই সেও কাছাকাছি একটা কিছু রাখল। এন ডাকোটা।'

'কথা বলার আগে একবার একটা দেখে নাও।'

তাকাল সুসান একটা লেখার দিকে। বুঝতে পারল কেন কমান্ডার এতটা নিশ্চিত হচ্ছেঃ

ndakota@ara.anon.org

এখানে এ আর এ টাই সুসানের নজর কেড়ে নিয়েছে। এ আর এ মানে আমেরিকান রিমেইলার্স এ্যানোনিমাস। খুবি বিখ্যাত এ্যানোনিমাস সার্ভার।

এ্যানোনিমাস সার্ভারগুলো সেসব ইন্টারনেট ইউজারের কাছে প্রিয় যারা তাদের ই-মেইলের যাবতীয় তথ্য লুকিয়ে রাখতে চায়। একটা ফি এর বিনিময়ে এসব কোম্পানি মিডলম্যানের কাজ করে।

ব্যাপারটা অনেকটা পোস্ট বক্সের মত। কে এর মালিক, কী তার ঠিকানা, কিছুই জানে না লোকে। জানে শুধু একটা পোস্ট বক্স নাম্বার। প্রথমে ই-মেইলটা পাঠানো হয় এলিয়াসদের কাছে। তারপর আসল ব্যবহারকারীর দিকে। এসব কোম্পানির মূলধন হল প্রতিজ্ঞা। তারা কিছুতেই ব্যবহারকারীর ঠিকানা কাউকে জানাবে না।

'এটাই প্রমাণ নয়,' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'কিন্তু এতে সন্দেহ জাগে, তাই না?'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে এনসেই টানকাডো কোন পরোয়া করে না কারণ তার এ্যাকাউন্ট একটা এ আর এ দিয়ে প্রতিরক্ষা পাচ্ছে?'

'ঠিক তাই।'

'এ আর এ সার্ভিসগুলো ব্যবহার করে মূলত আমেরিকানরা। আপনার কী মনে হয়? লোকটা এখানকার?'

'হতে পারে। একজন আমেরিকান পার্টনারের মাধ্যমে টানকাডো দারুণ এক বাজি ধরল। দুনিয়ার দু প্রান্তে তার পাস কি দুজনের কাছে থাকবে। স্মার্ট মুভ।'

এনসেই টানকাডো তার এই গোপন ব্যাপারটা যার তার সাথে শেয়ার করবে না। আর টানকাডোর প্রিয়জন খুব কমই আছে আমেরিকায়।

'নর্থ ডাকোটা,' বলল সুসান, 'এমন কিছু কি করছে যা দিয়ে তার লোকেশন পাওয়া সম্ভব?'

'না। কমনিট শুধু তার এ্যাকাউন্ট থেকে ডাটা তুলে আনছে। এখনো ঠিকানাবিহীন এক মানুষ সে।'

'এটা ফাকিবাজি নয়তো?'

'কেন?'

'একটা ব্লাফ দেয়ার চেষ্টা থাকতে পারে এনসেই টানকাডোর। সে হয়ত কোন ডেড এ্যাকাউন্টে চিঠি পাঠাচ্ছে। এদিকে কাজটা সারছে একাই।'

স্ট্র্যাথমোর মুখ বাঁকিয়ে হাসছে। মেয়েটার প্রতিভা আছে বলতে হবে! 'দারুণ আইডিয়া, কিন্তু একটা ব্যাপার আছে এখনো। সে কোন পরিচিত নাম্বার ব্যবহার করছে না। ব্যবহার করছে না তার হোম বা বিজনেস এ্যাড্রেস। ডোশিসা ইউনিভার্সিটিকে কাজে লাগাচ্ছে। কাজ করছে, বলা ভাল করছিল, তাদের মূল মেইনফ্রেম নিয়ে। বোঝা যায়, সেখানে একটা এ্যাকাউন্ট জুটিয়ে নিয়েছিল এবং সেটাকে গোপনও রাখতে পেরেছিল। আমি একেবারে হঠাৎ করেই সেটা পেয়ে যাই।' একটু থামল কমান্ডার স্ট্র্যাথমোর, 'তাহলে, টানকাডো যদি চায় তার এ্যাকাউন্ট পাওয়া যাক, তার চিঠিগুলো পড়া হোক, তাহলে এত বেশি গোপন কোন ঠিকানা থেকে পাঠাবে কেন?'

'হয়ত সে এ কাজ করছে যেন আপনি মনে করেন এটা কোন ফাদ নয়। হয়ত সে এত বেশি গোপনে এবং সুরক্ষিত অবস্থায় রাখছে যেন আপনি মনে কয়েন একেবারে ভাগ্যগুণে পেয়ে গেছেন সেটা। এতে এনসেইর কাজের প্রশংসা করতে হয়।'

আবার হাসল স্ট্র্যাথমোর, 'তোমার আসলে একটা ফিল্ড এজেন্ট হওয়া দরকার ছিল। তাতে ভাল করতে পারতে। কিন্তু আফসোস। সেটা মিথ্যা কোন ফাদ নয়। প্রতিবার টানকাডো মেইল পাঠাচ্ছে, জবাব দিচ্ছে নর্থ ডাকোটা। নর্থ ডাকোটা পাঠাচ্ছে, জবাব দিচ্ছে টানকাডো।'

'যথেষ্ট হয়েছে। তার মানে আপনি মনে করছেন যে নর্থ ডাকোটা মিথ্যা নয়, আসলটাকেই ধরতে পেরেছেন?'

'আশা করি। এখন ব্যাটাকে ধরে আনতে হবে। এমনভাবে, যেন কাক-পক্ষীও টের না পায়। সে যদি একটুও বাতাস টের পায়, আমরা তার লেজে লেগেছি তা জানতে পারে, তাহলেই খেল খতম।'

এবার সুসান ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে কী কারণে তাকে ডেকেছে স্ট্র্যাথমোর, 'আমাকে আন্দাজ করতে দিন, আপনি চাচ্ছেন আমি এ আর এ তে ঢুকি, তারপর নর্থ ডাকোটার ডাটাবেস বের করে আনি সেখান থেকে। তার ঠিকানাটা জেনে ফেলি?'

'মিস ফ্লেচার, তুমি আমার মন পড়ে ফেলতে পারছ গড়গড় করে।'

এ ধরনের কাজে সুসান আগেও নেমেছে। এক বছর আগে হোয়াইট হাউসের এক কর্তাব্যক্তির কাছে উড়ো ই-মেইল আসে। তার এ্যাড্রেস এ্যানোনিমাস। এন এস এর উপর হুকুম জারি হল, তাকে ধরতে হবে। এন এস এ চেপে ধরতে পারত সে কোম্পানির ঘাড়, তাতে কাজের কাজ কতটা হত সন্দেহ। ফলে অন্য পথ নিল তারা। ট্রেসার।

সুসান তখন কাজে লাগে। সে একটা ডিরেকশনাল বিকন তৈরি করে ই-মেইলের রূপ ধরে। সেটা প্রথমে ঢুকে যাবে ইউজারের কাছে। তারপর ফিরে আসবে তথ্য নিয়ে। কোথায় আছে সে, সে তথ্য নিয়ে। সেদিন থেকে এন এস এর কাছে এ্যানোনিমাস মেইলারদের সমস্যা নিতান্তই ছেলেখেলা।

'আমরা কি তাকে খুজে পাব?' স্ট্র্যাথমোর প্রশ্ন তুলল।

'অবশ্যই। আপনি আমাকে কল করে এতোক্ষণ সময় নষ্ট করলেন কেন?'

'আসলে আমি তোমাকে কলই করতাম না। এখানে আর কাউকে জড়ানোর কোন ইচ্ছাই ছিল না। তোমার মত করে একটা ট্রেসার পাঠানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তুমি ঐ জিনিসটাকে নতুন হাইব্রিড ল্যাঙ্গুয়েজে লিখেছিলে। যতবার সেগুলো নিয়ে চেষ্টা করলাম, আজেবাজে ডাটা এসে ভরে গেল। তাই ডাকা ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না সামনে।'

মুখ ভেঙচে হাসল সুসান। স্ট্র্যাথমোর দারুণ প্রোগ্রামার হলেও তার জ্ঞান এ্যালগরিদমের দিক দিয়ে সীমিত। সুসান এ জিনিসটা একেবারে আনকোরা এক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে লিখেছে। নাম লিম্বো।

'আমিই এর দেখভাল করছি। আমার টার্মিনালে পাবেন।'

'সময়ের ব্যাপারে কোন আইডিয়া আছে?'

সুসান থামল। 'আসলে... সেটা নির্ভর করে কত দ্রুত এ আর এ তাদের মেইলগুলো পাঠিয়ে দেয় তার উপর। সে যদি আমেরিকায় থাকে আর এ ও এল বা কম্পিউসার্ভ জাতীয় কিছু ব্যবহার করে তাহলে আমি তার ক্রেডিট কার্ডে ঢুকে গিয়ে বিলিং এ্যাড্রেসটা বের করে ফেলব এক ঘন্টার মধ্যে। কিন্তু সে যদি কোন ইউনিভার্সিটি বা কোন কর্পোরেশনের সাথে থাকে, একটু বেশি সময় তো লাগবেই,' অপ্রস্তুত একটা হাসি দিল সে, 'এরপর বাকিটা আপনার উপর।'

সুসান জানে, বাকি হল এন এস এ স্ট্রাইক টিম। আগে তার বাসার পাওয়ার কেটে দিবে। তারপর জানালা দিয়ে তাক করবে অত্যাধুনিক অস্ত্র। টিম হয়ত জানবে ব্যাপারটা ড্রাগের সাথে জড়িত। এদিকে অন্য কোন পদক্ষেপও নিতে পারে স্ট্র্যাথমোর। সে চাইবে চৌষট্টি বিটের পাস কি টা যেন হাতে চলে আসে। তারপর সে সেটাকে ধ্বংস করে দিবে। ডিজিটাল ফোর্ট্রেস অসীম সময় ধরে নেটে পড়ে থাকবে। সব সময়ের জন্য তার ভিতরেই থেকে যাবে তার গোপনীয়তা।

'ট্রেসারটাকে সাবধানে পাঠাও,' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'যদি নর্থ ডাকোটা জানতে পারে যে আমরা তার পিছনে লেগেছি তাহলেই সাবধান হয়ে যাবে সে। আতঙ্কে জায়গা ছেড়ে চলে যাবে কি টা সাথে নিয়ে। আমরা আর কিছু করতে পারব না। টিম গিয়ে দেখবে সব ভো ভো।'

'হিট এ্যান্ড রান,' বলল সুসান আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে, 'আমরা আগে তাকে আঘাত করব চিঠিটা দিয়ে। তারপর সেটা সেখানেই হাপিস হয়ে যাবে। সে জানতেও পারবে না একটা মেইল এসেছিল।'

'থ্যাঙ্কস।'

সুসান একটা কোমল হাসি উপহার দিল কমান্ডারকে। সে ভেবে পায় না এত বড় একটা বিপদের মুখেও কী করে কমান্ডারের মুখে শান্ত সৌম্য ভাবটা বজায় আছে। সুসানের দৃঢ় বিশ্বাস এ শান্ত নিশ্চিত ভঙ্গিটাই তাকে ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে এতটা উপরে তুলে এনেছে।

দরজার দিকে যাবার পথে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সুসান ট্রান্সলেটারের দিকে। আনব্রেকেবল কোন কোডের অস্তিত্ব আছে, এ ভাবনাটাই এখনো মেনে নিতে পারছে না সে। আশা একটাই, যত দ্রুত নর্থ ডাকোটাকে পাওয়া যায়...

'কাজটা একটু জলদি করো,' আবার তাগাদা দিল স্ট্র্যাথমোর, 'আর তুমি স্মোকি মাউন্টেনে চলে যাবে রাতের মধ্যেই।'

পথেই জমে গেল সুসান। সে ভালভাবেই জানে, তার যাবার কথা জানানো হয়নি স্ট্র্যাথমোরকে। ঘুরে দাঁড়াল সে। এন এস এ কি আমার ফোন ট্যাপ করছে?

দোষীর মত হাসল স্ট্র্যাথমোর, 'ডেভিড আজ সকালে তোমাদের ট্রিপের ব্যাপারে বলেছিল আমাকে। সে বলেছিল এ নিয়ে তোমাকে কিছু বলা হলে তুমি বেশ বিব্রত হবে।'

'আপনারা আজ সকালে কথা বলেছেন?'

'অবশ্যই!' বলল স্ট্র্যাথমোর তার হাসিটাকে আরো চওড়া করে দিয়ে, 'তাকে ব্রিফ করতে হয়েছিল যে!'

'ব্রিফ করতে হয়েছিল?' ভেবে পায় না সুসান, 'কীসের জন্য?'

'তার ট্রিপের জন্য। আমি ডেভিডকে স্পেনে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১১

স্পেন। আমি ডেভিডকে স্পেনে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখনো কমান্ডারের কথাগুলো হুল ফোটাচ্ছে।

'ডেভিড স্পেনে? আপনি তাকে সেখানে পাঠিয়েছেন?' রাগে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে সুসানের, চিৎকার করল সে, 'কেন?'

স্ট্র্যাথমোর যেন বোবা হয়ে গেছে। সে কখনো মুখের উপর চিৎকার সহ্য করে না। এমনকি তার উপরের লোকজনও এ কাজ করে না। এবার একটু আমতা আমতা করে কী যেন বলার চেষ্টা করল স্ট্র্যাথমোর, কিন্তু তার মুখের রা মুখেই রয়ে গেল।

সুসান যেন কোন বাঘিনী, তার বাচ্চাকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া।

'সুসান,' বলল সে অবশেষে, 'তুমি তার সাথে কথা বলেছ, তাই না? ডেভিড ব্যাখ্যা করেনি?'

এখন আর কথা যোগাচ্ছে না সুসানের মুখে। স্পেনে? এজন্যই স্টোন ম্যানোরে যাওয়া বন্ধ হল?

'আমি তার জন্য একটা গাড়ি পাঠালাম আজ সকালে। সে বলল, যাবার আগে তোমাকে একটা কল করবে। আই এ্যাম স্যরি। আমার মনে হয়েছিল–'

'আপনি কেন ডেভিডকে স্পেনে পাঠাবেন?'

স্ট্র্যাথমোর কথা বলে উঠল এবার, 'অন্য পাস কি টা বের করে আনার জন্য।'

'অন্য পাস কি?'

'টানকাডোর কপি।'

সুসানের মন এবার কিছুই খুজে পাচ্ছে না। 'কী আবোল তাবোল বকছেন?'

ছোট করে একটা শ্বাস ফেলল স্ট্র্যাথমোর, 'টানকাডো মারা যাবার সময় তার সাথে একটা পাস কি অবশ্যই ছিল। আমি নিশ্চই চাই না সেভিলের মর্গে সেটা ভেসে বেড়াক।'

'আর সে কাজের জন্য আপনি ডেভিড বেকারকে পাঠালেন?' শক পেয়েছে যেন সুসান, 'ডেভিড তো আপনার জন্য কাজও করে না!'

স্ট্র্যাথমোর যেন একটু আঘাত পেয়েছে। এন এস এ'র ডেপুটি ডিরেক্টরের সাথে কেউ কখনো এ সুরে কথা বলে না। 'সুসান,' বলল সে, এখনো নিচু করে রেখেছে কণ্ঠ, এখনো নিজের মেজাজের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে তার। 'এটাইতো পয়েন্ট! আমি চাইনি–'

এবার বাঘিনী স্বরূপে আবির্ভূত হল, 'আপনার আওতায় বিশ হাজার কর্মচারী আছে! আর এ ক্ষমতার দাপটে আপনি আমার ফিয়াসেকে পাঠাচ্ছেন?'

'আমি একজন সিভিলিয়ান কুরিয়ার চাচ্ছিলাম। এমন কেউ, যার সাথে সরকারের কোন সংশ্রব নেই। আমি যদি রেগুলার চ্যানেল ধরে যেতাম আর কেউ যদি হাওয়াটা একটু টের পেয়ে যেত তাহলেই–'

'আর ডেভিড বেকার হল সেই একমাত্র সিভিলিয়ান যাকে আপনি চেনেন?'

'না! ডেভিড বেকার সেই একমাত্র সিভিলিয়ান নয় যাকে আমি চিনি! কিন্তু আজ সকাল ছটায় ব্যাপারগুলো ঘটছিল খুব দ্রুত! ডেভিড সে ভাষা জানে, সে খুবই স্মার্ট, আমি তাকে বিশ্বাস করি, আর ভাবলাম আমি হয়ত তার কোন উপকারে লাগতে পারব।'

'উপকারে লাগতে পারবেন? তাকে স্পেনে পাঠানো কোন ধরনের উপকার?'

'হ্যা! আমি তাকে এক দিনের কাজের জন্য দশ হাজার দিচ্ছি। সে টানকাডোর জিনিসপাতি তুলে নিবে। তারপর চলে আসবে দেশে। এ তো আসলেই উপকার!'

সুসান একেবারে নিরব হয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পারছে এখন। পুরোটাই টাকার সাথে সম্পৃক্ত।

পাঁচ মাস আগের কথা মনে পড়ে যায়। ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ডেভিডকে ভাষা বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়। প্রেসিডেন্ট তাকে জানিয়ে দেয়, তাতে করে ক্লাস কমে যাবে, পেপারওয়ার্ক বেড়ে যাবে, সেইসাথে বাড়বে বেতন। সুসান সে রাতে চিৎকার করে উঠতে চাচ্ছিল, ডেভিড, এ কাজ করোনা। আমাদের অনেক অনেক টাকা আছে। টাকার আর দরকার নেই। কিন্তু সে রাতে সে ঘুমাতে পারেনি। শুধু চেষ্টা করেছে ভাবার, ডেভিডকে নিয়ে সে সুখি। এখন বুঝতে পারছে, টাকার ব্যাপারটা কোথা থেকে আসবে।

'আপনি তাকে একদিনের জন্য দশ হাজার ডলার পে করছেন?' ফুসে উঠল সে, 'নোংরা চাল তো!'

এবার স্ট্র্যাথমোর আর শান্ত থাকতে পারল না, 'চাল? কোন চাল চালিনি আমি! এমনকি আমি তাকে টাকাটার কথাও বলিনি। আমি শুধু তার কাছে ব্যক্তিগত একটা সহায়তা চেয়েছিলাম, তোমার ফিয়াসে সে কথায় রাজি হয়েছে, ব্যস।'

'অবশ্যই সে রাজি হবে! আপনি আমার বস! আপনি এন এস এ'র ডেপুটি ডিরেক্টর! সে আপনাকে হতাশ করে কী করে? কী করে সে না বলবে?'

'তোমার কথাই ঠিক,' এবার যেন চড় কষাল স্ট্র্যাথমোর, 'এ কারণেই আমি তাকে ডেকেছি। আমার এমন কোন বিলাসের উপায় ছিল না-'

'ডিরেক্টর কি জানে আপনি একজন সিভিলিয়ানকে পাঠিয়েছেন?'

'সুসান,' স্ট্র্যাথমোর বলল, তার শান্ত ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে, বোঝাই যায়, 'ডিরেক্টর এসবের সাথে যুক্ত নয়। সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।'

স্ট্র্যাথমোরের দিকে অবিশ্বাসে তাকিয়ে থাকল সুসান। যেন সে লোকটাকে চিনতেই পারছে না এতদিন পর। এ লোকটা পাঠিয়েছে তার ফিয়াসেকে- একজন শিক্ষককে- এন এস এ'র মিশনে, তারপর ডিরেক্টরকে জানায়নি এ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে সবচে বড় ক্রাইসিসের কথা!

'লিল্যান্ড ফন্টেনে এসবের বিন্দু বিসর্গও জানে না?'

স্ট্র্যাথমোর তার ধৈর্যের শেষ সীমায় চলে গেছে। এবার বিস্ফোরিত হল। 'সুসান, এখন আমার কথা শোন! আমি তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি কারণ আমার একজন বন্ধুর দরকার। প্রয়োজন একজন মিত্রের, এনকোয়ারির জন্য ডাকিনি। আমি একটা দুঃস্বপ্নের সকাল কাটিয়েছি এখানে। কাল রাতে ফাইলটাকে তুলে দিয়েছি ট্রান্সলেটারে, তারপর বসে বসে জপেছি, কখন ব্রেক করবে। সকালে আমার পরাজয় মানার পালা। সবটুকু হাল ছেড়ে দিয়ে কল করলাম ডিরেক্টরকে- জেনে রাখ, তখন যে কথাবার্তা হল এমন কিছুই আশা করছিলাম আমি। গুড মর্নিং স্যার। আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। কেন আপনাকে জাগালাম? ট্রান্সলেটার এমন এক এ্যালগরিদমের মুখোমুখি হয়েছে যেটার কোন কূল-কিনারা করা যাচ্ছে না। আমাদের পুরো ক্রিপ্টো প্রোগ্রামাররা একত্রে মিলেও এমন কোন কাজ করতে পারবে না!' হাত চাপড়াল কমান্ডার তার ডেস্কের উপর। উঠে দাঁড়াল।

সুসান জমে গেছে। তার দশ বছরের ক্যারিয়ারে স্ট্র্যাথমোরকে রেগে যেতে দেখেছে খুব কম সময় এবং তার ক্ষেত্রে কখনো হয়নি এমনটা।

পরের দশ সেকেন্ড কেউ কোন কথা বলল না। অবশেষে স্ট্র্যাথমোর বসে পড়ল। আস্তে আস্তে তার শ্বাসের গভীরতা স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। অবশেষে কথা বলে উঠল সে। তার কণ্ঠ এবার শান্ত। আগের মতই।

'দুর্ভাগ্য আমাদের,' শান্ত স্বরে বলল স্ট্র্যাথমোর, 'দেখা গেল ডিরেক্টর দক্ষিণ আমেরিকায়। কলাম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে একটা জরুরি মিটিংয়ে আছে। যেহেতু সেখানে বসে সে কিস্যু করতে পারবে না তাই আমার দুটা কাজ করার উপায় ছিল। এক- তাকে বলা যেন মিটিংটা সংক্ষিপ্ত করে ফিরে আসে জলদি। অথবা দুই- পুরো ব্যাপারটা আমাকেই সামলাতে হবে।'

আরো কোমল হল তার কণ্ঠ, 'সুসান, আমি সত্যি দুঃখিত। একেবারে অথৈ সাগরে পড়েছি। এ যেন কোন দুঃস্বপ্ন সত্যি হয়ে দেখা দিল। আমি জানি তুমি ডেভিডের ব্যাপারে চিন্তিত। কিন্তু ভাবিনি এভাবে নিবে ব্যাপারটাকে। ভেবেছিলাম অন্যদৃষ্টিতে দেখবে।'

সাথে সাথে একটু দোষী মনে হল সুসানের নিজেকে, 'আমি খুব বেশি রিয়্যাক্ট করে ফেলেছিলাম। স্যরি। ডেভিডকে বেছে নিয়ে আপনি ভাল করেছেন।'

'সে আজ রাতেই ফিরে আসছে।'

একবার ভাবল সুসান কমান্ডারের অবস্থার কথাটা। ট্রান্সলেটারের দেখভাল করে সে নিজেই। সারাক্ষণ পড়ে থাকে অফিসে। ত্রিশ বছর বয়সের স্ত্রী ছেড়ে যাচ্ছে তাকে। এর উপর যোগ হয়েছে এন এস এ'র নানা চাপ। যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল ফোর্ট্রেস। এন এস এর উপর এমন হামলা আর কখনো হয়নি। আর বেচারা একা একা সমস্ত ব্যাপার চালাচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই, এ রাত জাগার পর, এভাবে ট্রান্সলেটারকে ব্যর্থ হতে দেখার পর, এনসেই টানকাডোর খুন হয়ে যাবার কথা শোনার পর যে কেউ ভেঙে পড়বে।

'পরিস্থিতির ব্যাপার দেখে,' বলল সুসান, 'মনে হচ্ছে আপনার ডিরেক্টরকে কল করা উচিৎ।'

মাথা নাড়ল স্ট্র্যাথমোর, মাথা থেকে টপ করে এক ফোটা ঘাম পড়ল ডেস্কের উপর। 'আমি ডিরেক্টরের সাথে যোগাযোগ করে এমন কোন ক্রাইসিসের কথা বলতে পারি না যেটা নিয়ে সে কিছুই করতে পারবে না। এ যোগাযোগের কথা যে কোনভাবে লিক হয়ে যেতে পারে।'

সুসান জানে, তার কথাই ঠিক। এ মুহূর্তেও সে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারছে। 'আপনি কি প্রেসিডেন্টকে কল করার কথা ভেবেছেন?'

নড করল স্ট্র্যাথমোর, 'হ্যা। ভেবেছি এবং এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

সুসান এ কথাটাকেও ফেলে দিল না। এন এস এর উপরদিকের অফিশিয়ালরা তাদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে কোন ক্রাইসিসের ক্ষেত্রেও, উপরের দিকে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে না জানিয়ে, হোক সেটা হোয়াইট হাউস। এন এস এ একমাত্র আমেরিকান প্রতিষ্ঠান যেটা আভ্যন্তরীন নজরদারি ছাড়াই যে কোন কাজ করতে পারে। স্ট্র্যাথমোর প্রায়ই এ সুযোগটা নেয় এবং দেখা যায় তার একার কাজই জাদুমন্ত্রের মত সফল হয়ে গেছে।

'কমান্ডার, এ ক্রাইসিসটা নিজে নিজে সলভ করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি বড় হয়ে যায়। এ কাজে আরো কাউকে নিয়ে নেয়া উচিৎ।'

'সুসান, ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের অস্তিত্ব এ প্রতিষ্ঠানের জন্য এম্নিতেই অনেক বড় আঘাত। আমি ডিরেক্টরকে [illegible] প্রেসিডেন্টের সাথে এ নিয়ে কথা বলতে চাই

না। আমিই হ্যান্ডল করছি ব্যাপারটা।' চোখে চোখ রাখল কমান্ডার, 'আমিই ডেপুটি ডিরেক্টর অব অপারেশন,' একটা বিচিত্র হাসি তার সারা মুখে খেলে গেল, 'এবং, আসলে আমি একা নই। আমার দলে সুসান ফ্লেচার আছে।'

সাথে সাথে সুসান টের পেল কেন সে ট্রেভর স্ট্র্যাথমোরকে এত বেশি শ্রদ্ধা করে। দশ দশটা বছর ধরে আড়ালে আবডালে বা সোজাসুজি সে সব সময় সুসানকে পথ দেখিয়ে এসেছে। স্থির। অবিচল। সুসান দেখেছে, এ মানুষটা কী করে তার দেশের জন্য, তার আদর্শের জন্য, তার নীতির জন্য সব বাধা টপকায়। অসম্ভব সিদ্ধান্তের দুনিয়ায় কমান্ডার ট্রেভর স্ট্র্যাথমোর এক উন্নতশির বাতিঘর হয়ে পথ দেখায়।

'তুমি আমার দলে, তাই না?'

সুসান হাসল, 'ইয়েস, স্যার। আমি আছি। একশো ভাগ।'

'ভাল। এবার আমরা কাজে ফিরে যেতে পারি?'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১২

ডেভিড বেকার এর আগে দুটা শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে আর মৃতদেহের ব্যাপারে তার আগে থেকেই অভিজ্ঞতা আছে। দেখেছে সে। সিল্ক লাইন দেয়া কফিনে কোন সাজানো গোছানো লাশ নয় এটা। একটা এ্যালুমিনিয়াম টেবিলের উপর দেহটা পড়ে আছে নিথর হয়ে। অবহেলায়। একেবারে নগ্ন। চোখগুলো বোজা নয়, খোলা অবস্থায় শান্ত ভঙ্গিতে তাকিয়েও নেই। উপরের দিকে সেগুলো উঠানো। বিকৃতি আছে সে দৃষ্টিভঙ্গিতে। আছে ভয় আর আফসোসের মিশ্রণ।

'ডোন্ডে এস্টান সুস এফেক্টোস?' ক্যাস্টিলিয়ান স্প্যানিশে একেবারে গড়গড় করে বলে গেল ডেভিড বেকার, 'এর জিনিসপত্র কোথায়?'

'এ্যালি,' হলুদ দাঁতের লেফটেন্যান্ট বলল। একটা কোণার দিকে দেখিয়ে দিল সে। সেখানে স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে পোশাক আশাক।

'এস টোডো? এই কি সব?'

'সি।'

একটা কার্ডবোর্ড বাক্স চাইল বেকার। সাথে সাথে লেফটেন্যান্ট খুজতে লাগল।

শনিবার বিকাল তখন। টেকনিক্যালি সেভিল মর্গ বন্ধ হয়ে গেছে। সেভিল গার্ডিয়ার সরাসরি আদেশ পেয়ে লেফটেন্যান্ট তাকে নিয়ে এসেছে এখানে। বোঝাই যায়, এখানে আসা আমেরিকানের খুব ক্ষমতাবান বন্ধু আছে। কোন সন্দেহ নেই।

পোশাকের স্তূপটার দিকে তাকায় বেকার। একটা পাসপোর্ট আছে সেখানে। একটা ওয়ালেট। জুতার ভিতরে ঢুকে থাকা চশমা। হোটেল থেকে বাকি মাল-সামানও এনে নেয়া হয়েছে। বেকারের কাছে স্পষ্ট আদেশ ছিল– কিছু ছুয়ে দেখবে না। কিছু পরীক্ষা করবে না। শুধু যা আছে সব নিয়ে এস। কিছু যেন বাদ পড়ে না যায়।

স্তূপটা ভালকরে দেখে একটু দম ছাড়ল বেকার। এ ময়লার ঘাটি থেকে এন এস এ কী বের করবে?

একটা ছোট বাক্স নিয়ে এগিয়ে এল লেফটেন্যান্ট। সাথে সাথে বেকার কাপড়চোপড় ভরতে শুরু করল ভিতরে।

পায়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল অফিসার, '**কোয়াইন এস? লোকটা কে?**'

'আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।'

'দেখে মনে হচ্ছে চাইনিজ।'

জাপানিজ। মনে মনে বলল বেকার।

'বেচারা বেজন্মা। হার্ট এ্যাটাক, না?'

সাথে সাথে নড করল বেকার, 'আমাকে তাই বলা হয়েছে।'

একটু যেন আফসোস হচ্ছে লেফটেন্যান্টের, 'সেভিলের সূর্য প্রাণঘাতী। কাল বাইরে বেরুনোর সময় সাবধানে থাকবেন।'

'থ্যাঙ্কস। আমি সোজা বাড়ি চলে যাচ্ছি।'

'আপনি না মাত্র এলেন?'

'জানি। কিন্তু যারা আমার এ কাজের জন্য বিমান ভাড়া দিচ্ছে তারা অপেক্ষা করছে সেখানে। বিমানটা আমার জন্যই বসে আছে।'

লেফটেন্যান্টের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, 'আপনি সেভিল দেখবেন না?'

'এখানে এসেছিলাম কয়েক বছর আগে। সুন্দর শহর। সন্দেহ নেই। থাকতে পারলে ভালই হত।'

'তার মানে আপনি লা গিরাল্ডা দেখেছেন?'

নড করল বেকার। সে সেই পুরনো মুরিশ টাওয়ারটায় চড়েনি, কিন্তু দেখেছে।

'এ্যালকাজার দেখেছেন?'

আবার নড করল বেকার। সে এটাও দেখেছে। পাসো দ্য লুসিয়ার গিটার শুনেছে। পঞ্চদশ শতকের সেই দুর্গের খোলা প্রান্তরে দেখেছে সে আকাশের সৌন্দর্য। আহা, সে যদি তখন সুসানকে চিনত!

'আর অবশ্যই ক্রিস্টোফার কলম্বাসকেও দেখেছেন,' বলল লেফটেন্যান্ট, 'তাকে আমাদের ক্যাথেড্রালে কবর দেয়া হয়েছে।'

এবার চোখ তুলে তাকাল বেকার, 'আসলেই? আমি মনে করেছিলাম ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে কবর দেয়া হয়েছে ডোমিনিকান রিপাবলিকে।'

'ধ্যাৎ! নাহ্! কে এ গুজবটা চালু করেছিল? কলম্বাসের লাশ এ স্পেনের বুকেই দাফন করা হয়। আমি মনে করলাম আপনি কলেজে গিয়েছিলেন।'

শ্রাগ করল ডেভিড বেকার, 'আমি নিশ্চই সে দিনটা মিস করেছি।'

'স্প্যানিশ চার্চ তার দেহাবশেষ রক্ষা করতে পেরে যার পর নাই গর্বিত।'

স্প্যানিশ চার্চ? ডেভিড জানে, স্পেনে একটা মাত্র গির্জা আছে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ। ভ্যাটিকান সিটি থেকে এখানেই ক্যাথলিসিজম বেশি বাড় বেড়েছে।

'অবশ্য আমাদের হাতে তার পুরো মরদেহটা নেই,' বলল লেফটেন্যান্ট আফসোসের সুরে, 'সোলো এল এস্ক্রোটো।'

বেকার অবাক হল এবার। 'সোলো এল এস্ক্রোটো? শুধু তার পুরুষাঙ্গ আর তার সাথের অংশগুলো?'

গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অফিসার, 'প্রথমে চার্চ তার দেহের বিভিন্ন অংশ পেল। তারপর সেগুলোকে একেক গির্জায় পাঠিয়ে দিল যাতে যে কেউ যে কোন স্থান থেকে তার দেহাবশেষের কাছে যেতে পারে।'

'আর আপনারা মেল রিপ্রোডকশন সিস্টেমটা পেলেন?'

'অবশ্যই। এর একটা বিশেষ দিক রয়েছে! আমরা আর সব চার্চের মত সামান্য জিনিস পাইনি। আপনি থেকে যেতে পারেন। দেখে যেতে পারেন।'

বেকার ভদ্রভাবে নড করল, 'আমি বোধহয় ভদ্রভাবে এখান থেকে বেরিয়ে যাব।'

'মালা সুয়ার্টে,' বলল লেফটেন্যান্ট, 'আফসোসের কথা, ব্যাডলাক। ক্যাথেড্রাল সূর্যোদয় পর্যন্ত বন্ধ থাকে।'

'তাহলে আর কী, অন্য কোন সময় দেখা যাবে। আমার বোধহয় ভালয় ভালয় চলে যাওয়া উচিৎ।' বাক্সটা তুলে নিল সে, 'প্লেন অপেক্ষা করছে।'

ঘরের চারদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল সে।

'এয়ারপোর্টের পথে এগিয়ে দিব নাকি? আমার একটা মোটো গুজ্জি আছে।'

'না, থ্যাঙ্কস। আমি বরং একটা ক্যাব ধরে নিব।'

বেকার একবার একটা মোটর সাইকেলে করে যাবার পথে আর একটু হলেই নিজেকে খুন করে বসেছিল। তারপর আর কখনো সেসব উটকো যানে চড়েনি। যেই চালাক, ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সে।

'আপনি যা পছন্দ করেন,' গোমড়ামুখে বলল লেফটেন্যান্ট, তারপর এগিয়ে গেল একদিকে, 'আমার আবার লাইট নিভাতে হবে।'

বেকার নিজের বগলের তলায় জিনিসপাতি চালান করে দিয়ে ভাবল, সব নিয়েছি তো? শেষবারের মত শরীর আর টেবিলটার দিকে তাকায় সে। দেহটা নগ্ন। পড়ে আছে ফ্লুরোসেন্ট লাইটের নিচে। কোনকিছু লুকিয়ে রাখেনি। হাতের বিচিত্র আঙুলগুলোর দিকে শেষবারের মত তাকায় বেকার। তারপর আরো তীক্ষ্ণ হয় তার দৃষ্টি।

আলো নিভিয়ে দিয়েছে অফিসার। অন্ধকারে ডুবে গেছে ঘরটা।

'হোল্ড অন,' বলল বেকার, 'আবার জ্বালান বাতিগুলো।'

সাথে সাথে জ্বলে উঠল সেসব।

বক্সটা মাটিতে নামিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল বেকার এবার লাশের দিকে। লোকটার বা হাতের আঙুলে তার নজর।

অফিসারের কণ্ঠে বীতশ্রদ্ধ ভাব, 'বেশ বিচ্ছিরি, তাই না?'

কিন্তু বেকার ভাবছে অন্য কথা। 'আপনি নিশ্চিত, বক্সে সব আছে?'

নড করল অফিসার, 'হ্যা। সব।'

কোমরে হাত রেখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল বেকার। তারপর বাক্সটাকে নামিয়ে রেখে তন্ন তন্ন করে প্রতিটা জামা কাপড়, জুতা, প্রতিটা জিনিস দেখল। দেখল আবার। কপালে চিন্তার রেখা।

'কোন সমস্যা?'

'হ্যা। একটা জিনিস হারিয়ে গেছে... কিছু একটা পাচ্ছি না।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১৩

টকোগেন নুমাটাকা তার পেন্টহাউস অফিসে বসে বসে টোকিওর আকাশ দেখছে। কর্মচারী আর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে জানে আকুটা সেম হিসাবে। মারণ-হাঙর। গত ত্রিশ বছর ধরে সে জাপানে তার প্রত্যেক রাইভালকে মরণ কামড় দিয়েছে। সবদিক দিয়ে হারিয়ে দিয়েছে সবাইকে। দখল করেছে সবকিছু। এখন তার দৃষ্টি আন্তর্জাতিক বাজারে। এর মধ্যে সেখানেও অনেকটা আধিপত্য বিস্তার করে বসেছে।

সে আর একটু হলেই জীবনের সবচে বড় ডিলটা শেষ করে দিত। এমন এক পদক্ষেপ যেটা তার নুমাটেক কর্পোরেশনকে ভবিষ্যতের মাইক্রোসফট কর্পোরেশনে পরিণত করবে। তার রক্তে এ্যাড্রিনালিনের কোন অভাব নেই। ব্যবসা হল যুদ্ধ– আর যুদ্ধ হল মজার ব্যাপার।

টকোগেন নুমাটাকা খুব বেশি আশা পায়নি তিন দিন আগে আসা কলটা পেয়েও। কিন্তু এখন সে সত্যিটা জানে। তার সাথে আছে মায়োরি– সৌভাগ্য। দেবতারা তাকে বেছে নিয়েছে।

'আমার কাছে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের একটা পাস কি আছে,' বলেছিল আমেরিকান উচ্চারণের কণ্ঠটা, 'আপনি কি সেটা কিনতে চান?'

নুমাটাকা আর একটু হলেই উচ্চস্বরে হেসে উঠত। সে জানে, এ হল এক ধরনের চাল। নুমাটেক কর্প এর মধ্যেই এনসেই টানকাডোর কপির জন্য নিলামে নেমে পড়েছে। আর এখন নুমাটেকের কোন না কোন প্রতিযোগি খেলায় মেতে উঠেছে। নিলামের দরটা জানার চেষ্টা করছে।

'আপনার হাতে পাস কি টা আছে?'

'আছে। আমার নাম নর্থ ডাকোটা।'

এবার নুমাটাকা একটু হেসে নিল। সবাই নর্থ ডাকোটাকে চেনে। টানকাডো সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিয়েছে তার সাথির কথা। নর্থ ডাকোটা। কাজটা ভাল করেছে টানকাডো, কোন সন্দেহ নেই। এমনকি জাপানেও ব্যবসাটা এখন নোংরামির পর্যায়ে পড়ে। টানকাডো নিরাপদ নয়। কিন্তু তার উপর একটা

আঘাত এলেই কেল্লা ফতে। কেউ পাবে না ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের পাস কি। সেটা বাইরে প্রকাশ করে দেয়া হবে। বিশ্বের প্রতিটা সফটওয়্যার ফার্ম মাথা ঠুকে মরবে।

উমামি সিগারে লম্বা করে একটা দম নিল নুমাটাকা। তারপর কথা বলে উঠল ক্রেডলের দিকে মুখ রেখে, 'তাহলে আপনি পাস কি টা সেল করছেন? ইন্টারেস্টিং। এনসেই টানকাডোর কাছে ব্যাপারটা কেমন লাগবে?'

'মিস্টার টানকাডোর ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমাকে বিশ্বাস করে মিস্টার টানকাডো বোকামির পরিচয় দিয়েছেন। ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের এ পাস কির দাম তিনি আমাকে যা পে করছেন তারচে শতগুণ বেশি।'

'দুঃখিত,' বলল নুমাটাকা, 'আপনার পাস কি টার কোন মূল্য নেই আমার কাছে। যখন টানকাডো দেখতে পাবে আপনি আগেই কাজটা করে ফেলেছেন তখন সোজা সেটাকে নামিয়ে দেবেন মার্কেটে। ভরে যাবে সব জায়গা। মাঝখান দিয়ে আমার তলা খালি হয়ে যাবে আরকী!'

'আপনি দুটা পাস কি-ই পাবেন। আমারটা, মিস্টার টানকাডোরটা।'

রিসিভার ঢেকে রেখে আবারো উচ্চস্বরে হেসে নিল নুমাটাকা। প্রশ্ন না করে পারল না, 'দুটা কি-র জন্য আপনি কত টাকা চাচ্ছেন?'

'বিশ মিলিয়ন ইউ এস ডলার।'

ঠিক বিশ মিলিয়নই দর দিয়েছিল নুমাটাকা। 'বিশ মিলিয়ন? অনেক অনেক বেশি!'

'আমি এ্যালগরিদমটা দেখেছি। এটা অসাধারণ। এরচে অনেক বেশি দাম আছে তার।'

না, শিট, ভাবছে নুমাটাকা, এটার দাম এরচে দশ গুণেরও বেশি! 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে,' বলল সে, খেলাতে আর তার মন নেই, 'আমরা দুজনেই জানি টানকাডো এর পিছু ছাড়বে না। একবার লিগ্যাল ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবুন।'

একটু চুপ করে থাকল কলার। 'যদি মিস্টার টানকাডো কোন ব্যাপার না হন, তাহলে?'

আবার হাসতে ইচ্ছা হচ্ছে নুমাটাকার, 'যদি টানকাডো কোন ব্যাপার না হয় তাহলে?' ব্যাপারটার কথা একবার ভাবল নুমাটাকা, 'তাহলে আমি আর আপনি একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি।'

'আমি যোগাযোগ রাখব,' বলল কণ্ঠটা, কেটে গেল লাইন।

boighar

অধ্যায় : ১৪

লাশটার দিকে তাকায় বেকার। মারা যাবার এত ঘন্টা পরও এশিয়ান লোকটার চোখমুখে লালচে একটা আভা দেখা যাচ্ছে। সূর্যের কীর্তি। বাকিটা মৃদু হলদে। হার্টের একেবারে উপরে রক্তিম চিহ্ন।

সম্ভবত সি পি আরের কাছ থেকে, বলল সে আপনমনে, আফসোস, এটা কোন কাজে লাগল না।

মরদেহটার হাত দেখার জন্য এগিয়ে গেল সে। এমন হাত আর আঙুল আগে কখনো দেখেনি বেকার। প্রতি হাতে তিনটা করে আঙুল আর সেগুলোও মোচড় খাওয়া। অবশ্য আঙুলগুলোর বীভৎসতার দিকে দৃষ্টি নেই।

'যাক, আমিই বলছি,' বলল লেফটেন্যান্ট, 'সে আসলে জাপানি, চিনা নয়।'

তাকাল বেকার। মৃত লোকটার পাসপোর্টে আঙুল চালান করে দিয়েছে অফিসার। 'আমি আশা করি আপনি সেটা পড়বেন না।' বলল সে যথাসম্ভব ভদ্র ভাবে।

স্পর্শ করোনা কিছু, পড়োনা কিছু।

'এনসেই টানকাডো... জন্ম জানুয়ারির–'

'প্লিজ,' এখনো বেকারের কণ্ঠ ভদ্রোচিত, 'জিনিসটাকে নামিয়ে রাখুন।'

অফিসার পাসপোর্টের দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'এ লোকের কাছে ক্লাস-থ্রি ভিসা আছে। চাইলে এখানে বছরের পর বছর কাটাতে পারত।'

বেকার লোকটার হাতে একটা কলম দিয়ে খোচা দিচ্ছে, 'হয়ত সে এখানেই থাকত।'

'নাহ্! এখানে আসার ডেট গত সপ্তাহের।'

'হয়ত সে এখানে নড়াচড়া করছিল।' বেকার জানাল।

'হ্যা। হয়ত। প্রথম সপ্তাহ। সানস্ট্রোক তারপর হার্ট এ্যাটাক। বেচারা বেজন্মা।'

অফিসার যে হাতটা দেখছে সে ব্যাপারটা খেয়াল করল না বেকার। দেখেও না দেখার ভাণ করল। 'আপনি নিশ্চিত মারা যাবার সময় তার গায়ে কোন হগনা ছিল না?'

'জুয়েলারি?'

'হ্যা। এখানে দেখুন।'

ঘরের অপর প্রান্ত থেকে চলে এল অফিসার।

টানকাডোর বা হাতের উপর সূর্যের আলোয় পোড়া পোড়া একটা ভাব আছে। সবচে ছোট আঙুলের উপর একটু সাদাটে দাগ দেখা যায়।

সেই ফ্যাকাশে মাংসের দিকে তাক করল বেকার তার আঙুল, 'দেখলেন, এখানে সানবার্নের কোন চিহ্ন নেই? সে একটা আঙটি পরত এখানে।'

এবার অবাক হবার পালা অফিসারের। 'একটা আঙটি?' আঙুলের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে, যেন নিজেকেই বলছে, এ সুরে বলে ওঠে, 'মাই গড! ঘটনা তাহলে সত্যি?'

একটু যেন ডুবে গেল বেকার, 'আই বেগ ইউর পারডন?'

অফিসারের চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছাপ, 'আমি আগেই এ কথাটা বলতাম... কিন্তু ভাবলাম লোকটা বুজরুক।'

'কোন লোক?'

'যে লোকটা ইমার্জেন্সিতে ফোন করেছিল সে। এক ক্যানাডিয়ান ট্যুরিস্ট। একটা আঙটির ব্যাপারে কথা বলছিল। এমন খারাপ স্প্যানিশ এর আগে আমি কখনো শুনিনি।'

'সে বলেছে যে মিস্টার টানকাডোর হাতে একটা রিঙ ছিল?'

নড করল অফিসার। একটা ডুকাডো সিগারেট বের করল সে। তাকাল নো ফুমার সাইনের দিকে। তারপর জ্বেলে দিল সেটা। 'মনে হয় আমার কিছু বলা উচিৎ ছিল কিন্তু ঐ লোকের ভাষা একেবারে বিদঘুটে।'

মুখ ফিরিয়ে নিল বেকার। তার মনে পড়ে যাচ্ছে স্ট্র্যাথমোরের কথাগুলো।

এনসেই টানকাডোর কাছে যা যা ছিল তার সব চাই আমি। সব। কিছু বাকি রাখবেন না। এমনকি কাগজের একটা ছোট্ট টুকরাও ফেলে আসবেন না।

'এখন আঙটিটা কোথায়?'

'অনেক লম্বা কাহিনী।'

কেন যেন মনে হল বেকারের, ব্যাপারটা ঠিক পথে এগুচ্ছে না। 'খুলুন তো দেখি!'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১৫

নড থ্রির ভিতরে সুসান ফ্লেচার তার কম্পিউটার টার্মিনালে বসে আছে। নড থ্রি হল ক্রিপ্টোগ্রাফারের প্রাইভেট সাউন্ডপ্রুফ চেম্বার। প্রথম ফ্লোরের বাইরে। দু ইঞ্চি পুরু বাঁকানো ওয়ান ওয়ে গ্লাসের কারণে ক্রিপ্টো ফ্লোরের একটা প্যানারোমা ছবি পাওয়া যায়। ভিতর থেকে দেখা যায় বাইরেটা। বাইরে থেকে ভিতর দেখার কোন উপায় নেই।

দামি নড থ্রি চেম্বারের ভিতর দিকটায় বারোটা টার্মিনাল আছে। একেবারে নিখুত বৃত্তাকারে সাজানো। এ চেম্বারটায় যারা বসে তাদের এমন এক অনুভূতি হয় যে বিশাল কোন কাজের অংশ তারা। যেন কোড ব্রেকাররা নাইটস অব রাউন্ড টেবিল। আসলে, এ নড থ্রির ভিতরেই রহস্যেরা জন্ম নেয়, আবার এর ভিতর থেকেই সেগুলোর সুরাহা বের হয়।

নড থ্রির ডাকনাম প্লেপেন। এখানে বাকি ক্রিপ্টোর মত একেবারে ধূলিবিহীন ভাবটা নেই। এটাকে ঘরের মত করে সাজানো হয়েছে। যেন ব্যবহারকারীরা একেবারে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। প্লুস কার্পেট, হাইটেক সাউন্ড সিস্টেম, একেবারে ভর্তি ফ্রিজ, ছোট্ট কিচেন আর মিনিয়েচার বাস্কেটবল হুপ। ক্রিপ্টোর ব্যাপারে এন এস এ'র একটা দর্শন ছিলঃ এম্নিতেই বিলিয়ন ডলারের কোন কম্পিউটারের জন্য কাজ আদায়ের চেষ্টা করোনা যে পর্যন্ত না জায়গাটাকে একেবারে সব দিক দিয়ে আকর্ষণীয় করা না যাচ্ছে।

ভাল বেতন পাওয়া কর্মচারীরা এখানে বেশ আরামে থাকে। আর সুসানের কোন কষ্ট নেই তার নিজের সাধারণ ডুপ্লেক্স বাসাটার ব্যাপারে। সাথে আছে একটা ভলভো সেডান আর একেবারে সাধারণ এক ওয়ার্ডরোব। কিন্তু জুতার ব্যাপার এখানে ভিন্ন। এমনকি সেই কলেজ জীবনেও সে জুতার পিছনে সবচে বেশি ব্যয় করত।

পায়ে যদি আরাম না থাকে তাহলে কখনোই তারার দেশের জন্য লাফিয়ে উঠতে পারবে না। এককালে তার ফুফু কথাগুলো বলেছিল। আর তুমি যখন কোথাও যাচ্ছ, সেখানে সবাই আগে তাকাবে পায়ের দিকে।

একটু আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে কাজে নেমে গেল সুসান। ট্রেসারটা বের করে আনল সে। তারপর সাজানো শুরু করল। স্ট্র্যাথমোরের দেয়া ই-মেইল এ্যাড্রেসটার দিকে তাকাল আরেকবারঃ

ndakota@ara.anon.org

যে লোকটা নিজেকে নর্থ ডাকোটা নামে ডাকে তার হাতে এ্যানিনোমাস এ্যাকাউন্ট আছে। সুসান জানে, এটা বেশিক্ষণ এ্যানিনোমাস থাকবে না। ট্রেসারটা এ আর এ'র ভিতর দিয়ে চলে যাবে। চলে যাবে নর্থ ডাকোটার কাছে। তারপর পিছনে তথ্য পাঠিয়ে দিবে।

সব যদি ঠিকমত চলে, তাহলে খুব দ্রুত নর্থ ডাকোটার পরিচয় ফাস হয়ে যাবে। বাকিটা স্ট্র্যাথমোরের হাতে। সে যেভাবেই হোক, পাস কি টা বের করে আনবে!

এরপর আসছে ডেভিডের ব্যাপার। দুটা পাস-কিই বের হয়ে গেলে সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা হবে। টানকাডোর ছোট্ট বিষ্ফোরকটার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। ডেটোনেটর ছাড়া বোমা কাজ করে কীভাবে?

আবার চেক করে নিল সে ঠিকানাটা। আবার ডাটাও চেক করে নিল। স্ট্র্যাথমোর পারেনি কাজটা করতে, যে কোন ভুল তার কারণ হতে পারে, আবার তার সেই ভাষাটা না জানার কারণেও এমন হতে পারে। কে জানে?

ডাটা ঢোকায় সে। তারপর খেয়াল রাখে মনিটরের দিকে। একটা বিপ করেই লেখা ওঠে সেখানেঃ

ট্রেসার সেন্ট

এবার অপেক্ষার পালা।

সুসান অপেক্ষা করছে। মনে মনে একটু কষ্ট আছে তার। কমান্ডারকে কষ্ট দেয়ার কষ্ট। কেউ যদি এ সমস্যা থেকে উতরে যেতে পারে, সে এই স্ট্র্যাথমোর। তার কাজের সময় শান্ত থাকার ব্যাপারটা অসাধারণ।

ছ মাস আগের কথা। ই এফ এফ একটা কথা তুলেছিল। এন এস এ সাবমেরিন নাকি আন্ডারওয়াটার টেলিফোন লাইনে কান পাতে। স্ট্র্যাথমোর সাথে সাথে কোন দিয়ে বের করে দিল একটা কথা। না, সেই ডুবোজাহাজ কোন ফোন লাইনে কান পাতেনি। সেটা দূষিত বর্জ্য ফেলছে পানিতে। ব্যস। এ এফ এফ আর পরিবেশবাদীরা এ নিয়ে বিপরীত হল্লা বাধিয়ে দিল। প্রেসও আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে আসে। ধামাচাপা পড়ে যায় আসল খবরটা।

স্ট্র্যাথমোর যতটা পদক্ষেপ নিয়েছে তার প্রতিটাই দারুণ দক্ষতার পরিচয় দেয়। পরিকল্পনা তৈরি করা আর সেটা নিয়ে আরো বিবেচনার সময় তার একমাত্র সঙ্গি কম্পিউটারটা। এন এস এর আরো অনেক কর্মচারির মত স্ট্র্যাথমোরও এন এস এর ডেভলপ করা কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে। নাম তার ব্রেইনস্টর্ম। এটা দিয়ে খুব সহজেই 'হোয়াট-ইফ' কাজ চালানো যায়।

ব্রেইনস্টর্ম হল একেবারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পরিচায়ক। এটা পুরোপুরি কজ এ্যান্ড ইফেক্ট পদ্ধতিতে চলে। এ সফটওয়্যার তৈরি করা হয় রাজনৈতিক কারণে। চলমান রাজনৈতিক ব্যাপারগুলোকে একত্রে এর ভিতরে ঢোকাও, তারপর শুধু অপেক্ষা। এমন সলিউশন আসবে যা আশা করা যায় না। যা অন্য কেউ করতে পারবে না সহজে।

প্রথমে এখানে অনেক অনেক ডাটা ঢোকানো হবে। আলাদা আলাদাভাবে। এরপর কম্পিউটার সেসব ডাটাকে একত্রিত করবে। ধরা যাক অনেক অনেক মানুষের কথা সেখানে দেয়া হল। দেয়া হল তাদের সমস্ত তথ্য, যোগাযোগ, সেক্স, মানি আর পাওয়ার। তখন যে কোন একটা দিক ধরে ব্যবহারকারী সেখানে কথাটা ঢুকিয়ে দিবে। ব্রেইনস্টর্ম সাথে সাথে পরিবেশের উপর তার প্রভাবের কথাটা জানিয়ে দেয়।

কমান্ডার স্ট্র্যাথমোর একেবারে ধার্মিকের মত সেই সফটওয়্যারের উপর কাজ করেছিল, এবং এখনো করছে। তার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নয়, বরং একটা টি এফ এম ডিভাইস হিসাবে। টাইমলাইন, ফ্লোচার্ট আর ম্যাপিং সফটওয়্যার। এটা ব্যবহার করে খুবই জটিল সব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যাবে, সেখানকার দুর্বলতা আর ভাল দিকগুলো তুলে আনা যাবে। এ প্রোগ্রামকে প্রতিনিয়ত আরো নূতন রূপ দেয়া স্ট্র্যাথমোরের একটা শখ। সুসানের সন্দেহ, কমান্ডারের কম্পিউটারে যে তথ্য আছে সেটা একদিন ঠিক ঠিক দুনিয়াটাকে বদলে দিবে।

হ্যা। ভাবে সুসান। কাজটা তার জন্য খুব বেশি কঠিন নয়।

নড থ্রির দরজায় হিসহিস শব্দ ওঠায় তার চিন্তায় বাধা পড়ল।

ভিতরে ছিটকে ঢুকছে স্ট্র্যাথমোর, 'সুসান,' বলছে সে, 'এইমাত্র ডেভিড কল করেছে। সেখানে একটা ব্যাপার ধরা পড়ল...'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১৬

'একটা আঙটি?' সুসানের চোখেমুখে দ্বিধা, 'টানকাডোর একটা আঙটি পাওয়া যাচ্ছে না?'

'হ্যা। ভাগ্য ভাল ডেভিডের চোখে পড়ে গেছে ব্যাপারটা। খেলাটা ভালই তেতে উঠছে।'

'কিন্তু আপনারা একটা পাস কির জন্য ছুটছেন। কোন জুয়েলারির পিছনে নয়।'

'জানি, জানি।' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'হ্যা, এতেও কোন না কোন সূত্র থাকতে পারে।'

সুসানের চোখমুখ বোবার মত হয়ে গেল।

'কাহিনীটা অনেক লম্বা।'

স্ক্রিনের ট্রেসারের দিকে মন দিয়েছে সে, 'আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্ট্র্যাথমোর বড় করে, তারপর বলতে শুরু করল, 'আজ কথাটা ওঠে অন্য কারণে। যে লোক দেখেছে টানকাডোকে মারা যেতে সে বলেছে আঙটির কথা। মর্গের দায়িত্বে থাকা অফিসারকে। বলেছে পার্কে একজন জাপানি লোক মারা যাচ্ছে। অফিসার সেখানে যায়, মৃত অবস্থায় পায় টানকাডোকে তারপর ক্যানাডিয়ান লোকটাকেও পায় সেখানে। প্যারামেডিকদের ডাকে। প্যারামেডিকরা টানকাডোর লাশ নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় অফিসার ক্যানাডিয়ান লোকটার কাছ থেকে জানতে চায় পুরো কাহিনী। তখন বুড়ো লোকটা দুর্বোধ্য ভাষায় যা বোঝাতে চায় তা হল টানকাডো মারা যাবার আগে একটা আঙটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল।'

'টানকাডো একটা আঙটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল?'

'হ্যা। এমনভাবে বুড়ো লোকটার দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল যেন সে নিয়ে যেতে বলছে জিনিসটা। বোঝা যায় ব্যাপারটা নাড়া দিয়েছে বুড়োর মনে।' একটু থামল স্ট্র্যাথমোর, তারপর আবার বলতে লাগল, 'সে বলল আঙটিটা খোদাই করা। সেখানে কিছু একটা লেখা ছিল।'

'লেখা ছিল?'

'ছিল। তার মতে, সেটা ইংরেজি নয়।' স্ট্র্যাথমোর কথাটা বেশি বাড়িয়ে নিল না, একটু অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেল।

'জাপানি?'

মাথা নাড়ল কমান্ডার, 'আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু ক্যানাডিয়ান লোকটা বলেছিল যে এতে কোন শব্দ বোঝা যায় না। জাপানি শব্দের সাথে আমাদের রোমান হরফের সংযোগ থাকার কথা নয়। সেখানের লেখাটা দেখে তার মনে হয়েছে একটা বিড়াল কোন কি বোর্ডের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।'

হাসল সুসান, 'কমান্ডার, আপনি নিশ্চই মনে করেন না যে–'

কথার মাঝখানেই বাধা দিল স্ট্র্যাথমোর, 'সুসান, ব্যাপারটা একেবারে পানির মত পরিষ্কার। টানকাডো তার ডিজিটাল ফোর্ট্রেস পাস কি টা আঙটিতে খোদাই করে নিয়েছে। এরচে সহজ আর কী হতে পারে? সে ঘুমাচ্ছে, গোসল সেরে নিচ্ছে বা আর কিছু করছে– সব সময় এটা সাথে সাথে থাকবে। চাইলেই প্রকাশ করে দেয়া যায়।'

সুসানের দ্বিধা যায়নি, 'তাই বলে আঙুলে? একেবারে প্রকাশ্যে?'

'কেন নয়? স্পেন তো আর পৃথিবীর এনক্রিপশন রাজধানী নয়! কারো কোন ধারণা থাকার কথা নয় অক্ষরগুলো মানে সম্পর্কে। আর সে লেখাটা যদি স্ট্যান্ডার্ড সিক্সটি ফোর বিটের হয় তবু কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কী লেখা আছে সেখানে। যদি বোঝাও যায়, সবগুলো অক্ষর মনে রাখা কখনোই সম্ভব না।'

এবার একটু বুঝে উঠছে সুসান, 'আর টানকাডো সে জিনিসটা একেবারে অপরিচিত কোন মানুষের হাতে তুলে দিবে মারা যাবার আগের মুহূর্তটায়? কেন?'

আরো সরু হল স্ট্র্যাথমোরের চোখ, 'তোমার কী মনে হয়? কেন?'

একটা মুহূর্ত লাগল সুসানের ব্যাপারটা বুঝে উঠতে। চোখ এবার ছানাবড়া হয়ে গেল।

নড করল স্ট্র্যাথমোর, 'টানকাডো এটার হাত থেকে উদ্ধার পেতে চাচ্ছিল। সে জানে আমরা তাকে মেরে ফেলতে পারি। বুঝতে পারছিল মারা যাচ্ছে। এখন সে কী করবে? টাইমিংটা একেবারে নিখুত। সে ভেবেছে আমরা তাকে মেরে ফেলছি। বিষ দিয়ে হোক বা আর যেভাবেই হোক। যে কোন স্লো এ্যাকটিং কার্ডিয়াক রিএ্যাক্টর দিয়ে এ কাজ করা যায়। আমরা তাকে মেরে ফেলতে পারি শুধু তখনি যখন নর্থ ডাকোটাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাব।'

শিতল একটা ধারা সুসানের গা বেয়ে উঠে এল, 'অবশ্যই,' ফিসফিস করল সে, 'টানকাডো ভেবেছে তার ইনস্যুরেন্স বাতিল করা হয়েছে তাই তাকে ইচ্ছা করলেই আমরা এবার সরিয়ে দিতে পারি।'

আস্তে আস্তে সবটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে সুসানের কাছে। এখন, মরণ কামড় দেয়ার চেষ্টা করেছে টানকাডো আর সেই সোনার চাবিকাঠি আছে কোন এক ক্যানাডিয়ান ট্যুরিস্টের হাতে।

'তাহলে, এবার ক্যানাডিয়ান লোকটা কোথায়?'

'এটাইতো সমস্যা।'

'অফিসার জানে না সে কোথায়?'

'না। ক্যানাডিয়ানের কাহিনী এতই নাটুকে যে অফিসার ধরে নিয়েছে শক পেয়েছে বেচারা। তাই লোকটাকে মোটরসাইকেলের পিছনে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে তার হোটেলে। কিন্তু আসলেই লোকটা পুরোপুরি সুস্থ ছিল না। নামার সময় হঠাৎ পড়ে যায় সে। ভেঙে ফেলে কব্জি।'

'কী!'

'অফিসার তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ট্যুরিস্টের এক কথা– এ মোটরসাইকেলে চড়ার আগে সে ক্যানাডায় পায়ে হেটে চলে যাবে। তাই অফিসারের একটা কাজই করার ছিল। সোজা সে পার্কের পাশের এক হাসপাতালের কথা জানিয়ে দেয় তাকে। ঠিক হাসপাতাল নয়, ক্লিনিক। সেখানে রেখে যায় তাকে।'

ভ্রু কোঁচকায় সুসান, 'তাহলে আর আমার প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে না কোথায় এখন ডেভিড, তাই না?'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১৭

ডেভিড বেকার প্লাজা এসপানার বাইরে পা রাখল। তার সামনে এল এউন্টামিন্টো– দ্য এনসিয়েন্ট সিটি কাউন্সিল বিল্ডিং– চারধারে সবুজ গাছের সমারোহ, মাঝখানে তিন একর জোড়া নীল-সবুজ টাইলের রাজ্য। এটার আরবিয় অবয়ব দেখে যে কারো মনে পড়ে যাবে রাজপ্রাসাদের কথা– কোন পাবলিক অফিসের কথা নয়। লরেন্স অব এ্যারাবিয়ার কথা মনে পড়ে যাবে সবার এটার দিকে তাকালেই।

বেকার তার সেইকোকে লোকাল টাইমে সেট করল। নটা দশ। এখনো বিকাল। কোন স্প্যানিশ সন্ধ্যা মিলানোর আগে ডিনার সারে না। আন্দালুসিয়ান সূর্য সন্ধ্যা দশটার আগে পাটে নামে না।

এ বিকালের তাপেও যেন পুড়ে যাচ্ছে গা। শুধু একটাই বাঁচার আশা– এখন সূর্যে সকালের মত তেজ নেই। স্ট্র্যাথমোরের কথা কানে বাজছে তার– ক্যানাডিয়ানকে খুজে বের করুন। যে করেই হোক, আঙটিটা হাত করা চাই।

বেকার ভেবে পায় না আঙটির উপর এত জোর দেয়ার কী হল। স্ট্র্যাথমোর বলেনি কেন এ জিনিসটা এত গুরুত্বপূর্ণ। এন এস এর একটা অর্থ বের করেছে বেকার। এন এস এ– নেভার সে এনিথিং।

এভনিডা ইসাবেলা ক্যাথলিকার অন্যপাশে সেই ক্লিনিকটা স্পষ্ট দেখা যায়। ছাদের কাছে সেই চিরাচরিত চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রেডক্রস। সাদা বৃত্তের ভিতরে রেডক্রস। গার্ডিয়া অফিসার অনেক আগেই ক্যানাডিয়ান লোকটাকে এখানে রেখে গেছে। হাতের আঘাত– কোন সন্দেহ নেই, এর মধ্যেই তাকে চেক করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আশা শুধু একটাই, ক্লিনিকে তার আগামি ঠিকানা দেয়া থাকবে। এখনো তাকে পেয়ে আঙটিটা হাত করার একটা সুযোগ আছে।

স্ট্র্যাথমোর বলেছিল, 'দশ হাজার টাকার পুরোটাই ব্যবহার করুন আঙটিটা পাবার জন্য। যে কোন মূল্যে সেটা হাত করা চাই।'

'এর কোন দরকার নেই,' বলল বেকার। সে টাকার জন্য স্পেনে আসেনি। এসেছে সুসানের সুবিধার জন্য একটা কাজ করে দিতে। কমান্ডার ট্রেভর স্ট্র্যাথমোর শুধু সুসানের গার্ডিয়ানই নয়, বরং আলোকবর্তিকা।

কপাল খারাপ, আজকের সকাল থেকেই বেকারের ইচ্ছামত কিছু হচ্ছে না। সে প্লেন থেকে সুসানকে কল করে সব খুলে বলচে চেয়েছিল। স্ট্র্যাথমোরের সাথে রেডিও যোগাযোগ থাকে বিমানের। কিন্তু তার রোমান্টিক সমস্যার সাথে কমান্ডারকে জড়াতে চায় না সে।

তিনবার বেকার কল করতে চেয়েছিল সুসানকে। প্রথমে সেলুলার দিয়ে, প্লেন থেকে; পরের বার এয়ারপোর্ট থেকে, একটা পাবলিক বুদে ঢুকে; সবশেষে মর্গ থেকে। কোনবারই সুসানকে পাওয়া যায়নি। ভেবে পায় না কোথায় আছে সে। প্রতিবারই আনসারিং মেশিনের খোজ পেয়েছে কিন্তু সেখানে খবর রেখে দেয়ার কোন ইচ্ছা হয়নি। আনসারিং মেশিনে কোন খবর রাখার ইচ্ছা ছিল না তার।

সামনে আরো একটা ফোনবুথ আছে। কলিং কার্ড দিয়ে সেটাতেও চেষ্টা করল সে। অনেকক্ষণ কোন শব্দ নেই। তারপর রিঙ হতে লাগল।

কামঅন! ফোন তুলে নাও।

পাঁচটা রিঙ হয়ে যাবার পর কল কানেক্টেড হল।

'হাই, সুসান ফ্লেচার বলছি। স্যরি, আমি বাসায় নেই। কিন্তু আপনি যদি কষ্ট করে আপনার নামটা জানিয়ে মেসেজ...'

মেসেজটা শুনল বেকার। কোথায় সে? এর মধ্যে সুসানের মনে আতঙ্ক ঢুকে যাবার কথা। এর মধ্যেই সে স্টোন ম্যানোরে চলে যায়নি তো তাকে ফেলে? একটা বিপ হল।

'হাই, ডেভিড বলছি,' আর কী বলবে ভেবে পায় না বেকার। একটা ব্যাপার খারাপ লাগে তার, আনসারিং মেশিনে কোন জবাব না রেখে দিলে আপনাআপনি সেটা বন্ধ হয়ে যায়। 'স্যরি, আমি কল করিনি।' আবার থামল সে। সবটা বলবে কিনা বুঝছে না। এরপর একটা কথা মনে চলে এল, 'কমান্ডার স্ট্র্যাথমোরকে কল কর। সেই সব ব্যাখ্যা করে বোঝাবে।' হৃদপিন্ড লাফাচ্ছে বুকের ভিতরে, এসবের কোন মানে হয়! ভাবে সে, 'ভালবাসি তোমাকে।' বলেই রেখে দিল ফোনটা।

ডেভিড রাস্তা পেরুনোর সময় বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ। কে জানে কী হবে! সুসান কখনো নিশ্চিন্ত থাকবে না। কারণ কল করার কথা বলে বেকার কল করেনি এমনটা কখনো হয়নি।

চার লেনের বুলেভার্দের সামনে দাঁড়াল সে। 'আসা এবং যাওয়া' নিজেকেই বলে চলে সে, 'আসা এবং যাওয়া।'

সে খেয়াল করেনি বাহারি সানগ্লাস পরা লোকটা তাকে রাস্তার অপর পাড় থেকে দেখছে।

অধ্যায় : ১৮

টৌকিওর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। নুমাটাকা। সিগারে একটা বড় করে টান দিয়ে হেসে ওঠে। ভাগ্য সব সময় তার বেলায় ভাল। এত ভাল- ভেবে পাওয়া যায় না। আমেরিকান লোকটা আবার ফোন করেছিল। সব যদি ঠিকমত চলে থাকে তাহলে এনসেই টানকাডো এর মধ্যেই পটল তুলেছে। পাস কি টা চলে আসবে তার কাছে।

কী অবাক ব্যাপার, ভেবে পায় না সে। রূপকথার সোনার কাঠি রূপার কাঠি এখন তার হাতের মুঠোয়। এনসেই টানকাডোর অসাধারণ আবিষ্কার চলে আসবে। টানকাডোর সাথে অনেক আগে একবার দেখা হয়েছিল নুমাটাকার। তরুণ প্রোগ্রামার এসেছিল নুমাটেক কর্পে। মাত্র কলেজ থেকে বেরিয়েছে, খুজে ফিরছে কাজ।

নুমাটাকা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। টানকাডো ব্রিলিয়ান্ট, কোন সন্দেহ নেই। সেইসাথে আরো কিছু ব্যাপার ভাবনার মধ্যে আনতে হবে। জাপান বদলে যাচ্ছে, কিন্তু নুমাটাকার শিক্ষা এসেছিল পুরনো ধাচের স্কুল থেকে। সে কোড অব মেনবোকো মেনে চলত- সম্মান এবং চেহারা। অপূর্ণতা কখনো মেনে নিতে হয় না। একজন শারীরিক প্রতিবন্ধিকে জায়গা দিলে তার কোম্পানির সম্মান ক্ষুন্ন হবে। একবার না দেখেই টানকাডোর রেজুমে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেবার।

আবার ঘড়ির দিকে তাকায় নুমাটাকা। সেই আমেরিকান, নর্থ ডাকোটা, তার এর মধ্যেই কল করার কথা। একটু যেন নার্ভাস লাগছে তার। একটাই আশা, কোন কিছু না আবার ভুল হয়ে যায়!

জিনিসটা হাতে চলে এলে কম্পিউটার ইতিহাসের সবচে বড় একক সাফল্যের মুখ দেখবে সে। কোডটা পেলেই হল, নুমাটাকা সেটাকে একটা টেম্পার প্রুফ স্প্রে প্রুফ ভি এস এ আই চিপে ভরে নিবে। তারপর সারা পৃথিবীর কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারার, বিভিন্ন সরকার, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি এবং সম্ভব হলে একেবারে অন্ধকার রাজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে হাতে পৌছে দিবে সে সেগুলো। চলে যাবে বিশ্বের তাবৎ বড় টেররিস্ট গ্রুপের হাতে।

মুচকি হাসি নুমাটাকার মুখে। যেন শিকহিগোসানের আশীর্বাদ তার উপর–সৌভাগ্যের সাত প্রকার প্রতীক যেন মুখ তুলে চেয়েছে তার প্রতি।

নুমাটেক কর্প আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা পৃথিবীর সবচে দামি এ্যালগরিদমের মালিক হতে যাচ্ছে। অনেক অনেক দিনের জন্য। বিশ মিলিয়ন ডলার ছেলেখেলা নয়, কিন্তু ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের কপি হাতে পাওয়া আর সবকিছু পাওয়া একই কথা।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১৯

'যদি আর কেউ সেই আঙটির খোজে থেকে থাকে?' নার্ভাসভাবে জিজ্ঞেস করল সুসান, 'ডেভিডের কোন বিপদ হবে নাতো?'

মাথা নাড়ল স্ট্র্যাথমোর, 'আর কেউ আঙটির অস্তিত্বের কথা জানে না। এ কারণেই ডেভিডকে পাঠিয়েছি। ছারপোকা আর যার পিছনেই লাগুক, একজন স্প্যানিশ টিচারের পিছনে খোদ স্পেনে লাগতে যাবে না।'

'সে কোন টিচার নয়, প্রফেসর।' তেতে জবাব দিল সুসান। সে টের পেয়েছে, স্ট্র্যাথমোর মাঝে মধ্যেই ডেভিডকে টিচার হিসাবে উপস্থাপন করে। যেন মামুলি কোন স্কুল টিচার।

'কমান্ডার,' বলছে সে, 'আপনি যদি আজ সকালে কার ফোন থেকে ডেভিডকে ব্রিফ করে থাকেন, অন্য যে কেউ কথাগুলো শুনে থাকতে পারে, আর–'

'লাখবারে একবার,' বলল স্ট্র্যাথমোর, সুসানের কথায় বাঁধা দিয়ে, 'কেউ কখনোই জানতে পারবে না কী শুনতে হবে যদি না সে জানে কার কথা শুনতে হবে। কখনোই ডেভিডকে পাঠাতাম না যদি মনে করতাম সেখানে বিন্দুমাত্র ঝুকি আছে। বিশ্বাস কর আমাকে। ঝুকির বিন্দুমাত্র আভাস এলেই আমি আসল লোক পাঠিয়ে দিব।'

নড থ্রি গ্লাসের বাইরে থেকে কেউ যেন তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছে ভিতরটা, এমনভাবে তাকাল স্ট্র্যাথমোর। চোখ ফিরিয়ে নিল সুসানও।

সিস-সেকের ফিল চার্ট্রাকিয়ান মুখ লাগিয়ে রেখেছে কাচের গায়ে। ভিতরটা দেখার চেষ্টা করছে আসলেই। তার মুখের উদ্বেগ ধরা যাচ্ছে এপাশ থেকে তেমনভাবে। যেন ভূত দেখেছে সে।

'চার্ট্রাকিয়ান কী করছে এখানে!' বিরক্ত হল স্ট্র্যাথমোর, 'আজ তো তার ডিউটি নেই!'

'মনে হয় তার চোখ পড়েছে রান মনিটরগুলোর কোন একটায়।'

'গডড্যাম ইট!' হিসহিস করল স্ট্র্যাথমোর, 'আমি গত রাতের সিস-সেককে কল করে বলে দিয়েছিলাম আজ যেন না আসে।'

সুসানের চোখেমুখে কোন বিরক্তি নেই। সে জানে, সিস-সেককে ডিউটি থেকে সরানো কোন নিয়মিত কাজ নয়। কিন্তু স্ট্র্যাথমোর যে আজকের কাজে একটু প্রাইভেসি চাচ্ছিল তাতে সন্দেহ কী! এখন কোন পাগলাটে সিস-সেক যে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের বারোটা বাজাবে তা জানা কথা।

'আমাদের বরং ট্রান্সলেটারকে এ্যাবোর্ট করে দেয়া উচিত,' বলল সুসান, 'আমরা রান মনিটরগুলো রিসেট করে ফিলকে জানাতে পারি ভুল দেখছে সে।'

কথাটা একটু বিবেচনায় নিল স্ট্র্যাথমোর, তারপর ঝেড়ে ফেলল আইডিয়াটা। 'না। আমি ট্রান্সলেটারে মরার জিনিসটাকে আরো অনেক্ষণ চালাতে চাই। অন্তত চব্বিশ ঘন্টা চালিয়ে দেখতে চাই কী হয়।'

ডিজিটাল ফোর্ট্রেস যে প্রথম রোটেটিং ক্লিয়ারটেক্সট কোড তাতে আর কোন সন্দেহ নেই সুসানের। কিন্তু এ আশাও সে ছাড়ছে না। এমনো হতে পারে, এ কোডটাতেই চিড় ধরাতে পারে ট্রান্সলেটার।

'না। চলবে ট্রান্সলেটার। আমি দেখতে চাই এ কোডটাকে শেষ পর্যন্ত ভাঙা যায় কিনা।' বলল স্ট্র্যাথমোর।

চার্ট্রাকিয়ান নক করা শুরু করল কাচের গায়ে।

'যতসব সমস্যা,' বিরক্ত হল স্ট্র্যাথমোর, 'আমাকে ব্যাকআপ দাও।'

কমান্ডার একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে দরজার কাছে গেল। পায়ের নিচের প্রেশার প্লেট এ্যাকটিভ হল। হিসহিসিয়ে খুলে গেল দরজা।

চার্ট্রাকিয়ান পড়ে গেল রুমের ভিতরে, 'কমান্ডার, স্যার। আমি... আমি দুঃখিত। আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি। ঐ রান– রান কম্পিউটার মনিটরটা... একটা ভাইরাস প্রোব চালিয়েছি আর–'

'ফিল, ফিল, ফিল,' চার্ট্রাকিয়ানের কাধে আলতো করে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত রাখল স্ট্র্যাথমোর, 'ধীরে, ধীরে। সমস্যা কোথায়?'

স্ট্র্যাথমোরের এই শান্ত সুর শুনে কেউ বুঝতেও পারবে না তার চারপাশের দুনিয়া এ মুহূর্তে ভেঙে পড়ছে। একটু সরে দাঁড়িয়ে সে চার্ট্রাকিয়ানকে ভিতরে আসতে দিল। এখানে কারো আসার কথা নয়। বিশেষ করে এমন কেউ এখানে কখনো আসেনা।

চার্ট্রাকিয়ানের চোখমুখের ভাব দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় সেও কখনো আসেনি এ ঘরটায়। অবাক হয়ে চারপাশে তাকায় সে। তাকায় বিলাসের আয়োজন আর কম্পিউটারের টার্মিনালে। তাকায় ক্রিপ্টোর রাণির দিকে। সুসান ফ্লেচার। সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নেয়। কারণ এ জ্বলজ্বলে রূপের সামনে সব সময় তাকে মিইয়ে যেতে হয়। তোতলাতে শুরু করে সে সুসানের সাথে কথা বলার সময়।

'সমস্যা কোথায় ফিল?' স্ট্র্যাথমোর কথাটা জিজ্ঞেস করতে করতে ফ্রিজের দরজা খুলল, 'ড্রিঙ্ক?'

'না– আহ্– না স্যার।' এখনো সে ঠিক বুঝতে পারছে না হোমরা চোমড়াদের এ জায়গায় সে ঠিক স্বাগত কিনা। 'স্যার... আমার মনে হয় ট্রান্সলেটারে কোন সমস্যা চলছে।'

ফ্রিজের দরজা বন্ধ করে স্ট্র্যাথমোর সরাসরি তাকাল তার দিকে, 'তুমি রান-মনিটরের কথা বলছ তো?'

'আপনি দেখেছেন?'

'অবশ্যই। এটা প্রায় ষোল ঘন্টা ধরে চলছে, আমার যদি ভুল হয়ে না থাকে।'

এবার পুরো ধাঁধায় পড়ে গেল সিস-সেক, 'ইয়েস স্যার। সিক্সটিন আওয়ার্স। কিন্তু এই সব নয়, আমি একটা ভাইরাস প্রোব চালিয়েছিলাম। অদ্ভুত ফল আসছে।'

'তাই? কেমন ফল?'

সুসান বেশ অবাক হয়ে কমান্ডারের শান্ত অভিনয় দেখছে।

ট্রান্সলেটার খুব এ্যাডভান্স কিছু নিয়ে কাজ করছে। ফিল্টারগুলো এমন কিছু দেখেনি এর আগে। আমার মনে হয় ট্রান্সলেটারে কোন বিশেষ ধরনের ভাইরাস ঘাটি গেড়েছে।'

'ভাইরাস? ফিল, আমি তোমার উদ্বেগ দেখে খুশি হলাম। কিন্তু আমি আর মিস ফ্লেচার খুব এ্যাডভান্সড একটা ডায়াগোনস্টিক চালাচ্ছি। আমি তোমাকেও এ কাজে লাগাতাম, কিন্তু জানা ছিল না তুমি আজকের ডিউটিতে আছ।'

'নতুন লোকটার বদলে এসেছি আমি। উইকএন্ডে মাঝে মাঝে আমরা এ কাজটা করি।'

এবার সরু হয়ে গেল স্ট্র্যাথমোরের চোখ, 'দ্যাটস অড। আমিতো গত রাতে তার সাথে কথা বলেছিলাম। আসতে মানা করেছি তখন। সে তো শিফট বদলের ব্যাপারে কিছু বলেনি।'

গলায় কী যেন আটকে গেছে চার্ট্রাকিয়ানের। নিরবতা কঠোর হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে।

'যাক,' অবশেষে বলল স্ট্র্যাথমোর, একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলতে ফেলতে, 'মনে হয় কোন একটা গোলমাল বেধে গেছে।' সিস-সেকের কাধে হাত রেখে দরজার দিকে ফিরিয়ে দিল, 'তোমার আর কষ্ট করতে হবে না। আমি আর মিস ফ্লেচার সারাদিন এখানে থাকছি। সমস্যা সব আমরাই দেখব। তুমি উইকএন্ডটা এনজয় করো।'

'কমান্ডার, আমার আসলেই মনে হয় সবটা একটু চেক করে দেখা দরকার–'

'ফিল, ট্রান্সলেটার ভাল আছে। তোমার প্রোব যদি কোন কিম্ভুত ব্যাপার দেখিয়ে থাকে তাতে ভয়ের কিছু নেই। আমিই সেটা সেখানে ঢুকিয়েছি। এখন, তুমি যদি কিছু মনে না কর–'

এগিয়ে দিল স্ট্র্যাথমোর সিস-সেককে দরজার দিকে। বুঝে নিল সে, সময় ফুরিয়ে গেছে।

'একটা ডায়াগনস্টিক? মাই এ্যাস!' বিড়বিড় করল চার্ট্রাকিয়ান। 'ছেলেখেলা পেয়েছে। একটা কিছু দিয়ে বুঝ দিয়ে দিলেই হল। কেমনধারা লুপ ত্রিশ লাখ প্রসেসরকে ষোল ঘন্টা ব্যস্ত রাখে তা বোধহয় আমরা বুঝি না!'

এখনো হাল ছেড়ে দিবে না সে। সিস-সেক সুপারভাইজারকে ডাকবে কিনা ভেবে পায় না। গডড্যাম ক্রিপ্টোগ্রাফারের দল, মনে মনে গাল ঝাড়ল চার্ট্রাকিয়ান, তারা সিকিউরিটির ডিমটা বোঝে।

তার মনে পড়ে গেল এখানে যোগ দেয়ার সময়টার কথা। সে ভালভাবেই প্রতিজ্ঞা করেছিল, এখানে কাজ শুরু করার সাথে সাথে তার সমস্ত ক্ষমতা আর মনোযোগ দিয়ে এন এস এ'র এ মাল্টি বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্টের নিরাপত্তা বিধান করবে।

'আন্দাজ,' বলল সে, বাকিটা বলল মনে মনে, যে কোন পাগলও বুঝতে পারবে কোন ডায়াগনস্টিক এত সময় ধরে চলবে না।

টার্মিনালে চলে এল চার্ট্রাকিয়ান, তারপর সিস্টেম এ্যাসেসমেন্ট সফটওয়্যারের পুরো এ্যারে চালিয়ে দিল।

'আপনার বেবি সমস্যায় পড়েছে, কমান্ডার,' মুখ ঝামটা দিল সে, 'আপনি আন্দাজে বিশ্বাস করেন না? আমি প্রমাণ দিচ্ছি!'

boiRboi.net

অধ্যায় : ২০

লা ক্লিনিকা দ্য সালুড পাবলিকা দেখেই বোঝা যায় জায়গাটা আগে স্কুল ছিল। দেখতে মোটেও ক্লিনিক বা হাসপাতালের মত মনে হয় না। বড় এক ভবন। জানালাগুলো বিশাল বিশাল। ধাপগুলো পেরিয়ে উঠে এল বেকার।

ভিতরটা আঁধার। আওয়াজ উঠছে চারপাশ থেকে। ইয়া লম্বা এক করিডোর ধরে সাজানো আছে ধাতব ফোল্ডিং চেয়ারগুলো। হলের ভিতরদিকে অফিসিনা লেখা একটা এ্যারো আছে।

হাল্কা আলোয় আলোকিত করিডোর ধরে এগিয়ে গেল বেকার। দেখতে হলিউডের ভূতুড়ে ছবির মত লাগছে আশপাশটা। বাতাসে প্রশ্রাবের বোটকা গন্ধ। সামনের দিকে কোথাও বাতি নষ্ট হয়ে গেছে। পরের চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ যেন পটে আকা কোন বোবা পৃথিবী। এক মহিলার ব্লিডিং হচ্ছে... দুজন পুরুষ আর মহিলা কাঁদছে... ছোট্ট মেয়েটা প্রার্থণারত... অন্ধকার হলের শেষ মাথায় চলে এল বেকার। বা পাশের দরজাটা একটু ফাকা হয়ে ছিল, চাপ দিতেই খুলে গেল। পুরো ঘরে কেউ নেই, শুধু শুভ্র বিছানায় এক নগ্ন বৃদ্ধা বেডপ্যান নিয়ে কসরৎ করে যাচ্ছে।

লাভলি। গুঙিয়ে উঠল বেকার। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভাবল, মরার অফিসটা গেল কোথায়?

তারপর কী এক আওয়াজ অনুসরণ করে পৌছে গেল কাচঘেরা এক রুমের কাছে। অফিস।

সামনে লাইন। লাইনটায় দাঁড়িয়ে আছে জনা দশেক লোক। প্রত্যেকেই চাপাচাপি করছে আর সামনে এগুনোর চেষ্টায় মরছে। স্পেন এসব ক্ষেত্রে খুব একটা বিখ্যাত নয়। ক্যানাডিয়ানের খোজ বের করতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে, বুঝতে পারছে বেকার। ডেস্কের পিছনে মাত্র একজন সেক্রেটারি এবং সে ধৈর্যের শেষ সীমার কাছাকাছি কোথাও পৌছে গেছে। অন্য পথ খুজল বেকার।

'কন পারমিসো!' চিৎকার করে উঠল এক আর্দালি।

এবার লাইন থেকে সরে এসে আর্দালির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তুলল বেকার, 'ডন্ডে এস্টা এল টেলেফোনো?'

সামনে এগুনো বাদ দিয়ে একটা দু পাল্লার দরজা দেখিয়ে দিল লোকটা। সামনে এগিয়ে গেল বেকার সাথে সাথে।

সামনের ঘরটা অতিকায়– পুরনো কোন জিমন্যাশিয়াম। পায়ের নিচে সবুজ টাইলস। দেয়ালে বাস্কেটবলের ঝুরি ঝুলছে। সামনে নিচু খাটের উপর শুয়ে আছে ডজনখানেক রোগি। দূরের কোণায়, পুড়ে যাওয়া স্কোরবোর্ডের নিচে আদ্যিকালের একটা পে টেলিফোনের দেখা পাওয়া গেল। দুরু দুরু মনে এগিয়ে গেল বেকার। যদি এটাকে ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়!

পকেট হাতড়াল বেকার পয়সার জন্য। সেখানে পচাত্তুর পেসেটা আছে। সেগুলো সিনকো-ড্যোরোস কয়েন। ট্যাক্সি থেকে নেমে এ পয়সাগুলো পেয়েছিল সে ভাঙতি হিসাবে। কোনমতে দুটা লোকাল কল করা যাবে। এক নার্সের দিকে কষ্ট-হাসি দিয়ে এগিয়ে গেল সে ফোনের দিকে। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল। ডায়াল করল ডিরেক্টরি এ্যাসিস্টেন্সে। ত্রিশ সেকেন্ড পর ক্লিনিকের মূল অফিসের নাম্বারটা পাওয়া গেল।

বেকার ছ ডিজিটের এক্সচেঞ্জটা পাঞ্চ করল। আজকে নিশ্চই ভাঙা কব্জি নিয়ে একজনের বেশি ক্যানাডিয়ান আসেনি! তার ফাইল পাওয়া মোটেও কঠিন হবে না। অফিস তাকে সাথে সাথেই রোগির ঠিকানা দিয়ে দিবে একেবারে অপরিচিত কোন মানুষের কাছে সেটা বিশ্বাস্য নয়। বেকারের একটা প্ল্যান আছে।

রিঙ হচ্ছে।

'ক্লিনিকা দ্য সালুদ পাবলিকা।' সেক্রেটারি ঘেউঘেউ করে উঠল।

ফ্রাঙ্গো আমেরিকান একসেন্টে কথা বলে উঠল ডেভিড স্প্যানিশেই, 'ডেভিড বেকার বলছি। ক্যানাডিয়ান দূতাবাসের সাথে আছি আমি। আমাদের এক নাগরিক আপনাদের এখানে আজ চিকিৎসা নিয়েছেন। আমি তার ঠিকানা পেতে চাই কারণ এ্যাম্বাসি তার ফিগুলো পে করতে চায়।'

'ফাইন,' বলল মহিলা, 'আমি সোমবারে এ্যাম্বাসিতে পাঠিয়ে দিব।'

'আসলে দ্রুত পাওয়া প্রয়োজন।'

'অসম্ভব। আমরা খুব ব্যস্ত।'

আরো কঠিনভাবে অফিসিয়াল সুরে এবার কথা বলে উঠল বেকার, 'খুব জরুরি। লোকটা আজ সকালে এখানে চিকিৎসা নিয়েছে। বয়েসি। কব্জি ভেঙে গিয়েছিল, মাথাতেও চোট ছিল সামান্য। তার–'

উত্তর আমেরিকানদের বাহাদুরির নিকুচি করে মেয়েটা ফোন রেখে দিল দড়াম করে।

ভেবে পায় না এবার কী করবে বেকার। ঐ লাইনে দাঁড়িয়ে তথ্য আদায় করার আশা দুরাশা বৈ কিছু নয়। এদিকে টিকটিক করে সময় বয়ে যাচ্ছে। এর

মধ্যে ক্যানাডিয়ান লোকটা যে কোন জায়গায় চলে গিয়ে থাকতে পারে। কোন নিশ্চয়তা নেই। হয়ত আহত হয়ে চলে যেতে পারে ক্যানাডায়, বেচে ফেলতে পারে আঙটিটা। দিয়ে দিতে পারে কাউকে। কোন নিশ্চয়তা নেই।

আবার রিঙ করল বেকার। ফোনটা বাজছে। এক-দু-তিন...

হঠাৎ সারা শরীরে এ্যাড্রিনালিনের একটা স্রোত বয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়াল বেকার। নামিয়ে রাখল ফোনটাকে জায়গামত।

সেখানে, ঐ রুমের ভিতরেই, একটা লোক শুয়ে আছে। দখল করে রেখেছে একটা খাট। ঠিক তার সামনেই। লোকটা শ্বেতাঙ্গ, বয়েসি, এক হাতের কব্জিতে ব্যান্ডেজ।

boiRboi.net

অধ্যায় : ২১

টকোগান নুমাটাকার প্রাইভেট লাইনে আমেরিকানের অসহিষ্ণু কণ্ঠ শোনা গেল।

'মিস্টার নুমাটাকা– আমার হাতে মাত্র একটা মুহূর্ত সময় আছে।'

'ভাল। আশা করি আপনার হাতে দুটা পাস কি-ই এর মধ্যে চলে এসেছে।'

'একটু দেরি হবে।'

'গ্রহনযোগ্য নয়। আপনি বলেছিলেন আজকের দিন ফুরানোর আগেই দুটা চলে আসবে আপনার হাতে।'

'একটা ব্যাপারে একটু দেরি হয়ে যাবে।'

'টানকাডো মারা গেছে?'

'হ্যা।' বলল কণ্ঠটা, 'আমার লোক মিস্টার টানকাডোকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু জিনিসটা পায়নি। টানকাডো মারা যাবার আগে সেটাকে অন্য এক ট্যুরিস্টের হাতে তুলে দেয়।'

'অবিশ্বাস্য! তাহলে আপনি কোন মুখে আমাকে আশ্বাস দেন যে–'

'রিল্যাক্স।' আমেরিকান হিসহিস করে উঠল, 'আপনার এক্সক্লুসিভ রাইট থাকবে, ওয়াদা রইল। মিসিং পাস কি টা পেয়ে গেলে ডিজিটাল ফোর্ট্রেস শুধুই আপনার।'

'কিন্তু পাস কি তো কপি করা হয়ে যেতে পারে।'

'কি দেখা যে কোন লোককে সরিয়ে দেয়া আমার কাজ।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নুমাটাকা কথা বলে উঠল, 'কি টা এখন কোথায়?'

'আপনার শুধু জেনে রাখা দরকার যে এটাকে পাওয়া যাবে।'

'আপনি কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন এতটা?'

'কারণ একা আমিই সেটার পিছু ধাওয়া করছি না। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সও মিসিং কির গন্ধ পেয়েছে। তাই তারা চেষ্টা করবে যেন ডিজিটাল ফোর্ট্রেসকে পাবলিশ করা না হয়। তারা এক লোককে কাজে পাঠিয়েছে। নাম– ডেভিড বেকার।'

'আপনি কী করে জানেন এতকিছু?'

'এটা অপ্রাসঙ্গিক।'

নুমাটাকা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। 'আর মিস্টার বেকার যদি কি টা পেয়ে যায়?'

'আমার লোকজন সেটা তার কাছ থেকে হাতিয়ে নেবে।'

'আর তারপর?'

'আপনার উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।' ঠান্ডা সুর আমেরিকানের, 'মিস্টার বেকার চাবিটা পাবার পর তাকে উপযুক্ত ইনাম দিয়ে দেয়া হবে।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ২২

ঘুমন্ত বৃদ্ধের কাছে গেল ডেভিড বেকার। তার ডান হাতের কব্জিটা ব্যান্ডেজ করা। বয়স হবে ষাট থেকে শত্তুরের মধ্যে। তুষারশুভ্র চুল এলিয়ে আছে মুখের চারপাশে। আরামের ঘুমের মধ্যেও বেচারার কপাল কুচকানো।

মেঘ না চাইতেই বিষ্টি? ভেবে পায় না বেকার। লোকটার হাতে কোন সোনার আঙটি নেই। এগিয়ে গেল সে ঘুমন্ত লোকটার কাছে, 'স্যার...' বলল সে, 'এক্সকিউজ মি স্যার?'

কোন সাড়া নেই তার চোখেমুখে।

বৃদ্ধের গায়ে এবার মৃদু টোকা দিল। 'স্যর?'

ফ্রেঞ্চ ভাষায় কী যেন বলে উঠল লোকটা। আশা জাগল বেকারের মনে। ফরাসি ক্যানাডিয়ান? আবারো কী যেন বলছে লোকটা। অস্ফুটে।

'কোয়েস সে ভস ভলেস?'

ভালভাবেই ফ্রেঞ্চ জানে বেকার। কিন্তু সে ভাষায় কথা বলে সুবিধা নিতে চাইল না সে। যে কোন কারণে সন্দেহের নিচে পড়তে পারে।

'একটু সময় হবে?' বলল বেকার আমতা আমতা করে।

ভ্রু কুচকে তাকিয়ে আছে রোগিটা। হাতের আঙুলের দিকে তাকাল কিছুক্ষণ। তারপর নাকিয়ে নাকিয়ে কথা বলে উঠল, দুর্বল ইংরেজিতে, 'কী চান আপনি?'

'স্যার,' কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করে নিয়ে বেকার এবার বলল, 'আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'কী ব্যাপার? কোন সমস্যা?'

'আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। স্যার। কিন্তু আপনি কি আজ কোন সময় প্লাজা ডি এসপানায় গিয়েছিলেন?'

'সিটি কাউন্সিল থেকে এসেছেন?'

'না। আসলে আমি–'

'ব্যুরো অব ট্যুরিজম?'

'না। আমি–'

boiRboi.net

'দেখুন, আমি জানি কেন এখানে এসেছেন আপনি!' বুড়ো লোকটা এবার উঠে বসার চেষ্টা করছে শ্রাগ করে, 'ভয় পাই না আমি! কথাটা একবার বলেছি, বলেছি হাজারবার! পিয়েরে ক্লচার্ডে দুনিয়াটা লেখে, এভাবেই সে চালায় দুনিয়াটাকে। মন্ট্রিল টাইমসকে ভাড়া করা যাবে না। কিনে ফেলা যাবে না। বলে রাখলাম!'

'স্যরি স্যার। আমি জানতাম না আপনি–'

'মার্বে এলোর্স। আমি খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছি!' একটা হার জিরজিরে আঙুল তাক করল সে বেকারের দিকে। জিমন্যাশিয়ামে তার কণ্ঠ গমগম করে উঠল। 'আপনিই প্রথম নন! তারা একই চেষ্টা করেছে মলিন র‍্যাগে, ব্রাউনস প্যালেসে, গোলফিঙ্গো লাগোসে! কিন্তু সংবাদপত্রে কী গিয়েছে? সত্য ঘটনা। এত খারাপ ওয়েলিংটন আমি এর আগে খাইনি। এত বিচ্ছিরি বিচে এর আগে আসিনি। এত কুচ্ছিত টাবে শুয়ে কখনো গা ধুইনি। এরচে খারাপ আর কী আশা করতে পারে আমার পাঠকেরা?'

আশপাশের বিছানায় উঠে বসছে রোগিরা। হাল ছেড়ে দিয়ে চারদিকে তাকায় বেকার। কোন নার্সের দেখা পেলে ভাল হয়।

ক্লচার্ডের কণ্ঠে যেন আগুন ধরে গেছে, 'আপনার সিটিতে কাজ করে যে পুলিশ অফিসার তার মোটর সাইকেলে চড়ে আমার কী হাল হল একবার দেখেছেন?' হাতের দিকে নজর গেল তার, 'এখন আমার কলামগুলো কে লিখে দিবে, এ্যা?'

'স্যার, আমি–'

'আমার ভ্রমণের তেতাল্লিশ বছরের ইতিহাসে কখনো এমন অসুখি হইনি। এখানে একবার তাকিয়ে দেখুন! জানেন, আমার কলাম প্রকাশিত হয় কত জায়গায়–?'

'স্যার! আমি আপনার কলামের ব্যাপারে আগ্রহী নই। ক্যানাডিয়ান কনস্যুলেট থেকে আসছি। আপনি ভাল আছেন কিনা সেটা নিশ্চিত করতেই আমার এখানে আসা!'

হঠাৎ জিমন্যাশিয়ামের বুকে নিরবতা নেমে এল। এবার চোখ তুলে তাকাল বৃদ্ধ।

ফিসফিস করছে বেকার, 'আমি এখানে এসেছি এটা দেখতে যে আপনি ভাল আছেন।' যেমন আমি এনে দিতে পারি আপনাকে এক জোড়া ভ্যালিয়াম।

বৃদ্ধের কণ্ঠে যেন কোন কথা যোগাচ্ছিল না। 'কনস্যুলেট থেকে?'

নড করল বেকার।

'তাহলে আপনি কলামের ব্যাপারে কথা বলতে আসেননি?'

'না, স্যার।'

যেন বুক ভেঙে গেছে বৃদ্ধের। বালিশে মাথা ডুবিয়ে শুয়ে পড়ল সে। 'আর আমি কিনা মনে করলাম আপনি এসেছেন সিটি থেকে... আমার কলামের ব্যাপারে...' আরো যেন কষ্ট হচ্ছে তার, 'যদি কলামের জন্য না এসে থাকেন তাহলে কী উদ্দেশ্যে আসা আপনার?'

এবার লাইনে এসেছ বুড়ো! 'শুধুই কূটনৈতিক সৌজন্য সাক্ষাৎ,'

'কূটনৈতিক সৌজন্য সাক্ষাৎ?'

'ইয়েস, স্যার। আমি জানি, আপনার মত স্ট্যাটাসের নাগরিক, বা যে কোন নাগরিক, যে ক্যানাডার অধিবাসি, তার জন্য আমরা সর্বদা সচেতন। আমাদের লোক যখন এমন কোন দেশে– নাকি আমি বলব এমন কোন কম উন্নত দেশে আসেন, তখন তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব আমাদের উপরই বর্তায়।'

'কিন্তু– অবশ্যই, কী ভাল কাজ!'

'আপনি একজন ক্যানাডিয়ান নাগরিক, তাই না?'

'হ্যা। অবশ্যই! কী বোকার মত কথা বলছিলাম আমি! প্লিজ, ক্ষমা করে দিবেন। আমার মত স্ট্যাটাসের কিছু কিছু লোক মাঝে মাঝে নানা ঝামেলায় পড়ে... আপনি তো বুঝতেই পারছেন, তাই না?'

'জ্বি, মিস্টার ক্লচার্ডে, আমি ভালভাবেই বুঝতে পারছি। সেলিব্রিটি হবার কারণে মানুষ কম ভোগান্তি পোহায় না।'

'ঠিক তাই। আপনি কি এ নরকতুল্য জায়গাটা দেখে বিশ্বাস করতে পারছেন যে আমি এখানে পড়ে আছি?' আশপাশে চোখ বোলায় সে, 'জায়গাটা যাচ্ছেতাই। আর তারা আমাকে এখানে সারারাত রাখার পায়তাড়া ভাজছে।'

বেকারের সুরে আফসোস, 'আমি জানি। জঘন্য। এত দেরি করে ফেললাম আসতে, আমি দুঃখিত।'

'আমিতো জানতামই না আপনি আসবেন।'

'আপনার মাথাটা বোধহয় ফুলে গেছে। ব্যথা আছে নাকি?'

'না। আসলে তেমন কোন ব্যথা নেই। কিন্তু সমস্যাটা অন্য কোথাও। কব্জিটা বোধহয় গেছে। ব্যথা আছে। ব্যাটা গার্ডিয়া! কী করে সে আমার মত বয়সের একজনকে মোটরসাইকেলে নিয়ে এল!'

'আমি কি আপনার জন্য কিছু নিয়ে আসতে পারি?'

ক্লচার্ডে এই জরুরি ভাবটা বেশ উপভোগ করল। তারপর আয়েশ করে বলল, 'যাক, আসলে...' মাথাটাকে ডানে বায়ে ঘোরায় সে, তারপর বলে, 'আসলে একটা বাড়তি বালিশ হলে মন্দ হত না। যদি খুব একটা কষ্ট না হয়...'

'মোটেও না।'

বেকার বাড়তি খাটাখাটনির ধার দিয়েও না গিয়ে সোজা পাশের সিট থেকে একটা বালিশ তুলে এনে ক্লচার্ডের মাথার নিচে গুজে দিল।

'এবার ভাল লাগছে... থ্যাঙ্ক ইউ।'

'পাস দ্যু টট।'

'ও, আচ্ছা!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্লচার্ডের চোখমুখ, 'তাহলে আপনি সভ্য দুনিয়ার ভাষায় কথা বলেন?'

'এই আরকী!'

'কোন সমস্যা নেই। আমার কলামগুলো ইউ এস এ তেও যায়। ইংরেজিতে।'

'এ কথা আমিও জানি।' বলল বেকার, তারপর ষড়যন্ত্রীর মত মুখ সামনে ঝুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার মত মানুষ সেভিলে এত ভাল ভাল হাসপাতাল থাকা সত্বেও এখানে এসে পড়লেন কেন সে কথাটা কি আমি জানতে পারি?'

এবার রেগে গেল ক্লচার্ডে, 'সেই পুলিশ অফিসারের কম্ম... শয়তানটা আমাকে মোটরসাইকেলের এ্যাকসিডেন্টে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। ব্লিডিং হচ্ছিল আমার। কী আর করা, আমি নিজেই হেটে এখানে চলে এলাম।'

'সে আপনাকে কোন ভাল জায়গায় নিয়ে যেতে চায়নি?'

চোখ কপালে উঠে গেছে বেকারের।

'তার সেই বাইকে করে? নো, থ্যাঙ্কস।'

'আজ সকালে ঠিক কী হয়েছিল?'

'আমি সেসবই বলেছি লেফটেন্যান্টকে।'

'আজ তার সাথে আমার কথা হয়েছিল–'

'আশা করি তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন–'

নড করল বেকার, 'অবশ্যই। আমার অফিস ফলো আপ করবে।'

'আশা করি।'

'মসিয়ে ক্লচার্ডে,' পকেট থেকে একটা কলম বের করে হাসল বেকার, 'আমি সিটিতে একটা ফরম্যাল কমপ্লেন করতে চাই। আপনি কি সহায়তা করবেন? আপনার মত একজন মানুষ খুবি মূল্যবান সাক্ষি।'

'কেন, অবশ্যই... সহায়তা করতে পেরে ভাল লাগবে।'

'আচ্ছা, সকাল থেকে শুরু করা যাক। এ্যাকসিডেন্টটার ব্যাপারে বলুন।'

'আহা। সকালে সেই বেচারা এশিয়ান পড়ে গেল। আমি তাকে হেল্প করতে চাই। কিন্তু কিছু করার ছিল না।'

'আপনি তাকে সি পি আর দিয়েছিলেন?'

যেন লজ্জা পেল ক্লচার্ডে, 'আমি তো জানি না সি পি আর কী করে দিতে হয়। একটা এ্যাম্বুলেন্স ডেকেছিলাম।'

টানকাডোর বুকের লাল দাগের কথা মনে পড়ে গেল বেকারের, 'প্যারামেডিক এ্যাডমিস্টিাররা কি সি পি আর দিয়েছিল?'

'হায় খোদা! না!' বলল ক্লচার্ডে, 'মরা ঘোড়ার উপর ঘা চালানোর কোন মানে তো হয় না। তারা আসার অনেক আগেই বেচারা মরে গেল। আর কী করা। লাশ নিয়ে চলে গেল সবাই। শুধু ঐ শয়তান পুলিশম্যানটা ছিল আমার সাথে।'

ব্যাপারটাতো বেখাপ্পা! ভেবে পায় না বেকার। কিছু একটা মিলছে না। 'আর আঙটির ব্যাপারটা?'

'লেফটেন্যান্ট আপনাকে আঙটির কথা বলেছিল?'

'হ্যা।'

'আসলেই? আমার মনে হয়েছিল সে আঙটির কথাটা বিশ্বাস করেনি। তার ভাবভঙ্গি এমন যেন আমি মিথ্যা বলছি। কিন্তু আমার কথা সত্যি। আমি আমার সততা নিয়ে গর্ব করি।'

'এখন তাহলে আঙটিটা কোথায়?' চাপ দিল বেকার।

ক্লচার্ডে যেন সে ব্যাপার নিয়ে কোন কথা বলতে চায় না। তার কাচের মত চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে। 'অবাক করা জিনিস, সত্যি। আমি আগে কখনো এমন অক্ষর খোদাই করা দেখিনি।'

'জাপানি ভাষায়?'

'অবশ্যই না।'

'তার মানে আপনি সেটার দিকে ভালভাবে তাকিয়েছিলেন?'

'হেভেনস, ইয়েস! আমি যখন ঝুকে পড়ি তখন লোকটা আমার দিকে বারবার আঙুল এগিয়ে দিচ্ছিল। যেন চাইছিল আমি সেটা নিয়ে নিই। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশি সুবিধার মনে হয়নি। আঙুলের ছিরি বেশি ভাল ছিল না।'

'আর তখনি আপনি আঙটিটা নিয়ে নিলেন?'

বড় বড় হয়ে গেল লোকটার চোখমুখ, 'এ কথাই বলেছে পুলিশ অফিসার আপনাকে? আমি আঙটি নিয়েছি?'

অস্বস্তিতে পড়ে গেল বেকার।

বিস্ফোরিত হয়ে গেল এবার ক্লচার্ডের কণ্ঠ, 'আমি জানতাম সে ব্যাটা আমার কথা ঠিকমত শোনেনি। এভাবেই গুজব ছড়ায়। এভাবেই জন্ম নেয় বাজে কথারা। বলেছি জাপানি ভদ্রলোক আঙটিটা দিয়ে দিয়েছে- তাই বলে আমাকে দিয়েছে সে কথা আমি কশ্মিনকালেও বলিনি। আমি কী করে একজন মরতে বসা মানুষ থেকে কিছু নিয়ে নিই! হায় খোদা! এ চিন্তা করে কী করে লোকে?'

'তাহলে আপনি আঙটিটা পাননি?'

'হেভেনস! নো!'

'তাহলে কার কাছে আছে সেটা?'

'জার্মান। ঐ জার্মানের কাছে।'

'জার্মান? কোন জার্মান?'

'পার্কে জার্মানির যে লোকটা ছিল সে। আমিতো অফিসারকে সে কথা বলেছি! আমি সেটা নিতে চাইনি কিন্তু ফ্যাসিস্টের বাচ্চাটা সেটা কী তুলুতুলু করেই না নিয়ে নিল!'

'তার মানে একজন জার্মানের হাতে রিঙটা আছে?'

'অবশ্যই।'

'কোথায় গেছে সে?'

'জানি না। আমি পুলিশকে ডাকতে গেলাম এর মধ্যেই চম্পট দিল সে।'

'আপনি জানেন কে সে?'

'কোন ট্যুরিস্ট হবে।'

'আপনি শিওর?'

'আমার জীবনটাই কাটল ট্যুরিস্ট হয়ে হয়ে।' ক্লচার্ডে হাত নাড়ল সাথে সাথে, 'দেখার সাথে সাথেই আমি তাদের ধরে ফেলতে পারি। সে আর তার মেয়ে বন্ধুটা পার্ক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।'

প্রতি মুহূর্তে বেকার আরো আরো অনিশ্চয়তায় পড়ে যাচ্ছে। 'লেডি ফ্রেন্ড? জার্মানের সাথে আরো একজন ছিল?'

'একজন এসকর্ট। দুর্ধর্ষ সুন্দরী। লাল মাথার মেয়ে।'

'এসকর্ট?' অবাক হল বেকার, 'কোন পতিতা নাতো?'

'হ্যা। আপনি যদি ঐ বিশ্রি শব্দটা ব্যবহার করেন তো তাই বলা যায়।'

'আচ্ছা, যৌনকর্মি।'

'এবার ঠিক আছে।'

'কিন্তু... অফিসারতো এ বিষয়ে কিছুই বলেনি–'

'অবশ্যই বলবে না! আমি কখনোই সেই এসকর্টের ব্যাপারে কিছু বলিনি।' হাতের ইশারা করল ক্লচার্ডে, 'তারা তো আর কোন ক্রিমিনাল নয়, এখন কোন আঙটি চুরির দায়ে তাদের ধরা হোক তা আমি কখনোই চাইব না।'

'আর কেউ ছিল সেখানে?'

'আর কেউ না। শুধু আমরা তিনজন। যা গরম পড়েছিল!'

'আর আপনি নিশ্চিত সে মহিলা যৌনকর্মি?'

'অবশ্যই! এত সুন্দর কোন মেয়ে কখনোই ঐ হোৎকা লোকটার সাথে এমন গরমের মধ্যে থাকবে না যে পর্যন্ত তাকে পে না করা হচ্ছে। মন ডিউ! সে ছিল একেবারে মোটা-মোটা-মোটা! বিশাল মুখের জার্মান!' উপরের দিকে উঠে এল ক্লচার্ডে উত্তেজনার চোটে। 'লোকটা জানোয়ার। কমসে কম তিনশ পাউন্ড। সে এমনভাবে বেচারি মেয়ের দিকে তাকাচ্ছিল যেন সে যে কোন মুহূর্তে দৌড়ে

পালিয়ে যাবে। আমি মেয়েটাকে কোন দোষ দিব না। কাধের উপর হাত রেখেছে সর্বক্ষণ। বোঝাই যায়, মেয়েটার পুরো উইকএন্ডটা মাটি করে দিয়েছে সে তিনশ ডলারের বিনিময়ে। তারই পরে দিয়ে পটল তোলার দরকার ছিল। ঐ ছিমছাম এশিয়ানের নয়!'

'আপনি কি তার নাম জানেন?'

একটু সময় ধরে ক্লচার্ডে ভাবল। তারপর নাড়ল মাথাটা। 'কোন আইডিয়া নেই।'

আবার ব্যথা অনুভব হতেই মাথা ডুবে গেল বাড়তি বালিশের ভিতরে।

ছোট্ট করে শ্বাস ফেলল বেকার। চোখের সামনে থেকে আঙটিটা যেন হাওয়ায় উবে গেল চট করে। কমান্ডার স্ট্র্যাথমোর খুশি হতে পারবে না তার উপর।

ক্লচার্ডে একটু শব্দ করল। হঠাৎ তাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে।

বেকার এখনো মনে আশা জিইয়ে রাখছে, 'মিস্টার ক্লচার্ডে, আমি ঐ জার্মান লোক আর তার সঙ্গির সাথে একটু কথা বলতে চাই। আপনার কি কোন ধারণা আছে... কোথায় থাকতে পারে তারা?'

চোখ বন্ধ করল ক্লচার্ডে। তার শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। আরো ক্ষীণ হয়ে উঠছে শ্বাস প্রশ্বাস।

'কোন কিছুই কি মনে নেই?' চেষ্টা করছে বেকার, 'তার এসকর্টের নাম?'

অনেকক্ষণ নিরবতা ঝুলে থাকল।

একদম ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ক্লচার্ডেকে। 'আসলে... আহ... না। আমি বিশ্বাস করি না যে...' কেঁপে কেঁপে উঠছে তার কণ্ঠ।

'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'হ্যা... মানে... একটু বেশি উত্তেজনা...'

'ভাবুন, মিস্টার ক্লচার্ডে, ব্যাপারটা খুবি গুরুত্বপূর্ণ।'

ক্লচার্ডে আবার দম ফেলল, 'আমি জানি না। মহিলা... লোকটা তাকে কী নামে যেন ডাকছিল...' চোখ বন্ধ করে গোঁ গোঁ করছে বৃদ্ধ কলামিস্ট।

'কী নাম তার?'

'আমি আসলেই মনে করতে পারছি না...'

'ভাবুন। ভেবে বের করুন। কনস্যুলেটে এটার গুরুত্ব বেশি। আমি আরো সাক্ষ্য প্রমাণ বের করব। সেজন্যই দরকার। তাদের বের করার জন্য যে কোন কথা আপনি আমাকে দিতে পারলে–'

'আমি দুঃখিত... হয়ত কালকে...' হঠাৎ আরো যেন ডুবে যাচ্ছে লোকটা।

'মিস্টার ক্লচার্ডে, আপনি এখন কথাটা মনে করতে পারলে ভাল হয়।' শেষ কথাটা একটু জোরে বলে ফেলল বেকার। আবার আশপাশের কট থেকে মুখ তুলে তাকায় রোগিরা। ঘরের শেষপ্রান্তে এক নার্স ছিল। এগিয়ে আসছে সে এদিকে।

'যে কোন তথ্য!' শেষ চেষ্টা করে বেকার।

'জার্মান লোকটা মহিলাকে ডাকছিল—'

বেকার একটু ঝাকি দিল ক্লচার্ডেকে। তার কথায় ফিরিয়ে আনতে হবে যে করেই হোক।

ক্লচার্ডের চোখ ঝিকিয়ে উঠল একবারের জন্য। 'তার নাম...'

আমার সাথে সেঁটে থাক, বুড়ো...

'ডিউ...' ক্লচার্ডের চোখ আবার বন্ধ হয়ে গেল। নার্স এগিয়ে আসছে অগ্নিশর্মা হয়ে।

'ডিউ?' ক্লচার্ডের হাতে ঝাকি দিল বেকার।

'নাম হল...'

এবার আর বুড়ো লোকটার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে না।

রাগে স্প্যানিশে বেকারের পিন্ডি চটকাতে চটকাতে এগিয়ে আসছিল নার্স। দশ ফুট দূরেও নেই। বেকার কিছুই শুনছে না। তার চোখ তাকিয়ে আছে ক্লচার্ডের ঠোটের দিকে। নার্স ঝাপিয়ে পড়ার আগে শেষবারের মত ঝাকি দিল সে বুড়ো লোকটাকে।

ডেভিড বেকারের কাঁধ ধরে বসেছে নার্স। সরিয়ে আনছে বুড়ো লোকটার উপর থেকে। সেখানে লোকটা অস্ফুটে একটা শব্দ উচ্চারণ করল কোনক্রমে। 'ডিউড্রপ...'

বেকারকে সরিয়ে নিচ্ছে নার্স।

ডিউড্রপ? ভাবছে বেকার। ডিউড্রপ আবার কোন ধারার নাম হল? নার্সের কাছ থেকে ছাড়া নিয়ে আবার ফিরে তাকায় বেকার, ক্লচার্ডের দিকে। 'আপনি নিশ্চিত, নামটা ডিউড্রপ?'

ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লচার্ডে, শান্তির ঘুম।

boiRboi.net

অধ্যায় : ২৩

সুসান ফ্লেচার নড থ্রি তে একা একা বসে আছে। একটা লেমন মিস্ট হার্ব চা নিয়ে বসে থাকল ট্রেসারের ফিরে আসার আশায়।

নড থ্রি থেকে কাচের ওপাশে চোখ যায় হেড ক্রিপ্টোগ্রাফারের। ক্রিপ্টো ফ্লোরে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে ট্রান্সলেটার।

ঘড়ির দিকে চোখ যায় তার। এ্যানোনিমাসের খবর আসতে আসতে ঘন্টা পেরিয়ে যাচ্ছে। নর্থ ডাকোটার কাছে ই-মেইলটা যেতে আসলেই সময় লাগছে প্রচুর। সময় আছে হাতে। বসে বসে সকালে ডেভিডের সাথে হওয়া কথাগুলো নিয়ে মাথা ঘামায় সে। আশা একটাই, ডেভিড যেন স্পেনে ভাল থাকে!

নড থ্রি ক্রিপ্টোর দরজা খুলে যাবার হিসহিসে শব্দ শুনে তাকায় সে বাইরে। ক্রিপ্টোগ্রাফার গ্রেগ হেল আসছে।

গ্রেগ হেল লম্বা, পেশীবহুল দেহের অধিকারী। মাথায় খুলি কামড়ে পড়ে আছে ব্লন্ড চুল। সব সময় ফুটবাবু সেজে থাকবে। লোকে ডাকে 'হেলিটে' নামে। হেল এতে মোটেও আপত্তি করে না। তার ক্ষুরধার মেধা আর পেশীবহুল শরীরের জন্য যে সবাই এ নামে ডাকে তাতে আর সন্দেহ কী! এনসাইক্লোপিডিয়া ঘাটলেও তার কোন আপত্তি নেই। শুধু নির্মোহ মনটা একটা কথাই ভাবে। সাগর শুকিয়ে গেলে আর কী হয়, অনেক অনেক লবণ পড়ে থাকবে, এই তো!

এন এস এর আর সব ক্রিপ্টোগ্রাফারের মত হেলও মোটাসোটা বেতন পায়। এ কথাটা নিজের কাছে লুকিয়ে রাখার কোন ইচ্ছা তার নেই। সাদা লোটাস চালায় সে। সেটায় মুন রুফ আছে, আছে সাব উফার। সে গ্লোবাল পজিশনিং কম্পিউটিং সিস্টেম বসাতে পারবে, ভয়েস এ্যাক্টিভেটেড ডোর লক বা ফাইভ পয়েন্ট রেডিও জ্যামার লাগাতে পারবে। কাজে লাগাতে পারবে একটা সেলুলার ফোন ও ফ্যাক্স যাতে কখনোই যোগাযোগের বাইরে যেতে না হয়। তার ভ্যানিটি প্লেটে মেগাবাইট লেখা আছে। নীল নিয়নে জ্বালানো।

ইউ এস মেরিন কোর হেলকে একটা বাল্য-অপরাধ থেকে উদ্ধার করে আনে। মেরিনরা এর মত তুখোড় প্রোগ্রামার খুব কমই দেখেছে। এতেই কপালে সামরিক তকমা লেগে যেতে পারত। কিন্তু তৃতীয় মাত্রাতেই গন্ডগোল লেগে গেল। হেল

তার সাথের এক মেরিনকে মদ্যপ অবস্থায় মেরে ফেলে। কোরিয়ান সেই মার্শাল আর্ট, টায়কোয়াণ্ডো যে আত্মরক্ষারচে পরের ক্ষতি বেশি করতে পারে তাতে আর সন্দেহ নেই কারো। কাজ থেকে অব্যাহতি পায় সে তখনি।

জেলে কিছুদিন পচার পর প্রাইভেট সেক্টরে প্রোগ্রামার হিসাবে কাজ জুটিয়ে নেয়ার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় হেলিট। সে প্রথম এক মাস বিনা বেতনে কাজ করে দেখাতে চায়। রাজিও হয় সবাই। তারপর যখনি তার কাজের ধারা দেখে, আর ছাড়বে না কেউ।

কম্পিউটারে দক্ষতা যত বাড়ে ততই সে সারা পৃথিবীতে নিজের কাজের প্রমাণ রাখতে থাকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। পৃথিবীর সেরা সব সাইবার ফ্রিকের মধ্যে জায়গা করে নেয়। ই-মেইলের মাধ্যমে বন্ধু জোটায় দেদার। সব ইউরোপিয় দেশের মানুষের সাথে ভয়েস ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যায় তার। দুটা কোম্পানি তাকে সরিয়ে দেয় একই অপরাধে– বন্ধুদের পর্নোগ্রাফিক ছবি তুলে দিয়েছিল ইন্টারনেটে তাদের সুবিধা নিয়ে।

'কী করছ এখানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন তোলে হেল, সে আশাও করেনি সুসান নড থ্রি তে এখন থাকবে।

সুসান ঠান্ডা চোখে তাকায়, 'আজকে শনিবার, গ্রেগ। আমিও তোমাকে একই প্রশ্ন করতে পারি।' কিন্তু সুসান জানে কী করছে গ্রেগ এখানে। সে পুরোপুরি কম্পিউটার এডিক্ট। শনিবারতো ভালই, রবিবারেও সে চলে আসে এখানে, তারপর তার নতুন সব প্রোগ্রামকে এন এস এ র কম্পিউটারে ঝালিয়ে নেয়।

'কয়েকটা লাইন দেখে নিতাম, আর সেইসাথে চেক করে দেখতাম আমার ই-মেইলগুলো।' বলল হেল, উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে সুসানের দিকে, 'আর তুমি যেন কী বললে, কী যেন করছ এখানে?'

'আমি বলিনি।'

ভ্রু ছড়িয়ে দিল হেল, দু দিকে, 'এখানে কোন গোপনীয়তার ধার ধের না। আমাদের এখানে, নড থ্রি তে, গোপনীয়তার কোন বালাই নেই, মনে আছে? সবাই একের জন্য, একে সবার জন্য।'

লেমন মিস্টে চুমুক দিয়ে সুসান উপেক্ষা করল হেলকে। শ্রাগ করে হেল নড থ্রি পেন্ট্রির সামনে থামল। সব সময় এখানে আগে থামে। তারপর সামনে যেতে যেতে তাকায় সুসানের ছড়ানো পায়ের দিকে। সুসান তাকায় না। না তাকিয়েই বুঝে নেয় কেন হেল থেমেছে। পা সোজা করে নেয় সে। মুখ ভেঙচে হাসে হেল।

হেল যে সুসানের উপর অক্রমণাত্মক ভাব নিবে সে কথা ভালই জানা আছে। অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। সব সময় হার্ডওয়্যার নিয়ে বিরক্ত করবে সুসানকে। কিন্তু

মেয়েটাও থোড়াই পরোয়া করে। স্ট্র্যাথমোরের কাছে নালিশ করে ছুচো মেরে হাত গন্ধ করার কোন মানে হয় না। উপেক্ষাই তার উপযুক্ত শাস্তি।

নড থ্রি প্যান্ট্রির দিকে এগিয়ে গিয়ে ষাঁড়ের মত খুলে ফেলল ল্যাটিসের দরজা। টফুর টুপারওয়ার কন্টেইনার খুলে নিল ফ্রিজ থেকে। কয়েক খন্ড সাদা জেলির মত জিনিস রেখে দিল মুখের ভিতরে। এরপর ছোট কিচেনেটে খাবার চড়িয়ে দিয়ে মুখ খুললঃ

'তুমি এখানে বেশিক্ষণ থাকছ?'

'সারা রাত।' বলল সুসান।

'হুমম্...' হাসল হেলিটে বিকৃতভাবে, 'তাহলে এই রাত তোমার আমার... তাই না?'

চুপ করে থাকার জন্য অনেকটা কষ্ট করতে হল সুসানকে।

নিজে নিজেই একটু হেসে হেল টফুটা সরিয়ে রাখল। এরপর ভার্জিন অলিভ ওয়েল নিয়ে নিল একটু। এটা তার পাকস্থলিকে পরিষ্কার রাখে। হাজার হলেও, হেল স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কড়া।

অলিভ ওয়েল শেষ করে সুসানের বিপরীতে তার কম্পিউটার টার্মিনালে চলে গেল। সুসান এখান থেকেই কলোজেনের গন্ধ পায়।

'নাইস কলোজেন, গ্রেগ। পুরো বোতল সাবাড় করে দিলে নাকি?'

টার্মিনালের অপর প্রান্ত থেকে উকি দিল হেল। 'শুধু তোমার জন্য, ডিয়ার।'

একটা কথা মনে পড়ে গেল সুসানের। যদি হেল ট্রান্সলেটারে এ্যাকসেস নেয়? এখন ট্রান্সলেটারে তার ঢোকার কোন কারণ নেই, কিন্তু যদি সে কাজটা করে? তাকে তো আর এই বলে বুঝ দেয়া যাবে না যে কোড ব্রেকিং মেশিনটায় ষোল ঘন্টা ধরে ডায়াগনোসিস চলছে! রান মনিটরে না ঢু মারলেই হল।

কোন এক বিচিত্র কারণে সুসান চায় না ব্যাপারটা হেল জেনে যাক। কেন যেন তাকে বিশ্বাস করতে পারে না মোটেও। হেলকে ভাড়া করার পক্ষে ছিল না সুসান। কিন্তু এন এস এর কাছে অন্য কোন অপশনও ছিল না। তাকে আনা হয়েছে ড্যামেজ কন্ট্রোলের প্রডাক্ট হিসাবে।

স্কিপজ্যাক ফিয়াস্কো।

চার বছর আগে কংগ্রেস দেশের সেরা প্রোগ্রামারদে শরণাপন্ন হয়েছিল, একটা সুপার লগারিদম তৈরির জন্য। আর সব প্রোগ্রামারের কাছ থেকে এটা ভিন্ন হতে হবে।

এন এস এ কে একটা কোডব্রেকিং আল্টিমেট সফটওয়্যার বানাতে বলা আর কোন লোককে তার নিজের কফিন বানাতে বলা একই কথা। এর ফলে এন এস এর কাজ আরো ঘোলাটে হয়ে পড়বে।

ই এফ এফ কথাটা বুঝতে পারে। তারা প্রচার করে যে এন এস এ বেশি ভাল কোন প্রোগ্রাম করতে পারবে না এ ব্যাপারে। লবিং করে তারা। কংগ্রেস ঘোষণা করে এটা তৈরি হলে পৃথিবীর বড় বড় ম্যাথমেটিশিয়ান দিয়ে পরীক্ষা করা হবে।

তাই এন এস এর ক্রিপ্টো টিম কাজে নেমে পড়ল কোমর বেঁধে। সাথে ছিল কমান্ডার স্ট্র্যাথমোর। নাম দেয়া হল স্কিপজ্যাক। কংগ্রেসের কাছে পাঠানো হল অনুমোদনের জন্য। সারা পৃথিবীর ম্যাথমেটিশিয়ানরা দেখল স্কিপজ্যাককে। দেখে বিষম খেল। অসাধারণ। তারা রিপোর্ট করল এটা অসাধারণ আর কাজ করবে দারুণ। কিন্তু স্কিপজ্যাকের অনুমোদন দেয়ার মাত্র দিন তিনেক আগে বেল ল্যাবরেটরির এক তরুণ প্রোগ্রামার গ্রেগ হেল একটা ঘোষণা দেয়। ঘোষণাটা দিয়ে কাপিয়ে দেয় পুরো পৃথিবীকে। সে এই এ্যালগরিদমে একটা ফাক খুজে পেয়েছে।

স্ট্র্যাথমোর সেই ফাকটা রেখেছিল নিজের কারণেই। মাত্র কয়েক লাইনে। এর পিছনে যুক্তিও ছিল। ফাকটা রাখতে হবে যেন নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড দিতে পারলে যে কেউ স্কিপজ্যাকের মাধ্যমে একক্রিপ্ট করা কোডের সবটুকু জেনে যেতে পারে। এন এস এর এটা রাখার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। দেশের স্ট্যান্ডার্ড এনক্রিপশন প্রোগ্রামের আসল চাবিকাঠি লুকিয়ে থাকত এন এস এর কাছে, যেন চাইলেই যে কোন সরকারি-বেসরকারি তথ্য জেনে যেতে পারে তারা।

ই এফ এফ হার মেনে নিল। হিটলারের পর এন এস এ কে পৃথিবীর গোপনীয়তার পথে প্রধান বাধা হিসাবে ধরে নিল কংগ্রেস। মাঠে মারা গেল প্রজেক্টটা।

দুদিন পরই এন এস এ যখন গ্রেগ হেলকে ভাড়া করল তখন অবাক হয়েছিল অনেকেই। স্ট্র্যাথমোর ধরেই নিল গ্রেগ হেল ভিতরে থেকে এন এস এর পক্ষে কাজ করলেই ভাল হয়। বাইরে থেকে বিরোধিতা করার কোন মানে হয় না।

স্ট্র্যাথমোর নিজের কাধে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে কংগ্রেসের কাছে ধর্ণা দিল। বলল, লোকের সব গোপন থাকারচে সবচে গোপন সংস্থার কাছে জানা থাকা ভাল। নাহলে বুমেরাং হয়ে এ সহনশীলতাই ফিরে আসবে তাদের বিরুদ্ধে। সে অনুরোধ করল– মানুষের উপর চোখ রাখার কেউ থাকলে সেটা মানুষের জন্যই ভাল। ভাল দেশের জন্য। শান্তি রক্ষার জন্যই কারো কারো কোডের উপর নজরদারি করতে হবে এন এস এ কে। ই এফ এফ এর মত প্রতিষ্ঠানগুলো আদাজল খেয়ে লাগল স্ট্র্যাথমোরের বিরুদ্ধে।

boiRboi

অধ্যায় : ২৪

সেই ক্লিনিকের বাইরে, একটা বুথের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডেভিড বেকার। রোগি নং একশো চারকে বিরক্ত করার দায়ে এইমাত্র তাকে বের করে দেয়া হয়েছে।

প্রত্যাশারচে জটিল হয়ে যাচ্ছে অবস্থা, প্রতি মুহূর্তে। খবরটা ভালভাবে নেয়া হয়নি। সবটুকু শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে স্ট্র্যাথমোর, 'ডেভিড,' বলে সে জলদগম্ভীর কণ্ঠে, 'সেই আঙটিটাকে খুজে বের করা জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপার। আমি আপনার হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা। আমাকে ব্যর্থ করে দিবেন না যেন।' স্তব্ধ হয়ে গেল ফোনটা।

থমকে দাঁড়িয়ে রইল বেকার। ইয়েলো পেজ পরীক্ষা করল। না। কোন লাভ নেই।

ডিরেক্টরিতে তিনটা এসকর্ট সার্ভিসের নাম আছে। কিন্তু সে কী আর করতে পারবে? শুধু এটুকু জানে জার্মান লোকটার সাথের মেয়েটা লাল চুলো। স্পেনে লালচুলো মেয়ের কোন অভাব হবে না। ক্লুচার্ডে লোকটা ডিউড্রপ নাকি কী ছাইপাশ বলেছিল। ডিউড্রপ? নামটা যেন কোন সুন্দরী মেয়ের নয়, গরু-টরুর। হাজার হলেও, ক্যাথলিক নাম নয়। ক্লুচার্ডে নিশ্চই ভুল করেছে।

প্রথম নাম্বারে ডায়াল করল বেকার।

'সার্ভিসিও সোশ্যাল ডি সেভিলা,' নরম মেয়েলি কণ্ঠ শোনা গেল।

জার্মান উচ্চারণের সাথে বেকার স্প্যানিশে বলে গেল, 'হোলা। হ্যাবলাস এ্যালিমান?'

'না। কিন্তু আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি।' জবাব এল।

ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলতে লাগল এবার বেকার, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার কোন সহায়তা পাব কিনা তাই ভাবছিলাম।'

'আমি আপনাকে কীভাবে সহায়তা করতে পারি? আপনি কি একজন এসকর্টের খোজ করছেন?'

'হ্যা, প্লিজ। আজ আমার ভাই ক্লাউস... মানে তার সাথে একটা মেয়ে ছিল। অত্যন্ত রূপবতী। আমি তাকে চাই। কালকের জন্য।'

'আপনার ভাই ক্লাউস এখানে আসেন?'

'হ্যা। খুব মোটা। মনে পড়ছে আপনার?'

'তিনি আজ এখানে এসেছিলেন, এ কথাই বলছেন কি?'

বেকার শুনতে পায় অপর প্রান্ত থেকে পাতা উল্টানো হচ্ছে। সেখানে কোন ক্লাউসের নাম থাকবে না। কিন্তু বেকারের একটাই আশার কথা, এসব ক্ষেত্রে মক্কেলরা তাদের আসল নাম ব্যবহার করে না।

'হুমম্! স্যরি। ক্লাউস নামে কেউ আসেনি আজকে। সাথের মেয়েটার নাম কি মনে আছে আপনার?'

'হ্যা। মেয়েটার চুল লালচে।'

'লালচে চুল? সেভিলে লালচে চুলের মেয়ের কোন অভাব নেই। আপনি নিশ্চিত আপনার ভাই এখানে আসেন?'

'হ্যা। আমি নিশ্চিত।'

'সিনর, আমাদের এখানে লাল চুলো কোন মেয়ে নেই। শুধু আন্দালুসিয়ান বিউটিদের আনাগোনা আমাদের এখানে।'

'লাল চুল−' বোকার মত বলে চলেছে বেকার।

'স্যরি। আমাদের কাছে একজনও রেডহেড নেই। আপনি যদি−'

'তার নাম ডিউড্রপ,' আরো বোকামি করে ফেলল বেকার।

মহিলার কাছে বিচিত্র নামটার কোন মানে নেই। মহিলা বলল, তাদের কাছে কেউ নেই এ নামে। সে হয়ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের গুলিয়ে ফেলছে। এরপর রেখে দিল ভদ্রভাবে।

প্রথম ঢিলটা ভুল।

রাগে একটু মুখ ঝামটা দিয়ে পরের নাম্বারে ডায়াল করল বেকার। কানেকশন পাওয়া গেল সাথে সাথে।

'বুয়েনাস নচেস। মুজেরেস এসপানা। আমি কি আপনাকে সহায়তা করতে পারি?'

এখানেও বেকার একই চাল চালল। সে একজন জার্মান। আজ তার ভাইয়ের সাথে যে মেয়েটা বেরিয়ে গেছে তার জন্য সে অনেক খরচ করতেও রাজি আছে। কাল তাকে চাই।

'কেইনে রোটকোপফে, আমি দুঃখিত।'

নামিয়ে রাখল ফোনটা এবারো রিসিপশনিস্ট।

দ্বিতীয় ঢিলও মাঠে মারা।

ফোনবুকের দিকে আবার চোখ দিল বেকার। আর মাত্র একটা নাম্বার বাকি। দড়ির শেষ প্রান্তে চলে এসেছে খেলা।

ডায়াল করল সে।

'এসকর্টে বেলেন। এক লোক জবাব দিল।

সেই একই গান গেয়ে গেল বেকার।

'সি, সি, সিনর। আমার নাম সিনর রলডেন। আপনাকে সহায়তা করতে পারলে আমি খুশি হব। আমাদের আছে দুজন লাল চুলো মেয়ে। খুব সুন্দরী।'

বেকার মনে মনে লাফিয়ে উঠল। 'লাল চুলো?' বলল সে কড়া জার্মান উচ্চারণে। 'খুব সুন্দরী?'

'হ্যা। আপনার ভাইয়ের নাম কী? আমি জানাতে পারি আজ তার এসকর্ট কে। আমরা তাকে আপনার জন্য কালকে পাঠাতে পারি।'

'ক্লাউস শমিড্‌ট।' পুরনোদিনের এক টেক্সটবুক থেকে নামটা ঝেড়ে দিল বেকার অন্ধের মত।

অনেকক্ষণ নিরবতা চারধারে। 'না। স্যার। আমাদের রেজিস্ট্রারে কোন ক্লাউস শমিড্‌ট নেই। কিন্তু মনে হয় আপনার ভাই ছদ্মনাম নিয়েছেন। বাসায় মনে হয় স্ত্রী আছে, তাই না?' লোকটা হাসল অসম্পূর্ণভাবে।

'হ্যা। ক্লাউস বিয়ে। খুব মোটা।' যেন ইংরেজিতে ঠিকমত কথা বলতে পারে না বেকার। 'তার স্ত্রী তার সাথে শোয় না।' একবার চোখ বুলিয়ে নেয় বেকার বুথের ভিতরে। সুসান এখন যদি তাকে এসব কথা দেখতে দেখে তাহলে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে, ভাবতে ভাবতেই হেসে ওঠে বেকার আপন মনে। 'আমিও মোটা। আমিও একা। আমি তার সাথে শুতে চাই। অনেক টাকা।'

বেকারের অভিনয় ভালই হচ্ছিল কিন্তু অনেকদূর চলে গেছে সে। একটু ভুল হয়ে গেছে তার। স্পেনে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ। সিনর রোলডান এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক। এটা কোন ফাদও হতে পারে। আমি তার সাথে শুতে চাই। এখন যদি সে হ্যা বলে তাহলেই কেল্লা ফতে। গার্ডিয়া অফিস ঘাড় ধরে জেলের ঘানি টানিয়ে ছাড়বে। এমন এক সময়ে একবার ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য পুলিশ অফিসারের কাছে এক সপ্তাহ রেখে দিতে হয়েছিল এক এসকর্টকে।

এবার যখন কথা বলে উঠল রোলডান, তার কণ্ঠ আর বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। 'স্যার, দিস ইজ এসকর্টেস বেলেন। কে কল করছেন আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'আহ... সিগমুন্ড শমিড্‌ট।' দুর্বলভাবে বলল বেকার।

'আপনি আমাদের নাম্বার কোথায় পেয়েছেন?'

'লা গার্ডিয়া টেলিফোনিকা– ইয়েলো পেজেস।'

'হ্যা, স্যার। আমরা একটা এসকর্ট সার্ভিস।'

'হ্যা। আমার একজন এসকর্ট প্রয়োজন।' বেকার টের পাচ্ছে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে এর মধ্যেই।

'স্যার, এসকর্টে বেলেন একটা সার্ভিস যারা বিজনেসম্যানদের জন্য এসকর্ট পাঠায় লাঞ্চনে আর ডিনারে। এ কাজের জন্যই আমাদের ফোন নাম্বার বুকে আছে। আমরা যা করি তা আইসসম্মত। আপনি খোজ করছেন অন্য কারো। একজন প্রস্টিটিউটের খোজ করছেন আপনি।'

'কিন্তু আমার ভাই...'

'স্যার, আপনার ভাই যদি পার্কে বসে বসে কোন মেয়েকে চুমু খেতে খেতে দিন পার করে দেয় সে আমাদের কেউ নয়। ক্লায়েন্ট-এসকর্ট সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা খুব কড়া।'

'কিন্তু–'

'আপনি আর কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের গুলিয়ে ফেলছেন। আমাদের মাত্র দুজন রেডহেড আছে। ইমাকুলাডা আর রোসিয়ো। তাদের কেউ টাকার বিনিময়ে কোন লোককে বিছানায় আসতে দিবে না। এ কাজের নাম পতিতাবৃত্তি আর স্পেনে এ কাজটা করা নিষিদ্ধ। গুড নাইট, স্যার।'

'কিন্তু–'

ক্লিক।

একটা চেপে রাখা দম ছেড়ে দিয়ে বেকার ফোনটাকে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে। তৃতীয় ঢিলও নষ্ট। ক্লুচার্ডে বলেছিল জার্মান লোকটা মেয়েটাকে ভাড়া করেছিল সারাটা উইকএন্ডের জন্য।

বুথ থেকে বেরিয়ে গেল সে। রাতের বাতাসে সেভিলের মিষ্টি কমলার ঘ্রাণ ম-ম করছে। গোধূলীবেলা এখন– সবচে রোমান্টিক পরিবেশ। সুসানের কথা মনে পড়ে গেল তার। স্ট্র্যাথমোরের কথাগুলোও মনে পড়ে গেল সাথে সাথেঃ আঙটিটা খুজে বের করুন।

বসে ছিল যেখানে, সেখানে বেঞ্চের গায়ে ঘা দিল বেকার। পরের পদক্ষেপের জন্য এগিয়ে যেতে হবে এবার।

কোন পদক্ষেপ?

boiRboi.net

অধ্যায় : ২৫

ক্লিনিকা দ্য সালুদ পাবলিকার ভিতরে ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে। জিমন্যাশিয়াম হলের লাইটগুলো নিভিয়ে দেয়া। পিয়েরে ক্লচার্ডে সবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে। তার উপরে ঝুকে আসা মানুষটার কথা সে জানতেও পারেনি। অন্ধকারে ঝিকিয়ে ওঠে চুরি করা সিরিঞ্জের ঝকঝকে অংশ। ক্লচার্ডের ডান কব্জির উপরের আই ভি টিউবটায় ঢুকে গেল সেটা। জ্যানিটরের কার্ট থেকে ত্রিশ সিসি ক্লিনিং ফ্লুয়িড চুরি করে নেয়া হয়েছিল। বুড়ো লোকটার কব্জিতে জোরে বুড়ো আঙুল ঠেসে ধরে পুরো নীল পদার্থটুকু ঢুকিয়ে দেয়া হল। ছড়িয়ে দেয়া হল ধমনীতে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য ক্লচার্ডে জেগে উঠল। হয়ত সে খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিল, কিন্তু মুখের উপর চেপে বসেছে জোরালো হাত। পড়ে থাকে সে নিথর। গায়ের উপর চেপে বসেছে দুনিয়ার ওজন। হাত দিয়ে আগুনের হল্কা উঠে আসছে উপর দিকে। টের পায় বৃদ্ধ কলামিস্ট। হাতের গোড়ায় আগুন ধরে গেছে যেন। যন্ত্রণাটা ছড়িয়ে পড়ছে বুকে, পিঠে। লক্ষ লক্ষ কাচের গুড়ার মত সে অনুভূতিটা এবার আঘাত হানল মাথায়। ক্লচার্ডে লক্ষ আলোর ঝলকানি দেখতে পায় এক মুহূর্তের জন্য... তারপর শুধুই শূণ্যতা।

মেডিক্যাল চার্টের খোজে ভিজিটর চোখ বুলাল আশপাশে। এরপর সে বাইরের দিকে সরে যেতে নেয়।

রাস্তায়, ওয়্যার রিম গ্লাস পরা এক লোক তার বেল্টের ছোট্ট ডিভাইসটার বাটন চেপে ধরে। চারকোণার প্যাকেটটা ক্রেডিট কার্ডের মত। এটা নতুন মনোকল কম্পিউটারের প্রোটোটাইপ। ইউ এস নেভি তাদের ডুবোজাহাজের ব্যাটারি ভোল্টেজ রেকর্ডের কাজে লাগায় এটাকে। এর সাথে একটা সেলুলার মডেমও লাগানো আছে। মাইক্রো টেকনোলজির সর্বশেষ কৃতীত্বের পরশও পাওয়া যাবে। ভিজুয়াল মনিটরটা ট্রান্সপারেন্ট লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে। আইগ্লাসের জোড়ার বা পাশে লাগানো থাকে। পার্সোনাল কম্পিউটিংয়ে বিপ্লব এনে দিবে এই মনোকল। ব্যবহারকারী একই সাথে তার কম্পিউটারের ডাটার দিকে চোখ রাখতে পারবে, আবার পারবে বাইরের সব দেখতে। কাচের গায়ে লেখা যেমন, লেখাটাও

দেখা যায় আবার লেখার পিছনের দৃশ্যও দেখা যায়, চশমাতে এভাবেই লাগানো এর মনিটর।

মনোকলের আসল ব্যবহার এর ডিসপ্লেতে নয়। ডাটা এন্ট্রি সিস্টেমে নতুন চমক আছে। আঙুলের ডগায় ছোট কন্টাক্টের মাধ্যমে ইউজার ডাটা ঢোকাবে। শর্টহ্যান্ডের মত পদ্ধতিতে ব্যবহারকারী তথ্য ঢোকাবে। শর্টহ্যান্ডকে কম্পিউটার নিজেই ইংরেজিতে রূপান্তরিত করে নিতে পারবে।

খুনি একটা ছোট সুইচ চাপল। জীবন পেয়ে গেল চোখের চশমা। খুব দ্রুত সে একেকটা আঙুলে চাপ দেয়, তৈরি হয়ে যায় লেখা। চোখের সামনে একটা লেখা উঠে আসেঃ

বিষয়ঃ পি. ক্লচার্ডে– টার্মিনেটেড

হাসল সে। খুনগুলোর হিসাব রাখা তার কাজের অংশ। আঙুল ব্যবহার করে সে আবার। সেলুলার মডেম সক্রিয় হয়ে ওঠেঃ

ম্যাসেস সেন্ট :

boiRboi.net

অধ্যায় : ২৬

পাবলিক ক্লিনিকের অপর পাশে একটা বেঞ্চে বসে বেকার ভেবে পায় না কী করবে এখন। স্ট্র্যাথমোর সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিয়েছে, পাবলিক ফোন ব্যবহার করে যখন তখন তথ্য পাঠানো যাবে না। নিরাপদ নয় সাধারণ লাইন। শুধু আঙটিটা পেলেই যেন সে কল করে। লোকাল পুলিশের কাছে যাবে নাকি ভাবছে বেকার চিন্তিতভাবে। তাদের কাছে লালচুলো মেয়ের ব্যাপারে তথ্য থাকতেই পারে। কিন্তু এখানেও স্ট্র্যাথমোরের নিপাট ভদ্র বাক্য জানানো আছে– আপনি অদৃশ্য। কেউ রিঙটার অস্তিত্বের কথা জানে না।

কী করবে সে? ট্রিয়ানায় খুজে দেখবে নাকি সবগুলো রেস্তোরা ভাজা ভাজা করবে একজন মোটাসোটা জার্মানের খোজে? এসব কাজের যেন কোন মূল্যই নেই। যেন শুধু সময়টাই নষ্ট করা হবে এসব করলে।

স্ট্র্যাথমোরের শব্দগুলো আবার ফিরে ফিরে আসছে– এর সাথে জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত... আপনাকে অবশ্যই আঙটিটা পেতে হবে।

মাথার পিছন থেকে একটা কণ্ঠ বারবার বেকারকে বলছে– সে বড় কোন একটা ব্যাপার বারবার মিস করছে। কী– তাই ভেবে পায় না। আমি একজন শিক্ষক– কোন ড্যাম সিক্রেট এজেন্ট নই! তেতে ওঠে বেকার আপন মনে। কেন স্ট্র্যাথমোর কোন প্রফেশনালকে পাঠাল না বোঝার উপায় নেই এখন আর।

ক্যালে ডেলিসিয়াসের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে বেকার মনে মনে আউড়ে নেয় পুরো ব্যাপারটা। পায়ের নিচের টাইলগুলো ঝাপসা হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। নেমে আসছে অমানিশা। নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে, তার মনে।

ডিউড্রপ।

এ নামটার মধ্যেই কী যেন একটা আছে যা তার মাথার পিছনে সর্বক্ষণ যন্ত্রণা হয়ে দেখা দেয়। ডিউড্রপ! টেলিফোনের লোকজনের কথা মনে পড়ে যায়। 'আমাদের মাত্র দুজন লালচুলো মেয়ে আছে... দুজন রেডহেড... ইনমাকুলাডা আর রোসিও... রোসিও... রোসিও...'

হঠাৎ থেমে গেল বেকার। আর আমি কিনা আমাকে একজন ভাষাবিদ বলি! বিশ্বাসই হচ্ছে না এ সাধারণ ব্যাপারটা মিস করেছে।

রোসিও নামটা স্পেনে মেয়েদের জন্য জনপ্রিয়। একজন তরুণী ক্যাথলিকের সব বৈশিষ্ট আছে এখানে– শুদ্ধতা, কৌমার্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। নামটার আক্ষরিক অর্থ ভেবে সে হয়রান হয়ে পড়ে– ড্রপ অব ডিউ!

সেই বুড়ো ক্যানাডিয়ানের কথা মনে পড়ে যায় ধপ করে। ডিউড্রপ। মেয়েটা আর জার্মানের মধ্যে বাক্য বিনিময়ের একটা মাত্র ভাষা ছিল। ইংরেজি। রোসিও তার নামের অর্থটা ইংরেজি করে বুঝিয়ে দিয়েছে। উত্তেজিত হয়ে বেকার সাথে সাথে একটা ফোনের খোজে আশপাশ আতিপাতি করে ফেলল।

রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে বিচিত্র চশমা পরা এক লোক তাকে অনুসরণ করছে। কেউ জানে না।

boiRboi.net

অধ্যায় : ২৭

ক্রিপ্টো ফ্লোরে ছায়াগুলো আরো দীর্ঘ হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। মাথার উপর অটোমেটিক লাইটিং তীব্র হচ্ছে আস্তে আস্তে। সুসান এখনো তার টার্মিনালে বসে থেকে অপেক্ষা করছে ট্রেসারের জন্য। এত দেরি হতে পারে ভাবাই যায় না!

তার মনে দুটা জ্বালা। মিস করছে সে ডেভিডকে। চাইছে গ্রেগ হেল যেন বাসায় ফিরে যায়। ভাগ্য ভাল, কান ঝালাপালা করছে না লোকটা। নিজের টার্মিনালে বসে থেকে বুঁদ হয়ে আছে আপন কাজে। যা খুশি তা করে মরুকগে লোকটা। রান-মনিটরে না ঢুকলেই হল। সে যে সেখানে ঢোকেনি তার প্রমাণ এই নিরবতা।

ব্যাপারটা ঘটল সুসানের তৃতীয় কাপ চা খাবার সময়– টার্মিনালটা এবার বিপ করে উঠল। দ্রুত হয়ে উঠল নাড়ির গতি। একটা এনভেলাপ দেখা যাচ্ছে। তার মানে ফিরতি ই-মেইল। একবার দ্রুত হেলের দিকে তাকিয়ে নেয় সুসান। না সে আসলেই ডুবে গেছে কাজে। দম বন্ধ করে এনভেলাপের গায়ে ডবল ক্লিক করল সে।

'নর্থ ডাকোটা,' নিজেকে শুনিয়ে বিড়বিড় করল অবশেষে সুসান, 'দেখা যাক কে তুমি।'

খুলে গেল ই-মেইল। একটা মাত্র লাইন সেখানে। পড়ল সুসান। আবার পড়ে দেখল।

এ্যালফ্রাডোতে ডিনার চলবে? রাত আটটায়?

FROM: GHALE@CRYPTO.NSA.GOV

ঘরের অপর প্রান্ত থেকে হেল মুচকে হাসল।

সেন্ডারের ঠিকানা দেখল সুসান সাথে সাথে।

boiRboi.net

রাগের একটা তীব্র অনুভূতি উঠে আসছে সুসানের সারা শরীর বেয়ে। কোনক্রমে সেটাকে ঠেকিয়ে দিল সুসান। মেইলটা ডিলিট করে দিয়ে কোনমতে মুখ কামড়ে বলল, 'খুব বড়মি দেখান হল, তাই না গ্রেগ?'

'তারা কিন্তু দারুণ কারপাচ্চিও বানায়,' হাসল গ্রেগ, 'কী বল তুমি? তারপর আমরা–'

'ফরগেট ইট।'

'হায়!' আফসোস ঝরে পড়ল গ্রেগের কণ্ঠে। আবার নিজের টার্মিনালে ফিরে গেল সে। ব্যাপারটা আর ভাল লাগে না ক্রিপ্টোগ্রাফির প্রধানের। সে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে গ্রেগের ব্যবহারে। হেল সব সময় যৌন সুড়সুড়ি দেয়া খোচা দেয় সুসানকে। তার অনেকদিনের ইচ্ছা, ট্রান্সলেটারের বাকা দেহটায় শরীর এলিয়ে দিয়ে তারা সেক্স করবে। কিন্তু সুসান তার পরও তাকে কিছু বলেনি কখনো। হেলের একটাই আফসোস, সুসান এক ইউনিভার্সিটি টিচারের সাথে ভালবাসা করছে যে কিনা সামান্য বাদামের দাম তুলে আনতেও অনেক খাটাখাটি করে। আফসোস। আমরা দারুণ সন্তান জন্ম দিতে পারতাম– ভাবে লোকটা।

'কী নিয়ে কাজ করছ তুমি এত শশব্যস্ত হয়ে?' কথার মোড় ঘোরাতে চায় হেল।

কোন জবাব নেই সুসানের পক্ষ থেকে।

'তুমি তো আমাদের দলের সদস্য তাই না? আমি কি কিছুই জানতে পারব না?' উঠে দাঁড়াল হেল। টার্মিনাল ঘুরে চলে আসছে সুসানের কাছে।

হেলের আগ্রহ আজ যে একটা অনর্থ ঘটিয়ে ছাড়বে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে সুসান। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে, 'ডায়াগনোসিস।' কমান্ডারের মত করেই মিথ্যাটা ঝেড়ে দিল সে।

সাথে সাথে থমকে গেল হেল, 'ডায়াগনোসিস?' সন্দেহ দেখা দিল তার কণ্ঠে, 'সেই প্রফেসরের সাথে খেলাধূলা না করে তুমি শনিবারটা মাটি করছ ডায়াগনোসিস করে?'

'তার নাম ডেভিড।'

'যাই হোক।'

বাঘিনীর মত তাকাল সুসান সাথে সাথে, 'ভাল কোন কাজ কি তোমার হাতে নেই?'

'তুমি কি আমার হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছ?'

'আসলে, ইয়েস।'

'ওহহো, সু! আমি আহত হলাম!'

boiRboi.net

সুসানের চোখ এবার আরো সরু হয়ে গেল। সু নামে ডাকলে সে সব সময় তেতে ওঠে। নামটা নিয়ে তার কোন আপত্তি থাকত না কিন্তু গ্রেগ হেল একমাত্র লোক যে তাকে এ নামটায় ডাকে।

'আমি কেন তোমাকে সহায়তা করব না, বলতো!' আবার এগিয়ে আসছে সে সুসানের কাছে, 'ডায়াগনস্টিক্স জাতীয় কাজে আমি কিন্তু এককাঠি সরস। আর তার উপর আমি আরো মরে যাচ্ছি ভেবে ভেবে, কী এমন ডায়াগনোসিস আছে যার জন্য শক্তিমত্ত সুসান ফ্লেচার শনিবারের রাতটা কাটাতে আসে ক্রিপ্টোতে!'

এ্যাড্রিনালিন বয়ে গেল সুসানের শরীরে। স্ক্রিনের ট্রেসারের দিকে চোখ চলে গেল তার। জানে, হেলকে এটা দেখতে দেয়া যাবে না– সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ত্যক্ত বিরক্ত করে ছাড়বে। 'আমি ব্যাপারটা গোপন রেখেছি, গ্রেগ।' বলল সে অবশেষে।

কিন্তু হেল আসছেই। টার্মিনালের সামনে চলে এলে সুসান বুঝতে পারল যা করার করতে হবে এখনি। হেল মাত্র কয়েক পা দূরে থাকতেই পদক্ষেপ নিল সে। উঠে দাঁড়াল। পথরোধ করল হেলের।

সোজা চোখে চোখে তাকাল সে। 'আমি বলেছি, না!'

সুসানের সিন ক্রিয়েশন দেখে ঘাবড়ে গেল গ্রেগ। একটু। আরো এগিয়ে এল এবার খেলোয়াড়ের মত। এরপর কী ঘটবে সে ব্যাপারে গ্রেগ হেলের কোন ধারণাই নেই।

দাঁড়িয়ে গেল হেল। পিছিয়ে গেল শক পেয়ে। সুসান ফ্লেচার যে সিরিয়াস তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর আগে কখনো মেয়েটা তাকে ছোয়নি। কখনো না। হেল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে গেল নিজের টার্মিনালে। বসতে বসতে একটা কথা তার মাথায় খেলছে– আর যাই হোক, সুসান ফ্লেচার ডায়াগনোসিস করছে না।

সে আরো গুরুত্বপূর্ণ কোন এক কাজে ব্যস্ত।

boiRboi.net

অধ্যায় : ২৮

সিনর রোল্ডান তার ডেস্কে বসে বসে ভাবছে, বড় বাঁচা বাঁচা গেল। পুলিশের বা সে রকম কোন এক সংস্থার লোকের কাছে পরিষ্কার করে দেয়া গেছে সে কোন সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। তাদের এ প্রতিষ্ঠান একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা। গার্ডিয়া তাকে ফাদে ফেলার জন্য এ কাজ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরপর তারা কী করবে?

ভাবনায় ছেদ পড়ল টেবিলের ফোনটা তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিতেই। 'বুয়েনাস নচেস, এসকর্টে বেলিন।' বলল সে।

'বুয়েনাস নচেস,' আলোর গতিতে স্প্যানিশে বলে উঠল এক লোকের কণ্ঠ। নাকে নাকে কথা বলছে লোকটা। যেন ঠান্ডা লেগেছে। 'এটা কি কোন হোটেল?'

'না, স্যার। কোন নাম্বার আপনি ডায়াল করেছেন?' আজ বিকালে সিনর রোল্ডান আর কোন ফাদে পা দিতে চায় না।

'থ্রি ফোর- সিক্স টু- ওয়ান জিরো,' বলল কণ্ঠটা।

ভ্রু কোচকাল রোল্ডান। কণ্ঠটা কেমন যেন পরিচিত লাগছে। উচ্চারণটা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করল সে। বার্গোস নাকি? 'আপনি ঠিক নাম্বারেই ডায়াল করেছেন। কিন্তু এটা একটা এসকর্ট সার্ভিস।'

একটু থেমে থাকল লাইনের কণ্ঠটা। 'ও... আই সি! দুঃখিত। কে যেন নাম্বারটা লিখে রেখেছিল। মনে করলাম কোন হোটেলের নাম্বার। আমি বার্গোস থেকে আসছি। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য সত্যি দুঃখিত। আচ্ছা-'

'থামুন!' না বলে পারল না সিনর রোল্ডান। সে মনেপ্রাণে একজন সেলসম্যান এখানে। কেউ কি রেফার করেছে? উত্তর থেকে নতুন কোন ক্লায়েন্ট? বাণিজ্যের সামান্যতম সুযোগও সে ছাড়বে না।

'বন্ধু আমার,' আমুদে সুর নিয়ে বলল সিনর রোল্ডান, 'আমি আপনার কণ্ঠে আগেই বার্গোসের সুর ধরেছিলাম। নিজেও বাস করতাম ভ্যালেন্সিয়ায়। সেখানেই আমার জন্ম। আপনি কোন কাজে সেভিলে এসেছেন?'

'জুয়েলারি বিক্রি করি। মাজোরিকা মুক্তা।'

'মাজোরিকা, স-ত্যি? আপনি মনে হয় ঘোরাঘুরির উপরেই থাকেন...'

অসুস্থের মত কাশল কণ্ঠটা, 'আসলে... ঠিকই বলেছেন।'

'সেভিলে এসেছেন ব্যবসার কাজে?' রোল্ডান নিশ্চিত এটা আর যাই হোক, গার্ডিয়ার চাল নয়। মাটি ঘেঁষা উচ্চারণ। সে একজন কাস্টমার। ক-তে কাস্টমার।

'আমাকে আন্দাজ করতে দিন– কোন বন্ধু আপনাকে নাম্বারটা দিয়েছিলেন, তিনি বলেছেন আমাদের একটা কল করতে, তাই না?'

কণ্ঠটায় অপ্রস্তুতের ভাব ঝরে পড়ল, 'আসলে... না, মানে ব্যাপারটা তেমন নয়।'

'লজ্জা পাবার কিছু নেই, সিনর। আমরা এসকর্ট সার্ভিস। এতে লজ্জার কিছুই নেই। সুন্দর মেয়ে নিয়ে ডিনার ডেট করা– এই সব। কে আপনাকে নাম্বারটা দিয়েছে? মনে হয় খুব নিয়মিত কোন ক্রেতা। আমি আপনাকে স্পেশাল রেট দিতে পারি।'

'আসলে কেউ আমাকে নাম্বারটা দেয়নি। আমি একটা পাসপোর্টের সাথে পেয়েছিলাম। মালিককে খুজে বের করার চেষ্টা করছি।'

ডুবে গেল রোল্ডান, তার হৃদপিন্ড সাথে করে। এ লোক তাহলে কাস্টমার নয়। 'আপনি বলতে চাচ্ছেন নাম্বারটা কুড়িয়ে পেয়েছেন?'

'আজকে পার্কে এক লোকের পাসপোর্ট কুড়িয়ে পাই। ভিতরে একটা কাগজের টুকরায় আপনাদের নাম্বারটা লেখা ছিল। মনে হল এটা তার হোটেলের নাম্বার। যাক, আমার ভুল। যাবার পথে কোন পুলিশ স্টেশনে সেটা ফেলে দিলেই কাজ হয়ে গেল–'

'মাফ করবেন। আমি কি আরো ভাল একটা ধারণা দিতে পারি?' মনে মনে একবার চেখে নিচ্ছে নতুন কাস্টমার বাগানোর সম্ভাবনাটা। গার্ডিয়া যা শুরু করেছে তাতে তার পুরনো কাস্টমাররা এক্স কাস্টমারে পরিণত হচ্ছে। নতুন লোক পেলে বরং ভাল হয়। 'ব্যাপারটা এভাবে দেখুন। যেহেতু আপনি এক লোকের পাসপোর্টে নাম্বারটা পেয়েছেন সেহেতু বলা চলে সে আমাদের কাস্টমার। আমি হয়ত পুলিশের কাছে যাবার কষ্টটা কমিয়ে দিতে পারি।'

ইতস্তত করছে কণ্ঠটা, 'আমি ঠিক জানি না। আমার হয়ত শুধু–'

'এত বেশি দোনোমনায় ভোগার কোন মানে হয় না, মাই ফ্রেন্ড। কথাটা বলতে আমি একটু দ্বিধা করছি। আসলে এখানকার পুলিশ উত্তরের মত ততটা কাজের কাজি নয়। লোকটার হাতে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিতে দিতে কয়েক দিনও পেরিয়ে যেতে পারে। আপনি নামটা জানিয়ে দিলে আমি খেয়াল রাখব যেন তিনি দ্রুত জিনিসটা ফেরৎ পান।'

'হ্যা। যাক... আমার মনে হয় না তাতে কোন ক্ষতি হবে...' বলল সে, কাগজ উল্টাতে উল্টাতে, খসখস শব্দ হচ্ছে ওপাশে, 'নামটা জার্মান। উচ্চারণটা ঠিকমত করতে পারব না... গুস্তা... গুস্তাফসন?'

নামটা চট করে চিনে ফেলে রোল্ডান। কিন্তু সারা পৃথিবীতে তাদের ক্লায়েন্ট আছে। তারা কেউ আসল নাম জানায় না। 'কেমন দেখায় তাকে? মানে তার ছবিতে? হয়ত মনে পড়ে যাবে নামটা।'

'আসলে...' বলল কণ্ঠটা, 'তার চেহারা অনেক অনেক মোটা।'

সাথে সাথে রোল্ডান চিনে ফেলল। সেই হোৎকা চেহারাটাকে ভালভাবেই চেনে। রোসিওর সাথের লোকটা। ব্যাপারটা বিচিত্র, ভাবে সে, এক জার্মানের ব্যাপারে দুটা কল পাওয়া স্বাভাবিক নয়।

'মিস্টার গুস্তাফসন? অবশ্যই। আমি তাকে ভালভাবেই চিনি। আপনি পাসপোর্টটা আনলে সেটা মালিকের হাতে গছিয়ে দিতে পারব সহজেই।'

'আমি আছি ডাউনটাউনে। কোন গাড়ি নেই সাথে। আপনি এলে ভাল হয়।'

'আসলে আমি ফোনের কাছ থেকে সরতে পারব না। কিন্তু জায়গাটাতো তেমন দূরে নয়, ইচ্ছা হলেই চলে আসতে পারেন আপনি।'

'আই এ্যাম স্যরি। আমার হাতে ততটা সময় নেই। কাছেই একটা গার্ডিয়া স্টেশন আছে। আমি সেখানেই রেখে যাচ্ছি। আপনি তাকে পেলে জানিয়ে দিবেন।'

'না, থামুন!' চিৎকার করে উঠল রোল্ডান, 'পুলিশকে এর সাথে জড়ানোর কোন মানে হয় না। আপনি ডাউনটাউনে, তাই না? আলফানসো তের হোটেলটা কি চেনেন? সিটিতে এরচে ভাল হোটেল খুব বেশি নেই।'

'হ্যা। আমি আলফানসো তের হোটেলটা চিনি। পাশেই।'

'দারুণ! মিস্টার গুস্তাফসন সেখানে আজ রাতের অতিথি। তিনি হয়ত এর মধ্যেই সেখানে চলে গেছেন।'

একটু ইতস্তত করল কণ্ঠটা, 'আই সি... তাহলে মনে হচ্ছে এতে কোন সমস্যা নেই।'

'সুপার্ব! হোটেলের রেস্তোরায় তিনি আমাদের একজন এসকর্টের সাথে ডিনার সারবেন।' রোল্ডান জানে, তারা এর মধ্যেই বিছানার কাছাকাছি চলে গেছে, কিন্তু বিশ্রি ব্যাপারটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করে লোকটার মন নষ্ট করে দিতে চায় না সে। 'কনসার্জের কাছে পাসপোর্টটা রেখে দিন। তার নাম ম্যানুয়েল। তাকে বলুন আমি আপনাকে পাঠিয়েছি। জানিয়ে দিন জিনিসটা রোসিওর কাছে দিতে হবে। আজ সন্ধ্যার জন্য রোসিও মিস্টার গুস্তাফসনের ডেট। আপনি সেখানে নিজের নাম-

ঠিকানাও রেখে দিন। হয়ত মিস্টার গুস্তাফসন আপনাকে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দিতে চাইবেন।'

'ভাল আইডিয়া। আলফানসো তের। আমি এখনি সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। থ্যাঙ্ক ইউ।'

ডেভিড বেকার ফোনটা ঝুলিয়ে রাখল। আলফানসো তের। হাসল সে। 'শুধু জানতে হয় কী করে জিজ্ঞেস করতে হয়।'

নিরব আন্দালুসিয়ান রাতে বেকারের পিছু নিল কেউ একজন।

কে, কেউ জানে না।

boiRboi.net

অধ্যায় : ২৯

হেলের সাথে মোটামুটি সংঘর্ষের পর সুসানের মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। নড থ্রির ওয়ান ওয়ে গ্লাস দিয়ে বাইরে তাকাল। ক্রিপ্টো ফ্লোর খালি। হেল একেবারে চুপ মেরে গেছে। গম্ভীর। সুসানের মনে একটাই আশা, এই উটকো লোকটা যেন চলে যায়।

মাঝে মাঝে ভাবছে স্ট্র্যাথমোরকে ডাকবে কিনা। ডাকলে কমান্ডার সোজা সাপ্টা লাথি কষাবে হেলের পিছনদিকে। বের করে দিবে। হাজার হলেও, আজ শনিবার রাত। কিন্তু তাকে সরিয়ে দিলে অবিশ্বাসের বিষবাষ্প ছড়াবে। বাকি ক্রিপ্টোদের কাছেও রাষ্ট্র হয়ে যাবে। বদনামও ছড়াতে পারে। সুসান ঠান্ডা মাথায় ভাবল- হেলকে পাত্তা না দিলেই চলে। লোকটা নিজে নিজেই চলে যাবে আর একটু পর।

আনব্রেকেবল এ্যালগরিদম! আবার চিন্তা চলে যাচ্ছে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের দিকে। মন মানতে চায় না। এদিকে ট্রান্সলেটার তার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে।

স্ট্র্যাথমোরের কথা মনে পড়ে যায় এবার। একা একাই সমস্ত গুরুভার নিজের কাধে তুলে নিয়েছে। সমস্ত বাধা বিপত্তির সামনে থেকে একেবারে হিমালয়ের মত অবিচল আর শান্ত সে।

স্ট্র্যাথমোরের ভিতরে মাঝে মাঝে ডেভিডের ছায়া পায় সুসান। তাদের গুণের মধ্যে অনেক মিল। কখনো কখনো সুসানের মনে হয় স্ট্র্যাথমোর তাকে ছাড়া চলতে পারত না। রাজনীতির ঘোরপ্যাচ, বাইরের শত হ্যাপা সামলানোর পর স্ট্র্যাথমোর কাজে মন দিতে পারত না যদি সুসানের মত কোন হেড ক্রিপ্টোগ্রাফার নিজের কাজটা এত ভাল না বাসত।

এদিকে স্ট্র্যাথমোরও সুসানের জীবনে আলোকবর্তিকার মত। চারধারে ক্ষমতালোভী মানুষের দঙ্গল, এর মাঝেও তাকে কী করে যেন ছায়া দিয়ে দিয়ে এত দূরে টেনে এনেছে। আগে যা শুধু স্বপ্ন ছিল সেগুলোকে দিয়েছে বাস্তব রূপ।

সবচে বড় কথা, কমান্ডার সেই সুন্দর বিকালে ডেভিড বেকারকে ক্রিপ্টোতে ডেকে না আনলে সে আর তাকে দেখতে পেত না কখনোই। মনের মত একজন মানুষের সন্ধান পাওয়াটা শুধুই কল্পনা থেকে যেত।

একটা ফ্যাক্স এসেছে সুসানের কাছে। সাত মাস ধরে পড়ে আছে। এখনো এর কোড ভাঙতে পারেনি সুসানঃ

প্লিজ এ্যাকসেপ্ট দিস হাম্বল ফ্যাক্স
মাই লাভ ফর ইউ ইস উইদাউট ওয়াক্স।

সুসান ভেবে পায় না কী এই উইদাউট ওয়াক্স। অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে। হাসে ডেভিড। জবাব দেয় না। এটা এক ধরনের প্রতিশোধ। কোড দিয়ে দিয়ে ডেভিডের জান জেরবার করে দিয়েছিল সুসান। সব জায়গায় কোড। বাজারের লিস্টিতে এনক্রিপশন, ভালবাসার নোটে এনক্রিপশন। এ এক প্রকার খেলা। ডেভিড আস্তে আস্তে ভাল ক্রিপ্টোগ্রাফার হয়ে উঠছিল। এরপর এক খেলা খেলতে শুরু করল সে। সব জায়গায় লেখা শুরু করল, 'উইদাউট ওয়াক্স, ডেভিড।'

এই উইদাউট ওয়াক্সের কোন মানে বের করতে পারছে না আর সুসান।

যত বার সুসান মানে জানতে চেয়েছে, চাপাচাপি করেছে, ততবারই ঠান্ডা মাথায় ডেভিড বলেছে, 'তুমিই তো কোড ব্রেকার।'

এন এস এ ক্রিপ্টোর হেড সব চেষ্টা করেছে, সাইফার বক্স, সাবস্টিটিউশন এমনকি এ্যানাগ্রাম। কম্পিউটারে উইদাউট ওয়াক্স ঢুকিয়ে দিয়ে অক্ষরগুলো সাজিয়ে দিয়ে নতুন শব্দ বানাতে বলেছে। যা পেয়েছে তার কোন মানে নেই। ট্যাক্সি হাট ওয়াও। বোঝাই যায়, এনসেই টানকাডো একমাত্র লোক নয় যে আনব্রেকেবল কোড বানাতে পারে।

হিসহিস করে খুলে যাচ্ছে কাচের দরজা। মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল। স্ট্র্যাথমোর ঢুকছে।

'সুসান, কোন খবর আছে নাকি?' প্রশ্ন করতে করতেই স্ট্র্যাথমোর দেখতে পায় হেলকে, 'ওয়েল, গুড ইভিনিং, মিস্টার হেল।' চোখ সরু হয়ে গেল তার, 'শনিবারে, আমিতো ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। কী করছেন আপনি?'

হাসল হেল, 'শুধু নিশ্চিত হতে চাচ্ছি আমার ওজনটা টেনে নিতে পারি নিজেই।'

'আই সি!' একটু ভাবল স্ট্র্যাথমোর, সিদ্ধান্ত নিল, হেলকে এখান থেকে বের করে দিবে না হঠাৎ করে। তাতে ব্যাপারটা খারাপ হতে পারে। 'মিস ফ্লেচার, তোমার সাথে কি কথা বলতে পারি? বাইরে?'

একটু ইতস্তত করল সুসান, 'ও... অবশ্যই, স্যার।' তাকাল সে মনিটরের দিকে। তারপর তাকাল গ্রেগ হেলের চোখে চোখে, 'এক মিনিট।'

মাত্র কয়েকটা বাটন চেপে সে স্ক্রিনলক নামের প্রোগ্রামটা বের করে আনল। এটা প্রাইভেসি ইউটিলিটি। নড থ্রির প্রতিটা কম্পিউটারে এটা আছে। স্ক্রিন লক

দেখবে যেন তার ব্যবহারকারি বাদে আর কেউ এসব গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া না করে। পাঁচ অক্ষরের প্রাইভেসি কোড দিল সুসান। তার স্ক্রিন কালো হয়ে গেল সাথে সাথে। এমনি থাকবে সে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত।

পায়ে জুতা গলিয়ে নিয়ে এবার পিছু নিল কমান্ডারের।

'কোন নরকের কাজ করছে সে এখানে?' নড থ্রির বাইরে বেরুনোর সাথে সাথে স্ট্র্যাথমোর গর্জে উঠল।

'যা সে করে,' বলল সুসান, 'কিছুই না।'

স্ট্র্যাথমোর একটু উদ্বিগ্ন, 'সে কি ট্রান্সলেটারের ব্যাপারে কিছু বলেছে?'

'না। কিন্তু যদি সে রান মনিটরে যায় আর সতেরো ঘন্টার কাহিনী দেখে তাহলে কিছু না কিছু যে বলবে তাতে সন্দেহ কী!'

স্ট্র্যাথমোর মানে না, 'সে রান মনিটরে ঢুকবে কোন দুঃখে?'

'আপনি কি তাকে বাসায় দেখতে চান?'

'না। তাকে এখানেই থাকতে দিব। চার্ট্রাকিয়ান গেছে নাকি?'

'জানি না। দেখিনি তাকে।'

'জিসাস!' স্ট্র্যাথমোর আরো তীব্র কণ্ঠে বলল, 'এ কি কোন সার্কাস? ট্রেসার থেকে কোন তথ্য এসেছে? আমি বসে আছি, মনে হচ্ছে ট্রেসারটা আমার পাঠানো।'

'না। ডেভিড কল করেছিল?'

মাথা নাড়ল স্ট্র্যাথমোর, 'আঙটি পাবার আগ পর্যন্ত কল করতে মানা করে দিয়েছি।'

'কেন? যদি তার সাহায্য প্রয়োজন হয়, তখন?'

'এখান থেকে তাকে খুব সাহায্য করতে পারব আমি, তাই না? সে একা আছে সেখানে। তার উপর আমি আনসিকিউরড লাইনে কথা বলব কোন আক্কেলে? যদি কেউ শুনে ফেলে? আমাদের পিছনে ফেউ লেগে থাকার সম্ভাবনা কম নয়।'

উদ্বেগে সুসানের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, 'এর মানে কী?'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে উঠল স্ট্র্যাথমোর, 'ডেভিড ভাল আছে। আমি শুধু একটু বাড়তি সতর্কতা রাখছি।'

তাদের ত্রিশ গজ দূরে, নড থ্রির ওয়ান ওয়ে কাচের ওপাশ থেকে সুসানের টার্মিনালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে হেল। মনিটরটা কালো। সুসান আর কমান্ডারের দিকে তাকাল সে। তারপর পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে তুলে আনল একটা কার্ড। ইনডেক্স নাম্বারটা দেখল একবার।

amarboi.net

আবার তাকাল সুসান আর স্ট্র্যাথমোরের দিকে। তারা এখনো কথা বলছে। এবার পাঁচটা অক্ষর ঢোকাল ভিতরে। জীবন ফিরে পেল মনিটর।

'বিংগো!' মুখ ভেঙচে হাসল সে।

নড থ্রির প্রাইভেসি নাম্বার বের করা খুব বেশি জটিল নয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কোড ব্রেকার আর প্রোগ্রামারদের জন্য। প্রত্যেক টার্মিনালে একটা করে ডিটাচেবল কিবোর্ড থাকে। হেল তার সাথে করে সবার টার্মিনালের কিবোর্ডই নিয়ে গেছে একেক বার। তারপর সেখানে নিজের ইচ্ছামত একটা চিপ বসিয়ে দিয়েছে, যেন প্রতিটা কি স্ট্রোক মনে রাখতে পারে সেটা। সকালে সে নিজের মডিফাইড কিবোর্ডটা নিয়ে এসে লাগিয়ে রাখে। সন্ধ্যার সময় তুলে নিয়ে যায়। আসলটা লাগিয়ে রাখে। চিপে রেকর্ড করা ডাটা দেখে নেয়। যদিও লাখ লাখ কি স্ট্রোক থাকার কথা তবু পাসওয়ার্ডটা বের করা সহজ। একজন ক্রিপ্টোগ্রাফার তার দিনটা শুরু করে পার্সোনাল কিগুলো চেপে। আনলক করে টার্মিনাল। এ কারণেই হেলের কাজটা একেবারে পানির মত সোজা হয়ে যায়– লিস্টের প্রথম পাচটা অক্ষরই প্রাইভেসি কোড।

সুসানের মনিটরের দিকে তাকাতে তাকাতে হেলের মনে হয় ব্যাপারটা বিচিত্র। সে কোডগুলো চুরি করেছে নিতান্তই শখের বশে, কিছুটা তালগোল পাকানোর ইচ্ছায়। এখন তার খুশি লাগছে, আগেই কোন তালগোল পাকায়নি বলে।

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। সেখানের লেখাটা লিম্বোতে করা। এটা তার স্পেশালিটির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু এদিকে তাকিয়েই হেল ঠিক ঠিক বলে দিতে পারবে– এটা কোন ডায়াগনোসিস নয়। মাত্র দুটা শব্দের মানে ধরতে পারল সে, কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট–

টার্গেট সার্চিং...

'ট্রেসার?' আপনমনে বলে সে, 'কী সার্চ করছে?' হঠাৎ অপ্রস্তুত বোধ করে হেল। সুসানের মনিটরের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে সে সিদ্ধান্ত নেয়।

লিম্বোর ভাষাটা ভালভাবে না চিনলেও সে এ সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানে। এটা লেখা হয়েছে দুটা ভাষাকে অবলম্বন করে। সি এবং প্যাস্কেল। দুটাই তার একেবারে নখদর্পণে।

বাইরে তাকায় সে। এখনো কথা বলছে স্ট্র্যাথমোর আর সুসান। কয়েকটা মডিফাইড প্যাস্কেল কমান্ড দিয়ে সে রিটার্ন চাপল। ট্রেসারের স্ট্যাটাস উইন্ডো তার আশা মতই ব্যবহার করলঃ

টার্গেট এ্যাবোর্ট?

দ্রুত টাইপ করল সেঃ ইয়েস

আর ইউ শিওর?

আবার টাইপ করলঃ ইয়েস
এক মুহূর্ত পর বিপ করে উঠল কম্পিউটারঃ

ট্রেসার এ্যাবোর্টেড

হাসল হেল।

এইমাত্র সুসানের কাছ থেকে একটা মেসেজ গেল যাতে বলা আছে ট্রেসার নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সে যে ব্যাপারটার জন্যই অপেক্ষা করুক না কেন, সেজন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে অনেক সময় ধরে।

তার এখানে আসার সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলা হল। মুছে ফেলা হল এইমাত্র দেয়া কমান্ড। এরপর দিয়ে দিল সুসানের প্রাইভেসি কমান্ড।

কালো হয়ে গেল মনিটর।

যখন সুসান নড থ্রি তে নিজের টার্মিনালে ফিরে এল, তখন শান্তভাবে জায়গামত বসে আছে গ্রেগ হেল।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৩০

আলফানসো তের হল ছোটখাট, ফোর স্টার হোটেল। মার্বেলের ঝকঝকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল ডেভিড। দরজার কাছে যাবার সাথে সাথে সেটা হাট হয়ে খুলে গেল। সেখানে লোকজন অপেক্ষা করছে তার জন্য। তার মত কারো জন্য।

'ব্যাগেজ, সিনর? আমি কি আপনাকে সহায়তা করতে পারি?'

'না, থ্যাঙ্কস, আমি কনসার্জের সাথে কথা বলতে চাই।'

আহত হল যেন বেলবয়। দু সেকেন্ডের এ দেখা হওয়াটা যেন একেবারে বৃথা গেল। 'পোর একুই, সিনর।' লবির দিকে দেখিয়ে দিল সে। কনসার্জ বা ডোরকিপারের দিকে নির্দেশ করেই চলে গেল ঝটপট।

লবিটা ছোট, কিন্তু দারুণভাবে সাজানো। স্পেনের সোনালি দিন অতীত হয়ে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে এ জাতিটা পুরো পৃথিবীর উপর শাসন চালিয়েছিল। ঘরটায় সে সময়কার চিহ্ন প্রকট– আর্মার স্যুট, মিলিটারি সাজপোশাক, সোনার একটা ডিসপ্লে সেট।

কনসার্জে লেখা মার্কের পিছনে বত্রিশ দাঁত কেলিয়ে এভাবে একটা লোক তাকিয়ে আছে যেন সে সারাটা জীবন ধরে অপেক্ষা করছে ডেভিডের জন্য। 'এন কিউ পুয়েডো সার্ভির্লে, সিনর? আমি কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি, জনাব?' বেকারের সারা শরীরে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে তোষামোদী কথাটুকু বলল সে।

স্প্যানিশে জবাব দিল বেকার, 'আমি ম্যানুয়েলের সাথে কথা বলতে চাই।'

লোকটার মুখচোখ আরো খুশি হয়ে উঠল যেন। কান থেকে কানে ছড়িয়ে গেল হাসির মেকি পরশ, 'সি, সি, সিনর। আমিই ম্যানুয়েল। আপনার কামনা কী?'

'সিনর রোল্ডান আমাকে–'

নার্ভাসভাবে লবিতে চোখ বুলিয়ে নেয় লোকটা। 'আপনি আরো একটু এগিয়ে আসছেন না কেন?' বেকারকে কাউন্টারের একেবারে শেষ কোণায় নিয়ে এল লোকটা, 'এবার,' বলল সে, ফিসফিস করে, 'কী করে আমি আপনাকে সহায়তা করতে পারি?'

কণ্ঠ নিচু করে বেকার কথা বলতে শুরু করল, 'আমি তার একজন এসকর্টের সাথে কথা বলতে চাই যে এখানে এখন ডিনার করছে বলে আমার বিশ্বাস। নাম তার রোসিও।

এবার টেনে রাখা দম ছাড়ল কনসার্জে স্বস্তির সাথে, 'ও, রোসিও... এক অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টি।'

'আমার তার সাথে অবশ্যই দেখা করতে হবে।'

'কিন্তু সিনর, সে তো এখন একজন ক্লায়েন্টের সাথে আছে।'

মাফ চাইবার ভঙ্গিতে নড করল বেকার, 'ইটস ইমপর্টেন্ট।' এ ম্যাটার অব ন্যাশনাল সিকিউরিটি।

মাথা নাড়ল কনসার্জে, 'অসম্ভব। আপনি যদি কোন চিরকুট–'

'মাত্র এক মুহূর্ত লাগবে। সে কি ডাইনিঙে আছে?'

কনসার্জে আবারো মাথা নাড়ল, 'আরো আধঘন্টা আগে আমাদের ডাইনিং ক্লোজ হয়ে গেছে। আজ বিকালের মত রোসিও আর তার ক্লায়েন্ট মনে হয় বিদায় নিয়ে ফেলেছে। আপনি যদি কোন মেসেজ দেন তো সকালে তার হাতে পৌছে দিতে পারি।' পিছনে নাম্বার দেয়া মেসেজ বক্স আছে।

'আমি যদি তার রুমে কল করে–'

'স্যরি।' কনসার্জে বলল। তার ভদ্রতা আস্তে আস্তে মিইয়ে যাচ্ছে। 'ক্লায়েন্টের প্রাইভেসির ব্যাপারে আলফানসো তের খুব স্ট্রিক্ট।'

ব্রেকফাস্টের জন্য একজন মোটাসোটা লোক আর তার সাথে এক পতিতা নেমে আসবে দশ ঘন্টা পর আর তাদের জন্য অপেক্ষা করবে বেকার, এমন ইচ্ছা নেই তার।

'আমি বুঝতে পারছি,' বলল বেকার, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আন্ত রিকভাবে দুঃখিত।'

ঘুরে লবির দিকে এগিয়ে গেল সে। সামনে অনেক খাম আর কলম আছে। একটা তুলে নিয়ে খামের উপর লিখলঃ

রোসিও।

এগিয়ে গেল কনসার্জের দিকে।

'আবার আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত।' ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে এগিয়ে এসে বলল বেকার, 'আমি বোকার মত কাজ করেছি, মানি। আমি রোসিওকে বলতে চাচ্ছিলাম আর একদিন কেমন সময় কাটিয়েছি আমরা। কিন্তু আজই আমি টাউন ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তার জন্য কোন নোট রেখে যেতে পারি কি?' কাউন্টারে খামটা রাখল সে।

খামের দিকে চোখ রেখে হাসল লোকটা। ম্লান হাসি। আরো এক হেটেরোসেক্সুয়াল, যে কিনা ভালবাসার জন্য মরতে বসেছে! ভাবে সে। কী অপচয়! চোখ তুলে তাকায় সে। 'অবশ্যই, মিস্টার...?'

'বুসিয়ান,' বলল বেকার, 'মিগুয়েল বুসিয়ান।'

'অফ কোর্স। রোসিও যেন সকালেই এটা পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখব আমি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' বলল বেকার। তারপর ঘুরে চলে গেল।

বেকারের পিছনদিকটা ভাল করে লক্ষ করতে করতে কনসার্জে খামটা কাউন্টার থেকে নিয়ে একটা বাক্সে ভরে ফেলল।

শেষবারের মত ঘুরে দাঁড়াল বেকার।

'কোথায় ট্যাক্সি পাব?'

কী জবাব দিল কনসার্জে সেসবের থোড়াই পরোয়া করে বেকার। তাকিয়ে আছে কনসার্জের হাতের দিকে। এক মুহূর্ত। যা দেখার দেখে নিয়েছে। বক্স নাম্বার তিনশো এক। স্যুট তিনশো এক।

কনসার্জেকে শেষ ধন্যবাদ দিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল এলিভেটরের দিকে।

আসা এবং যাওয়া। সুর করে বলল সে।

আসা এবং যাওয়া।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৩১

নড থ্রি তে এসেছে সুসান। স্ট্র্যাথমোরের সাথে কথোপকথনে ডেভিডের নিরাপত্তার ব্যাপারে আরো বেশি উদ্বেগ উঠে আসে মনে। কল্পনার বল্লাছাড়া ঘোড়া বারবার বিপদের গন্ধ খোজে।

'তো,' টার্মিনাল থেকে সে চোখ তোলে, 'স্ট্র্যাথমোর কী চায়? হেড ক্রিপ্টোগ্রাফারের সাথে একটা রোমান্টিক বিকাল?'

মন্তব্যটাকে গায়ে না মেখে সুসান নিজের কাজে মন দেয়। প্রাইভেসি নাম্বার টাইপ করে সে অন করে টার্মিনালটা। ট্রেসার প্রোগ্রাম এখনো দেখা যাচ্ছে। নর্থ ডাকোটার কাছ থেকে কোন জবাব আসেনি।

ড্যাম! ভাবে সুসান। কী কারণে এত দেরি হচ্ছে?

'তোমার বারোটা বেজে গেছে মনে হয়,' একেবারে নিষ্পাপের মত বলে ওঠে হেল, 'ডায়াগনোস্টিকের ব্যাপারে সমস্যা হচ্ছে নাকি?'

'সিরিয়াস কিছু নয়।' জবাব দেয় সে। কিন্তু সুসান জানে না ব্যাপারটা সিরিয়াস কিনা। ট্রেসারে কোন কাজ হচ্ছে না কেন এখনো? লিখতে গিয়ে কোন ভুল করেনিতো? লিম্বোর লম্বা লাইনগুলো চেক করে দেখে আরেকবার।

তার অস্থিরতা টের পায় হেল। 'হেই, তোমাকে বলতেই তো ভুলে গেছি, এনসেই টানকাডো যে আনব্রেকেবল কোডের কথা বলে সেটার ব্যাপারে কী করলে?'

সুসানের পাকস্থলিতে পাক দিয়ে উঠল। চোখ তুলল সে, 'আনব্রেকেবল এ্যালগরিদম?' নিজেকে ফিরে পেতে চায় সে, 'ও, হ্যা, আমি এ নিয়ে কী যেন পড়েছিলাম...'

'খুবই অবিশ্বাস্য দাবি।'

'হ্যা।' জবাব দেয় সুসান। ভেবে পায় না কেন হেল হঠাৎ এ কথা তুলল। 'আমি এর কোন দাম দেইনি। সবাই জানে, আনব্রেকেবল কোড হল গাণিতিকভাবে অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

হাসল হেল, 'ও... তাইতো... বার্গফস্কি প্রিন্সিপল।'

'এবং কমনসেন্স।'

'কে জানে...' নাটকীয়ভাবে বলল সে, 'পৃথিবী আর স্বর্গগুলোয় এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা কল্পনাতেও আনি না।'

'আই বেগ ইউর পারডন?'

'শেক্সপিয়র।' বলল হেল, যেন এ কোটেশনটা কোত্থেকে আসছে তা জানে না সুসান, 'হ্যামলেট।'

'জেলে থাকার সময় অনেক পড়েছ, না?'

মুখ ভেঙচে হাসল সে, 'সিরিয়াসলি, সুসান, কখনো কি ভেবেছ যে ব্যাপারটা সত্যিও হতে পারে?'

সুসানের কাছে কথাবার্তা আরো বেশি অপ্রস্তুত ভাব এনে দিচ্ছে। 'আসলে, আমরা কেউ তা করতে পারিনি।'

'হয়ত টানকাডো আমাদের আর সবারচে মেধাবী।'

'হয়ত।'

'আমরা কিছু সময়ের জন্য একত্রে কাজ করেছিলাম। আমি আর টানকাডো। জানা আছে তোমার?'

শকটা লুকানোর কোন চেষ্টা না করেই চোখ তোলে সুসান। 'সত্যি?'

'হ্যা। স্কিপজ্যাক এ্যালগরিদমের বারোটা বাজানোর পর পরই। টানকাডো আমার কাছে চিঠি লেখে। জানায়, আমরা দুজনে পৃথিবীর ডিজিটাল প্রাইভেসি রক্ষার কাজে ভাইয়ের মত।'

অবিশ্বাসটা ধামাচাপা দিতে পারছে না সুসান। হেল ব্যক্তিগতভাবে টানকাডোকে চেনে! অনাগ্রহী একটা ভাব ধরে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা চালায় সে।

বলে যাচ্ছে হেল, 'সে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। অভিনন্দন জানিয়েছিল স্কিপজ্যাকের পিছনদিকের দরজাটা আবিষ্কারের জন্য। বেসামরিক মানুষের প্রাইভেসি রক্ষার আন্দোলনে এটাকে সে একটা অভ্যুত্থান হিসাবে বিবেচনা করে। তুমিতো ভাল করেই জান, সুসান, স্কিপজ্যাক হল মানুষের কাছে ঠকানোর দরজা খুলে দেয়ার এক পথ। তোমরা, মানে আমরা এমন এক পথ রেখে দিয়েছি যাতে সব কিছুর ডাটা আমাদের হাতে চলে আসে। সবার ই-মেইল পড়তে পারি আমরা। তুমি যদি আমাকে প্রশ্ন কর তো আমি বলব আসলেই স্ট্র্যাথমোর ধরা খাবার যোগ্য কাজ করেছে।'

'গ্রেগ,' রাগকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করতে করতে সুসান বাতাসে হাত চালায়, 'সেই ব্যাকডোরটা এজন্য রাখা হয়েছে যাতে এন এস এ গুরুত্বপূর্ণ চিঠিগুলো পড়ে এ দেশের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। আমরা কারো প্রেম কাহিনী পড়ে ফেলব না শখের বশে। কারো নামে স্ক্যান্ডালও চড়াব না। শুধু দেশের নিরাপত্তার দিকটা দেখব।'

'ও, তাই?' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে হেল, মেকি সুরে, 'সাধারণ মানুষের ই-মেইল পড়ে ফেলাটা–'

'আগেই বলেছি, সাধারণ মানুষের দরকারি অদরকারি ই-মেইল আমরা পড়ে ফেলব না। সে সময় বা ইচ্ছা কোনটাই নেই এন এস এর। তুমি ভাল ভাবেই জান সেটা। এফ বি আই টেলিফোন টেপ করতে পারে, কিন্তু তার মানে এই না যে তারা সব কলই শুনে যায় একের পর এক।'

'যদি তাদের সেরকম ম্যানপাওয়ার থাকত তাহলে তারা তাই করত।'

কথাটায় দাম দিল না সুসান, 'সরকারের কাছে এমন অধিকার থাকা প্রয়োজন যার মাধ্যমে তারা ডাটা যোগাড় করবে আর ভালর পথটাকে প্রশস্ত করবে।'

'জিসাস ক্রাইস্ট!' হেল আফসোসের সুরে বলে, 'তোমার সুর শুনে মনে হয় স্ট্র্যাথমোর মগজধোলাই করে বসে আছে। তুমি ভালভাবেই জান যে এফ বি আই চাইলেই যে কোন ফোন শুনতে পায় না। আগে তাদের একটা ওয়ারেন্ট থাকতে হয়। একটা ছিদ্রসহ এনক্রিপশনের মানে এফ বি আইর ফোনে আড়িপাতা নয়, তারা সব পড়বে, সব সময়, সবখানে।'

'তুমিই ঠিকই বলেছ– আমাদের এ ক্ষমতা থাকা দরকার!' সুসানের গলার স্বর সাই সাই করে চড়ে যাচ্ছে, 'তুমি যদি স্কিপজ্যাকের পিছন দিকের দরজাটা না ধরিয়ে দিতে তাহলে যে কোডই ভাঙা প্রয়োজন পড়ত সেটাই ভেঙে ফেলতে পারতাম আমরা। তখন আর ট্রান্সলেটারের উপর এত চাপ দিতে হত না।'

'আর আমি যদি স্কিপজ্যাকের পিছনদিকের দরজাটা না দেখিয়ে দিতাম তাহলে অন্য কেউ না কেউ কাজটা করতই। কারো না কারো তা করতে হত। আমি তোমাদের খরচ আর সময় বাচিয়ে দিয়েছি আগেভাগে কাজটা করে। স্কিপজ্যাক বাজারে নামার পর খবরটা প্রচার হয়ে গেলে তোমাদের নাম কোথায় যেত একবার ভেবে দেখ।'

'আর এখন কী হল? পাগলাটে ই এফ এফ এখন ধরে বসে আছে যে আমরা যত কোড নামাই, যত এ্যালগরিদম নামাই তার সবার পিছনেই একটা করে ব্যাকডোর আছে। খুব ভাল হল, তাই না?'

'তো? সবগুলোতে কি রাখিনি?'

ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে থাকে সুসান।

'হেই!' বলল হেল, 'সে কথার আর কোন দাম নেই এখন। তোমরা ট্রান্সলেটার বানিয়ে ফেলেছ। ইনফরমেশন সোর্স এখন হাতের মুঠোয়। তোমরা পড়তে পার যা চাও, যে সময় চাও সে সময়টাতেই– কোন প্রশ্ন নেই। তোমরাই জিতে গেলে।'

'তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমরা জিতে গেলাম? আমি সর্বশেষ যে কথাটা জানি সেটা অনুসরণ করলে বলা চলে তুমি এন এস এর পক্ষে কাজ কর।'

'খুব বেশিক্ষণ নয়।'

'কোন প্রতিজ্ঞা করোনা।'

'আমি সিরিয়াস। কোন না কোন দিন আমি এখান থেকে ঠিক ঠিক বেরিয়ে যাব।'

'তখন ভেঙে পড়ব আমি।'

ঠিক তখনি কেন যেন সুসান সব কাজের জন্য হেলকে দায়ী করতে শুরু করে। রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে সে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের জন্য দায় দেয় তাকে, দায় দেয় ডেভিডের অনিশ্চয়তার জন্য, এ অস্থিরতার জন্য– যদিও সে জানে যে এসবের কোনটাই তার দোষ নয়।

হেলের একমাত্র সমস্যা সে বেয়াড়া। সুসানের আরো বড় কেউ হওয়া প্রয়োজন যেন হেলের কাছ থেকে সম্মান পেতে হলে। সব ক্রিপ্টোগ্রাফারকে শান্তি তে রাখার দায়িত্ব যেন তার। সবাইকে সুশিক্ষিত করে রাখার দায়িত্বও। হেল তরুণ আর একরোখা। এই হল সমস্যা।

তার দিকে আবার তাকায় সুসান। ব্যাপারটা আফসোসের। ক্রিপ্টোর সম্পদ হবার যোগ্যতা আছে তার। কিন্তু এখনো সে এন এস এর কাজের পিছনে কারণগুলো ধরতে পারছে না।

'গ্রেগ, আমি আজকে অনেক চাপে ভুগছি। তুমি যখন বল যে আমরা, এন এস এ কোন হাইটেক ছিদ্রান্বেষী সংস্থা, তখন আমার খুব লাগে। এ প্রতিষ্ঠানটা একটা মাত্র কারণে তৈরি করা হয়– এ জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। এজন্য কয়েকটা গাছ ঝাকিয়ে নিয়ে রোগাক্রান্ত আপেলটা খুজে বের করতে হয়। আমার মনে হয় সব মানুষ তার প্রাইভেসির কিছু অংশ ছাড় দিতে রাজি হবে তাদের নিরাপত্তার খাতিরে।'

কোন জবাব দিল না হেল।

'আজ অথবা কাল,' যুক্তি দিল সুসান, 'এ দেশের মানুষ কোন না কোন জায়গায় তাদের বিশ্বাস স্থাপন করবে। বাইরে ভাল সংস্থার কোন অভাব নেই। সেইসাথে মিশে আছে অনেক খারাপ। কাউকে না কাউকে তো এসবের ভিতরে ঢুকে কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ সে ব্যাপারে প্রভেদ করতে হবে। এটাই আমাদের জব। আমরা এটা পছন্দ করি আর না করি, এন এস এ দরজার প্রহরী।'

চিন্তান্বিতভাবে মাথা ঝাকায় হেল, 'কুইস কাস্টোডেট ইপসোস কাস্টোডেট?'

সুসানের অভিব্যক্তি ফাকা।

'ল্যাটিন কথা। এর মানে হল, গার্ডদের কে গার্ড দিবে?'

'আমিতো বুঝতে পারলাম না। গার্ডদের কে গার্ড দিবে?'

'হ্যা। আমরা যদি সোসাইটির প্রহরী হই, তাহলে কে আমাদের দেখবে? কে নিশ্চিত করবে যে আমরা ভয়ঙ্কর নই?'

নড করল সুসান। জানে না কী বলবে।

হাসল হেল, 'এভাবেই টানকাডো তার সব চিঠিতে আমার কাছে সাইন করে। এটাই তার প্রিয় কথা।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৩২

ডেভিড বেকার একটা হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই স্যুট নাম্বার তিনশো এক। সে জানে, এ দরজার ভিতরে কোথাও সেই বহুমূল্য আঙটি আছে। জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপার।

বেকার ভিতরে নড়াচড়ার আভাস পাচ্ছে। মনে মনে শক্তি এক করে নক করে বসল সে।

'জা?'

চুপ করে থাকল বেকার।

'জা?'

খুলে গেল দরজা। একটা জার্মান চোখ দেখা দিল সেখানে। দেখা দিল চেহারা।

নরমভাবে হাসল বেকার। লোকটার নাম জানে না সে।

'ডিউটসার, জা?' প্রশ্ন তুলল সে, 'জার্মান, তাই না?'

নড করল লোকটা। অনিশ্চয়তায়।

একেবারে নিখুত জার্মানে বেকার কথা বলে উঠল, 'আমি কি আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

লোকটার হাবভাবে অস্থিরতা, 'কী চান আপনি?'

কোন লোকের ঘরে ঢোকা দেয়ার আগে তার ভাল করে ভেবে নেয়া উচিৎ ছিল, ভাবে বেকার। তারপর বলে, 'আপনার কাছে এমন কিছু আছে যা আমার প্রয়োজন।'

জার্মানের চোখ সরু হয়ে গেল।

'এইন রিঙ,' বলল সে, 'আপনার কাছে একটা আঙটি আছে।'

'চলে যান।' বলল জার্মান। দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে সে। কোন ভাবনা বাদ দিয়েই বেকার দরজার ফাকে পা ঢুকিয়ে দিল। সাথে সাথে ক্ষমার একটা ভাব করল।

ছানাবড়া হয়ে গেছে জার্মানের চোখমুখ।

'কী করছেন আপনি?'

boiRboi.net

নার্ভাসভাবে হলওয়ের দিকে তাকায় সে। জানে, এর মধ্যেই তাকে ক্লিনিক থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। আবারো বেরিয়ে যেতে চায় না সে।

'পা সরিয়ে নিন!'

হাতের দিকে তাকায় সে। সেখানে একটা আঙটি আছে ঠিকই।

'এইন রিঙ!' বলে বেকার।

বন্ধ হয়ে গেছে দরজা।

সুসজ্জিত হলওয়েতে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থাকে ডেভিড বেকার। সালভাদর দালির একটা রেপ্লিকা আছে পাশেই। আমি কোন গ্যাড়াকলে যে ফেসে গেলাম! সে কি কোন জাদুর আঙটির জন্য অন্য কারো ঘরে ঢুকে রাতটা পার করে দিতে চায়?

স্ট্র্যাথমোরের কণ্ঠ আবার মনের ভিতরে গমগম করে উঠল, আপনাকে আঙটিটা পেতেই হবে।

বেকারের ক্লান্ত লাগছে এখন। সে বাড়ি ফিরে যেতে চায়। রুম নাম্বার তিনশো একের দিকে তাকায় সে হতাশায়। বাড়ি ফিরে যাবার টিকেটটা এর ভিতরে। তাকে সেটা পেতে হবে।

উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটু শব্দ করে ওঠে সে। আবার সরে দাঁড়ায়, নক করে আরো জোরে। এবার হার্ডবল খেলার সময় এসেছে।

জার্মান দরজা খুলেই প্রতিবাদ করতে যাবে এমন সময় বেকার তাকে চুপ করিয়ে দেয়। মেরিল্যান্ড স্কোয়াশ ক্লাবের আইডি চোখের সামনে তুলে ধরে নাটকীয়ভাবে। তারপর চাপা স্বরে অভিনয় করে, বলে ওঠে, 'পুলিশেই!'

ঠেলে ভিতরে চলে যায় সে। জ্বালিয়ে দেয় আলো।

জার্মান লোকটা ঘুরে দাঁড়ায়, তারপর শক্ত ভাষায় প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে, 'ওয়াজ মাচশ্ট–'

'সাইলেন্স!' হঠাৎ জার্মানের কচকচি বাদ দিয়ে ইংরেজিতে চলে আসে সে। 'আপনার এ ঘরে কি একজন প্রস্টিটিউট আছে?'

ঘরের চারদিকে তাকায় বেকার। ঘর ভর্তি ফুল। শ্যাম্পেইন। বিশাল ক্যানোপি বেড। রোসিওকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বাথরুমের দরজা বন্ধ।

'প্রস্টিটিউয়ের্টে?' বন্ধ হয়ে থাকা দরজার দিকে অপ্রস্তুতভাবে তাকায় জার্মান লোকটা। বেকার আশা করেছে যতটা লোকটা তারচেও বড়। লোকটার লোমশ বুক আর বেকারের চিবুক একই সমান্তরালে। সাদা টেরিকটনের আলফানসো তের বাথরোব আশপাশে পেচানো।

লোকটার দিকে কটমটে চোখে তাকায় বেকার, 'নাম কী আপনার?'

লোকটার মনে হয় মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল দশা, 'কী চান আপনি?'

'আমি স্প্যানিশ গার্ডিয়ার টেরোরিস্ট রিলেশন ব্রাঞ্চের সাথে আছি। সেভিলে আপনার সাথে কি এখানে কোন যৌনকর্মী আছে?'

বাথরুমের দিকে তাকায় লোকটা। নার্ভাস। 'জা।'

'আপনি কি জানেন স্পেনে এ কাজটা অবৈধ?'

'নাইন। আমি জানতাম না। আমি তাকে এখনি বাসায় পাঠিয়ে দিব।'

'আফসোস। অনেক দেরি করে ফেলেছেন।' কর্তৃত্বের সুরে বলল বেকার ঘরের ভিতরে হাঁটাহাঁটি করছে সে। 'আমি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিতে পারি।'

'প্রস্তাব?'

'আমি আপনাকে এখনি হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যেতে পারি...'

'অথবা কী?'

'অথবা আমরা একটা রফায় আসব।'

'কোন ধরনের রফা?' স্প্যানিশ গার্ডিয়ার দুর্নীতির ব্যাপারটা জানে জার্মান লোকটা।

'আপনার কাছে এমন কিছু আছে যা আমার প্রয়োজন।'

'হ্যা, অবশ্যই। কত?'

রাগে বিকৃত হয়ে গেল বেকারের চোখমুখ। চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলল, 'আপনি কি আইনের কোন মানুষকে কিনে নেয়ার চেষ্টা করছেন?'

'না! অবশ্যই না! আমি মনে করলাম...' দ্রুত ওয়ালেট নামিয়ে রাখল লোকটা। কোথায় লুকাবে সেটা ভেবে দিশা পেল না। 'আমি... আমি...' পুরোপুরি যায় যায় দশা তার। 'আমি দুঃখিত।'

একটা ফুল তুলে নিল বেকার। তারপর শুঁকতে শুঁকতে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নাটকীয়ভাবে ঘুরতে ঘুরতে হাত থেকে হঠাৎ ছেড়ে দিল ফুলটা, তারপর আরো নাটকীয়ভাবে বলল, 'খুনের ব্যাপারে আপনি আমাকে কীভাবে সহায়তা করতে পারেন?'

সাদা হয়ে গেছে জার্মানের মুখচ্ছবি, 'খু-খু-খুন!'

'হ্যা। এশিয়ান লোকটার কথা বলছি। আজ সকালে। পার্কে। খুনের ব্যাপারটাই বর্তেছে আমাদের হাতে। সন্ত্রাসবাদী ব্যাপার কিনা! খুন- আর্মারডাঙ।' বেকার খুনের জার্মান প্রতিশব্দটা পছন্দ করে।

'আর্মারডাঙ? সে... সে তো...'

'ইয়েস?'

'কিন্তু...' ঢোক গিলল জার্মান, 'কিন্তু এতো অসম্ভব... সেখানে ছিলাম আমি। হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। আমি দেখেছি। কোন রক্ত নেই। কোন বুলেট নেই।'

অস্থিরভাবে মাথা ঝাকাল বেকার। 'সব সময় সবকিছু যেমন মনে করা হয় তেমন হয় না।'

আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবার জার্মান।

ভিতরে ভিতরে হাসছে বেকার। মিথ্যাটা জায়গামত লেগেছে। বেচারা জার্মানের কালঘাম ছুটে গেছে।

'কী–ক্–কী চান আপনি?' হাসফাস করছে সে, 'আমি কিছুই জানি না।'

বেকার গতি দ্রুত করল। 'মারা যাওয়া লোকটা, মানে খুন হয়ে যাওয়া লোকটার হাতে একটা সোনার আঙটি ছিল। সেটাই তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন।'

'আ–আমার হাতে তো সেটা নেই।'

বেকার তাকাল দরজার দিকে, 'আর রোসিও? ডিউড্রপ?'

সাদা থেকে এবার লাল হয়ে গেল তার চোখমুখ, 'আপনি ডিউড্রপকে চিনেন?'

কথা বলত তারা আরো কিছু। দরজায় দেখা দিল রোসিও।

রোসিও। আগুনঝরা সৌন্দর্য। লাল চুল। ধীঘল। রোসিও ইভা গ্রানাডা গোসল সেরে বেরিয়ে এসেছে। ইবেরিয়ান চামড়া। মোলায়েম। গহীন, বাদামি চোখ। সাদা টেরি ক্লথ রোব পরে আছে। মোটা হিপে জড়িয়ে আছে রোবটা। কনফিডেন্সের সাথে বেরিয়ে এল সে।

'মে আই হেল্প ইউ?' গড়গড় করে ইংরেজিতে বলে গেল।

ঘরের অন্য প্রান্তে দাঁড়ানো অনিন্দ্যসুন্দর মেয়েটার দিকে চোখ রেখে একবারও পলক না ফেলে সে ঠান্ডা সুরে বলল, 'আমি আঙটিটা চাই।'

'কে আপনি?'

আন্দালুসিয়ান উচ্চারণে বলল সে, 'স্প্যানিশ গার্ডিয়া।'

হাসল মেয়েটা। 'অসম্ভব।' বলল স্প্যানিশে।

গলায় যেন কিছু দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। 'অসম্ভব? আমি কি আপনাকে হাজির করব ডাউন টাউনে?'

'আপনার অফার নিয়ে আপনাকে বিব্রত করব না। এখন, কে আপনি?'

'আমি সেভিল গার্ডিয়ার সাথে আছি।'

'স্প্যানিশ পুলিশের প্রত্যেক অফিসারকে আমি ভালভাবে চিনি। তারা আমার বেস্ট ক্লায়েন্ট।'

একটু পরই কথা খুজে পেল ডেভিড, 'আমি স্পেশাল ট্যুরিস্ট টাস্ক ফোর্সের সাথে আছি। আমার হাতে আঙটিটা দিয়ে দিন নয়ত আপনাদের নিয়ে যেতে হবে–'

'আর?' চোখের ভ্রু উপরদিকে তুলে দিল রোসিও। জবাব চায়।

চুপ করে গেল বেকার। ব্যাপারটা কেচে যাচ্ছে। মেয়েটা ভয় পায় না কেন?

আরো কাছে এল রোসিও। 'জানি না আপনি কে বা কী চান। কিন্তু আপনি যদি এখনি এ স্যুট থেকে বেরিয়ে না যান তো আমি হোটেল সিকিউরিটি ডাকতে বাধ্য হব। আর সত্যিকারের গার্ডিয়া আপনাকে এ্যারেস্ট করবে গার্ডিয়ার অভিনয় করার অপরাধে।'

বেকার জানে স্ট্র্যাথমোর তাকে জেলের বাইরে নিয়ে আসবে পাঁচ মিনিটেই। কিন্তু তাতে আর গোপনীয়তা থাকে না। তার জড়িত থাকার কথা বের হয়ে যায়। গ্রেপ্তার হওয়াটা পরিকল্পনার অংশ নয়।

রোসিও এগিয়ে আসছে বেকারের দিকে। তার চোখ এখনো সরেনি।

'ওকে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেকার। স্প্যানিশ উচ্চারণটা ঝেড়ে ফেলল কণ্ঠ থেকে। 'আমি স্প্যানিশ পুলিশের সাথে নেই। একটা আমেরিকান সরকারি সংস্থা আমাকে পাঠিয়েছে আঙটিটার খোজ নেয়ার জন্য। এরচে বেশি কিছু বলতে পারব না আমি। আপনাদের এজন্য পে করতে পারি, এ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আমাকে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সবাই।

রোসিও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কথা বলে উঠল, 'তাহলে? কাজটা কি কঠিন? মোটেও কঠিন নয়। আপনি কতটা পে করতে পারেন?'

বেকার দম নিল। তারপর বলে উঠল, 'আমি পে করতে পারি সাড়ে সাত লাখ পেসেতা। পাঁচ হাজার আমেরিকান ডলার।' তার হাতে যা আছে তার অর্ধেক দর বলেছে সে। কিন্তু এ আঙটির দাম নিঃসন্দেহে এরচে বেশি।

ভ্রু তুলল রোসিও, 'অনেক টাকা।'

'হ্যা। অনেক। ডিল?'

মাথা নাড়ল রোসিও। 'আহা, যদি হ্যা বলতে পারতাম!'

'এক মিলিয়ন পেসেতা? এই আছে আমার কাছে।'

'মাই, মাই!' হাসল মেয়েটা, 'আপনারা, আমেরিকানরা, ভাল দর কষাকষি করতে পারেন না। আমাদের বাজারে একদিনও টিকতে পারবেন কিনা সন্দেহ।'

'ক্যাশ। এখনি।' চাপ দিল বেকার।' হাত দিল পকেটে। সেখানে খামটা আছে। আমি শুধু বাড়ি যেতে চাই- ভাবে সে।

রোসিও মাথা নাড়ল। 'আমি পারব না।'

বেকার রাগের মাথায় বলল, 'কেন?'

'আমার হাতে এখন আর আঙটিটা নেই।' মাফ চাওয়ার সুর তার কণ্ঠে, 'এর মধ্যেই বেচে দিয়েছি ওটাকে।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৩৩

টকোগেন নুমাটাকা জানাল খুলে দিয়ে ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে থাকে সেভাবেই যেভাবে খাচায় আটকানো চিড়িয়াখানার জন্তু ঘোরাফেরা করে। এখনো সে নর্থ ডাকোটা নামে দাবি করা লোকটার খবর নেই। না। ড্যাম আমেরিকান! এদের সময়জ্ঞান বলতে কিছু নেই।

নিজেই নর্থ ডাকোটাকে কল করতে পারত, কিন্তু ফোন নাম্বার নিয়ে রাখেনি। এভাবে বিজনেস করাটা নুমাটাকার কাছে ঘৃণার ব্যাপার– যেখানে সে নয়, অন্য কেউ কন্ট্রোলে আছে।

একবার এ কথাটাও মনে হয়েছে, নর্থ ডাকোটা কাজের কাজ কিছু করছে না। এটা শুধুই ধোকা। জাপানি কোন কোম্পানির কারসাজি। পুরনো সেই সন্দেহটা আবার ফিরে আসছে। নুমাটাকা সিদ্ধান্ত নিল– আরো তথ্য পাওয়া লাগবে।

নুমাটেকের মূল হলওয়ে ধরে নেমে গেল সে। যাবার সময় কর্মচারীরা পথে পথে কুর্নিশ করল। জাপানি এ নীতিটা তার ভালই লাগে। বসের সামনে মাথা নত করা।

কোম্পানির মূল সুইচবোর্ডে চলে গেল নুমাটাকা। করেন্সো টু থাউজ্যান্ড দিয়ে সব কল হ্যান্ডেল করা হয়। বারো লাইনের সুইচ বোর্ড টার্মিনাল। মহিলা ব্যস্ত ছিল। তাকে ঢুকতে দেখে মাথা নত করল।

'বসুন।' হাত নাড়ল সে।

কথা মানল মহিলা।

'চারটা পঁয়তাল্লিশে একটা ফোনকল পেয়েছি। আমার পার্সোনাল লাইনে। কোত্থেকে এটা এসেছে বলতে পারবে আমাকে?'

আগেই কাজটা সারেনি দেখে নুমাটাকা নিজেকেই মনে মনে লাথি কষাল।

নার্ভাসভাবে অপারেটর ঢোক গিলল। 'এ মেশিনে কলার আইডেন্টিফিকেশন নেই, স্যার। কিন্তু আমি ফোন কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারি। আমি নিশ্চিত তারা সহায়তা করতে পারবে।'

নুমাটাকার কোন সন্দেহ নেই, ফোন কোম্পানি সহায়তা করতে পারবে। ডিজিটাল যুগে মানুষের প্রাইভেসি বলে আর কিছু বাকি নেই। এককালে সব কিছুর একটা না একটা রেকর্ড থাকত। ফোন কোম্পানি অবশ্য বলতে পারবে কে কল করেছে এবং কতক্ষণ কথা হয়েছে।

'করুন কাজটা। তাড়াতাড়ি জানান আমাকে।'

অধ্যায় : ৩৪

ট্রেসারের জন্য নড থ্রিতে বসে আছে সুসান। একা। হেল একটু খোলা হাওয়া খেতে বাইরে গেছে। সুসান তার প্রতি কৃতজ্ঞ এ সিদ্ধান্তের জন্য। একাকীত্বটা কেমন যেন জাঁকিয়ে বসেছে নড থ্রি তে। টানকাডো আর হেলের মধ্যে কী সম্পর্ক আছে সেটা ভেবে ভেবে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে সুসান।

'কে গার্ডদের গার্ড দিবে?' নিজেকেই শোনায় সে। শব্দগুলো তার মাথায় বারবার চক্কর দিচ্ছে। মাথা থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিল সুসান সেগুলোকে।

ডেভিডের কথা ভাবছে সে। আশা করে ডেভিড ভালো আছে। এখনো তার বিশ্বাস হয় না ডেভিড এখন স্পেনে। যত দ্রুত চাবিকাঠি পাওয়া যাবে ততই ভাল।

কতক্ষণ ধরে ট্রেসারের জন্য অপেক্ষা করছে সুসান এখানে? দু ঘন্টা? তিন ঘন্টা? বারবার সে বাইরে তাকায়। প্রতিবার আশা করে টার্মিনাল বিপ করে উঠবে। সেখানে শুধুই নিরবতা। গ্রীষ্মের ধীর সূর্য নেমে গেছে। অস্ত গেছে দিগন্তে। মাথার উপর ফ্লুরোসেন্টের অটোম্যাটিক আলো জ্বলে উঠল। সময় কেটে যাচ্ছে খুব দ্রুত। বুঝতে পারে সুসান।

ট্রেসারের দিকে চোখ ফেলে ভ্রু কোচকায় সুসান, 'কাম অন! অনেক অনেক সময় দিয়েছি! কতক্ষণ ধরে চলছ তুমি?'

ট্রেসারের স্ট্যাটাস উইন্ডো খুলল সুসান। ট্রান্সলেটারের মত একটা ডিজিটাল ক্লক আছে এখানেও। কত মিনিট গেছে দেখা যাবে এখানে। ঘন্টা এবং মিনিট। অবাক হয়ে দেখল, সেখানে অন্য কিছু লেখা আছে। কী লেখা! রক্তের গতি বেড়ে গেল তারঃ

ট্রেসার এ্যাবোর্টেড

'ট্রেসার এ্যাবোর্টেড!' চিৎকার করে সে, 'কেন?'

হঠাৎ আতঙ্কে পুরো প্রোগ্রামিংটা চেক করে দেখে সুসান। এমন কোন কমান্ড দেয়া হয়েছে কি, যা দিয়ে ট্রেসার বন্ধ করে দেয়া যায়? কোন কমান্ড নেই। যেন

amarboi.net

আপনা আপনিই ট্রেসার বন্ধ হয়ে গেছে। সুসান জানে– এর একটাই মানে, ট্রেসারের ভিতরেই একটা বাগ গড়ে উঠেছে।

কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে সবচে খারাপ দিক হল এই বাগ। এর ফলে কম্পিউটারে খারাপ প্রভাবও পড়তে পারে। সাধারণ সিনট্যাক্সিয়াল এ্যারর হতে পারে। যেন প্রোগ্রামার কোন কমার জায়গায় ফাকা জায়গা রেখে দিয়েছে। পুরো সিস্টেমকে একেবারে হাটুতে এনে ঠেকাতে পারে ব্যাপারটা। এই বাগের শুরুটার কথা মনে পড়ে যায় সুসানেরঃ

ব্যাপারটার শুরু প্রথম কম্পিউটার থেকে– মার্ক ওয়ান– ঘরজোড়া ইলেক্ট্রিক তারটার আর সার্কিটের গোলকধাঁধা। উনিশো চৌচল্লিশে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে এটার জন্ম। একটা সমস্যা দেখা দেয় কম্পিউটারে। কেউ এর হদিস বের করতে পারে না। ঘন্টার পর ঘন্টা সার্চ চালানো হলে অবশেষে ল্যাব এসিস্ট্যান্ট কারণটা বের করে। কম্পিউটারের এক সার্কিট বোর্ডে একটা মথ জন্মেছে। সেই মুহূর্ত থেকেই কম্পিউটারের অপ্রত্যাশিত সমস্যার কারণগুলোকে বাগ বলা হয়।

'আমার হাতে এসবের জন্য সময় নেই একদম।' কষে অভিশাপ দিল সে আপনমনে।

কোন প্রোগ্রামে বাড় খুজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। হাজার হাজার লাইনের প্রোগ্রামে নিখুতভাবে চোখ বুলাতে হবে একটা ছোট ভুলের জন্য। যেন কোন এনসাইক্লোপিডিয়া ঘেটে বের করতে হবে একটা মাত্র শব্দ।

সুসান জানে, একটা মাত্র উপায় আছে– ট্রেসারটা আবার পাঠাতে হবে। আরো জানে, সেই একইভাবে ট্রেসার যাবে, একইভাবে এ্যাবোর্টেড হবে।

সামনে তাকিয়ে থাকে সুসান। বুঝতে পারে, কিছু একটা মিলছে না। একই ট্রেসার পাঠায় সে গত মাসে, কই, সেটায় তো কোন গোলমাল বাধেনি। হঠাৎ কেন এখন এমন হবে? আপনাআপনি গ্লিচ জন্ম নেয়া সম্ভব নয়।

স্ট্র্যাথমোরের কথা মনে পড়ে যায় তার। কমান্ডার পাঠিয়েছিল ট্রেসার। সেখান থেকে অর্থহীন কিছু তথ্য আসে।

এ্যাবোর্ট হয়নি, তথ্য এসেছে।

এলোমেলো তথ্য।

নিশ্চই কমান্ডার সঠিক স্ট্রিং পাঠায়নি। কিন্তু ট্রেসার তো কাজ করেছে!

শুধু ভিতরের প্রোগ্রামে গন্ডগোলের জন্যই সমস্যা হয় না। সার্কিটে ময়লা জমলে, পাওয়ার সার্জ হলেও একই কাজ হতে পারে। নড থ্রির হার্ডওয়্যার এত বেশি সুন্দরভাবে টিউন করা যে সে কথাও বিবেচনায় আনা যায় না।

টার্মিনাল ছাড়িয়ে বড় বুকসেলফের কাছে গিয়ে সিস-অপ নামের স্পাইরাল বাইন্ড করা বইটা বের করে আনে সে। ম্যানুয়ালটা নিয়ে এসে কিছু শব্দ টাইপ করে তারপর। গত তিন ঘন্টার সব কমান্ডের উপর চোখ বুলাবে এবার প্রোগ্রামটা। কোন না কোন বাহ্যিক সমস্যা ধরা পড়বে, সে নিশ্চিত।

কয়েক মুহূর্ত পর সুসানের টার্মিনাল বিপ করে উঠল। পালস থমকে গেল যেন। অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে থাকে সে স্ক্রিনের দিকে।

এরর কোড ২২

আশার একটা রেখা দেখা যাচ্ছে। মানে, ট্রেসারে কোন ভুল নেই। বাইরের কোন এ্যানোম্যালি এর জন্য দায়ী।

এরর কোড বাইশ! সুসান চেষ্টা করছে মনে করতে। কোড বাইশ দিয়ে কী বোঝায়? নড থ্রি তে হার্ডওয়্যার এরর এত কম হয় যে সে মনেই করতে পারল না এর মানে।

সিস-অপ ঘেটে ঘেটে বের করতে লাগল সে।

১৯ঃ করাপ্ট হার্ড পার্টিশন
২০ঃ ডি সি স্পাইক
২১ঃ মিডিয়া ফেইলুর

কোড বাইশ আসার পর সে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। আবার তাকায় মনিটরের দিকে। সেখানে সেই একই কথাঃ

এরর কোড ২২

আবার তাকায় সে সিস-অপ ম্যানুয়ালের দিকে। যা দেখল তাতে কোন অর্থ দাঁড়ায় না। ব্যাখ্যাটা একেবারে সরলঃ

২২ঃ ম্যানুয়াল এ্যাবোর্ট

boiRboi.net

অধ্যায় : ৩৫

অবাক চোখে তাকিয়ে আছে বেকার, 'আপনি আঙটিটা বিক্রি করে দিয়েছেন?'

নড করল মেয়েটা। সিল্কি চুল আছড়ে পড়ছে কাঁধে।

কথাটা যেন সত্যি না হয়! 'পেরো... কিন্তু...'

শ্রাগ করে মেয়েটা বলল, 'পার্কের কাছে একটা মেয়ের হাতে...'

পা যেন দুর্বল হয়ে গেছে বেকারের। অসম্ভব!

রোসিও বাঁকাভাবে হেসে জার্মানকে বলল, 'এল কোয়েরিয়া কিউ লো গার্ডারা। সে এটা রাখতে চেয়েছিল। বাধা দিই আমিই। আমরা গিটানা। এক ধরনের যাযাবর। আমরা জিপসি গিটানারা কখনো কোন মৃতপ্রায় মানুষের কাছ থেকে আঙটি নিই না। নিলেও সেটা সরিয়ে ফেলি। লক্ষণ খারাপ।'

'আপনি কি মেয়েটাকে চেনেন?'

'আচ্ছা! আপনার আসলেই আঙটিটা খুব দরকার, তাই না?'

'কার কাছে বিক্রি করেছেন?'

জার্মান বিছানায় গা এলিয়ে দিল। তার রোমান্টিক বিকালটা একেবারে বৃথা গেল। 'হচ্ছেটা কী?'

তার দিকে নজরও দিল না বেকার।

'আমি আসলে সেটা বিক্রি করে দিইনি।' বলল রোসিও, 'বিক্রির চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বাচ্চা মেয়েটার কাছে কোন টাকা ছিল না। আপনার এই অফারের কথা জানলে অবশ্যই রেখে দিতাম।'

'আপনারা কেন পার্কটা ছেড়ে এলেন? কোন এক মানুষ মারা গেল, পুলিশের জন্য অপেক্ষা করে আঙটিটা তাদের হাতে তুলে দিলেই কি স্বাভাবিক দেখাত না ব্যাপারটা?'

'আমি আর সব ক্ষেত্রে নাক গলালেও ভ্যাজালের মধ্যে নেই। আর সেই বৃদ্ধ লোকটা সব দেখভাল করছিল।'

'ক্যানাডিয়ান?'

'ইয়েস। সে এ্যাম্বুলেন্স ডেকেছে। থেকেছে সেখানে। আমার বা আমার ডেটের সেখানে থাকার কোন যুক্তি ছিল না।

'আমি মরতে থাকা মানুষটাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম,' বলছে এখনো রোসিও, 'কিন্তু তার কোন সহায়তার দরকার নেই। শুধু বারবার আমাদের চেহারার দিকে আঙটিটা এগিয়ে দিচ্ছিল। চাচ্ছিল যেন আমরা সেটা নিয়ে নিই। ইচ্ছা ছিল না আমার। কিন্তু বন্ধু চাইল জিনিসটা নিয়ে লোকটাকে শান্তি দিতে। আমি আর কী করতে পারি?'

'আপনারা সি পি আর করার চেষ্টা করেছিলেন?'

'না। আমরা তাকে ছুয়েও দেখিনি। আমার বন্ধু ভয়ে কেচো হয়ে গেল। তার গায়গতরে চর্বি থাকলেও মনটা একেবারে এতটুকু।' মাদকতা ভরা চোখমুখে হাসল সে বেকারের দিকে তাকিয়ে, 'ভয় নেই, সে স্প্যানিশের বিন্দু বিসর্গও জানে না।'

'প্যারামেডিকরা সি পি আর দেয়নি?'

'আমার কোন ধারণা নেই। বললাম না, আগেই চলে গেছি আমরা?'

'মানে, আঙটিটা চুরি করার পরই?' খোচা দিচ্ছে বেকার।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রোসিও তার দিকে। 'আমরা আঙটিটা চুরি করিনি। লোকটা মারা যাচ্ছিল। তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করেছি আমরা, ব্যস।'

'আর তারপর আপনারা সেটা তুলে দিলেন একটা মেয়ের হাতে?'

'বলেছি আগেই। ব্যাপারটা আমাকে নার্ভাস করে দিল। বাচ্চা মেয়েটার গায়ে অনেক গহনা ছিল। মনে হল সে আরো একটা পেলে আপত্তি করবে না।'

'কিন্তু সে মোটেও অবাক হল না? অপরিচিত একজন একটা জুয়েলারি দিচ্ছে, সেও খুশিমনে নিয়ে নিচ্ছে?'

'না। আমি বললাম, আঙটিটা পেয়েছি পার্কে। আশা করেছিলাম আমাকে কিছু অফার করবে। কিন্তু তার ধার দিয়েও গেল না। আমি কেয়ার করি না। শুধু এটার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছিলাম।'

'কখন দিলেন?'

শ্রাগ করল রোসিও। 'দিস আফটারনুন। আঙটিটা পাবার ঘন্টাখানেক পরই।'

সাথে সাথে বেকার ঘড়ি চেক করল। এগারোটা আটচল্লিশ। প্রায় আট ঘন্টার পুরনো ট্রেইল। এখানে কোন জাহান্নামের কাজ করছি আমি? আমার তো স্মোকিতে থাকার কথা! 'মেয়েটা দেখতে কেমন?'

'এরা আন পাঙ্কুই।'

'আন পাঙ্কুই?'

'সি।'

'পাঙ্ক?'

boiRboi.net

'ইয়েস। পাঙ্ক।' রাফ ইংলিশে কথা বলেই সে আবার চলে গেল মাতৃভাষায়. 'অনেক অনেক জুয়েলারি। এক কানে একটা কিম্ভুত ইয়ার রিঙ। সম্ভবত কোন মড়ার খুলির মত।'

'সেভিলে পাঙ্ক রকার আছে?'

হাসল রোসিও, মৃদু হাসি। 'সূর্যের নিচে যা আছে তার সবই।'

'নাম জানেন তার?'

'না।'

'কোথায় যাচ্ছে বলেছিল?'

'না। স্প্যানিশ পারে না ঠিকমত।'

'সে স্প্যানিশ নয়?'

'না। ইংরেজ, আমার মনে হয়। চুলের বাহার দেখার মত। লাল, সাদা, নীল।'

'আমেরিকান নয়তো?'

'আমার মনে হয় না। টি শার্টটায় মনে হয় ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ ছিল।'

নড করল বেকার। 'ওকে। লাল-সাদা-নীল চুল। ব্রিটিশ পতাকার টি শার্ট। কানের মধ্যে খুলির দুল। এই সব?'

'এই। একেবারে সাদামাটা পাঙ্ক।'

'আর কিছুই কি মনে পড়ছে না?'

'না। এই সব।'

এমন সময় নড়ে উঠল খাটটা। জার্মান সঙ্গি ডাকছে তাকে। তার দিকে ফিরল বেকার, জার্মানে জিজ্ঞাসা করল, 'আঙটি নেয়া পাঙ্কটার ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করতে পারেন আপনি?'

অনেকক্ষণ নিরবতা।

যেন কোন কথা বলতে চায় দানব লোকটা। বলা ঠিক কিনা ভেবে পায় না। জার্মান উচ্চারণে কোনক্রমে চারটা শব্দ উগলে দেয় সে, ইংরেজিতে, 'ফোক অফ উন্ড ডাই।'

'আই বেক ইউর পারডন?' কেঁপে গেল বেকারের গলা।

'ফোক অফ উন্ড ডাই।' জার্মান লোকটা হাতের একটু ইশারা করল। ইতালিয় একটা ভঙ্গি করল হাত দিয়ে। স্পষ্ট বুঝতে পারল বেকার। 'ফাক ইউ।'

বেকার এবার বুঝতে পারে কথাটা। ফাক অফ এ্যান্ড ডাই? কী হল লোকটার? মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আপনমনে কথা বলে ওঠে, 'আমি মনে হয় একটু বেশি সময় থেকে গেছি, তাই না?'

'তার ব্যাপারে মন খারাপ করোনা। সে একটু ধাক্কা খেয়েছে তো প্রথমে...'

'আর কিছু? এমন কিছু যা আমাকে সহায়তা করতে পারে?'

মাথা নাড়ল রোসিও। 'এই সব। কিন্তু আপনি কখনোই তাকে বের করতে পারবেন না। সেভিল অনেক বড় শহর। এখানে খুজে বের করাটা...'

'যতটা পারি ততটাই করব আমি।'

ইটস এ ম্যাটার অব ন্যাশনাল সিকিউরিটি...

'যদি তোমার কপাল মন্দ হয়,' বেকারের পকেটের মোটা এনভেলপটার দিকে তাকায় মেয়েটা, 'ফিরে এস। আমার বন্ধু তখন ঘুমাবে। আমরা অন্য একটা ঘর বেছে নিতে পারব। স্পেনের এমন এক অংশ তুমি দেখতে পাবে যা কখনো ভোলা যায় না।'

কোনক্রমে একটা মোলায়েম হাসি দিল বেকার, 'আমার যেতে হবে।'

জার্মানের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিল সে।

হাসল দানবটা। 'কেইন উর্সাসে।'

দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বেকার।

নো প্রব্লেম? সেই 'ফাক অফ এ্যান্ড ডাই'র কী হল?

boiRboi.net

অধ্যায় : ৩৬

'ম্যানুয়াল এ্যাবোর্ট?' সুসান অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে।

ভুলে কোন রঙ সিকোয়েন্স চেপে বসেনিতো?

'অসম্ভব!' হিসাব দেখাচ্ছে বিশ মিনিট আগে এ্যাবোর্ট কমান্ড দেয়া হয়েছে। প্রাইভেসি কমান্ড দিয়ে সে স্ট্র্যাথমোরের সাথে কথা বলছিল তখন। প্রাইভেসি কোড ভেঙে কী করে এ্যাবোর্ট হল?

আবার চেক করল সে, না, প্রাইভেসি কোড তো ঠিকভাবেই দেয়া হয়েছিল।

'তাহলে কীভাবে?' প্রশ্ন তোলে সে, 'কীভাবে এ্যাবোর্ট হল?'

এবার চেক করল সে স্ট্যাটাস। তার লক দেয়ার পর এক মিনিটের মধ্যে আনলক করা হয়েছে। কিন্তু সে তো এক মিনিটের অনেক বেশি সময় ধরে কমান্ডারের সাথে ছিল।

পাতা ধরে স্ক্রল ডাউন করল এবার। তিন মিনিট পর আরো একবার লক-আনলক করা হয়েছে।

'অসম্ভব!'

জানে সে, গ্রেগ হেল ছাড়া নড থ্রিতে আর কেউ ছিল না। আর গ্রেগকে তার প্রাইভেসি কোড দেয়ার কথা ভাবতেও পারে না সুসান। তার এ র‍্যান্ডম কোডটা কোথাও লিখে রাখেনি সে। কারো পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। থার্টি সিক্স টু দ্য ফিফথ পাওয়ার। ষাট মিলিয়নে একবার মিলানো যাবে না এ কোড।

গ্রেগ কোন না কোনভাবে সুসানের কোড জেনে গেছে এবং সে সময়টায় এ্যাবোর্ট দিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই।

গ্রেগ কেন এত কম সময়ের মধ্যে সুসানের টার্মিনালে চলে আসবে। এসেই কেন না জেনেও এ্যাবোর্ট দিবে ট্রেসারটায়, যখন লোকটার নাম নর্থ ডাকোটা। তাতে গ্রেগের কী এসে যায়?

কথাগুলো মাথায় ঘুরছে। কিন্তু সে হাল ছেড়ে দিবে না। প্রথম কাজ প্রথমে। হেলকে পরে দেখে নেয়া যাবে, এখন আগে আবার ট্রেসারটা পাঠাতে হয়। এন্টার কি চাপ দিল সে।

বিপ উঠল।

ট্রেসার সেন্ট

সুসান জানে, ট্রেসারটা ফিরে আসতে ঘন্টা কয়েক লেগে যাবে। গ্রেগকে অভিশাপ দিতে দিতে ভাবতে থাকে সে, কী করে প্রাইভেসি কোড পেল, কী কারণে ট্রেসারটাকে সরিয়ে দিল।

সুসান এগিয়ে গেল হেলের টার্মিনালে। স্ক্রিন ব্ল্যাক হলেও দেখা যাচ্ছে লক করা নয়। ক্রিপ্টোগ্রাফাররা চলে যাবার আগে কখনো টার্মিনাল লক করে না। তার বদলে স্ক্রিনের ব্রাইটনেস কমিয়ে দিয়ে একেবারে কালো করে দেয়– এক ইউনিভার্সাল অনার কোড। যেন আর কেউ তাদের টার্মিনালে সমস্যা না করে।

হেলের টার্মিনালের কাছে গিয়ে সে বলে ওঠে, 'নিকুচি করি অনার কোডের, কী করছ তুমি গ্রেগ?'

স্ক্রিনের আলো বাড়িয়ে দিল সুসান। সেখানটা একেবারে ব্ল্যাঙ্ক।

একটা সার্চ দিল সে।

সার্চ ফর: 'ট্রেসার'

আন্দাজ অনেক দূর দিয়ে যাবে। কিন্তু যদি সুসানের ট্রেসারের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ থাকে তাহলে তা বের হয়ে যাবে। কেন সে ম্যানুয়ালি সুসানের প্রোগ্রাম এ্যাবোর্ট করল?

নো ম্যাচ ফাউন্ড

সুসান বসে থাকে। বুঝে উঠতে পারে না কী করবে এবার।

সার্চ ফর: 'স্ক্রিনলক'

সুসানের প্রাইভেসি কোডটা আছে নাকি দেখতেই এ সার্চ দেয়া।

আর আজ তুমি কোন প্রোগ্রাম চালিয়েছ চাঁদু? হেলের রিসেন্ট এ্যাপ্লিকেশন্স মেনুতে গেল সে। সম্প্রতি ব্যবহার করা প্রোগ্রামের খোজে। ই-মেইল ফোল্ডারটাকে পেয়ে গেল সুসান আরেক ফোল্ডারের ভিতরে লুকানো অবস্থায়। সেখানে আরো অনেকগুলো ফোল্ডার দেখা দিল। বোঝা যায়, গ্রেগ হেলের অনেক ই-মেইল এ্যাকাউন্ট আছে। তার একটা এ্যানোনিমাস নাম্বার। পুরনো একটা ইনবাউন্ড নাম্বারে ক্লিক করল সুসান।

শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তারঃ

TO: NDAKOTA@ARA.ANON.ORG
FROM: ET@DOSHISHA.EDU
GREAT PROGRESS! DIGITAL FORTRESS IS ALMOST DONE. THIS THING WILL SET THE NSA BACK DECADES!

যেন স্বপ্ন দেখছে সুসান। মেসেটা পড়ল সে। কাঁপতে কাঁপতে আরো একটা খুলল এবার।

টু: এনডাকোটা@এ আর এ. এনোন. অর্গ
ফ্রম: ইটি@দোশিসা.এডু
রোটেটিং ক্লিয়ারটেক্সট কাজ করছে! মিউটেশন স্ট্রিঙ্স আর দ্য ট্রিক!

অচিন্তনীয়! এনসেই টানকাডোর কাছ থেকে ই-মেইলগুলো আসছে। আসছে গ্রেগ হেলের কাছে। সত্যিটাকে মেনে নিতে পারছে না সুসান।

গ্রেগ হেলই এনডাকোটা!

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে সুসান। আরো ব্যাখ্যার জন্য তার চোখ খাবি খাচ্ছে।

আচ্ছা! তাহলে মিউটেশন স্ট্রিঙ দিয়ে টানকাডো কাজ চালাচ্ছিল! আর এন এস এ কে টেনে পথে নামানোর জন্য কাজ করছে গ্রেগ হেল!

'অ...' সুসানের চোখ যেন ঠিকরে বেরুবে, 'অসম্ভব!'

হেলের কথাগুলো মনে পড়ে যায় তারঃ

টানকাডো আমার কাছে লিখেছে বেশ কবার...

আমাকে আঘাত করার পায়তাড়া কষছে স্ট্র্যাথমোর...

এখান থেকে একদিন ঠিক ঠিক বেরিয়ে যাব...

এখনো সুসান তার দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছে না। গ্রেগ হেল আর যেমনই লোক, বিশ্বাস ঘাতক হবে না। কিন্তু, আর ভাবতে পারে না সে।

স্কিপজ্যাকের কথা মনে পড়ে গেল তার। এন এস এ কে একেবারে পথে নামাতে নিয়েছিল হেল। এবারো সে চেষ্টা যে করবে না তার নিশ্চয়তা কী?

'কিন্তু টানকাডো...' বিচ্ছিন্ন ভাবনা দেখা দিচ্ছে সুসানের মনে। টানকাডোর মত পাগলাটে এক লোক কী করে গ্রেগ হেলের মত মানুষকে বিশ্বাস করল?

এখন একটা কাজই করতে হবে, স্ট্র্যাথমোরকে জানাতে হবে পুরো ব্যাপারটা।

তাড়াতাড়ি কম্পিউটারকে আগের মত করে দিল সে। ব্ল্যাঙ্ক মনিটর। এখনো ডিম করেনি। ভেবে পাচ্ছে না যে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের কোডটা হয়ত এ কম্পিউটারের ভিতরেই লুকিয়ে আছে।

নড থ্রির বাইরে একটা ছায়া খেলে গেল।

এগিয়ে আসছে গ্রেগ হেল।

তাকাল সুসান তার আসনের দিকে। বুঝতে পারল, আর সম্ভব নয়। চলে এসেছে হেল।

সুসান অপশনের জন্য তাকাচ্ছে চারধারে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

সরে গেল সে। তারপর এগিয়ে গেল একপাশে। পায়ের জুতা খুলে গেছে। সেটাকে সোজা করে নিতে গিয়ে আরো অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল।

হিসহিসিয়ে উঠছে নড থ্রির দরজা।

তাকাল সুসান সেদিকে। চকিতে।

এক লাফে হাজির হল রেফ্রিজারেটরের সামনে। খুলে ধরল দরজা।

এদিকে ভিতরে চলে এসেছে হেল।

'ক্ষুধার্ত?' এগিয়ে আসছে হেল সামনে। 'কিছুটা টফু শেয়ার করবে নাকি?'

সুসান কোনক্রমে শ্বাস থামিয়ে রেখে উচ্চারণ করল, 'নাথিং।'

কিন্তু টার্মিনালের অপর পাশে জ্বলছে একটা মনিটর।

গ্রেগ হেলের মনিটর। সুসান সেটাকে কালো করে দিতে ভুলে গেছে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৩৭

আলফানসো তেরর সিড়ি ছাড়িয়ে বেকার বারের দিকে যাচ্ছে ক্লান্তভাবে। এক বামন বারের পিছন থেকে প্রশ্ন তুলল, 'কী পান করছেন?'

'কিছু না, ধন্যবাদ। পাঙ্ক রকারদের জন্য কোন ক্লাব আছে নাকি এখানে?'

'ক্লাব? পাঙ্কদের জন্য?'

'হ্যা। এ টাউনে এমন কোন জায়গা আছে নাকি যেখানে তারা একজোট হয়?'

'না। সিনর। আমি জানি না। অবশ্যই এটা সে জায়গা নয়। একটা ড্রিঙ্ক চলবে নাকি?'

লোকটার কথার জবাব দিল না বেকার।

বারটেন্ডার সমান তালে সেই একই কথা বলে যাচ্ছে।

ক্লাসিক মিউজিক বাজছে দেখে অতীতে চলে গেল সে। সুসানের সাথে এমনি এক সন্ধ্যা উপভোগ করেছিল।

'ক্যানবেরি জুস।'

'একা একা ক্যানবেরি জুস?'

স্পেনে ক্যানবেরি জুস জনপ্রিয়। কিন্তু একা একা কেউ তা পান করে না।

'সি।' বলল বেকার, 'সোলো।'

'সাথে ভদকার একটু ঝাঁঝ?'

'না। গ্রাসিয়াস।'

'অন দ্য হাউস?'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আরো অনেক কথা। আরো আরো ক্লান্ত মনে হল নিজেকে। 'সি, শামে আন পোসো ডি ভদকা।'

বারটেন্ডার যেন একটা ড্রিঙ্ক বানাতে পেরে বর্তে গেল।

এখনো ভেবে পায় না বেকার, সে কোন স্বপ্নে নেই তো? আমি একজন ইউনিভার্সিটি টিচার, বলে নিজের মনেই, আর এখন কাজ করছি সিক্রেট এজেন্টের।

এগিয়ে এল বারটেন্ডার। 'এ সু গস্টো, সিনর। ভদকার ছিটাফোটার সাথে ক্যানবেরি।'

চুমুক দিয়েই বিতৃষ্ণা জাগল বেকারের মনে।

এর নাম ভদকার ছিটাফোটা?

অধ্যায় : ৩৮

সুসানের দিকে তাকিয়ে অবাক হল হেল, 'কী ব্যাপার, সু? তোমাকে সাঙ্ঘাতিক দেখাচ্ছে।'

সুসান আরো একবার তাকায়। দশ ফুট দূরে মনিটরটা জ্বলছে। 'আ... আমি ঠিকই আছি।'

ধ্বক ধ্বক করছে সুসানের বুক।

চেহারার বিভ্রান্ত ভাব দেখে অফার করল সে, 'তোমার কি একটু পানি দরকার?'

সুসানের মনে তখন অন্য চিন্তা চলছে। আমি কী করে তার মনিটরটা ডিম করার কথা ভুলে গেলাম? সুসান জানে, যে মুহূর্তে গ্রেগ মনিটরের ব্যাপার দেখতে সে মুহূর্তেই নর্থ ডাকোটা পরিচয়টার কথাও জেনে যাবে।

ব্যাপারটাকে নড থ্রির ভিতরে রাখার জন্য যে কোন কিছু করতে পারে সে।

কী করবে ভেবে পাচ্ছে না সুসান এমন সময় আবার টোকা পড়ল নড থ্রির কাচে। দুজনেই অবাক হয়ে তাকাল সেদিকে। চার্ট্রাকিয়ান দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। যেন সাক্ষাৎ যমদূতের সাথে দেখা হয়েছে তার।

সিস-সেকের দিকে তাকায় হেল। তারপর সুসানকে বলে, 'আমি ফিরে আসছি। এর মধ্যেই একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে নাও। তোমাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে খুব।'

হেল বাইরে চলে গেল।

নিজেকে শান্ত করে সুসান দ্রুত হেলের টার্মিনালে চলে গেল। ব্রাইটনেস কন্ট্রোল এ্যাডজাস্ট করে নিয়ে মনিটরটাকে কালো করে দিল।

মাথা দপদপ করছে। ক্রিপ্টো ফ্লোরের কথাবার্তার দিকে মন দিল সে এবার। বোঝাই যাচ্ছে, চার্ট্রাকিয়ান বাসায় ফিরে যায়নি। তরুণ সিস-সেকের অবস্থা ভাল নয়। কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে সে হেলকে। এতে কিছু এসে যায় না-হেল সবই জানে যা জানা সম্ভব।

আমাকে স্ট্র্যাথমোরের কাছে যেতে হবে। ভাবে সুসান। দ্রুত।

অধ্যায় : ৩৯

রুম ৩০১। রোসিও ইভা গ্রানাডা বাথরুম মিররের সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিন এ মুহূর্তের ভয়ই পাচ্ছিল সে। বিছানায় তার জন্য জার্মানটা অপেক্ষা করছে। এত বড় মানুষের সাথে সে আর কখনো থাকেনি।

আস্তে আস্তে সে একটা আইস কিউব তুলে নেয়। তারপর বুকের নিপলের গায়ে বুলিয়ে নেয় সেটাকে। দ্রুত সেগুলো শক্ত হয়ে গেল। এটা তার গিফট। যে কোন পুরুষকে টানার একটা অস্ত্র। শরীরটার দিকে তাকায় সে। তারপর একটা চিন্তাই ঘুরেফিরে আসে। আর মাত্র কয়েকটা বছর যেন টিকে থাকে এটা। অবসরের সময় চলে আসবে তখন। সিনর রোল্ডান তার বেশিরভাগ আয় গাপ করে নেয়। কিন্তু সে জানে, রোল্ডান ছাড়া সে একেবারে অসহায়। আর সব মেয়ের মত তাকেও তাহলে মাতালরা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়ে যাবে তার পেশা।

এই মানুষগুলোর আর যাই থাক না থাক, টাকা আছে। যাদের টাকা থাকে তাদের মধ্যে ভদ্রতার একটা খোলস থাকে। যাদের মধ্যে ভদ্রতার খোলস থাকে তাদের তুষ্ট করা যায় সহজেই। তারা কামড়াবে না।

নিজের দিকে আরো একবার তাকায় সে। তারপর একটা দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বাথরুমের দরজায় এসে হাজির হয়।

রোসিও দরজায় এসে দাঁড়ানোর সাথে সাথে ছানাবড়া হয়ে যায় জার্মানের চোখমুখ। মেয়েটার পরনে একটা কালো নেগলিজি। তার কাঠবাদামের মত চামড়ায় মৃদু আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। ল্যাসি ফ্যাব্রিকের নিচ থেকে পেলব শরীর দেখা যায়।

'কম ডক হিয়ারার।' শুয়ে শুয়ে হাক ছাড়ল জার্মান। তার গা থেকে সরে গেছে রোবটা।

রোসিও কোনক্রমে একটা হাসি যোগাড় করল। বিশাল জার্মানের উপর পড়ে আছে তার দৃষ্টি। শান্তিতে একটু মুচকে হাসল মেয়েটা। শরীরের বিশেষ জায়গাটার আয়তন নিতান্তই সামান্য।

চলে এল মেয়েটা। স্বাভাবিক কিছু ব্যাপারের পর উপরে উঠে এল জার্মান। এবং তারও কিছুক্ষণ পর, একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে গেল উপরে। কোন ব্যাপার শুরু হবার আগেই।

'ডার্লিং! আমাকে উপরে উঠতে দাও।' বলল রোসিও।

কোন জবাব নেই।

'ডার্লিং, আমিতো শ্বাস নিতে পারছি না... আমি... ডেসপিয়েরাটেট!' নেমে যাওয়া মাথাটাকে উপরদিকে নাড়া দেয় সে, 'ওঠ! জেগে ওঠ!'

ঠিক তখনি তরলটার উপস্থিতি পায় সে। জার্মানের মাথা তার মাথার উপর। সেখান থেকে তরল গড়িয়ে নামছে। নামছে গাল বেয়ে, নামছে মুখের ভিতরে। স্বাদটা নোনতা।

লোকটার নিচে হাসফাস করে নড়ার চেষ্টা করছে রোসিও।

মাথার উপরের বুলেটের গর্তটা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। ভিজিয়ে দিচ্ছে মেয়েটাকে।

চিৎকার করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ফুসফুসে কোন বাতাস বাকি নেই।

লোকটা তাকে পিষে ফেলছে। দরজার আলোর উৎসের দিকে এগিয়ে যায় সে। একটা হাত দেখতে পায় রোসিও।

হাতে একটা গান ধরা। গানটায় সাইলেন্সার লাগানো।

আলোর একটা ঝলক, তারপর আর কিছুই নেই।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৪০

নড থ্রির বাইরে চার্ট্রাকিয়ান যেন একেবারে মরিয়া। সে হেলকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে ট্রান্সলেটারের বারোটা বেজে গেছে। সুসান তাদের পাশ দিয়ে স্ট্র্যাথমোরকে পাবার আশায় এগিয়ে গেল।

পাশ কাটিয়ে যাবার সময় চট করে পাগল হয়ে ওঠা সিস-সেক ধরে বসল সুসানের হাত, 'মিস ফ্লেচার! আমাদের হাতে ভাইরাস পড়েছে! আমি পজিটিভ! আপনার অবশ্যই–'

সুসান সাথে সাথে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ ঝামটা দিল, 'আমার মনে হয় কমান্ডার তোমাকে বাসায় যেতে বলেছে।'

'কিন্তু রান মনিটর! এটাতে আঠারো ঘন্টা দেখাচ্ছে যে!–'

'কমান্ডার স্ট্র্যাথমোর তোমাকে বাসায় যেতে বলেছে!'

'ফাক স্ট্র্যাথমোর!' চিৎকার করে উঠল চার্ট্রাকিয়ান। তার চিৎকার ধ্বণিত প্রতিধ্বণিত হল চারপাশে।

উপর থেকে একটা জলদগম্ভীর কণ্ঠছ গমগম করে উঠল, 'মিস্টার চার্ট্রাকিয়ান?'

ক্রিপ্টোর তিন কর্মচারীই সাথে সাথে জমে গেল।

নিজের অফিসের রেলিঙের বাইরে ঝুকে আছে স্ট্র্যাথমোর।

নিচের জেনারেটরের গুমগুম শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। সুসান সাথে সাথে কমান্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল, কমান্ডার! হেলই নর্থ ডাকোটা!

কিন্তু স্ট্র্যাথমোরের দৃষ্টি তরুণ সিস-সেকের উপর নিবদ্ধ। উপর থেকে তার দৃষ্টি পড়ে আছে সিস-সেকের উপর, আর কারো দিকে নয়। পুরোটা পথ পেরিয়ে এল সে। তারপর কাঁপতে থাকা টেকনিশিয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে কাটা কাটা স্বরে বলল, 'কী বলেছ তুমি?'

'স্যার,' কাশতে কাশতে বলল ছেলেটা, 'ট্রান্সলেটার বিপদে আছে।'

'কমান্ডার?' সুসান বাগড়া দিল, 'আমি যদি–'

মাঝপথে থামিয়ে দিল স্ট্র্যাথমোর, সিস-সেকের দিক থেকে তার চোখ ফিরছে না এক মুহূর্তের জন্যও।

ফিল এখনো কথা বলছে হড়বড় করে, 'আমাদের একটা ইনফেক্টেড ফাইল আছে। আমি নিশ্চিত।'

স্ট্র্যাথমোরের কণ্ঠ এখনো জলদগম্ভীর, 'মিস্টার চার্ট্রাকিয়ান, আমরা ভালভাবেই জানি, ট্রান্সলেটারে কোন ইনফেক্টেড ফাইল নেই।'

'হ্যা, আছে!' চিৎকার করল চার্ট্রাকিয়ান, 'আর সেটা যদি মূল ডাটাবেসে পথ করে নেয়–'

'কোথায় সেই ইনফেক্টেড ফাইল? এনে দেখাও আমাকে!'

'আমি পারব না।'

'অবশ্যই পারবে না। কারণ তার কোন অস্তিত্ব নেই।'

সুসান বলল, 'কমান্ডার, আমার অবশ্যই–'

রাগান্বিত একটা হাত ঝাপটা দিয়ে আবারো স্ট্র্যাথমোর।

নার্ভাসভাবে হেলের দিকে তাকায় সুসান। হেলের চোখেমুখে কোন ভাব খেলা করছে না। এইতো স্বাভাবিক, হেলের মনে কোন বিকার নেই। কারণ সে ভালভাবেই জানে কী হচ্ছে সেখানে।

অনুরোধ ঝরে পড়ল চার্ট্রাকিয়ানের কণ্ঠে, 'সেই ইনফেক্টেড ফাইল আছে, স্যার। গান্টলেট কখনোই সেটাকে ধরতে পারেনি।'

'যদি গান্টলেট সেটাকে ধরতে নাই পারে তাহলে তুমি কী করে সেটাকে চিনতে পারলে?'

'মিউটেশন স্ট্রিঙ, স্যার। আমি একটা এ্যানালাইসিস চালিয়েছি। ধরা পড়েছে মিউটেশন স্ট্রিঙের ব্যবহার।'

এবার সুসান বুঝতে পারল কেন সিস-সেক এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। মিউটেশন স্ট্রিঙ থাকে সাধারণত বড় ভাইরাসগুলোয়। জটিলভাবে এগুলো ডাটা করাপ্ট করায়। কিন্তু সুসান জানে, ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের এই মিউটেশন স্ট্রিঙ ক্ষতি করবে না। শুধু ডিজিটাল ফোর্ট্রেসকে রক্ষা করবে।

সিস-সেক কথা বলছে একতালে, 'প্রথমে স্ট্রিঙ দেখে মনে করেছিলাম গান্টলেটের ফিল্টারের কাজ হয়নি ভালভাবে। তারপর যখন কয়েকটা টেস্ট চালালাম তখনতো...' একটু অপ্রস্তুত লাগছে তাকে, 'তখন দেখতে পেলাম কেউ একজন গান্টলেটকে পাস করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে। ম্যানুয়ালি।'

বোঝা যায় এবার লাল হয়ে উঠছে স্ট্র্যাথমোরের চেহারা। তার মেইনফ্রেম খোলা। গান্টলেট এড়িয়ে কাজ করার সামর্থ একমাত্র তারই আছে।

স্ট্র্যাথমোর কথা বলে উঠলে কণ্ঠ আরো শিতল শোনাল, 'মিস্টার চার্ট্রাকিয়ান, তোমার ভাবার কিছু নেই। আমিই গান্টলেট দিয়ে পাস করিয়েছি। আর আগেই বলেছি তোমাকে, আমি খুবই এ্যাডভান্সড একটা ডায়াগনোসিস চালাচ্ছিলাম।

ট্রান্সলেটারে তুমি যে মিউটেশন স্ট্রিঙগুলো দেখতে পাচ্ছ এটা তারই অংশ। গান্টলেট নিতে চায়নি। আমিই দিয়েছি। এখন, তোমার আর কী করার আছে?'

'উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট, স্যার,' চাপ দিল চার্ট্রাকিয়ান, 'আমি কখনো কোন মিউটেশন স্ট্রিঙের ডায়াগনোসিসের কথা শুনিনি–'

'কমান্ডার,' বলে উঠল সুসান, 'আমি আপনার সাথে জরুরি কিছু ব্যাপারে কথা বলতে–'

এবার কথায় বাগড়া দিল সেলফোন।

'এসব কী!' বলেই ফোন তুলল স্ট্র্যাথমোর। এরপর একেবারে চুপ করে থেকে শুনতে লাগল ভিতরের কথা।

সাথে সাথে হেলের কথা ভুলে গেছে সুসান। বল, সে ভাল আছে, ভাবে সে, বল, সুস্থ আছে।

ধরে ফেলল স্ট্র্যাথমোর, চোখের ভ্রুকুটি হেনে জানিয়ে দিল সে, ডেভিড নয়।

ডেভিড যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এন এস এর আসল ফিল্ড এজেন্ডদের পাঠানো হবে।

'কমান্ডার, আমি সত্যি সত্যি মনে করছি যে আমাদের চেক করতে হবে–'

'থাম–' বলে বাকি কথাটা শুনল স্ট্র্যাথমোর।

তাকাল সে চার্ট্রাকিয়ানের দিকে, 'তোমাকে এখনি ক্রিপ্টো ফ্লোর ত্যাগ করতে হবে। দ্যাটস এন অর্ডার।'

'কিন্তু স্যার, মিউটেশন স্ট্রি–'

'এখন!'

চার্ট্রাকিয়ান স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ঝড় তুলে চলে যায় সিস-সেক ল্যাবের দিকে।

স্ট্র্যাথমোর তাকায় হেলের দিকে। বিভ্রান্ত চোখে। ব্যাপারটা তাহলে কমান্ডারের চোখেও পড়েছে। সে নিরব। খুব বেশি নিরব। হেল জানে, ট্রান্সলেটারকে আঠারো ঘন্টা ব্যস্ত রাখার মত কোন প্রোগ্রাম নেই। তাও সে চুপ করে আছে।

'কমান্ডার,' আবার চেষ্টা করে সুসান, 'আমি যদি আপনার সাথে কথা বলতে পারি–'

'পরে।' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'আগে এ কলটায় যোগ দিয়ে নিই।'

সুসানের কথাটা মুখেই রয়ে গেল। হেলই নর্থ ডাকোটা!

তা আর বলা হল না।

নড থ্রির দরজার কাছে এসে হেল বলে উঠল, 'তোমার পরে, সু।'

অধ্যায় : ৪১

আলফানসো তেরর লিনেন ক্লজেটে এক মেইড পড়ে আছে। সংজ্ঞাহীন। তার পকেটে আরেকটা মাস্টার কি পুরে দিচ্ছিল ওয়্যার রিম পরা লোকটা। মেয়েটার চিৎকার শুনতে পায়নি সে। কারণ আছে, বারো বছর বয়স থেকে তার শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে।

যোগাযোগের নতুন মাধ্যম পেয়ে সে বর্তে গেছে। নতুন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পেয়েছে সে এটা। এখন, কথা শুনতে পাক আর না পাক, সারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করতে পারবে কোন সমস্যা ছাড়াই।

চোখের সামনে স্ক্রিন বন্ধ হয়ে গেল। আবার আঙুলে আঙুল টোকা দিচ্ছে সে। সেগুলো অক্ষরে পরিণত হয়ে ভেসে উঠল ভোজবাজির মত।

সাবজেক্টঃ রোসিও ইভা গ্রানাডা– টার্মিনেটেড

সাবজেক্টঃ হেন্স হুবার– টার্মিনেটেড

হাতে আধা শেষ হওয়া ড্রিঙ্ক নিয়ে পায়চারি করছে ডেভিড বেকার। তিন তলা নিচে। লবিতে। মুক্ত বাতাস নিতে টেরেসের দিকে চলে যায় কখনো। আসা এবং যাওয়া... হাসে সে। আসা এবং যাওয়া। ব্যাপার-স্যাপার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে এবার। এখন কি সব হাল ছেড়ে দিয়ে এয়ারপোর্টে ফিরে যাওয়া উচিৎ নয়? জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপার? তাহলে তারা কেন একজন স্কুলটিচারকে পাঠাল?

বারটেন্ডারের চোখের আড়ালে চলে গিয়ে ড্রিঙ্কটা ফেলে দিল সে একটা পটেট জেসমিনের গায়ে। মাথাটাকে ফাকা করে দিয়েছে ভদকা। ইতিহাসের সবচে সস্তা মাতাল– মাঝে মাঝে সুসান বলে।

মাথা থেকে চিন্তাটাকে দূর করে দিয়ে হাটতে থাকে লবি ধরে। ঝাকিয়ে সরিয়ে দিতে চায় সমস্ত হালকা ভাব।

এলিভেটরে যাবার সময় তার সামনে এক লোক পড়ে। লিফটের ভিতরেই। মোটা ওয়্যার রিম গ্লাস। নাক ঝাড়ার জন্য একটা রুমাল এগিয়ে নেয় লোকটা। ভদ্রভাবে একটু হাসি দিয়ে বেকার ভিতরে ঢুকতে থাকে... বাইরে সেভিলিয়ান রাতের অমানিশা নেমে আসছে।

অধ্যায় : ৪২

ভিতরে ঢুকতে গিয়ে একেবারে যাচ্ছেতাই কান্ড করে বসল সুসান। নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে, বুঝতে পারে সে।

'স্ট্রেস মারাত্মক ব্যাপার, সুসান। তুমি কি বুক থেকে কিছু সরিয়ে দিতে চাও?'

জোর করে বসে পড়ল সুসান। মনে মনে একটাই আশা– স্ট্র্যাথমোর কথা শেষ করে ফিরে আসবে। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ নেই। শান্ত থাকার চেষ্টা করছে সুসান। নিজের স্ক্রিনের দিকে চোখ তার। ট্রেসার দ্বিতীয় বারের মত কাজ চালাচ্ছে। সুসান জানে, কোন ঠিকানা আসবে। জিহেল@ক্রিপ্টো.এন এস এ. গভ

সুসান তাকায় স্ট্র্যাথমোরের ওয়ার্ক স্টেশনের দিকে। আর পারছে না সে। কমান্ডারের ফোন কলে বাগড়া দেয়ার সময় চলে এসেছে।

উঠে দাঁড়াল সুসান। চলে যাচ্ছে দরজার দিকে। প্রতি মুহূর্তে সরে যাচ্ছে নর্থ ডাকোটার কাছ থেকে। চলে যাচ্ছে কমান্ডারের আরো আরো কাছে।

হেলের চোখে ব্যাপারগুলো বেখাপ্পা লাগে। উঠে দাঁড়ায় সে। দরজার কাছে আটকে দেয় সে সুসানকে।

'বল কী হচ্ছে। এখানে আজ কিছু একটা হচ্ছে। কী সেটা?'

'আমাকে বেরুতে দাও।' বলল সুসান। সারা গায়ে ভয় কাঁটা দিয়ে উঠছে।

'কামঅন! স্ট্র্যাথমোর তো চাৰ্ট্রাকিয়ানকে তার কাজের জন্য ফায়ার্ড করে দিল। ট্রান্সলেটারের ভিতরে হচ্ছেটা কী? আঠারো ঘন্টা চলার মত ডায়াগনোসিস আমরা কখনোই করি না। দ্যাটস বুলশিট। আর তুমি তা জান। বলতো, কী হচ্ছে?'

সরু হয়ে গেল সুসানের চোখ। কী হচ্ছে তা তুমি ভাল করেই জান! 'সরে যাও, গ্রেগ। আমাকে বাথরুমে যেতে হবে।'

হেল সরে গেল। 'স্যরি, সু। জাস্ট ফার্টিং।'

বের হয়ে যাবার সাথে সাথে বুঝতে পারল সুসান, তার গা ভেদ করে দৃষ্টি যাচ্ছে লোকটার।

তাই বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল সে। গ্রেগ হেলের চোখ ফাকি দেয়ার আগে তাকে একটু কৌশল করতে হবে।

অধ্যায় : ৪৩

পয়তাল্লিশ বছরের হাসিখুশি মানুষ চ্যাড ব্রিঙ্কারহফ। সামার ওয়েট স্যুট, ট্যান করা চামড়া। ঘন চুল, বাদামি। চোখের রঙ নীল। গভীর। কন্ট্যাক্ট লেন্স্ বসানো।

উড প্যানেলড অফিসে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় সে। এন এস এ তে যতটা উপরে ওঠা যায়– উঠেছে সে। নাইন্থ্ ফ্লোরের মেহগনি সারিতে এ অফিস। অফিস নাইন এ ওয়ান নাইন্টি সেভেন। দ্য ডিরেক্টরিয়াল স্যুট।

শনিবারের রাত। মেহগনি সারি খালি হয়ে গেছে। এসেন্সিতে একটা সত্যিকারের পোস্ট চেয়েছিল সে। কিন্তু কী করে যেন পার্সোনাল এইডের মত কোন কাজ জুটে গেল তার। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের একক ক্ষমতাবান লোকটার পাশে, একটু একা। এ্যান্ডোভ্যার এ্যান্ড উইলিয়ামস থেকে ব্রিঙ্কারহফ গ্রাজুয়েশন করেছে। আর এখানে সে আছে, সত্যিকার ক্ষমতা নেই যার। অন্য কারো ক্যালেন্ডার গোছানোর কাজে ব্যস্ত।

ডিরেক্টরের পার্সোনাল এইড হলে লাভ আছে কিছু– ডিরেক্টরিয়াল স্যুটে আশ্রয় জুটেছে তার, এন এস এ ডিপার্টমেন্টে পূর্ণ প্রবেশাধিকার আছে। ব্রিঙ্কারহফ জানে, সে জন্য নিয়েছে একজন পি এ হবার জন্য। নোট নেয়ায় দক্ষ, প্রেস কনফারেন্সে জুড়ি নেই, এ নিয়েই পড়ে থাকার জন্য যথেষ্ট আলসে।

আবার ঘড়ি টিকটিক করে জানিয়ে দিচ্ছে, অনেক সময় পেরিয়ে গেল। শিট! বিকাল পাঁচটা! কী করছি আমি এখনো?

'চ্যাড?' দরজার গোড়ায় হাজির হয়েছে এক মহিলা।

চোখ তুলে তাকায় ব্রিঙ্কারহফ। মিজ মিকেন এসেছে। ফন্টেইনের ইন্টারনাল সিক্যুরিটি এ্যানালিস্ট। তার বয়স ষাট। একটু ভারি। ছ রুমের ডিরেক্টরিয়াল স্যুটের মানুষগুলোর একজন। বলা হয় এন এস এর আভ্যন্তরীন ব্যাপারগুলো স্বয়ং ঈশ্বরেরচে ভাল জানে।

ড্যাম! ভাবে ব্রিঙ্কারহফ, হয় আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি নাহয় সে আরো নবীন হয়ে উঠছে।

'উইকলি রিপোর্ট,' হাসল সে, একতাড়া কাগজ দুলিয়ে, 'ফিগার্স চেক করতে হবে তোমার।'

'আসলেই চ্যাড,' হাসল সে, 'তোমার মায়ের মত বয়স হয়ে গেছে আমার।'

আমাকে আবার মনে করিয়ে দিও না। ভাবে ব্রিঙ্কারহফ।

মিজ ডেস্কের সামনে দাঁড়াল, 'দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফেরার আগে ডিরেক্টর এগুলো শেষ করা অবস্থায় দেখতে চায়। আমি চলে যাচ্ছি। সোমবারের কথা। ঘাড়ের কাছে চলে এসেছে।'

সামনে নামিয়ে রাখল সে প্রিন্টআউটগুলো।

'আমি কী? এ্যাকাউন্টেন্ট?'

'না, হানি। তুমি একজন ক্রুজ ডিরেক্টর। ভাল করেই জান সেটা।'

'তাহলে আমি সংখ্যা নিয়ে কী করব?'

'তুমি আরো দায়িত্ব চাও, এই সব।'

'মিজ... আমার কোন জীবন নেই।'

কাগজের উপর মহিলা আঙুল চালায়, 'এটাই তোমার জীবন, চ্যাড ব্রিঙ্কারহফ। যাবার আগে কোনকিছু এগিয়ে দিতে পারি তোমাকে?'

'আমার কাঁধগুলো শক্ত হয়ে গেছে।'

'একটা এ্যাসপিরিন নাও।'

'কোন ব্যাক রাব নেই?'

মাথা নাড়ল মহিলা, 'কসমোপলিটানরা বলে দুই তৃতীয়াংশ ব্যাকরাবের শেষ ফল হয় সেক্স।'

'আমাদেরগুলোয় কখনো এমন কিছু হয় না।'

'এটাইতো সমস্যা।'

'মিজ-'

'নাইট, চ্যাড।'

'চলে যাচ্ছ?'

'তুমি জান, আমি থাকতে চাইতাম,' দরজার দিকে যেতে যেতে বলে মহিলা, 'কিন্তু আমার কিছু গর্ব আছে। কোন টিন এজারের সাথে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে চাই না।'

'আমার স্ত্রী কোন টিন এজার নয়। তার ভাবটা টিন এজারের মত।'

মিজ অবাক হয়ে তাকায়। 'আমি তোমার স্ত্রীর কথা বলিনি। বলেছি কারম্যানের কথা।' পুয়ের্টোরিকান উচ্চারণে বলে সে কথাটুকু।

'কে?'

'কারম্যান। ফুড সার্ভিসের?'

ব্রিঙ্কারহফ বড় করে একটা দম ছাড়ে। কারম্যান হুয়ের্টা সাতাশ বছর বয়সী পস্ট্রি শেফ। কাজ করে এন এস এর কমিশারিতে। স্টকরুমে তার সাথে অনেকটা সময় কাটিয়েছে ব্রিঙ্কারহফ।

হাসল মহিলা। 'মনে রেখ, চ্যাড... বিগ ব্রাদার নোজ অল।'

boiRboi.net

বিগ ব্রাদার? অবিশ্বাসে তাকায় ব্রিঙ্কারহফ। বিগ ব্রাদার স্টকরুমের দিকেও নজর রাখে?

বিগ ব্রাদার বা শুধু ব্রাদার হল একটা সেনটেক্স ৩৩৩ যেটা একটা ছোট ক্লজেটের মত জায়গায়, স্যুটের সেন্ট্রাল রুমে বসানো। এটা একশো আটচল্লিশ ক্লজেট সার্কিট ভিডিও ক্যামেরা, তিনশো নিরানব্বই ইলেক্ট্রনিক ডোর, তিনশো সাতাত্তর ফোন টেপ আর দুশ বারটা ফ্রি স্ট্যান্ডিং বাগের দেখাল করে এন এস এ কমপ্লেক্সে।

এন এস এর পরিচালকরা জানে যে ছাব্বিশ হাজার কর্মচারী থাকা শুধু বড় একটা এ্যাসেট নয়, বরং বিশাল দায়বদ্ধতা। মিজ এই দায়বদ্ধতার কাজ করে ইন্টারনাল সিকিউরিটি এ্যানালিস্ট হিসাবে। বোঝাই যাচ্ছে কমিশারিতেও তার চোখ আছে একটা।

'হাত ডেস্কের উপরে,' বলল সে, 'সাবধান, দেয়ালেরও চোখ আছে।'

ব্রিঙ্কারহফ বসে থেকে মহিলার হিলের আওয়াজ পায়।

প্রথম প্রিন্টআউটটা বের করে সে।

ক্রিপ্টো– প্রোডাকশন/এক্সপেন্ডেচার

সাথে সাথে মুড হালকা হয়ে গেল তার। ক্রিপ্টোর রিপোর্ট সব সময়ই কেকের মত। সব ডাটা একত্র করার কথা তার। কিন্তু ডিরেক্টর শুধু একটা ব্যাপার জানতে চায়। এম সি ডি। মিন কস্ট পার ডিক্রিপশন। একটা কোড ভাঙার জন্য ট্রান্সলেটারের পিছনে কতটা খরচ করতে হচ্ছে সেই হিসাব। এক হাজার ডলারের নিচে থাকলে ফন্টেইন কোন চিন্তা করে না।

প্রতিদিনের এম সি ডি চেক করতে করতে মাথায় কার্মেন হুয়ের্টা খেলা করতে থাকে। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে তার কাজ প্রায় শেষ হয়ে যায়। আর সব সময়ের মত এবারো ক্রিপ্টো ডাটা পারফেক্ট।

কিন্তু পরের রিপোর্টটার দিকে চোখ যাবার আগেই তা আটকে গেল। শিটের শেষ প্রান্তে শেষ এম সি ডি টা নেই। সংখ্যাটা এত বড় যে পরের কলামে চলে গেছে সেটা। অঙ্কটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে।

৯৯৯,৯৯৯,৯৯৯?

হাসফাস করে সে। বিলিয়ন ডলার? কারম্যানের ছবি উরে গেছে। বিলিয়ন ডলারের কোড?

প্যারালাইজড হয়ে বসে থাকে ব্রিঙ্কারহফ। তারপর সাথে সাথে সে নড়েচড়ে ওঠে। দৌড়ে যায় প্যাসেজে, 'মিজ! ফিরে এস!'

banglabooks.net

অধ্যায় : ৪৪

ফিল চার্ট্রাকিয়ান সিস-সেক ল্যাবে স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্ট্র্যাথমোরের কথাগুলো মাথায় বোমা মারছে যেনঃ চলে যাও এখনি! দ্যাটস এ্যান অর্ডার!

ট্র্যাশ ক্যানে লাথি কষিয়ে খালি ল্যাবে পায়চারি করে।

'ডায়াগনোস্টিক, মাই এ্যাস! কোন কারণে ডেপুটি ডিরেক্টর ফাইলটাকে গান্টলেটের পাশ দিয়ে ঢোকাল!'

এন এস এর কম্পিউটার সিস্টেমের দেখভাল করার জন্য ভাল বেতন পায় সিস-সেকরা। চার্ট্রাকিয়ান জানে, সেখানে দুটা মাত্র কাজ আছে, তুমুল পাগলাটে হও, দারুণ মেধাবী হও।

হেল, অভিশাপ দেয় সে, সেইসাথে অশ্লীল একটা গালি ঝেড়ে দেয়, এটা কোন পাগলামির মধ্যেও পড়ে না! রান মনিটরগুলো আঠারো ঘন্টা দেখাচ্ছে!

বোঝাই যায়, প্রথমে ভাইরাস ঢুকিয়ে এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে ডেপুটি ডিরেক্টর।

চার্ট্রাকিয়ান জানে, গান্টলেট দিয়ে না ঢোকালে সমস্যা হতে পারে। এন এস এর বিশাল ডাটাব্যাঙ্ক হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে।

ডাটাব্যাঙ্কের ইতিহাস সব সময় চার্ট্রাকিয়ানকে তাড়িয়ে বেড়ায়। উনিশো শতুরের দিকে প্রথমে এর জন্ম। আস্তে আস্তে ইউনিভার্সিটিগুলো এমন সব ব্যাঙ্ক গড়ে তোলে, তারপর আসে পাবলিক সেক্টর।

ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের কারণে বোঝা যায় ইন্টারনেটের সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সরাসরি যোগাযোগ ভাল নয়। প্রেসিডেন্ট অবশেষে একটা ডিক্রি জারি করে যে প্রচলিত ইন্টারনেটের বদলে আমেরিকার ডিফেন্স এবং ইন্টেলিজেন্স প্রতিষ্ঠানগুলোয় নিজস্ব একটা নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে। সেজন্য ফান্ডের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাপারটা একেবারে গোপনীয়। এই সমস্ত ডাটা জড়ো হবে একটা মাত্র বিশাল ডাটাব্যাঙ্কে। এন এস এর ডাটাব্যাঙ্কে।

দেশের সবচে ক্লাসিফায়েড ছবিগুলো, টেপগুলো, ডকুমেন্ট আর ভিডিও– সবগুলোকে ডিজিটাল করে ফেলা হয়। মিলিয়ন মিলিয়ন। একটা মাত্র জায়গায় সরিয়ে নেয়া হয়। তারপর বাকি কপি ধ্বংস করা হয়। ট্রিপল লেয়ার পাওয়ার

রিলে দিয়ে সেই ডাটাব্যাঙ্কটাকে রক্ষা করে তারা। অবশ্যই, ডিজিটাল ব্যাকআপ সিস্টেমও আছে। মাটির দুশ চোদ্দ ফুট গভীরে রাখা হয় সেটাকে। সব ধরনের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের বাইরে, সব ধরনের বিস্ফোরণের বাইরে। কন্ট্রোল রুমকে বলা হয় টপ সিক্রেট উম্ব্রা– দেশের সবচে বড় সিকিউরিটি ব্যবস্থা আছে যেটার।

দেশের গোপনীয় ব্যাপারগুলো কখনোই খুব বেশি নিরাপদ থাকে না। যত কথা ভাবা যায় তার সব ধরনের তথ্যই আছে এখানে। পুরো ইউ এস ইন্টেলিজেন্স এর উপর নির্ভর করে।

অবশ্যই, এন এস এর লোকজন জানে যে এর মূল্য থাকবে তখনি যখন এখানে ঢোকা যাবে। একজন সাবমেরিন কমান্ডার ডায়াল করে এন এস এর সবচে নতুন স্যাটেলাইট ছড়িা আ ররাশান পোর্টের খবর পেতে পারে কিন্তু সে দক্ষিণ আমেরিকায় কোন এ্যান্টি ড্রাগ মিশনে নামতে পারবে না। সি আই এ এ্যানালিস্টরা ঐতিহাসিক খুনের ঘটনাগুলো দেখতে পারবে কিন্তু লঞ্চ কোড পাবে না যেটা আছে শুধু প্রেসিডেন্টের জন্য।

ডাটাব্যাঙ্কের তথ্য জানার জন্য কোন এ্যাক্সেস নেই সিস-সেকদের। কিন্তু এর নিরাপত্তার জন্য দায় তাদের ঘাড়েই বর্তায়। সাধারণত সব ধরনের ডাটাব্যাঙ্কে– ইউনিভার্সিটিতে বা এমন বড় কোন প্রতিষ্ঠানে– সর্বক্ষণ হ্যাকাররা সমস্যা করে। কিন্তু এন এস এর বেলায় সে কথা খাটবে না। তারা পৃথিবীর সেরা। এন এস এ ডাটাব্যাঙ্কের কাছেধারে কেউ কখনো আসেনি এবং কখনো পারবে না।

সিস-সেক ল্যাবের ভিতরে, ভেবে নেয়ে যাচ্ছে চার্ট্রাকিয়ান– ছেড়ে যাবে কি যাবে না। ট্রান্সলেটারে সমস্যা মানে ডাটাব্যাঙ্কেও সমস্যা। স্ট্র্যাথমোরের নিশ্চিন্ত ভাবটা সমস্যায় ফেলে দেয়।

ট্রান্সলেটার আর এন এস এ ডাটাব্যাঙ্ক পরস্পরের সাথে যুক্ত। সবাই জানে। প্রতিটা কোড ভাঙার সাথে সাথে ক্রিপ্টো থেকে সেটাকে সরিয়ে নেয়া হয় সাড়ে চারশ গজ দূরের ডাটাব্যাঙ্কে। ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সাহায্যে। ট্রান্সলেটারের গার্ড এই গান্টলেট আর সেটাকে এড়িয়ে গেছে স্ট্র্যাথমোর।

নিজের বুককে ধ্বক ধ্বক করতে দেখল চার্ট্রাকিয়ান। 'আমাকে এটা রিপোর্ট করতে হবে!' চিৎকার করে ওঠে নিজের অজান্তেই।

এমন কোন পরিস্থিতিতে কাকে কল করা যায়– মাত্র একজনকে, সিস-সেকের সেনিয়র অফিসার। ছোটখাট গাট্টাগোট্টা চারশো পাউন্ডের লোক। কম্পিউটারের গুরু। গান্টলেটের জন্মদাতা। ডাকনাম জাব্বা। জাব্বা যখনি স্ট্র্যাথমোরের এ কীর্তির কথা শুনতে পাবে , সব নরক ভেঙ্গে পড়বে এখানে। খুব খারাপ, ভাবে সে, একটা কাজ আছে আমার করার মত।

ফোন তুলে নিয়ে জাব্বার চব্বিশ ঘন্টা খোল সেলফোনে ডায়াল করে সে॥

অধ্যায় : ৪৫

চিন্তাকে গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে ডেভিড বেকার এ্যাভেনিডা ডেল সিডায় ঘুরতে ঘুরতে। ভদকা এখনো তাকে ছেড়ে যায়নি। পায়ের তলায় টাইলগুলোকে গুলিয়ে যেতে দেখে সে নিজের ছায়ায়। মনে কোন চিন্তা খেই পাচ্ছে না। সুসান কি এখনো মেসেজটা পায়নি?

সামনে, সেভিল ট্রান্সপোর্টের একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। ডিজেল ইঞ্জিন গর্জে উঠল। বাসে ওঠার কেউ নেই। কেউ কেউ নামার। আবার ছুটল সেটা। পাব থেকে তিন টিন এজার ছুটে গেল পিছনে পিছনে। আবার থামবে বাসটা।

কী দেখল সে! বিশ্বাস হচ্ছে না। নিশ্চই হ্যালুসিলেশন! মদের কাজ!

আমি ভুল দেখছি!

বাস থেমে গেল। তিনজন উঠে যাচ্ছে। আবার দেখল সে দৃশ্যটা। এবার আর বিশ্বাস না করে উপায় নেই মেয়েটাকে দেখেছে সে।

যাত্রিরা উঠে গেল। আবার ইঞ্জিন গর্জে ওঠে সাথে সাথে। পুরোদমে ছুটছে বেকার। টের পায়। চিত্রটা এখনো তার চোখে ভেসে থাকে। কালো লিপস্টিক, বুনো চোখ, আইশ্যাডো পাগলাটে– আর সে চুল... স্পাইক করে উপরের দিকে ওঠানো। তিনটা ভিন্ন রঙ সেখানে।

লাল, সাদা, নীল।

চলে যাচ্ছে গাড়িটা। কার্বন মনোক্সাইডের কারণে থেমে গেল বেকার।

'এসপারা!' চিৎকার করে সে বাসের পিছনে ছুটতে ছুটতে।

বেকারের পায়ের তাল ঠিক রাখতে পারছে না মাথাটা। সেই চিরাচরিত স্কোয়াশের দক্ষতা নেই। নেই ক্ষিপ্রতা। অভিশাপ দিল সে দুজনকে। সেই বারটেন্ডারকে আর জেটল্যাগকে।

বাসটা সেভিলের বুড়ো হাবড়াদের অন্যতম। প্রথম গিয়ার অনেকক্ষণ ধরে চলে। আস্তে আস্তে দূরত্ব কমে আসছে। ডাউনশিফটের আগে সেটাকে ধরতেই হবে।

টুইন টেইলপাইপ দিয়ে গলগল করে আরো ধোয়া বেরুচ্ছে, ড্রাইভার দ্বিতীয় গিয়ারে যাবে এবার। বাসের পাশে চলে এসেছে সে। প্রতিবার আরো আরো দ্রুতি বাড়াচ্ছে। সেভিলের আর সব বাসের পিছন দরজার মত এটারটাও খোলা। এয়ার কন্ডিশনের অবস্থা বেশি ভাল হয় না এগুলোর।

পায়ের আগুন ধরা যন্ত্রণাটার কোন পরোয়া করে না সে।

আরো এগিয়ে যাচ্ছে সে। প্রতিনিয়ত আরো কাছে চলে আসছে পিছন দরজার হ্যান্ডেলটা। হাত বাড়ায় এবার বেকার। চট করে সেটা চলে যায় হাতলে। এবং সেইসাথে মিস করে বসে সে। হারিয়ে ফেলে ব্যালেন্স।

ড্রাইভার গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে। বদল করছে গিয়ার।

শিফট করছে লোকটা! আর হবে না!

আবার মরিয়া হয়ে হাত বাড়ায় ডেভিড বেকার। এবার আঙুলগুলো আকড়ে ধরেছে হ্যান্ডেলটা। বেড়ে যাচ্ছে বাসের গতি হু হু করে। ঝট করে নিজেকে ভিতরে টেনে নেয় সে। সেইসাথে ব্যালেন্স হারায় আবারো।

যানটার ভিতরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সে। পা আর কাঁধ ব্যথায় অবশ অবশ লাগে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় সে। অন্ধকার বাসের ভিতরে ঢুকে যায়। মাত্র কয়েক সারি পরেই সেই তিন ধরনের চুল চূড়া হয়ে আছে।

লাল-সাদা-নীল! পেরেছি!

আঙটিটার চিন্তায় অস্থির হয়ে যায় ডেভিড বেকার। অপেক্ষা করছে লিয়ারজেট সিক্সটি। অপেক্ষা করছে সুসান।

মেয়েটার কাছে গিয়ে কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না এমন সময় একটা স্ট্রিট লাইটের নিচ দিয়ে যাওয়া শুরু করল বাসটা। পাঙ্কের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আতঙ্কে তাকিয়ে থাকে বেকার। মানুষটা মেয়ে নয়, ছেলে। উপরের ঠোটে রূপার একটা জুয়েলারি দিয়ে ছিদ্র করা। পরনে একটা জ্যাকেট। কোন শার্ট নেই।

চরম অশ্লীল গালি ঝেড়ে নিউ ইয়র্কের উচ্চারণে ছেলেটা প্রশ্ন তুলল, 'কী চাও তুমি?'

ঝাকুনিতে নিজেকে সামলাতে সামলাতে সবার দিকে তাকায় বেকার। তাদের বেশিরভাগের চুলই লাল-সাদা-নীল।

'সিয়েন্টাটে!' চিৎকার করল ড্রাইভার।

বেকার যেন শুনতেই পায়নি।

'সিয়েন্টাটে!' আবার চিৎকার করল ড্রাইভার, 'সিট ডাউন!'

আয়নায় রাগি চেহারাটার দিকে তাকায় সে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

রেগে গিয়ে ড্রাইভার হঠাৎ কষে ব্রেক করল। উড়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল বেকার দু সারি সিটের মাঝখানের খালি জায়গাটায়।

এ্যাভেনিডা ডেল সিডে একটা কালো মূর্তি বেরিয়ে এল অন্ধকার ছায়া থেকে। চলে যেতে থাকা বাসের দিকে তাকায় সে।

ডেভিড বেকার চলে গেছে। কিন্তু খুব বেশি সময়ের জন্য নয়। সেভিলের আর সব বাসের মধ্যে সে বেছে নিয়েছে সাতাশ নম্বরটা।

বাস সাতাশের গন্তব্য একটাই।

অধ্যায় : ৪৬

ফিল চার্ট্রাকিয়ান ধপ করে তার রিসিভারটা নামিয়ে রাখে। জাব্বার লাইন বিজি। সে কল ওয়েটিং রাখে না। কারণ মনে করে, এটি এ্যান্ড টির একটা চাল এই কল ওয়েটিং। আরো বেশি কল, আরো বেশি আয়। তাই জাব্বার কল ওয়েটিং অন থাকে না। থাকে এ্যানগেজড। এন এস এর এই ইমার্জেন্সি সেলফোনটার প্রতি তারা বিতৃষ্ণা অনেক। তাই সে এ কাজ করে।

ঘুরে দাঁড়ায় চার্ট্রাকিয়ান। তাকায় এন এস এর ক্রিপ্টো ফ্লোরের দিকে। একেবারে শূণ্য। প্রতি মিনিটে মাটির তলার জেনারেটরের গুমগুম আওয়াজ বাড়ছে। এখন তার চলে যাবার কথা– কিন্তু একটা ব্যাপার সে মানতেই পারছে না।

এন এস এর সেই পুরনো নীতি ধরেই চলবে, ভাবে সে– এ্যাক্ট ফার্স্ট, এ্যাক্সপ্লেইন লেটার।

কম্পিউটার সিকিউরিটির বিশাল দুনিয়ায় একটা মিনিট নষ্ট করা মানে কম্পিউটারের বারোটা বাজানোর আরো কাছে চলে যাওয়া। সিস-সেকদের রাখা হয় তাদের টেকনিক্যাল ক্ষমতার জন্য– রাখা হয় তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জন্য।

আগে কাজ, পরে ব্যাখ্যা। চার্ট্রাকিয়ান জানে তাকে কী করতে হবে। কাজটা শেষ হয়ে গেলে সে হয় এন এস এর হিরো বনে যাবে, নয়ত লাইন লাগাবে বেকারদের পিছনে।

বিশাল কম্পিউটারটায় ভাইরাস নেমে এসেছে।

শাট ইট ডাউন!

ট্রান্সলেটারকে শাট ডাউন করে দেয়ার দুটা পথ খোলা আছে। এক– কমান্ডারের প্রাইভেট টার্মিনাল যেটা তার রুমে লক করা অবস্থায় থাকে; দুই– ম্যানুয়াল কিল সুইচ, ক্রিপ্টো ফ্লোরের নিচে।

চার্ট্রাকিয়ান কোনমতে গিলে নেয় ভাবনাটাকে। সাবলেভেলগুলোকে ঘৃণা করে সে। শুধু ট্রেনিঙের সময় সেখানে ছিল, একবার। যেন কোন অচেনা দেশ সেটা। ফ্রেয়নের গলিঘুপচি, বিশাল বিশাল ক্যাটওয়াক, একশ ছত্রিশ ফুট পাওয়ার সাপ্লাই...

এই তার শেষ কাজ।

তারা কাল আমাকে ধন্যবাদ দিবে।

বড় করে দম নিল সে। সিনিয়র সিস-সেকের মেটাল লকার খুলে ফেলল। এ্যাসেম্বল না করা কম্পিউটার পার্টগুলোর সাথে আছে মিডিয়া কনসেন্ট্রেটর, ল্যান টেস্টার, স্ট্যানফোর্ড এ্যালুমিনিয়াম মগ। রিম স্পর্শ না করেই ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনে মেডেকো চাবিটা।

'অসাধারণ,' বলে সে, 'সিকিউরিটি সিস্টেম অফিসাররা সিকিউরিটির ব্যাপারে জানে না।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৪৭

'বিলিয়ন ডলার কোড?' মিজ হলওয়েতে ব্রিঙ্কারহফের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বাহ! দারুণতো!'

'সত্যি।'

'এ পোশাকগুলো থেকে আমাকে বের করে নেয়ার ফন্দি নয়তো?'

'মিজ, আমি কখনোই–'

'আমি জানি, চ্যাড। মনে করিয়ে দিও না।'

ত্রিশ সেকেন্ড পর, মিজ বসে আছে ব্রিঙ্কারহফের চেয়ারে। খতিয়ে দেখছে ক্রিপ্টো রিপোর্ট।

'দেখলে? এই এম সি ডি? বিলিয়ন ডলারের...'

'দেখে মনে হয় ভালই, তাই না?'

'মানে?'

'মনে হচ্ছে ভাগ করা হয়েছে শূণ্য দিয়ে।'

'শূণ্য দিয়ে ভাগ করা হয়েছে?'

মিজ হাসল, 'সবগুলো কোডের পিছনে যা খরচ হয়েছে সে হিসাবটাকে গড় করা হয়নি। যোগফল এটা।'

'অবশ্যই।' বলল ব্রিঙ্কারহফ। মহিলার জামার দিকে না তাকানোর চেষ্টা করছে।

'যখন কোন হিসাবে গন্ডগোল হয় তখন কম্পিউটার অসীম ব্যাপারটাকে ঘৃণা করে। সেখানে বসিয়ে দেয় সব নয়। দেখতে পাচ্ছ?'

'ইয়েস।' পেপারের দিকে আরো ঝুকে আসে ব্রিঙ্কারহফ।

'এটা আজকের ডাটা। ডিক্রিপশনের দিকে একবার তাকাও।'

ব্রিঙ্কারহফ তাকায় ডিক্রিপশনের পরিমাণের দিকে:

নাম্বার অফ ডিক্রিপশন= ০

ফিগারের উপর আঙুল চালাল মিজ, 'যা সন্দেহ করেছিলাম। ডিভাইডেড বাই জিরো।'

boirboi.net

'তার মানে সব ঠিকই আছে?'

'তার মানে আজ কোন কোড ব্রেকিং হয়নি। ট্রান্সলেটার হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছে।'

'বিশ্রাম?'

ডিরেক্টর প্রতিদিনের জন্য অনেক অনেক টাকা ঢালে ট্রান্সলেটারের পিছনে। একটা মুহূর্ত ট্রান্সলেটারের থেমে থাকা মানে কোটি টাকা বাথরুমের ভিতর দিয়ে ফেলে দেয়া।

'আহ্... মিজ,' বলল ব্রিঙ্কারহফ, 'ট্রান্সলেটার কখনোই বিশ্রাম নেয় না। এটা দিন-রাত সব সময় কাজ করে। ভালভাবেই জান তুমি।'

শ্রাগ করল সে, 'উইকএন্ড রান করানোর ইচ্ছা ছিল না মনে হয় স্ট্র্যাথমোরের। জানে, ফন্টেইন নেই। তাই একটু আয়েশ করার ইচ্ছা হল তার।'

'কামঅন মিজ!' বলল ব্রিঙ্কারহফ, 'লোকটাকে একটু বিশ্রাম দাও!'

মিজ মিল্কেন যে ট্রেভর স্ট্র্যাথমোরকে পছন্দ করেনা সে কথাটা সবাই জানে। স্ট্র্যাথমোরের জন্যই স্কিপজ্যাক লেখা হয়। সেটা ধরা পড়ে যায়। এন এস এ বল হারায়। শক্তি পায় ই এফ এফ। কংগ্রেসের সামনে দুর্বল হয়ে পড়ে ডিরেক্টর। এমনকি গিন্নিরাও শোর তুলল– এন এস এ তাদের পারিবারিক ই-মেইল পড়ে ফেলবে। যেন এন এস এর আর কোন কাজ নেই।

এজন্য অনেক ক্ষতি হয়ে গেল ডিরেক্টরের। কিন্তু সে তার নীতিতে অটল। ব্রিলিয়ান্ট আর স্মার্ট লোকদের তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে দাও। এখনো ট্রেভর স্ট্র্যাথমোরের কাজে কখনো বাধা দেয় না ডিরেক্টর।

'মিজ, তুমি ভালভাবেই জান স্ট্র্যাথমোর কখনোই ট্রান্সলেটারকে বসিয়ে রাখবে না। সেটা তার বন্ধু।'

নড করল মিজ। কমান্ডার নিজের কাজে একেবারে মগ্ন। তার কাজের প্রতি আকর্ষণের কথাটা সবাই জানে। নিচে কোথাও এখনো হয়ত সে মশগুল।

'ওকে,' বলে মহিলা, 'আমি তাহলে একটু বাড়িয়ে বলছি।'

'একটু? স্ট্র্যাথমোরের লাইনে ট্রান্সলেটারে যাবার মত মাইল লম্বা ই-মেইল পড়ে আছে। সেগুলো ডিকোডিং করতে হবে। পুরো সপ্তাহান্ত ধরে সে কখনোই ট্রান্সলেটারকে বসিয়ে রাখবে না।'

'ওকে, ওকে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিজ, 'আমার ভুল।'

ভ্রুকুটি হানল সে। এখনো ভেবে পায় না ট্রান্সলেটার সারাদিনে কোন কোড ভাঙেনি কেন!

'আমাকে একটা ব্যাপার আবার চেক করতে দাও,' বলল মহিলা, রিপোর্টের দিকে চোখ পড়ে আছে। যা খুজছে পেয়ে গেল একটু পরই।

'তোমার কথাই ঠিক। ট্রান্সলেটার পূর্ণ শক্তিতে চলছে।'

'তার মানে কী?'

'বুঝতে পারছি না। অপ্রত্যাশিত।'

'তুমি ডাটাটা দেখে নিতে চাও?'

মহিলা তার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে থাকে। মিজ মিল্কেনের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন তুলবে না কেউ একটা ব্যাপারে। ডাটা কখনো ভুল হয়না তার। ফিগার চেক করার সময় ব্রিঙ্কারহফ অপেক্ষা করে।

'হাহ্!' অবশেষে চোখ তুলল সে, 'গতকালের স্ট্যাটাস ভালই দেখায়। দুশ সাইত্রিশটা কোড ভেঙেছে। এম সি ডি আটশো চুয়াত্তুর ডলার। গড়ে প্রতিটা কোড ভাঙতে ছ মিনিটের কিছু সময় বেশি লাগে। শেষ যে কোডটা ট্রান্সলেটারে ঢোকে–'

থেমে গেল মিজ।

'কী ব্যাপার?'

'মজার ব্যাপার।'

'মানে?'

'গত রাতের শেষ কোডটা দেয়া হয় এগারোটা সাইত্রিশে।'

'তাহলে?'

'তাহলে? ট্রান্সলেটার যেখানে ছ মিনিটে একটা কোড ভাঙে সেখানে শেষ কোডটা ভাঙেনি মাঝরাতেও। ব্যাপারটাতো–'

'কী?'

'এ ফাইল? এটাই ট্রান্সলেটারে গতরাতে ঢোকানো হয়েছে?'

'হ্যা।'

'এখনো তা ভাঙেনি। সময় দেখাচ্ছে ২৩:৩৭:০৮। কাল আর আজ মিলিয়ে।'

'হয়ত তারা দারুণ কোন ডায়াগনোসিস চালাচ্ছে।'

'আঠারো ঘন্টার কাজ? এ চিন্তা কি করা যায়? তার উপর কিউ ডাটা দেখাচ্ছে এটা আউটসাইডার ফাইল। স্ট্র্যাথমোরকে কল করতে হবে।'

'বাসায়? শনিবারের রাতে?'

'না। আমি স্ট্র্যাথমোরকে ভালভাবেই চিনি। সেই এসবের উপর নজরদারি করে। আমি বাজি ধরতে রাজি, এখনো এখানেই আছে।' থামে সে, তাকায় ব্রিঙ্কারহফের চোখের দিকে, 'চল, ব্যাপারটা চেক করে দেখা যাক।'

ব্রিঙ্কারহফ মিজের পিছনে পিছনে তার অফিসে গিয়ে ঢোকে। পাইপ অর্গানের মত বিগ ব্রাদারের কিবোর্ডে উড়ে চলে মহিলার হাত।

ক্লোজ ক্যাপশন ভিডিওর এ্যারেতে চোখ রাখে ব্রিঙ্কারহফ। দেয়ালজোড়া মনিটরে ক্রিপ্টোর চিহ্ন।

'তুমি ক্রিপ্টোতে ঢু মারবে?'

'না।' জবাব দিল মিজ, 'পারলে ভালই হত, কিন্তু ক্রিপ্টো একেবারে সিল করে দেয়া। এখানে কোন ভিডিও নেই। সাউন্ড নেই। নেই কিছুই। স্ট্র্যাথমোরের আদেশ। ট্রান্সলেটারের উপর যে নজর রাখতে পারি সেটাও ভাগ্য। স্ট্র্যাথমোর এটাও নিজের হাতে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ট্রান্সলেটারের উপর কিছু দাবি রাখে ফন্টেইন।

ব্রিঙ্কারহফ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে, 'ক্রিপ্টোতে কোন ভিডিও নেই?'

'কেন? তুমি আর কার্মেন আরো একটু প্রাইভেসি চাচ্ছ নাকি?'

চুপ করে থাকে ব্রিঙ্কারহফ।

'আমি স্ট্র্যাথমোরের এলিভেটরের লগ দেখছি।' চেক করল সে, 'এখানেই আছে। ক্রিপ্টোতে।'

'তার মানে স্ট্র্যাথমোর এখানে আছে, কোন সমস্যা নেই। তাই না?'

'সম্ভবত।'

'সম্ভবত?'

'তার সাথে যোগাযোগ করে ডাবল চেক করে নিতে হবে।'

'মিজ, সে একজন ডেপুটি ডিরেক্টর। আমার মনে হয় পুরো পরিস্থিতি তার আওতার ভিতরেই আছে। আমাদের আবার নাক গলানো—'

'ও, কামঅন চ্যাড— বাচ্চার মত কথা বলোনা। আমরা আমাদের কাজ করছি। আর আমি এও জানিয়ে দিতে চাই স্ট্র্যাথমোরকে যে বিগ ব্রাদার আমাদের সবার উপর নজরদারি করে। পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য তার আরো বড় বড় কাজ করার আগে একটু সাবধান হতে হবে।'

'সত্যি ভাবছ তাকে বিরক্ত করা উচিত?'

'আমি তাকে বিরক্ত করছি না।' বলল মিজ। 'তুমি করছ?'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৪৮

'**কী**!' অবিশ্বাসের সুর মিজের কণ্ঠে, 'স্ট্র্যাথমোর বলছে আমাদের ডাটা ভুল?'

ব্রিঙ্কারহফ নড করে ফোনটা নামিয়ে রাখল।

'স্ট্র্যাথমোর দাবি করছে ট্রান্সলেটার গত আঠারো ঘন্টা ধরে এক ফাইল নিয়ে বসে নেই?'

'পুরো ব্যাপারটা নিয়ে সে সন্তুষ্ট।' ব্রিঙ্কারহফ স্বস্তির সাথে বলল, 'আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে ট্রান্সলেটারের কাজে কোন গন্ডগোল নেই। জানিয়েছে এটা এখনো প্রতি ছ মিনিটে একটা করে কোড ব্রেক করছে। ধন্যবাদ দিয়েছে আমাদের উদ্বিগ্নতা দেখে।'

'মিথ্যা বলছে লোকটা। আমাদের সামনে মূলা ঝুলিয়ে রাখছে। দু বছর ধরে কাজ করি। সবকিছু আমার নখদর্পণে।'

'সবকিছুরই একটা প্রথমবার আছে।'

'আমি সব ডাটা দুবার করে চালাই।'

'যাক... তুমি নিশ্চই জান তারা কম্পিউটার নিয়ে কী বলে। তারা যখন ভয় পাচ্ছে না। সব ঠিক আছে, জেনে রাখ।'

'দিস ইজন'ট ফানি, চ্যাড! ডি ডি ও এইমাত্র ডিরেক্টরের অফিসের সাথে একটা মিথ্যাচার করল। আমি জানতে চাই, কেন!'

ব্রিঙ্কারহফ হঠাৎ ভাবে, এ মহিলাকে ডেকে না আনলেই ভাল হত। মহিলা খুবই জটিল প্রকৃতির। সেই স্কিপজ্যাকের পর থেকেই সে যে কোন ব্যাপারে একটু সন্দেহ দেখা দিলেই দু বার করে চেক করবে। এটাই তার বৈশিষ্ট।

'মিজ, আমাদের ডাটা যে ভুল না এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।' আলতোভাবে বলল ব্রিঙ্কারহফ, 'আই মিন– এ নিয়ে একটু ভাব। কোন একটা ফাইল ট্রান্সলেটারকে আঠারো ঘন্টার জন্য অচল করে দিবে? এমন কথা কে কোন কালে শুনেছে? বাসায় যাও। সময় বয়ে যাচ্ছে।'

কাউন্টারের উপর রিপোর্টটা যে জোর দিয়ে মহিলা রাখল তাতে ভারি কিছু হলে ধড়াম করে আওয়াজ উঠত। 'আমি এ ডাটাকে বিশ্বাস করি। কিছু একটা বলছে, এতে কোন ভুল নেই।'

শ্বাস ছাড়ল ব্রিঙ্কারহফ বড় করে। এমনকি ডিরেক্টরও মিজ মিল্কেনের উপর কথা বলে না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কথাটা সর্বজনবিদিত।

'কিছু একটা উঠে আসছে,' বলল মহিলা, 'আর আমি বের করতে চাই সেটা কী!'

অধ্যায় : ৪৯

বেকার নিজেকে তুলে নিল পথ থেকে। তুলে দিল একটা সিটে।

'নাইস মুভ, ডিপশিট!' বাচ্চা বাচ্চা ছেলেটা বলল, যার মাথার চুল তিনভাগে বিভক্ত।

তাকায় সে ছেলেটার দিকে। তাকায় আর সবার দিকে। বেশিরভাগের চুলই এমন কেন! কে জানে? প্রশ্ন করে দেখা যায়।

'চুলের ব্যাপারটা কী?'

'লাল সাদা আর নীল?'

নড করল বেকার। বাচ্চাটার ঠোটের উপরদিকের ক্ষত থেকে চোখ তুলে রেখেছে।

'জুডাস ট্যাবু।'

কোন মানে বুঝল না বেকার।

'আরে, জুডাস ট্যাবুকে চেন না? সিড ভিসিয়াসের পর সবচে বড় পাঙ্ক। আজকের দিনে, এক বছর আগে তার মাথা গুড়া হয়ে গিয়েছিল। আজ সেই এ্যানিভার্সারি।'

নড করল বেকার। কিছুই বোঝেনি সে।

'যেদিন ট্যাবু সবাইকে ছেড়ে যায় সেদিন এমন ডিজাইন করা ছিল তার চুলে। তার যত ভক্ত আছে সবাই আজ তাই চুলকে লাল সাদা নীলে সাজিয়েছে।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না বেকার। বাসের গ্রুপটার দিকে চোখ ফেরায় সে। বেশিরভাগই পাঙ্ক। তাদের বেশিরভাগ আবার তাকিয়ে আছে তার দিকে।

প্রত্যেক ফ্যান আজকের দিনে লাল-সাদা-নীল চুল নিয়েছে!

দেয়ালের ড্রাইভার এ্যালার্ট কর্ডে টান দিল বেকার। নেমে যাবার সময় এসেছে। আবার টানল সে। কিছুই হল না।

তৃতীয়বারের মত টানল। তথৈবচ। কোন কাজ হল না।

'তারা বাস টুয়েন্টিসেভেনে নিজেদেরকে ডিসকানেক্ট করে রাখে। তাই আমরা তাদের সাথে ইয়ে করি না।' আরো একটা প্রচলিত চূড়ান্ত গালি দিয়ে বলল বাচ্চাটা।

ঘুরে দাঁড়াল বেকার। 'তার মানে আমি নামতে পারব না?'

'লাইনের শেষপ্রান্তে যাবার আগে নয়।'

স্প্যানিশ কান্ট্রি রোডে চলে এল বাস পাঁচ মিনিট পর। পিছনের বাচ্চাটার দিকে ফিরল বেকার, 'এ জিনিস কি কখনো থামবে?'

'মাত্র কয়েক মাইল দূরেই।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'তার মানে তুমি জান না?'

শ্রাগ করল বেকার।

'ওহ্ শিট! ভাল লাগবে তোমার ব্যাপারটা।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৫০

ট্রান্সলেটারের হালের মাত্র কয়েক গজ দূরে, ফিল চার্ট্রাকিয়ান একটা সাদা দেখার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রিপ্টো সাবলেভেলস

অথোরাইজড পার্সোনেলস অনলি

সে জানে, সে আর যাই হোক, অথোরাইজড পার্সোনেল নয়। স্ট্র্যাথমোরের অফিসের দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নেয়। এখনো ঢাকনা নামানো। সুসান ফ্লেচারকে যেতে দেখেছে বাথরুমে। জানে, সুসান ঝামেলা পাকাতে পারবে না। *একমাত্র চিন্তা গ্রেগ হেলকে নিয়ে। কে জানে ক্রিপ্টোগ্রাফার দেখছে কিনা!*

আগের গালিটা ঝাড়ল সে।

নিল ডাউন করল সে। ফ্লোরে ঢুকিয়ে দিল চাবিটা। ঘুরিয়ে দিল। ক্লিক করে উঠল নিচের বোল্ট। কাধের উপর দিয়ে আরেকবার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে টেনে ধরল দরজা। প্যানেলটা ছোট। তিন ফুট বাই তিন ফুট। খুব ভারি। খুলে যাবার পর সরে এল সিস-সেক।

মুখেচোখে গরম বাতাসের হল্কা এসে লাগে। সেইসাথে ফ্রেয়ন গ্যাসের তীব্র ঝাঝ। নিচের লাল ইউটিলিটি লাইট জ্বলে উঠেছে সাথে সাথে। উঠে দাঁড়াল চার্ট্রাকিয়ান। কম্পিউটারের সার্ভিস এন্ট্রান্স বলে মনে হচ্ছে না পথটাকে। যেন জাহান্নামের চৌরাস্তা। প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচের ফ্লোরে চলে গেছে একটা সরু মই। তার নিচে সিড়ির ধাপ। কিন্তু ভিতরে শুধু ঘুর্ণায়মান কুয়াশা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

নড থ্রির ওয়ান ওয়ে গ্লাসের অপর প্রান্ত থেকে উঠে দাঁড়াল গ্রেগ হেল। সাবলেভেলের দিকে চার্ট্রাকিয়ানকে চলে যেতে দেখেছে সে।

'দারুণ কাজতো!' হেল মুখ ভেঙচে দেয়। জানে, কোথায় গেছে চার্ট্রাকিয়ান। ট্রান্সলেটারের ইমার্জেন্সি ম্যানুয়াল এ্যাবোর্ট করা যায় শুধু ভাইরাসের আক্রমণ

এলে। ইমার্জেন্সি এ্যাকশন উঠে এসেছে মেইন সুইচবোর্ডে। একজন সিস-সেক সেখানে যাবে সে ব্যাপারটা মানতে পারে না হেল।

নড থ্রি থেকে বেরিয়ে আসে হেল। এগিয়ে যায় ট্র্যাপডোরের দিকে।

থামাতে হবে চার্ট্রাকিয়ানকে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৫১

জাব্বা যেন একটা দানব। নাটকীয় আকৃতির জন্য তাকে এ নাম দেয়া হয়েছে। এন এস এর রেসিডেন্ট গার্ডিয়ান এ্যাঞ্জেল সে। প্রতিষ্ঠানের সব কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার উপরে।

ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিপার্টমেন্টে, করিডোর থেকে করিডোরে ঘুরে বেড়ায় সে। ঘুরে বেড়ায় করিডোর থেকে করিডোরে। একটাই নীতি তার– চিকিৎসা থেকে পূর্ব সাবধানতা ভাল। জাব্বার আমলে কোন এন এস এ কম্পিউটার ইনফেক্টেড হয়নি। ব্যাপারটাকে সে এমনি রাখতে চায়।

জাব্বার হোম বেসটা আসলে একটা ওয়ার্কস্টেশন। এন এস এ আন্ডারগ্রাউন্ডে একটা আল্ট্রা সিক্রেট ডাটাব্যাঙ্ক। কোন ভাইরাস এলে সেখানেই আগে আক্রমণ হবে। বেশিরভাগ সময় সেখানেই ব্যয় হয় তার। এন এস এর সারা রাতের কমিশারিতে একটু খাবার চেখে দেখছে জাব্বা, নিয়েছে একটু বিরতি। সেলুলার ফোনটা বেজে ওঠার সময় সে তৃতীয় দফা খেতে বসেছিল।

'গো।' বলল সে, চিবাতে চিবাতে।

'জাব্বা, মিজ বলছি।'

'ডাটা কুইন!' বিশালদেহী লোকটা চিৎকার করে উঠল। মিজ মিল্কেনের জন্য তার মনে সব সময় একটু কোমল ভাব খেলা করে। সে খুব শার্প। আর জাব্বার সাথে তাল দেয় এমন কোন মহিলা নেই এক মিজ ছাড়া। 'হাউ দ্য হেল আর ইউ?'

'কোন আপত্তি নেই।'

মুখ মুছে ফেলল জাব্বা, 'তুমি কাজে আছ?'

'ইয়াপ।'

'আমার সাথে একটা ক্যালজোন নিয়ে জয়েন করতে চাও?'

'জাব্বার ভাল লাগবে। কিন্তু আমি এখানে অন্য মাছি মারছি।'

'আসলেই? আমি যদি তোমার সাথে জয়েন করি মাইন্ড করবে নাতো?'

'তুমি খারাপ।'

'তোমার কোন ধারণাই নেই–'

'তোমাকে পেয়েছি, কপাল ভাল,' বলল মহিলা, 'কিছু উপদেশ দরকার আমার।'

ডক্টর পিপার গিলতে গিলতে বলল, 'শুট।'

'হয়ত কিছুই না। আবার অনেক কিছু হতে পারে। ক্রিপ্টোর স্ট্যাটে আজব ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। আশা একটাই, তুমি হয়ত কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে।'

'কী পেয়েছ?'

'একটা রিপোর্ট। ট্রান্সলেটার আঠারো ঘন্টা ধরে একই ফাইল চালাচ্ছে এবং এখনো ক্র্যাক করতে পারেনি।'

সাথে সাথে গায়ে ছলকে পড়ল ডক্টর পিপার। 'তুমি কী...?'

'কোন আইডিয়া?'

'কীসের রিপোর্ট এটা?'

'প্রোডাকশন রিপোর্ট। বেসিক কস্ট এ্যানালাইসিস।'

ব্রিঙ্কারহফ কী পেয়েছে সংক্ষেপে বর্ননা করল সে।

'স্ট্র্যাথমোরকে কল করেছ নাকি?'

'হ্যা। বলল ক্রিপ্টোর সব একেবারে ঠিক আছে। ট্রান্সলেটার কাজ করছে পূর্ণ শক্তিতে। বলল আমাদের ডাটাতেই গন্ডগোল থাকার কথা।'

'তাহলে সমস্যাটা কোথায়? রিপোর্ট গ্লিচ করেছে।' ভাবে একটু জাব্বা, 'তোমার কী মনে হয়? গ্লিচ করেনি?'

'তাই মনে হয়।'

'তার মানে স্ট্র্যাথমোর মিথ্যা বলছে?'

'কথা সেটা না। আসলে এর আগে কখনোই আমার ডাটা ভুল আসেনি। দ্বিতীয় পথে চেষ্টা করার কথা ভাবছিলাম।'

'ওয়েল,' বলল জাব্বা, 'তোমাকে হতাশ করার জন্য বলছি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত গন্ডগোলটা ডাটাতেই।'

'তাই মনে কর?'

'আমার চাকরিটাকে বাজি ধরতে পারি। ট্রান্সলেটারের ভিতরে সবচে বেশি সময় নিয়েছে একটা ফাইল– তিন ঘন্টা। এর মধ্যেই ডায়াগনোস্টিক্স, বাউন্ডারি প্রোব আর সব ঝামেলা ছিল। আঠারো ঘন্টা ধরে অচল থাকার মানে একটাই। ভাইরাস। সে সম্ভাবনাও ক্ষীণ।'

'ভাইরাস?'

'হ্যা। রিডান্ড্যান্ট সাইকেল। কিছু একটা প্রসেসরে ঢু মেরেছে, বানিয়েছে লুপ, কাজের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।'

'আসলে ব্যাপার অন্য কোথাও। স্ট্র্যাথমোর টানা ছত্রিশ ঘন্টায় ক্রিপ্টো ছেড়ে কোথাও যায়নি। কোন ভাইরাসের সাথে লড়ছে নাতো?'

হাসল জাব্বা, 'স্ট্র্যাথমোর ছত্রিশ ঘন্টা ধরে সেখানেই পড়ে আছে? পুওর বাস্টার্ড! সম্ভবত স্ত্রী বলে দিয়েছে বাড়িতে যাওয়া যাবে না। বেচারার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে নাকি সে।'

একটু থামে মিজ। এ কথাটা সেও শুনেছে। মহিলা প্যারানয়েড নয়ত?

'মিজ,' লম্বা আরো একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বলল জাব্বা, 'স্ট্র্যাথমোরের খেলনাটায় যদি কোন ভাইরাস থেকেই থাকে তাহলে আমাকে কল করত সে। স্ট্র্যাথমোর দক্ষ, কিন্তু ভাইরাসের অ-আ-ক-খও জানে না। ট্রান্সলেটারই তার সবেধন নীলমণি। যদি সেখানে কোন নড়চড় হয় সাথে সাথে আতঙ্কে জমে গিয়ে প্যানিক বাটন চেপে ধরবে– আর এখানে তার একটাই মানে। আমি।' মোজারেলায় লম্বা করে টান দেয় জাব্বা, 'তার উপর, ট্রান্সলেটারের গায়ে কোন ভাইরাস থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। গান্টলেটের মত প্যাকেজ ফিল্টার আমি আর একটাও লিখিনি। এর ভিতর দিয়ে খারাপ কিছুই যেতে পারবে না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মিজ দম ফেলল, 'আর কোন চিন্তা?'

'ইয়াপ। তোমার ডাটা নষ্ট।'

'তুমি আগেই বলেছ কথাটা।'

'ঠিক তাই।'

এবার মুখ ঝামটা দিল মহিলা, 'তুমি কি কোন কিছুর বাতাস পাচ্ছ না? কোন কিছুই না?'

এবার খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল জাব্বা, 'মিজ... শুনে রাখ। স্কিপজ্যাকের দিন চলে গেছে। এখন এসব ভাবার সময় নেই।' নিরবতা দেখে একটু মোলায়েম হল তার কণ্ঠস্বর, 'স্যরি, মিজ। পুরো ব্যাপারটা আচ পেয়েছ তুমি, মানছি। আগে আগেই তুমি স্কিপজ্যাকের কথা বলেছিলে, ব্যর্থ হয়েছে স্ট্র্যাথমোর। সেসব অনেক আগের কথা। এখনো তাকে তুমি পছন্দ কর না। সেটাও সত্যি।'

'এর সাথে স্কিপজ্যাকের কোন সম্বন্ধ নেই।' শান্তভাবে বলল সে।

হ্যা, অবশ্যই, ভাবে জাব্বা, 'শোন, মিজ, স্ট্র্যাথমোরের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই কোন পথেই। আই মিন, লোকটা ক্রিপ্টোগ্রাফার। তারা আসলে সবাই আত্মকেন্দ্রীক মানুষ। তারা কাল তাদের ডাটা দিবে। প্রতিটা ডাটা ভবিষ্যতের পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে।'

'তাহলে কী বলছ তুমি?'

'আমি বলছি আর সবার মত স্ট্র্যাথমোরও একটা সাইকো। কিন্তু এ কথাটাও সত্যি সে ট্রান্সলেটারকে নিজের স্ত্রীর চে অনেক অনেক বেশি ভালবাসে। কোন সমস্যা হলে সে আমাকে ডাকত তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তাহলে তুমি বলছ আমার ডাটাতেই যত গন্ডগোল?'

'কথাটার প্রতিদ্ধণি হচ্ছে নাকি প্রতিবার?'

হেসে ফেলল বিগ ব্রাদারের চালক।

'দেখ, মিজ, আমাকে একটা কাজের আদেশ দাও। তোমাদের মেশিনগুলো আবার চেক করে দেখার জন্য সোমবারে আসছি। এর মধ্যে আমাদের চলে যাওয়াটাই সবচে ভাল হয়। আজ শনিবারের রাত। বাসায় যাও, আরাম করে একটা ঘুম দাও বা আর যা করার ইচ্ছা কর।'

দীর্ঘশ্বাস পড়ল এবার, 'চেষ্টা করছি, জাব্বা। বিশ্বাস কর, সে চেষ্টাই করছি।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৫২

ক্লাব এমক্রুজো– ইংরেজিতে 'ওয়্যারলক'– সাতাশ নাম্বার বাস স্ট্যান্ডের সামনে অবস্থিত। দেখে ড্যান্স ক্লাব মনে হয় না। চারধারে উচু দেয়াল। দেয়ালের উপরে ভাঙা বিয়ারের কাচ। যে কেউ যদি অবৈধভাবে প্রবেশ করতে চায় তাহলে তাকে পিছনে ফেলে যেতে হবে বেশ খানিকটা মাংস।

যাবার সময় ডেভিড বেকার নিজেকে ভালভাবে বুঝিয়েছে যে সব কাজে সব সময় পার পাওয়া যায় না। এবার স্ট্র্যাথমোরকে কল করে ব্যর্থতার খবরটা দিতে হবে। যতটা সম্ভব করেছে সে। এবার ঘরে যাবার পালা।

কিন্তু ক্লাবের প্রবেশপথের গাদাগাদি দেখে আশা ছাড়ল না সে কেন যেন। এত পাঙ্ক আগে কখনো দেখেনি একত্রে। সর্বত্র লাল-সাদা-নীল।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বেকার। অপশনগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছে মনে মনে। শনিবারের রাতে সে আর কোথায় থাকবে? নিজের ভাল ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে দিতে নেমে গেল বাস থেকে।

ক্লাব এমক্রুজোর প্রবেশপথটা পাথুরে করিডোর। সরু।

'আমার পথের বাইরে, হোৎকা!' কনুই দিয়ে গুতা দিয়ে বলল এক পা ঙ্ক পিছন থেকে।

'নাইস টাই,' বেকারের টাই ধরে কে যেন বেমক্কা টান মারল একটা।

'ইয়ে করতে চাও?' সেই পুরনো অশ্লীল কথাটা বলল আরেকজন।

যেন মৃতের পুনরুত্থানে চলে এসেছে বেকার।

সামনে চওড়া একটা ঘর। পুরোটা জায়গা এ্যালকোহল আর গায়ের গন্ধে ভুরভুর করছে। বিচিত্র দৃশ্য। শত শত দেহ এক তালে দোলায়িত হচ্ছে। কাধে কাধে হাত। মাথাগুলো যেন একেবারেই নড়বড়ে। উপর থেকে তীব্র মিউজিক আঘাত হানছে সব সময়। মানুষের উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্র।

দূরে, উপরে উফারগুলো ধ্বক ধ্বক করছে। সবচে বড় নাচিয়েও সেটার ত্রিশ ফুটের মধ্যে যেতে নারাজ।

যেদিকে তাকায় সে– শুধুই লাল-সাদা-নীল। শরীরগুলো এত বেশি জাপ্টাজাপ্টি করে আছে যে কে কানে কী পরেছে সেটা বোঝার কোন উপায় নেই।

ব্রিটিশ পতাকার কোন দেখা নেই। চিড়েচ্যাপ্টা না হয়ে সামনে যাবে সে ভাবনা ভাবাও দূরাশা। তার উপর পাশেই কে যেন হড়হড় করে বমি করছে।

লাভলি! ভাবে সে। স্প্রে দিয়ে পেইন্ট করা হলওয়েতে চলে যায় সে।

হলটা সরু আয়না বসানো টানেলে গিয়ে পড়েছে। শেষ মাথায় চেয়ার টেবিল পাতা। আরো কাছে গিয়ে দেখতে পায় গ্রীষ্মের আকাশ মাথার উপর। মিউজিকের পিলে চমকানো আওয়াজ আর নেই।

অবাক দৃষ্টিগুলোকে এড়িয়ে মিশে গেল বেকার আরেক জনসমুদ্রে। কাছের খালি টেবিলটায় ধপ করে একটা চেয়ার দখল করল সে টাইয়ের নটটা আলগা করেই। সকালে স্ট্র্যাথমোরের কলটা যেন এসেছিল অনেক কালা আগে। আজকালের কথা নয় সেটা।

টেবিল থেকে খালি বিয়ারের বোতলগুলো হাতে ঠেলে দিয়ে মাথা এলিয়ে দিল সে; মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, ভাবতে ভাবতে।

কান্ট্রি রোড ধরে এগিয়ে আসছে একটা ফিয়াট ট্যাক্সি। পাঁচ মাইল দূরে। ট্যাক্সিতে বসে আছে ওয়্যার রিমের লোকটা।

'এমব্রোজো,' বলল সে।

যাত্রিকে আরো একবার আয়নায় দেখে নিল ড্রাইভার। নড করল।

'এমব্রোজো,' নিজেকে শোনায় লোকটা, 'প্রতি রাতে বিচিত্র মানুষের সমাবেশ।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৫৩

পেন্টহাউস অফিসে টকোগেন নুমাটাকা নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে। শুয়ে আছে ম্যাসেজ টেবিলে। পার্সোনাল ম্যাসুস কাজ করছে ঘাড়ের উপর। শোল্ডার ব্লেডের উপর বাড়তি মাংসগুলোয় নরম আলতো হাত বুলাচ্ছে মেয়েটা। আস্তে আস্তে হাত চলে যাচ্ছে টাওয়েলে মোড়ানো নিজের অংশে।

আরো নেমে গেল হাত– পিছলে চলে গেল তোয়ালের নিচে। নুমাটাকা খেয়াল করেনি তেমন। তার মন এখন অন্য কোথাও।

প্রাইভেট লাইনটা কখন বেজে উঠবে সে আশাতেই আছে। এখনো বাজেনি।

দরজায় নক করল কে যেন।

'এন্টার।' গরগর করে উঠল নুমাটাকা।

টাওয়েল থেকে হাত সরিয়ে নিল ম্যাসুস।

সুইচবোর্ড অপারেটর ঢুকেছে। 'সম্মানিত চেয়ারম্যান?'

'স্পিক।'

আবার বাউ করল অপারেটর, 'ফোন এক্সচেঞ্জের সাথে কথা বলেছি আমি। কান্ট্রি কোড ওয়ান থেকে এসেছে ফোনটা। ইউনাইটেড স্টেটস।'

নুমাটাকা নড করল। ভাল খবর। কলটা স্টেটস থেকে এসেছে! হাসল সে। জিনিয়াস।

'ইউ এসের কোথা থেকে?'

'তারা ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করছে, স্যার।'

'ভেরি ওয়েল। আরো খবর পেলে জানিও।'

আবার বাউ করে চলে গেল অপারেটর।

নুমাটাকা টের পায় মাসলগুলো হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। কান্ট্রি কোড ওয়ান। ভাল খবর–সন্দেহ নেই।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৫৪

সুসান ফ্লেচার বাথরুমে ঢুকেই আস্তে আস্তে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত গুণল। মাথা দপদপ করছে। আর কিছুক্ষণ, বলে সে নিজেকে, আর কিছুক্ষণ। হেলই নর্থ ডাকোটা।

হেলের প্ল্যান কী ভেবে পায় না সুসান। সে কি কোডটা এ্যানাউন্স করে দিবে? নাকি বিক্রি করার চেষ্টা করবে?

আর থাকতে পারছে না সে। সময় চলে এসেছে। যেতে হবে স্ট্র্যাথমোরের কাছে।

বাথরুম থেকে মাথা বের করে তাকায় ক্রিপ্টোর দূরপ্রান্তের কাচের দিকে। হেল এখনো দেখছে কিনা তা বোঝার কোন উপায় নেই। স্ট্র্যাথমোরের অফিসের যেতে হবে। দ্রুত। খুব বেশি তড়িঘড়ি করলে সমস্যা। বুঝে ফেলতে পারে হেল। দরজা খুলে বেরিয়ে আসার আগেই সে একটা কণ্ঠ শুনতে পায়। পুরুষ কণ্ঠ।

কণ্ঠগুলো আসছে ভেন্টিলেশন শ্যাফট দিয়ে। ফ্লোরের কাছ দিয়ে। দরজা খুলে ভেন্টের কাছে চলে গেল সে। নিচের জেনারেটরের গুমগুম শব্দে ঢাকা পড়ে যায় কণ্ঠ। মাঝেমাঝেই।

শব্দটা কি সাবলেভেল ক্যাটওয়াক থেকে আসছে? একটা কণ্ঠ বেপরোয়া। রাগান্বিত। ফিল চার্ট্রাকিয়ান নয়ত?

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করনা?'

আরো গভীর কিছু শব্দ এল,

'উই হ্যাভ এ ভাইরাস!'

এবার তীব্র আওয়াজ।

'জাব্বাকে কল করতে হবে।'

এরপর কোন শব্দ নেই একেবারেই।

'লেট মি গো!'

এরপর যে শব্দ এল সেটা ঠিক মানবীয় নয়। আতঙ্কে জমে গিয়ে কেউ এমন শব্দ করতে পারে। অত্যাচারে অত্যাচারে যেন মরে যাচ্ছে কোন জন্তু। ভেন্টের

amarboi.net

পাশে জমে যায় সুসান। শব্দটা তেমনি এলেবেলেভাবে শেষ হয়ে গেল যেভাবে শুরু হয়েছিল।

এরপর শুধুই নিরবতা।

একটু পরই হরর ছবির মত বাথরুমের আলো একটু ম্লান হয়ে গেল। ম্লান হয়ে হারিয়ে গেল। সুসান ফ্লেচার দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁড়িয়ে আছে নিঃসীম অন্ধকারে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৫৫

'তুমি আমার সিটে বসে আছ, এ্যাসহোল!'

অবাক হল বেকার। কেউ কি এ দেশে স্প্যানিশে কথা বলে না?

কামানো মাথাওয়ালা এক তীক্ষ্ণ চোখের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। মাথার অর্ধেকটা লাল, অর্ধেকটা লালচে। পচা ডিমের মত দেখাচ্ছে।

'আই সেইড ইউ আর ইন মাই সিট, এ্যাসহোল।'

'প্রথমেই তোমার কথা শুনতে পেয়েছি।'

উঠে দাঁড়ায় বেকার। খামাখা ঝগড়া বাধানোর কোন ইচ্ছা নেই তার। যাবার সময় হয়ে গেছে।

'আমার বোতলগুলো কোথায় রেখেছ তুমি?' আরো ভারি কণ্ঠে প্রশ্ন করল কিশোর। নাকে একটা রূপালি পিন।

'সেগুলো খালি ছিল।'

'সেগুলো আমার ইয়ের মত খালি?'

'মাই এ্যাপোলোজিস।'

'তুলে আন সেগুলো!'

চোখ পিটপিট করল বেকার, 'ইউ আর কিডিং, রাইট?'

বেকারের দৈর্ঘ যেমনই হোক, ওজনে অন্তত পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি হবে ছেলেটারচে।

'আমাকে কি ইয়ের কসম, ফাজলামি করছি মনে হয়?'

কোন জবাব দিল না বেকার।

'তুলে আন!'

বেকার ঘুরে চলে যাচ্ছিল, পথরোধ করল বাচ্চা বাচ্চা ছেলেটা, 'আমি বলছি (নিখুত অশ্লীল গালি) তুলে আন সেগুলোকে!'

মজা দেখার জন্য আস্তে আস্তে ঘুরে তাকায় আশপাশের পাঙ্কেরা।

'তুমি কিন্তু আসলেই কাজটা করতে চাও না, কিড!' ঠান্ডা সুরে বলল বেকার।

'সাবধান করে দিচ্ছি শেষবারের মত। এটা আমার টেবিল। এখানে আসি প্রতি রাতে। এখন, ভালয় ভালয় তুলে আন সেগুলো!'

এবার ছুটে পালাল বেকারের ধৈর্য। এখন কি তার স্মোকিতে সুসানের সাথে থাকার কথা নয়? সাইকোটিকদের সাথে এখানে, স্পেনে সে কী করছে?

হঠাৎ কী থেকে কী হয়ে গেল, হাতের নিচে হাত দিয়ে একটানে তুলে আনল সে পুচকে ছোড়াটাকে। দড়াম করে নামিয়ে আনল টেবিলে। 'দেখ, বোচা নাকের নরকের কীট! এখনি তোকে এখান থেকে ন্যাজ গুটিয়ে পালাতে হবে। একটু টেরবেটের দেখলে সোজা নাক থেকে সেফটি পিনটা খুলে এনে মুখ সেলাই করে দিব।'

ছেলেটার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

একটা মুহূর্ত ধরে রেখে বেকার ছেড়ে দিল। ভয়ে কেচো হয়ে যাওয়া ছেলেটার দিক থেকে এক বারের জন্যও চোখ না ফিরিয়ে উবু হয়ে বোতলগুলো তুলে আনল সে। তুলে আনল টেবিলে।

'এবার কী বলবি তুই?' প্রশ্ন তুলল বেকার।

কোন কথা নেই ছেলেটার মুখে।

'ইউ আর ওয়েলকাম!' বলল বেকার। জন্ম নিয়ন্ত্রণের পথ চলতি বিলবোর্ড এই দুদিনের বাচ্চা! ভাবে সে।

'গো টু হেল!' চিৎকার করল ছেলেটা। 'এ্যাস ওয়াইপ!'

নড়ল না বেকার। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। ছেলেটা প্রতিরাতে এখানে আসে। এখান থেকে কোন খবর বের করা যেতে পারে।

'আই এ্যাম স্যরি,' বলল বেকার বেসুরো মোলায়েম কণ্ঠে, 'তোমার নামটা জানা হল না।'

'টু-টোন।' হিসহিস করল সে। যেন প্রাণঘাতী কোন অভিশাপ দিচ্ছে।

'টু-টোন?' মুখ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে বেকার, 'আন্দাজ করতে দাও, তোমার চুলের কারণে?'

'না, শিট। শার্লকের কারণে।'

'দারুণ নাম। তুমিই দিয়েছ?'

'ড্যাম স্ট্রেইট,' বলল গর্বের সুরে, 'আমি এটাকে প্যাটেন্ট করে নিব।'

'তার মানে ট্রেডমার্ক করে নিবে?'

একটু যেন দ্বিধায় পড়ে গেছে বাচ্চাটা।

'নামের জন্য ট্রেডমার্ক বসানো হয়,' বুঝিয়ে বলল বেকার, হাসি ঠেকাতে ঠেকাতে, 'প্যাটেন্ট নয়।'

'যাই হোক।'

আশপাশের টেবিল থেকে আধমাতাল আধ ড্রাগ-এ্যাডিক্ট তরুণগুলো তাকিয়ে আছে ফ্যালফ্যালিয়ে। মজা নিচ্ছে।

boiboi.net

নিজেকে ঝেড়ে উঠে বসল টু-টোন। সবার হাসির পাত্র হতে চায় না।

'আমার কাছ থেকে কোন (আবার গালি) পেতে চাও?'

একটু ভাবে বেকার। আমি চাই তোমার চুলগুলো ধুয়ে নিয়ে ভাষাটাকে আরো একটু মানুষ মানুষ ভাব দাও। নেমে যাও কোন না কোন কাজে। আখেরে কাজে দিবে। কিন্তু প্রথম দেখাতেই এত কিছু বলে দেয়া যায় না। 'আমার কিছু ইনফরমেশন দরকার।'

'... ইউ। দারুণ ইনফরমেশন, কী বল?'

'আমি একজনের খোজ করছি।'

'আই এ্যাইন্ট সিন হিম।'

'হ্যাভেন্ট সিন হিম।' শুধরে দিল বেকার। ভাষা নিয়ে ফাজলামি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না সে।

পাশ থেকে যেতে থাকা এক ওয়েট্রেসকে হাতের ইশারায় ডাকল বেকার। দুটা এ্যাগুলিয়া বিয়ার এনে একটা ধরিয়ে দিল টু-টোনের হাতে। যেন শক খেয়েছে ছেলেটা। একবার তাকায় বিয়ারের দিকে, আরেকবার বেকারের চোখে চোখে।

'তুমি আমার উপর অত্যাচার চালাবে, মিস্টার?'

'একটা মেয়েকে খুজছি।'

এবার বিচ্ছিরি একটা হাসি দিল টু-টোন খ্যাক খ্যাক করে, 'এমন এ্যাকশন ড্রেস নিয়ে কোন মেয়েকে পাবে না এটা দিব্যি করে বলতে পারি।'

'আমার এ্যাকশনের ইচ্ছা নেই মোটেও। আমি তার সাথে কথা বলতে চাই। হয়ত তুমি সহায়তা করতে পারবে।'

'ইউ এ কপ?'

মাথা নাড়ল বেকার।

'ইউ লুক ল্যাইক এ কপ।'

'কিড, আমি মেরিল্যান্ড থেকে আসছি। আমি যদি পুলিশের লোক হতাম তাহলে এতোক্ষণে তুমি নাস্তানাবুদ হয়ে যেতে। এটুকু কি বুঝতে পারছ না?'

প্রশ্নটা যেন আঘাত করল ছেলেটাকে।

'আমার নাম ডেভিড বেকার।' অফার করল বেকার।

'সরে যাও, ফ্যাগ বয়।'

বেকার হাতে হাত তুলে নিল।

'আমি সহায়তা করতে পারি, কিন্তু খরচ হবে তোমার।'

'কত?'

'হান্ড্রেড বাক।'

boiRboi.net

'আমার কাছে শুধু পেসেতা আছে।'

'যাই থাক! এটাকে একশো পেসেতা বানিয়ে নাও।'

ঝাকি খেল বেকার। কোথায় একশো বাক বা ডলার আর কোথায় একশো পেসেতা। একশো পেসেতার মূল্য মাত্র পঁচাত্তর সেন্ট। আমেরিকান কারেন্সিতে পচাত্তুর পয়সা। বাইরের টাকার ব্যাপারে তার কোন ধারণাই। 'ডিল।' বলল বেকার। টেবিলে রাখল বোতলটা।

'ওকে। আমি মেয়েটার বর্ণনা দিচ্ছি। এখানেও থাকতে পারে সে। চুলের রঙ লাল-সাদা-নীল।'

ঝামটা দিল টু-টোন। 'এটা জুডাস ট্যাবুর এ্যানিভার্সারি। সবাই–'

'তার গায়ে একটা ব্রিটিশ পতাকাওয়ালা টি শার্টও আছে। এককানে খুলির দুল।'

টু-টোনের চেহারায় বিচিত্র ভাব খেলা করল। দেখেই বেকারের চোখেমুখে আশা ঝিকিয়ে ওঠে। একটু পরই টু-টোনের হাবভাব বদলে যায়।

বোতলটা ঠাস করে নামিয়ে রাখে টু-টোন। তারপর আকড়ে ধরে বেকারের কলার।

'সে এ্যাডওয়ার্ডোর, এ্যাসহোল! আমি দেখে নিব! তুমি তাকে একটা ফুলের টোকা দিলেও খুন করে ফেলবে!'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৫৬

মিজ মিল্কেন অফিস ছাড়িয়ে কনফারেন্স রুমে রাগে গজগজ করতে করতে পায়চারি করছে। বিশাল কাঠের টেবিল ছাড়াও অত্যন্ত দামি আসবাবে সাজানো ঘরটায় পেইন্টিংও আছে বেশ কয়েকটা।

একগ্লাস পানি নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছে মিজ।

তরলটা সিপ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় সে। ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডের ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো খেলা করছে টেবিলের উপর। তার প্রায়ই মনে হয় এটা ডিরেক্টরিয়াল অফিস হতে পারত, ফন্টেইনের সামনের কামরাটা নয়।

বাইরে সব দেখা যাচ্ছে। দেখা যায় পার্কিং লট, ক্রিপ্টোর গম্বুজটা তিন একর কৃত্রিম বনের মাঝ থেকে মাথাচাড়া দিচ্ছে, সেটাও দেখা যায়। এমনভাবে সেটাকে বসানো হয়েছে পাইনের বনে যেন এন এস এর বেশিরভাগ জানালা থেকেই সেটা দেখা না যায়।

মিজের মাঝে মাঝে মনে হয় ডিরেক্টরিয়াল কনফারেন্স রুমটা কোন রাজার রাজ্য শাসনের দরবার হবার উপযুক্ত। ফন্টেইনকে এখানে অফিস নিয়ে আসার অনুরোধ জানালেও সোজা জবাব দিয়েছে ডিরেক্টর, 'পিছনে না।'

ফন্টেইন এমন কোন লোক না যাকে পিছনদিকে পাওয়া যাবে।

মিজ তুলে ধরল ব্লাইন্ডগুলো। তাকাল পাহাড়ের দিকে। তারপর কেমন করে যেন দৃষ্টি চলে গেল ক্রিপ্টোর প্রতি। দিন বা রাত– সব সময় জ্বলজ্বলে একটা গর্বিত অবয়ব। কিন্তু আজ কী যেন একটা মিলছে না।

একেবারে শূণ্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

অবাক হয়ে হাতের শক্তি আরো বাড়িয়ে নিয়ে আবার তাকায় সে। সেখানে কিছুই নেই।

হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ক্রিপ্টো।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৫৭

ক্রিপ্টোর বাথরুমে কোন জানালা নেই। সুসান ফ্লেচারের চারধারে জাঁকিয়ে বসা অন্ধকারটা তাই একেবারে খাপে খাপ মিলে যায়। শান্ত হবার চেষ্টা করছে সে। চেষ্টা করছে নিজেকে ফিরে পেতে। কিন্তু মনের কোন গহীন থেকে যেন উঠে আসছে জান্তব একটা আতঙ্ক। ভেন্টিলেশন শ্যাফট থেকে ভেসে আসা বীভৎস চিৎকারটা এখনো ভেসে আছে শূণ্যে।

আতঙ্কে জমে গিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্যভাবে পায়চারি করে সে। পায়চারি করতে করতে বারবার ধাক্কা খায় একেকটা দরজার দিকে, একেকটা সিঙ্কের গায়ে। না পেরে শেষে মনোযোগ দিল। ভেবে বের করবে এ ঘরের ছবি। গার্বেজ ভরা ক্যানে ধাক্কা খেয়ে টের পেল, চলে এসেছে টাইলস লাগানো দেয়ালে। দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। চেষ্টা করছে হ্যান্ডেলটার নাগাল পাবার জন্য। একটানে খুলে ফেলে বেরিয়ে এল ক্রিপ্টো ফ্লোরে।

দ্বিতীয়বারের মত জমে থাকল সেখানে।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে ক্রিপ্টো যেমন ছিল এখন আর তেমন লাগছে না। ট্রান্সলেটারের আলো চলে গেছে। চলে গেছে উপরের অটোম্যাটিক লাইট, এমনকি দরজাগুলোর কি প্যাডও জ্বলজ্বল করছে না।

সামনে তাকায় সুসান। আলো আছে। ট্র্যাপডোর থেকে আসছে সেটা। নিচের ইউটিলিটি লাইটিঙের ম্লান, বিষণ্ন, লালচে আভা। সেদিকে ঘুরে গেল সে। বাতাসে ওজোনের হালকা গন্ধ।

কেন যেন ট্র্যাপডোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সুসান যেভাবে পোকামাকড় এগিয়ে যায় আলোর দিকে। একেবারে কাছে চলে এল। উকি দিল নিচে। লালচে আলোর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদাটে কুয়াশা। সুসান জানে, ক্রিপ্টো চলছে ব্যাকআপ পাওয়ারে। নিচে তাকায় সে। অবাক হয়ে যায় একটা অবয়ব দেখে।

নিচে হেলান দিয়ে আছে স্ট্র্যাথমোর। স্বয়ং কমান্ডার! তাকিয়ে আছে ট্রান্সলেটারের আরো গভীরে।

'কমান্ডার!'

কোন জবাব নেই।

boiRboi

সিড়িতে নেমে যায় সুসান। স্কার্টের ভিতরে এসে হুড়মুড় করে ঢুকছে নিচের গরম বাতাস: মইয়ের ধাপগুলো পিচ্ছিল। গ্রেটেড ল্যান্ডিংয়ে নেমে আবার চিৎকার ছাড়ে।

'কমান্ডার?'

ঘুরছে না স্ট্র্যাথমোর। এখনো বিস্ময়ের ভাব তার চোখেমুখে। তাকিয়ে আছে একদিকে। অন্য কোনখানে মন নেই।

ব্যানিস্টারের দিকে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকায় সুসান। প্রথমদিকে বাষ্পের ঝাক ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তারপর সে দেখতে পায়। একটা গড়ন। ছ তলা নিচে।

আরো সরে যায় কুয়াশা। আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে গড়নটা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটা জটিল আকার পড়ে আছে। পুরোপুরি কালো। এবড়োথেবড়ো। পড়ে আছে মেইন পাওয়ার সাপ্লাই জেনারেটরের উপর। ফিল চার্ট্রাকিয়ান।

পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সিস-সেকের তরুণ ছেলেটা।

কিন্তু একেবারে পাথর করে দেয়া গড়নটা চার্ট্রাকিয়ানের নয়।

আলো ছায়ার খেলার মধ্যে নিজের পেশীবহুল শরীরটা লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে কেউ একজন।

গ্রেগ হেল।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৫৮

বাচ্চামত ছেলেটা আরো ভীষণভাবে চোখমুখ পাকিয়ে বেকারকে শাসাচ্ছে, 'মেগান আমার বন্ধু এডোয়ার্ডোর! ওর কাছ থেকে দূরে থাকবে তুমি!'

'কোথায় সে?'

'... ইউ।'

'জরুরি প্রয়োজন!' হাত নাড়ল বেকার। বাচ্চাটার হাতা টেনে ধরল সে। 'সে আমার একটা আঙটি পরে আছে। আমি সেটার জন্য তাকে পে করব। অনেক!'

টু-টোন এবার হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হল যেন, 'তুমি বলতে চাও ঐ বিকটদর্শন স্বর্ণের জিনিসটা তোমার?'

'দেখেছ?'

নড করল টু-টোন।

'কোথায় সেটা?'

'কোন ধারণা নেই।' হাসল টু-টোন, 'মেগান সেটাকে হক করার জন্য এসেছিল এখানে।'

'মানে বিক্রি করার জন্য?'

'ভয় পেয়োনা, ম্যান। বেচতে পারেনি। জুয়েলারির ব্যাপারে তোমার স্বাদতো খাসা! একেবারে শিটের মত।'

'তুমি নিশ্চিত? কেউ কিনেনি?'

'তুমি কি আমার উপর ইয়ে করছ? চারশো বাক? আমি বললাম বাবা ভালয় ভালয় পঞ্চাশ দিয়ে দিব। তাতে তার হবে না। প্লেনের টিকেট কাটার ধান্ধায় আছে। এখুনি।'

'কোথায় যাবার জন্য?'

'(আবার গালি) কানেক্টিকাটে।' হাত ঝাড়ল টু-টোন, 'এ্যাডি বুমিন।'

'কানেক্টিকাট?'

'শিট, ইয়া। মা আর বাবার ম্যানশনে চলে যাবে পাততাড়ি গুটিয়ে। স্প্যানিশ ফ্যামিলির উপর মন উঠে গেছে তার। থ্রি স্পাইক ভাইয়েরা কোন (আবার) সাহায্যেই আসতে পারছে না। একটু ইয়ের গরম পানিও নেই।'

amarboi.net

'কখন যাচ্ছে?'

টু-টোন চোখ পাকিয়ে তাকাল, 'কখন?' হাসল সে, 'এরমধ্যে চলে গেছে। কয়েক ঘন্টা আগে এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। আঙটিটা ঝুলিয়ে দেয়ার সবচে ভাল জায়গা। ধনী ট্যুরিস্টে গিজগিজ করে কিনা! ক্যাশটা পেয়ে গেলেই উড়াল দিবে।'

বেকারের শরীর বেয়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতি উঠে আসছে। এটা অবশ্যই কোন না কোন অসুস্থ ঠাট্টা, তাই না? উঠে দাঁড়াল সে সাথে সাথে, 'তার লাস্ট নেম কী?'

টু-টোন মাথা ঝাকিয়ে বসে থাকল।

'কোন ফ্লাইট ধরে যাবে?'

'রোচ কোচ ধরনের কী যেন বলল।'

'রোচ কোচ?'

'হ্যা। উইকএন্ড রেড আই সেভিল, মাদ্রিদ, লা গার্ডিয়া। এ নামেই ডাকে তারা। কলেজের ছেলেপেলে এটাতেই চেপে বসে কারণ এটা সস্তা। পিছনে বসে বসে গাজা টানে তাতে আর সন্দেহ কী?'

গ্রেট! ভাবে বেকার। চুলের ভিতর দিয়ে একটা হাত চালিয়ে দিচ্ছে সে। 'কখন যাবার কথা?'

'রাত দুটায়। প্রতি শনিবার। এতক্ষণে আটলান্টিকের উপরে কোথাও ভাসছে সে।'

বেকার ঘড়িটা চেক করে নেয়। একটা পয়তাল্লিশ। টু-টোনের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকায় সে। 'তুমি বলেছিলে এটা টু এ এম ফ্লাইট?'

'মনে হয় তোমাকে কেউ ইয়ে করেছে, বুড়ো হাবড়া?'

'কিন্তু এখন তো মাত্র পৌনে দুটা!'

পাঙ্কটা নড করল হাসতে হাসতে। 'ভোর চারটার আগে আমি সাধারণত এতটা নেশায় পড়িনা।'

'এয়ারপোর্টে যাবার সবচে দ্রুত রাস্তা কোনটা?'

'বাইরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড।'

বেকার পকেট থেকে একটা হাজার পেসেতার নোট বের করে নামিয়ে রাখল টেবিলে।

'হেই ম্যান, থ্যাঙ্কস!' বলল টু-টোন, 'যদি মেগানকে দেখ তাহলে বলো আমি হাই বলেছি।'

কিন্তু শেষ কথাটা শোনেনি বেকার। চলে গেছে সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টু-টোন তাকায় ড্যান্স ফ্লোরের দিকে। ওয়্যার রিম গ্লাস পরা লোকটা যে তাকে ফলো করছে সেটা খেয়াল করেনি সে।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে কোন গাড়ি নেই।

হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিবে বেকার এমন সময় দেখল সে ওয়াকি টকি হাতের কলার লোকটাকে।

'ট্যাক্সি!'

'এত সকালে?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'এখন রাত দুটা বাজে, সকাল হল কী করে?'

'তাইতো। ট্যাক্সি দরকার?'

'এখনি।'

কথা বলল লোকটা ওয়াকিটকিতে।

'বিশ মিনিট।'

'বিশ মিনিট?'

আবার চেষ্টা করে কলার। গালভরা হাসি দিয়ে তাকায় বেকারের দিকে। 'পয়তাল্লিশ মিনিট!'

ক্ষেপে গিয়ে হাত ছুড়ে দেয় বেকার শূণ্যে। পারফেক্ট!

ছোট একটা ইঞ্জিনের শব্দে ফিরে তাকায় বেকার। আওয়াজটা চেইন স'র মত। একটা কমবয়েসি ছেলে অন্যদিকে পুরনো ভেসপা চালু করার চেষ্টা করছে।

তাকাল সে ভেসপার দিকে। আমি এ কাজ কী করে করছি! নিজেকেই জিজ্ঞেস করে সে। আমিতো মোটরসাইকেল ঘৃণা করি।

'হেই! আমার এয়ারপোর্টে যাওয়া দরকার!'

ফিরেও তাকাল না ছেলেটা। তার পিছনসিটে মেয়ে বসেছিল একটা। স্কার্ট উঠে আছে অনেক উপরে। কোন ভ্রুক্ষেপ নেই তার।

'দশ হাজার পেসেতা দিব।'

ছেলেটা ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

'বিশ হাজার!'

তাকাল অবহেলায়। তারপর ইতালিয়তে কথা বলে উঠল।

আশায় ঝিকিয়ে উঠল বেকারের চোখের তারা। কড়া ইটালিয়ানে সেও জবাব দিল সাথে সাথে।

'এয়ারপোর্টো! পার্ ফেভোরে! সুলা ভেসপা! ভেন্টি মাইল পেসেটে!'

'ভেন্টি মাইল পেসেটে? লা ভেসপা?'

'সিনকোয়ান্টা মাইল! ফিফটি থাউজ্যান্ড!'

ইতালিয় ছেলেটা হেসে উঠল, 'ডোভ্ লা প্লাটা? টাকা কোথায়?'

পকেট থেকে তৎক্ষণাৎ পাচটা দশ হাজার পেসেতার নোট বের করল বেকার।

টাকার দিকে তাকাল ইটালিয়ান। তাকাল গার্লফ্রেন্ডের দিকে। টাকাটা খপ করে নিয়ে নিয়েই ব্লাউজে গুজে ফেলল মেয়েটা।

'গ্রাজি!' তাকাল ইতালিয়। তারপর ভেসপার চাবি ছুড়ে দিল বেকারের হাতে। তারপরই দুজনে হাত ধরাধরি করতে করতে চলে গেল বিল্ডিংয়ের ভিতরে।

'থাম!' চিৎকার করে উঠল বেকার, 'আমি শুধু একটা রাইড চাচ্ছিলাম! পুরো ভেসপা নয়!'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৫৭

সুসান হাত বাড়িয়ে দেয় কমান্ডার স্ট্র্যাথমোরের দিকে। উপরে উঠে আসে দুজনেই। নিচে পড়ে আছে চার্ট্রাকিয়ানের লাশ, এখানেই কোথাও পালানোর চেষ্টা করছে হেল। কোন সন্দেহ নেই, গ্রেগ হেলই ফেলে দিয়েছে চার্ট্রাকিয়ানকে।

ক্রিপ্টো নিজেই নিজের পাওয়ারে চলে। মেইন সুইচবোর্ড জানতেও পারবে না, ক্রিপ্টোর পাওয়ার বোর্ড। উঠে এসে সুসান সেই দরজাটার অন্ধকার কি-প্যাডে হাত চালায় খুলে ফেলার জন্য। একচুলও নড়ল না দরজা। বিশাল এই ক্রিপ্টোতে আটকা পড়ে আছে সুসান। বিশাল এক খাঁচা এটা। বিশাল।

'মেইন পাওয়ার আউট হয়ে গেছে,' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'আটকা পড়ে গেছি আমরা।'

ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই করা হয়েছে ট্রান্সলেটারের জন্য। ফ্রেয়ন ঠিক না থাকলে আস্তে আস্তে যে তাপ সৃষ্টি হবে তা ভাবাও যায় না। ত্রিশ লাখ প্রসেসর যে তাপ উঠিয়ে আনবে তা অনায়াসে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। গলিয়ে দিতে পারে সিলিকন চিপগুলোকে। এ কথাটা কেউ বিবেচনায়ও আনতে চায় না।

পাগলের মত দরজার কি প্যাডে হাত নাড়ায় সুসান। না। কাজ হবে না। 'এ্যাবোর্ট রান!' বলল সে। ট্রান্সলেটার যদি ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের খোজ করা শেষ করে তাহলেই হয়ত ভাল পাওয়ার পাওয়া যাবে।

'ইজি, সুসান!' কাধে হাত রাখে স্ট্র্যাথমোর। আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে।

এরপরই টের পায় সুসান। বাস্তবে চলে এসেছে সে। মনে পড়ে গেল কী বলার জন্য গিয়েছিল কমান্ডারের কাছে।

'কমান্ডার, গ্রেগ হেলই নর্থ ডাকোটা।'

কথাটা যেন বুঝতে পারল না কমান্ডার। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কী যা-তা বলছ?'

'হেল...' ফিসফিস করল সুসান, 'হেলই নর্থ ডাকোটা।'

'ট্রেসার? ট্রেসার দিয়ে হেলকে ধরতে পেরেছ?'

'ট্রেসার ফিরে আসেনি। হেল সেটাকে এ্যাবোর্ট করে দিয়েছে।'

আশা করছে সুসান, সবকিছুর ব্যাখ্যা জানতে চাইবে স্ট্র্যাথমোর।

'না। অসম্ভব। এনসেই টানকাডো কখনোই গ্রেগ হেলকে বিশ্বাস করতে পারে না।'

'কমান্ডার, এর আগেও স্কিপজ্যাকের কল্যাণে আমাদের ডুবিয়েছে গ্রেগ হেল। তখন থেকেই তাকে বিশ্বাস করে টানকাডো।'

কোন কথা খুজে পাচ্ছেনা যেন স্ট্র্যাথমোর।

'এ্যাবোর্ট ট্রান্সলেটার,' মিনতি ঝরে পড়ল এবার সুসানের কণ্ঠে, 'আমরা নর্থ ডাকোটার সাথে আটকা পড়ে আছি। সিকিউরিটি ডাকুন। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

স্ট্র্যাথমোর হাতে তুলে নিল হাত। যেন আরো একটু ভাবতে চায়।

ট্র্যাপডোরের দিকে তাকায় সুসান নার্ভাসভাবে। বরফের গায়ে আগুনের মত করে লালচে আলো এগিয়ে আসছে সেখান থেকে।

কামঅন, কল সিকিউরিটি! কমান্ডার, এ্যাবোর্ট ট্রান্সলেটার! গেট আউট অফ হিয়ার!

হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেল যেন স্ট্র্যাথমোর। 'ফলো মি!' বলেই গটগট করে চলে গেল ট্র্যাপডোরের দিকে।

'কমান্ডার, হেল ভয়ঙ্কর! সে-'

কিন্তু অন্ধকারে হারিয়ে গেল স্ট্র্যাথমোর। পিছনে চলতে হবে, টের পেল সুসান। ট্রান্সলেটারের চারধারে একটা পাক খেয়ে চলে গেল সে ট্র্যাপডোরের দিকে। আগুন আগুন আলোর গর্তটায় চোখ রাখল।

অন্ধকারে দেখতে পেল না সুসান, শক্ত হয়ে উঠেছে স্ট্র্যাথমোরের চোখমুখ।

হাত এগিয়ে নেয় কমান্ডার। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। এবার কাজ করার পালা। নামিয়ে আনল সে ভারি পাল্লাটা। কান ফাটানো শব্দ উঠল নিরব ক্রিপ্টোতে।

ডালাটা নামিয়েই বাটারফ্লাই দিয়ে লক করে দিল সে সাবলেভেলকে। এখন কেউ চাইলেও ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। কিছুতেই না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সুসান।

সে বা কমান্ডার ট্রেভর স্ট্র্যাথমোর, কেউ শুনতে পায়নি পদশব্দ।

শব্দটা আসছে নড থ্রির দিক থেকে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৬০

টু-টোন আয়না ঘেরা করিডোরটা ধরে চলে গেল ড্যান্স ফ্লোরের দিকে। এ জায়গাটা নিরব। পিছন থেকে একজোড়া শক্তিশালী হাত যে তাকে আকড়ে ধরছে, টের পেল টু-টোন।

'এডওয়ার্ডো? হেই, ম্যান, তুমি নাকি?' তার পকেটে হাত ঢুকে গেছে। ওয়ালেটের কাছে। 'এডি?' চেষ্টা করে তরুণ পাঙ্ক।

কোন জবাব নেই।

'আমাকে বিরক্ত করোনা। এক লোক ম্যাগানের খোজ করছিল।'

মানুষটা আলতো করে ধরল টু-টোনকে।

'হেই, এডি, ম্যান! কাট ইট আউট!' চিৎকার করে ঘুরে দাঁড়ায় সে। আয়নায় দেখতে পায়, গড়নটা আর যারই হোক, তার কোন বন্ধুর নয়।

লোকটাকে একেবারে পাথুরে দেখায়। নিষ্প্রাণ চোখজোড়া উকি দিচ্ছে মোটা কাচের ওয়্যার রিম চশমা থেকে। লোকটা আরো জোরে চেপে ধরে তাকে দেয়ালের সাথে। কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বিচিত্র হিসহিসে গলায় প্রশ্ন তোলে, 'এ্যাডোন্ডে ফিউ? কোথায় গেছে সে?'

পাঙ্ক জমে গেল আতঙ্কে।

'এ্যাডোন্ডে ফিউ?' আবার প্রশ্ন তুলল লোকটা, 'এল আমেরিকানো?'

'দ্য... দ্য এয়ারপোর্ট। এ্যারোপুয়ের্টো।'

'এ্যারোপুয়ের্টো?' টু-টোনের ঠোটজোড়ার নড়াচড়া খেয়াল করছে লোকটা মন দিয়ে।

নড করল পাঙ্ক।

'টেনিয়া এল এনিলো? আঙটিটা পেয়েছে?'

আতঙ্কে জমে গিয়ে দ্রুত মাথা নাড়ল টু-টোন। 'না।'

'ভিস্তে এল এনিলো? দেখেছ আঙটিটা?'

থামল টু-টোন। কী জবাব দিবে ভেবে পাচ্ছে না। কোনটা সঠিক হবে?

'ভিস্তে এল এনিলো?' আরো চাপ দিল লোকটা।

হ্যা বোধকভাবে মাথা নাড়ল টু-টোন। দেখেছে সে। আশা একটাই, সততার মূল্যায়ন হবে।

হয়নি।

কয়েক সেকেন্ড পর টু-টোন পড়ে গেল ফ্লোরে। ভেঙে গেছে তার ঘাড়।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৬১

একটা মেইনফ্রেমের সামনে থামল এসে জাব্বা। মুখে একটা পেইনলাইট, শোল্ডারিং আয়রন হাতে, পেটে গুজে রাখা আছে বিশাল ব্লুপ্রিন্ট। সেলুলার ফোনটা জীবিত হয়ে ওঠার ঠিক আগে সে একটা বিকল মাদারবোর্ডে কেরামতি খেলিয়ে নিয়েছিল।

'শিট!' কেবলের দঙ্গলে ফোন তুলল সে, 'জাব্বা হিয়ার।'

'জাব্বা, মিজ বলছি।'

'এক রাতে দুবার? মানুষ কথা বলা শুরু করেছে তাহলে?'

'ক্রিপ্টোতে সমস্যা।'

'আমরা আগেই এ নিয়ে কথা বলেছি। মনে আছে না?'

'পাওয়ার প্রব্লেম।'

'আমি কোন ইলেক্ট্রিশিয়ান নই। ইঞ্জিনিয়ারকে ডাক।'

'ডোমটা অন্ধকার হয়ে আছে।'

'তুমি নানা ভ্যাজাল দেখতে পাচ্ছ। বাসায় গিয়ে ফ্রেশ একটা ঘুম দাও দেখি!'

'পিচকালো।' অস্থির হয়ে উঠল মিজ।

আফসোসের সুরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পেনলাইটটা নামিয়ে রাখল জাব্বা, 'মিজ, সবচে বড় কথা, আমরা সেখানে একেবারে আলাদা পাওয়ারের ব্যবস্থা করেছি যেন কোন গন্ডগোল না হয়। এটা কখনোই পিচকালো হবে না। পরের কথা হল, আমি এখন ক্রিপ্টোকে যতটা চিনি তারচে ভালভাবে চেনে স্ট্র্যাথমোর। তাকে কল করছ না কেন?'

'কারণ কাজটা তার সাথেই হবে। সে কী যেন লুকাতে চেষ্টা করছে।'

চোখ মটকাল জাব্বা, 'মিজ, সুইটি, সিরিয়াল কেবল নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছি আমি এখানে। তুমি যদি কোন ডাটা চাও তো আমি কেটে ফেলতে পারি। নাহলে সোজা ইঞ্জিনিয়ারকে কল কর।'

'জাব্বা, ব্যাপারটা সিরিয়াস। আমি অনুভব করছি।'

সে অনুভব করছে? ব্যাপারটা তাহলে অফিশিয়াল, ভাবল জাব্বা। মিজের মুড চড়ে গেছে। 'স্ট্র্যাথমোর উদ্বিগ্ন না হলে আমিও উদ্বিগ্ন নই।'

'ক্রিপ্টো ইজ পিচব্ল্যাক, ড্যামইট!'

'হয়ত স্ট্র্যাথমোর কোন কাজ করছে।'

'জাব্বা! আমি এখানে মশকরা করতে বসিনি!'

'ওকে, ওকে! হয়ত কোন জেনারেটর জ্বলে গেছে। এখানকার কাজটা ফুরিয়ে গেলেই ক্রিপ্টোতে একটা ঢু মেরে–'

'অক্সিলারি পাওয়ারের খবর কী? যদি একটা জেনারেটর চলে যায় তাহলে অন্য অক্স জেনারেটরগুলো কাজ করছে না কেন?' আরো ক্ষেপে উঠছে মিজ।

'জানি না। হয়ত স্ট্র্যাথমোর এখনো ট্রান্সলেটারকে চালু রেখেছে আর তাই সেটা শুষে নিচ্ছে বিকল্প পাওয়ারটুকু।'

'তাহলে সে কেন এ্যাবোর্ট করছে না? হয়ত কোন ভাইরাস। আগেইতো তুমি ভাইরাসের কথা বলেছিলে।'

'ড্যামইট, মিজ!' এবার জাব্বার খেপে ওঠার পালা, 'আমি আগেই বলেছি ক্রিপ্টোতে কোন ভাইরাস নেই! প্যারানয়েডের মত কথাবার্তা বন্ধ করবে?'

লাইনে অনেকক্ষণ নিরবতা ঝুলে থাকে।

'ওহ, শিট, মিজ,' মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল জাব্বা, 'আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও। প্রথমেই আমরা গান্টলেট দিয়ে কাজ করি। সেখানে কোন ভাইরাস যেতে পারবে না। পরের কথা হল, যদি কোন পাওয়ার সাপ্লাই কাট আউট হয়ে যায় সেটা হার্ডওয়্যারের ব্যাপার। ভাইরাস কখনো একটা ভবনের পাওয়ার নষ্ট করে দিতে পারবে না। তাদের লক্ষ্য ডাটা আর সফটওয়্যার। ক্রিপ্টোতে আর যাই হোক না কেন, ভাইরাসঘটিত কোন সমস্যা নেই।'

নিরবতা।

'মিজ, লাইনে আছ?'

বরফ শিতল গলা মিজের, 'জাব্বা, আমার করার মত একটা কাজ আছে। কাজটা পালন করার জন্য আমি ধমক খেতে রাজি নই। যখন প্রশ্ন তুলব একটা মাল্টিবিলিয়ন ডলার ফ্যাসিলিটি কেন অন্ধকারে আছে, সাথে সাথে একটা প্রফেশনাল এ্যাপ্রোচ চাইব আমি।'

'ইয়েস, ম্যাম।'

'হ্যা-নাতেই চলবে। এমন কোন সম্ভাবনা আছে কি, ক্রিপ্টোতে ভাইরাসঘটিত সমস্যা দেখা দিয়েছে?'

'মিজ... আমি আগেই বলেছি–'

'ইয়েস অর নো। ট্রান্সলেটারে কোন ভাইরাস ধরার সম্ভাবনা আছে?'

'না, মিজ। এটা টোটালি ইম্পসিবল।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

হেসে একটু হাল্কা করার চেষ্টা করে হেড সিস-সেক, 'যদি তুমি মনে কর স্ট্র্যাথমোর নিজেই একটা ভাইরাস রাইট করে আমার গান্টলেটকে পাশ কাটিয়ে দিয়েছে তাহলে কথা ভিন্ন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে দুজনেই।

এবার কথা বলে ওঠার সময় মিজের কণ্ঠটাতে আরো শিতল শোনাচ্ছে, স্ট্র্যাথমোর গান্টলেটকে পাশ কাটাতে পারে?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জাব্বা, 'ইট ওয়াজ এ জোক, মিজ।'

কিন্তু জানে সে, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৬২

বন্ধ করে দেয়া ট্র্যাপডোরের পাশে বসে কমান্ডার আর সুসান বিতর্কে নেমে গেছে, কী করতে হবে এরপর তা নিয়ে বিতর্ক।

'নিচে ফিল চার্ট্রাকিয়ান মরে পড়ে আছে, যুক্তি দেখায় স্ট্র্যাথমোর, 'আমি যদি কোন সহায়তার জন্য কল করি তাহলে ক্রিপ্টো সার্কাসে পরিণত হবে।'

'তাহলে কী করতে চান আপনি?'

একটু ভাবে স্ট্র্যাথমোর, 'আমাকে জিজ্ঞেস করোনা কীভাবে ঘটল ব্যাপারটা।' তাকায় সে নিচের দিকে। ট্র্যাপডোরের দিকে, 'কিন্তু বোঝা যাচ্ছে নিচে আটকে রেখেছি নর্থ ডাকোটাকে। দারুণ লাকি ব্যাপার, যদি তুমি প্রশ্ন তোল। আমার যদ্দূর মনে হয় টার্মিনালেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সে টানকাডোর পাস-কি টা। হয়ত বাসাতেও একটা কপি আছে। যাই করুক না কেন, আটকা পড়ে গেছে সে।'

'তাহলে বিল্ডিং সিকিউরিটিকে ডেকে তার বারোটা বাজানো হচ্ছে না কেন?'

'এখনই না।' স্ট্র্যাথমোর বলল, 'ট্রান্সলেটারের রানের ব্যাপারগুলো যদি সিস-সেকরা দেখার চেষ্টা করে তাহলে আমাদের পুরো এক সেট নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। তার আগে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের সমস্ত নমুনা মুছে ফেলতে চাই।'

নড করল সুসান। ভাল পরিকল্পনা। সিকিউরিটি যখন গ্রেগ হেলকে সাবলেভেল থেকে টেনে তুলে চার্ট্রাকিয়ানের ব্যাপারে জেরা করবে তখন সারা পৃথিবীকে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের কথা জানিয়ে দেয়ার হুমকি দিতে পারে। কিন্তু প্রমাণ বলতে কিছু থাকবে না। কমান্ডারের চাল ঠিকই আছে।

অশেষ রান? আনব্রেকেবল এ্যালগরিদম? কী আজেবাজে কথা! হেল কি বার্গফস্কি প্রিন্সিপলের কথা জানে না?

'এখন, এ কাজটা আগে করতে হবে আমাদের,' পরিকল্পনার ছক করে নিচ্ছে স্ট্র্যাথমোর, 'টানকাডোর সাথে হেলের সমস্ত সম্পর্কের ব্যাপার ধুয়েমুছে ফেলব আমরা। গান্টলেট বাইপাসিঙের তথ্যগুলোও ধামাচাপা দিব। ধামাচাপা দিব চার্ট্রাকিয়ানের সমস্ত তথ্য। সরিয়ে ফেলব রান মনিটরের রেকর্ডগুলোও। হাপিস

হয়ে যাবে ডিজিটাল ফোর্ট্রেস। সেটা কখনোই এখানে ছিল না। আমরা হেলের কপিও লুকিয়ে ফেলব ভিতরে। ডেভিড টানকাডোর কপিটা নিয়ে আসবে।'

ডেভিড! ভাবে সুসান। মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিতে চায় সে। বর্তমান সমস্যা নিয়ে ভাবতে চায়।

'সিস-সেক ল্যাবের ব্যাপারগুলো আমি হ্যান্ডেল করছি,' বলছে স্ট্র্যাথমোর, 'সব। আর তুমি দেখবে নড থ্রি। হেলের সমস্ত ই-মেইল ডিলিট করে দাও। সরিয়ে দাও টানকাডো আর ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের নাম-নিশানা।'

'ওকে। আমি হেলের পুরো ড্রাইভটা ডিলিট করে দিব। রি ফরম্যাট করব সবটুকু।'

'না! এমন কাজ আবার করতে যেও না। সেখানে হেলের পাস-কিটা থাকার কথা। আমার সেটা চাই।'

'আপনি পাস-কি চান? আমি মনে করলাম পাস-কি ধ্বংস করাই আমাদের মিশন।'

'ঠিক তাই। কিন্তু আমার একটা কপি প্রয়োজন। এই মরার ফাইলটা একবার ক্র্যাক করে ওপেন করে তাকাতে চাই টানকাডোর কাজের দিকে।'

সুসান তাকিয়ে থাকে কমান্ডারের দিকে। তার কথা হয়ত ঠিক, কিন্তু এই প্যানডোরার বাক্স খোলাটা ভাল হবে কিনা বোঝে না সে। হয়ত এটা খুবই ইন্টারেস্টিং... তবু! এখন এই বিষাক্ত প্রোগ্রামটা নিজের ভল্টেই আটকা পড়ে আছে। যখনি একবার ডিসাইফার করা হবে... 'কমান্ডার, আমার মনে হয় এটাকে–'

'আই ওয়ান্ট দ্য কি!'

সুসান জানে, ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের কথা শোনার পর থেকেই তার মনে একটা মাত্র চিন্তা কাজ করছে– কীভাবে টানকাডো লিখল এটা? তাকাল কমান্ডারের দিকে, 'আপনি কি দেখার পর সাথে সাথে এ্যালগরিদমটাকে ডিলিট করে দিবেন?'

'কোন চিহ্নই রাখব না।'

ভ্রুকুটি হানল সুসান। নড থ্রির হার্ডড্রাইভটায় একটা মাত্র পাস কি খুজে বের করা আর বিশাল খড়ের গাদায় সুই খোজা একই কথা। কম্পিউটার সার্চে কাজ হয় তখনি যখন জানা যায় কী খোজা হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা অজানা থাকলে হতাশা নেমে আসবে। সুসান আর তার সাথের লোকজন এক ধরনের সার্চিং শুরু করেছে যার নাম আনকনফার্মিটি সার্চ। পুরো কম্পিউটারের প্রতিটা অক্ষরকে সার্চ করার নির্দেশ দেয়া হয়। সেগুলো নিয়ে তুলনা করা হয় এবং বেমক্কা কিছু চোখে পড়লেই রিপোর্ট দেয়া হয়।

সুসান জানে, যৌক্তিকভাবেই পাস-কি খুজে বের করার দায়িত্ব তাকে দেয়া হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'সব ঠিকমত চললে সার্চ শেষ করতে আধঘন্টার মত লাগবে।'

'তাহলে কাজে নেমে পড়া যাক।' কাধে একটা হাত রেখে অন্ধকার নড থ্রির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল স্ট্র্যাথমোর।

মাথার উপরের স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়ে তারাভরা আকাশ উকি দেয়। সুসান জানে না সেভিলে বসে সেই একই ধরনের তারা ডেভিডও দেখতে পাচ্ছে কিনা।

নড থ্রির ভারি কাচের দরজার কাছে চলে এসেছে তারা। দীর্ঘশ্বাস গোপন করার কোন চেষ্টা নেই স্ট্র্যাথমোরের। নড থ্রির কি প্যাড অন্ধকার।

'ড্যামইট!' বলল সে, 'নো পাওয়ার। ভুলে গিয়েছিলাম।'

স্লাইডিং ডোরগুলোর দিকে তাকায় স্ট্র্যাথমোর। কাচের বিপরীতে হাত দিয়ে চাপ দেয়। চাপ দেয় খুলে ফেলার জন্য। হাতের ঘাম মুছে ফেলে আবার চেষ্টা করে। একটু খুলে যায় দরজাগুলো।

একটু অগ্রগতি টের পেয়ে হাত লাগায় সুসানও। এক ইঞ্চির মত সরে যায় দরজা। ধরে রাখে তারা। কিন্তু চাপ প্রচন্ড। আবার বন্ধ হয়ে গেল সেটা।

'হোল্ড অন,' বলল সুসান, এগিয়ে এল স্ট্র্যাথমোরের সামনে, 'ওকে, ট্রাই নাউ।'

চেষ্টা করল তারা সবটুকু শক্তি নিঙড়ে দিয়ে। ভিতর থেকে নীল আলোর রেখা দেখা যায়। টার্মিনালে এখনো পাওয়ার আছে। ট্রান্সলেটারের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ, তাই পাওয়ার আছে এখানেও।

জায়গা বদল করে তারা। মওকামত হাত বসায় স্লাইড ডোরে। আরো প্রবল চাপ দেয় দুজনে। খুলে যাচ্ছে। স্লাইডিঙ ডোরটা খুলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে। ফুটখানেক ফাকা করা গেল সেগুলোকে।

'হাল ছেড়ে দিওনা,' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি।'

ফাকা জায়গাটায় কাধ গলিয়ে দিল সুসান। চাপ দিচ্ছে সমান তালে।

হালকা শরীরটা ঢুকে গেল ফাকে। ঢুকে গেল সুসান। স্ট্র্যাথমোর আর তার যৌথ মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজ হবে না, জানে তারা দুজনেই।

ঝপ করে নেমে এল দরজাটা। আর একটু হলেই চিড়েচ্যাপ্টা করে দিত সুসানকে।

'জিসাস! সুসান– ঠিক আছতো?'

'ফাইন।'

চারপাশে তাকায় সে। নড থ্রি খালি। শুধু কম্পিউটার মনিটরগুলোর আলোয় আলোকিত। ভূতুড়ে একটা ভাব খেলা করছে সর্বত্র। দরজার ফাক দিয়ে

স্ট্র্যাথমোরের দিকে তাকায় সে। নীলচে আলোয় কমান্ডারের চেহারা ভাল দেখাচ্ছে না।

'সুসান, সিস-সেক থেকে ফাইলগুলো ডিলিট করার জন্য আমাকে বিশ মিনিট সময় দাও। সব ফাইল সরানো হলে আমার টার্মিনালে গিয়ে সাথে সাথে ট্রান্সলেটারকে এ্যাবোর্ট করব।'

'করলেই ভাল,' বলল সুসান ভারি কাচের দরজায় চোখ রেখে। জানে সে, ট্রান্সলেটার যে পর্যন্ত অক্স পাওয়ার দখল করে রাখবে সে পর্যন্ত এখানেই বন্দি হয়ে থাকতে হবে। নড থ্রি তে।

স্ট্র্যাথমোর ছেড়ে দিল দরজাটা। ক্রিপ্টোর অন্ধকারে চলে যাচ্ছে কমান্ডার। পিছনদিকটা দেখতে পায় সুসান।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৬৩

এরিপুয়ের্টো দ্য সেভিলার দিকে নতুন কেনা ঝরঝরে ভেসপা গলা খাকারি দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে তাকে পিঠে নিয়ে। চেহারা ফ্যাকাসে। হাতঘড়িতে রাত দুটা বেজে গেছে।

মূল টার্মিনালের কাছে এসে চলন্ত বাইকটাকে ছেড়েছুড়ে নেমে পড়ল সাইডওয়াকে। পেভমেন্টে ধাক্কা খেয়ে হুশ ফিরল যেন বিচিত্র দ্বিচক্রযানটার। থেমে গেল ওটা রাগে গজরাতে গজরাতে। রিভলভিং ডোরের কাছে এসে থামল বেকার। আর কখনো না। মনে করিয়ে দিল নিজেকে।

টার্মিনাল ঝকঝকে। মৃদু আলোয় ভাসছে। একজন জেনিটর পরিষ্কার করছে মেঝে। আর কেউ নেই কোথাও। ইবেরিয়া এয়ারলাইন্সের টিকেট এজেন্ট এগিয়ে আসছে কাছে। ব্যাপারটা ভাল ঠেকল না বেকারের কাছে।

ছুটে এল সে, 'এল ভুয়েলো এ লোস এস্টাডোস ইউনিডোস?'

আকর্ষণীয় আন্দালুসিয়ান তরুণী ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে তাকাল চোখ তুলে, 'এ্যাকাবা ডে স্যালির। এইমাত্র আপনি মিস করেছেন।'

বাতাসে ঝুলে রইল কথাটা অনেকক্ষণ।

আমি মিস করেছি! ঝুলে পড়ল বেকারের কাধ। 'ফ্লাইটে কোন স্ট্যান্ডবাই রুম ছিল?'

'অনেক। প্রায় খালি। কিন্তু কাল সকাল আটটার–'

'আমার এক বন্ধু যেতে পারল কিনা জানা খুব প্রয়োজন। স্ট্যান্ডবাইয়ে ফ্লাই করার কথা মেয়েটার।'

ভ্রু কোচকায় মেয়েটা, 'স্যরি, স্যার। আজ রাতে অনেক স্ট্যান্ডবাই প্যাসেঞ্জার ছিল। আমাদের প্রাইভেসি ক্লজ বলে–'

'খুব জরুরি। আমার শুধু জানতে হবে সে যেতে পারল কিনা। এই সব।'

'প্রেমঘটিত মান-অভিমান?'

'জানা কি খুব প্রয়োজন?'

'নাম কী তার?'

'ম্যাগান।'

'আপনার মেয়ে বন্ধুর কোন লাস্টনেম আছে?'

boiRboi.net

ধীরে শ্বাস ছাড়ল বেকার। আছেতো অবশ্যই, আমি জানি না। 'আসলে পরিস্থিতি অনেক জটিল। আপনি বললেন প্লেনটা প্রায় খালি ছিল, যদি–'

'লাস্ট নেম ছাড়া আমি কিছুই করতে পারব না...'

'আসলে,' থামিয়ে দিল বেকার, 'আপনি কি সারারাত এখানে ছিলেন?'

নড করল মহিলা, 'সেভেন টু সেভেন।'

'তাহলে আপনি তাকে হয়ত দেখেছেন। একেবারে টিন এজার। পনের-ষোল বছর বয়স হবে। চুল–' মুখ থেকে কথাটা বের হয়ে যাবার আগে টের পেল বেকার, ভুল হচ্ছে কোথাও।

সরু চোখ তুলল মেয়েটা, 'আপনার লাভারের বয়স পনের বছর?'

'না!' বাতাসের জন্য হাসফাস করছে যেন বেকারের গলা, 'আই মিন...' শিট! 'আপনি যদি আমাকে সহায়তা করতে পারতেন... খুব জরুরি।'

'আই এ্যাম স্যরি।' ঠান্ডা সুরে বলল এজেন্ট।

'আসলে ব্যাপারটা যেমন মনে হচ্ছে তেমন নয়। আপনি যদি শুধু–'

'গুড নাইট, স্যার।' সামনের মেটাল গ্রেটটা নামিয়ে দিয়ে পিছনের রুমে চলে গেল মহিলা।

রাগে গরগর করতে করতে আকাশের দিকে তাকায় সে। স্মুথ... নিজেকে কষে গাল লাগাতে ইচ্ছা হচ্ছে তার, ভেরি স্মুথ... খোলা আবহাওয়ায় তাকায় সে। কেউ নেই কোথাও। মেয়েটা নিশ্চই আঙটি বেচে দিয়ে চলে গেছে। কী করবে আর? গলা চড়াল। তাকাল জেনিটারের দিকে, 'একটা মেয়েকে দেখেছেন নাকি?'

'এহ?' মেশিন বন্ধ করে তাকায় বুড়ো লোকটা।

'উনা নিনা?' আবার বলল বেকার, 'পেলো রুজো। আজুল, এ ব্লাঙ্কো। লাল-সাদা-নীল চুল।'

হাসল লোকটা। 'খুবি বাজে শোনাচ্ছে।' ফিরে গেল কাজে।

* * *

ডেভিড বেকার খালি এয়ারপোর্ট কনকর্সের ভিতরে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কী করতে হবে এরপর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। বিকালটা যেন ভুলে ভরা কোন নাটক। স্ট্র্যাথমোরের কথাগুলো মাথায় বোমা ফাটাচ্ছে, আঙটি পাবার আগে আর ফোন করবেন না। হতাশা মাথাচাড়া দিল। ম্যাগান যদি আঙটিটা বিক্রি করে দিয়ে প্লেনে চড়ে বসে থাকে, তাহলে আর তা পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারবে না।

চোখ বন্ধ করে মনোযোগ আনার চেষ্টা করছে বেকার। এরপর কী করতে হবে? এক মুহূর্তে ব্যাপারটা মাথায় চলে আসে। প্রথমেই কোন না কোন রেস্ট রুমে লম্বা ছুটি কাটাতে হবে।

অধ্যায় : ৬৪

হালকা আলোয় নড থ্রির নিরবতায় দাঁড়িয়ে আছে সুসান। কাজটা একেবারে সরলঃ হেলের টার্মিনালে ঢোক, কি-টা বের কর, টানকাডোর সাথে তার সমস্ত যোগাযোগের প্রমাণ নষ্ট করে দাও। ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের কোন চিহ্ন কোথাও রাখা যাবে না।

প্যানডোরার বাক্সটা খুলে ফেলা হবে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসকে খুললে। এদিকে নর্থ ডাকোটা আটকা পড়েছে। আশা একটাই, ডেভিড যেন ভালয় ভালয় তার মিশন শেষ করে।

নড থ্রির আরো গভীরে যেতে যেতে মাথা পরিষ্কার করে নিতে চায় সুসান। এই চির পরিচিত পরিবেশেও কী যেন ঠিক নেই। শুধুই আলোর অভাব? কে জানে! দরজার দিকে তাকায় সে। বন্ধ। বিশ মিনিট! আউড়ে নেয় মনে মনে।

হেলের টার্মিনালে যাবার সময় একটা বিচিত্র গন্ধ পায় সে। নড থ্রিতে এমন কোন গন্ধ থাকার কথা নয়। ডিআয়োনাইজার নষ্ট হয়ে গেছে কিনা কে জানে! গন্ধটা খুবই পরিচিত। কেন যেন অজানা অনুভূতি হচ্ছে। হেলের কথা ভাবছে সে। লোকটা কোন কিছুতে আগুন ধরিয়ে যায়নিতো? ভেন্টের দিকে চোখ তুলে তাকায়। কিন্তু না, গন্ধটা যেন আশপাশ থেকেই আসছে।

ল্যাটিসের দরজা আর কিচেনেটের দিকে চোখ ফেলে সে। সাথে সাথে চিনতে পারে গন্ধটা। কলোজেন... আর ঘামের গন্ধ।

সারা গায়ের রোম সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। অন্ধকার থেকে একজোড়া চোখ দেখছে তাকে। আতঙ্কে একেবারে হতবাক হয়ে পড়ে সুসান। গ্রেগ হেল সাবলেভেলে বন্দি হয়নি– সে এখানেই আছে। নড থ্রি তে।

স্ট্র্যাথমোর ট্র্যাপডোরটা বন্ধ করে দেয়ার আগেই চলে এসেছে এখানে। নিজে নিজেই দরজা খোলার মত শক্তি তার কিলবিলে পেশিতে আছে।

একবার সুসান শুনেছিল একেবারে নিখাদ আতঙ্ক ভয়ানক, প্যারালাইজড করে দেয় মানুষকে– এখন বুঝতে পারছে সেটা সত্যি নয়। অসাড় হয়ে যায়নি সে। পিছিয়ে যাচ্ছে নিজের অজান্তেই। একটা মাত্র চিন্তা মাথায়– এস্কেপ।

পিছিয়ে যাচ্ছে সুসান। প্রতি মুহূর্তে, একটু একটু করে। পিছনে কী যেন ধাক্কা খেল তার সাথে। একেবারে নিরব ঘরটায় আওয়াজ উঠল প্রচন্ড। চোখ সরায়নি গ্রেগ হেলের উপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও।

এগিয়ে আসছে লোকটা কিচেনেট ছেড়ে। দু পা ছড়িয়ে বসে ছিল সেখানে আয়েশ করে, চুলার পাশে। এখন তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে।

হাত ছুড়ল সুসান শূণ্য লক্ষ্য করে। আঘাত করল হেলের গায়ে। কোন কাজ হল না। সে যেন পাথরে হামলে পড়েছিল। আকড়ে ধরল হেল তার হাতজোড়া।

বাধা দিল সুসান। জোরে মোচড়াতে লাগল শরীর। কীভাবে যেন শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে ফেলল সে। কনুই দিয়ে জোরে আঘাত করে বসল কার্টিলেজের উপর। থ্যাচ করে শব্দ উঠল একটা। নাক ধরে বসে পড়ল হেল সাথে সাথে।

'সান অফ এ–' ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে।

দরজার সামনের প্রেশার প্যাডে দাঁড়িয়ে মনেপ্রাণে চাচ্ছে সুসান যেন এ মুহূর্তে স্ট্র্যাথমোর পাওয়ার অফ করে দেয় ট্রান্সলেটারের। যেন সে বেরিয়ে যেতে পারে। তার বদলে নিজেকে আবিষ্কার করল দরজার বিপরীতে, আঘাত করছে সেখানে উন্মত্তের মত।

রক্তে ভেসে যাওয়া নাক নিয়ে হাজির হল হেল। এক মুহূর্তে আবারো জড়িয়ে ফেলল তাকে। একহাত বা স্তনে চলে গেছে, অন্যটা উরুসন্ধিতে। কাচ থেকে দূরে সরিয়ে আনা হচ্ছে সুসান ফ্লেচারকে।

চিৎকার করল সে। হাত-পা ছুড়ে চেষ্টা করল নিজেকে সরিয়ে নিতে।

অবিশ্বাস্য শক্তিতে টেনে আনা হল তাকে। আনা হল হেলের টার্মিনালের পাশে। তারপর সর্বশক্তি একত্র করে ছুড়ে দেয়া হল সেখানে। পুরু কার্পেটের কল্যাণে তেমন ব্যথা পেল না সুসান।

চোখে চোখে তাকায় সে। সেখানে কী একটা যেন আছে। ভয়? রাগ? গ্রেগ হেলের চোখজোড়া খুটিয়ে দেখছে সুসানকে। আতঙ্কের নতুন একটা ধাক্কা লাগল সুসানের মনে।

দু পায়ের কাছে চলে এল হেল। চোখ খুটিয়ে দেখছে। আত্মরক্ষার জন্য সুসান যা শিখেছিল তার সবই পালিয়ে যাচ্ছে কোথায় যেন। চেষ্টা করে সে বাধা দেয়ার। কোন সাড়া নেই। অসাড় হয়ে গেছে সুসান ফ্লেচার।

চোখ বন্ধ করল সে।

ওহ, প্লিজ, গড! নো!

boiRboi

অধ্যায় : ৬৫

মিজের অফিসে পায়চারি করছে ব্রিঙ্কারহফ, 'কেউ গান্টলেট বাইপাস করতে পারবে না, অসম্ভব!'

'ভুল,' পাল্টা বাক্যবাণ চালায় মিজ, 'জাব্বার সাথে এইমাত্র আমার কথা হয়েছে। গত বছর সে একটা বাইপাস বানিয়েছিল।'

'আমিতো কখনো শুনিনি!'

'কেউ শোনেনি।'

'মিজ,' যুক্তি দেখাতে চায় পিএ, 'জাব্বা সিকিউরিটির ব্যাপারে খুবি কড়া। সে কখনোই বাইপাসের জন্য কোন সুইচ–'.

'স্ট্র্যাথমোর তাকে বাধ্য করেছে।' মাঝখানেই কথা বলে উঠল সে।

ব্রিঙ্কারহফ এখন যেন পড়ে ফেলতে পারছে মিজের মন।

'গত বছরের কথা মনে আছে,' প্রশ্ন তোলে সে, 'যখন স্ট্র্যাথমোর ঐ এন্টি সেমিটিক টেরোরিস্ট রিঙের বিরুদ্ধে লাগল ক্যালিফোর্নিয়ায়?'

নড করল ব্রিঙ্কারহফ। গত বছর এত বড় কাজ খুব কমই করেছে স্ট্র্যাথমোর। ট্রান্সলেটারকে ব্যবহার করে সে বড় এক রহস্যের কিনারা করে। লস এ্যাঞ্জেলসের এক হিব্রু স্কুলে হামলার ষড়যন্ত্রের কথা ফাস হয়ে গিয়েছিল তখন। কোডটা ভাঙা হয় বোমা ফাটার মাত্র বারো মিনিট আগে। অন্য কেউ হলে ভেবে পেত না কী করবে, কীভাবে করবে। স্ট্র্যাথমোর ঠান্ডা মাথায় কয়েকটা ফোন করেই বানচাল করে দেয় হামলা। বাঁচায় স্কুলের তিনশ বাচ্চাকে।

'মনে আছে, না?' বলল মিজ। 'জাব্বা বলেছিল আসলে বোমা ফাটার ছ ঘন্টা আগে জানতে পারে স্ট্র্যাথমোর।'

ঝুলে পড়ল ব্রিঙ্কারহফের চোয়াল, 'তাহলে এতক্ষণ অপেক্ষা করল কেন স্ট্র্যাথমোর...'

'কারণ সে ট্রান্সলেটারকে কাজে লাগাতে পারছিল না। সর্বক্ষণ গান্টলেট অস্বীকার করে যাচ্ছিল। এর মধ্যে এমন সব পাবলিক কি ছিল যেগুলো এর আগে ট্রান্সলেটারে যায়নি। সেগুলো ঠিক করতে জাব্বার পাকা ছ ঘন্টা সময় লাগে।'

একেবারে স্থবির হয়ে পড়েছে যেন ব্রিঙ্কারহফ।

'তাই গান্টলেটের এই বাইপাস।'

'জিসাস! তাহলে তোমার কথাটা কী?'

'আমার মনে হয় আজকে স্ট্র্যাথমোর গান্টলেটের বাইরে দিয়েই ফাইলটা প্রবেশ করিয়েছিল।'

'তো?'

'ফাইল নিয়ে আমার কোন আপত্তি নেই। আপত্তি ভাইরাস নিয়ে।'

লাফিয়ে উঠল ব্রিঙ্কারহফ, 'ভাইরাস? কে ভাইরাসের ব্যাপারে কথা বলছে?'

'এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।' শান্ত সুর মিজের, 'জাব্বা বলেছে ট্রান্সলেটার এতক্ষণ বিজি থাকতে পারে শুধুমাত্র ভাইরাসের কল্যাণে। আর–'

'এক মিনিট! স্ট্র্যাথমোর বলল তো, সব ঠিকই আছে।'

'মিথ্যা কথা বলেছে।'

'তুমি বলতে চাও স্ট্র্যাথমোর ইচ্ছা করে একটা ভাইরাস পাস করিয়েছে ট্রান্সলেটারের ভিতরে?'

'সে জানেও না।'

চুপ করে থাকে ব্রিঙ্কারহফ।

'এতে অনেক ব্যাপারের ব্যাখ্যা দাঁড়ায়। সারারাত সে কী করছে অফিসে?'

'নিজের কম্পিউটারে ভাইরাস ঢোকাচ্ছে?'

'না। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে। এখন ট্রান্সলেটারকে এ্যাবোর্ট করে অক্স পাওয়ার নিতে পারছে না সেজন্যই।'

চোখ মটকায় ব্রিঙ্কারহফ। এর আগেও মিজ আবোলতাবোল বকেছে, কিন্তু আজকের মত নয়। 'জাব্বার তো কোন মাথাব্যথা নেই!'

'জাব্বা আস্ত একটা বোকা, ব্যস।'

ব্রিঙ্কারহফ যেন অবাক হয়ে গেছে। কেউ কখনো জাব্বাকে বোকা বলেছি। শুয়োরের বাচ্চা বলেছে, কিন্তু বোকা? কখনো না।

'জাব্বার এন্টি ইনভাস্টিভ প্রোগ্রামিংয়ের উচু উচু ডিগ্রিগুলোর উপর তুমি মেয়েলি সন্দেহ চাপাচ্ছ?'

কড়া দৃষ্টি দিল মিজ। এক দৃষ্টিতেই ভস্ম করে দিবে যেন।

'আচ্ছা, আচ্ছা, মিজ, শান্ত হও। মানলাম স্ট্র্যাথমোর তোমার দু চোখের বিষ–'

'এখানে আবার স্ট্র্যাথমোর আসছে কোত্থেকে? আমরা শুধু নিশ্চিত হব যে স্ট্র্যাথমোর গান্টলেট বাইপাস করেছে, তারপর সোজা কল করব ডিরেক্টরকে।'

'তাহলে স্ট্র্যাথমোরকে কল করে জানিয়ে দিব, তাকে একটা লিখিত স্টেটমেন্ট দিতে হবে।'

হতাশ হল মিজ, 'দেখ, এর মধ্যেই সে একবার মিথ্যা কথা বলে ফেলেছে। ফন্টেইনের অফিসের চাবি আছে তোমার কাছে?'

'অবশ্যই। আমি তার পি এ!'

'আমার দরকার। চাবিগুলো।'

'মিজ, ফন্টেইনের অফিসে তোমাকে ঢুকতে দিব আমি এমন মনে করার কোন কারণ নেই।'

'দিতেই হবে। আমি একটা ট্রান্সলেটার কিউ লিস্টের জন্য আবেদন জানাব। স্ট্র্যাথমোর যদি ম্যানুয়ালি গান্টলেটকে বাইপাস করে থাকে তাহলে সাথে সাথে জানা হয়ে যাবে আমাদের।'

'এর সাথে মিস্টার ফন্টেইনের অফিসের কী সম্পর্ক?'

'কিউ লিস্ট শুধু ফন্টেইনের প্রিন্টারে আসে। ভাল করেই জান তুমি!'

'কারণ, এটা ক্লাসিফাইড, মিজ!'

'দিস ইজ এন ইমার্জেন্সি! আমি সে লিস্টটা দেখতে চাই।'

'মিজ, শান্ত হয়ে বস! তুমি ভাল করেই জান আমার পক্ষে—'

বিগ ব্রাদারের কি বোর্ডে চোখ রাখল মিজ, 'এখনি একটা কিউ লিস্ট পয়েন্ট করছি। ভিতরে ঢুকে যাব, তুলে আনব প্রিন্টআউটটা, বেরিয়ে আসব। এখন চাবিটা দিয়ে দাও।'

'মিজ...'

ঘুরে বসল মিজ, 'দেখ, ত্রিশ সেকেন্ডের ব্যাপার। এখন, সব ঠিক থাকলে তুমি বগল বাজাতে বাজাতে বাড়ি ফিরে যাবে।'

'তুমি ডিরেক্টরের প্রাইভেট স্যুটের ক্লাসিফাইড তথ্য চাচ্ছ। একবার ধরা পড়ে গেলে কী হবে ভেবে দেখতো একবার!'

'ডিরেক্টর এখন সাউথ আমেরিকায়।'

'স্যরি। পারব না।' হাতে হাত ক্রস করে হাটা ধরল ব্রিঙ্কারহফ।

মিজ পিছনে যেতে যেতে তিরিক্ষি মেজাজে বলল, 'ও, পারবে না মানে, অবশ্যই পারবে।'

এরপর বিগ ব্রাদারের অপারেট মহিলা তার ভিডিও আর্কাইভের শরনাপণ্ন হল।

নিজের ঘরে চলে গিয়ে ব্রিঙ্কারহফ গজগজ করছে, পারব না। কখনোই চাবি দিতে পারব না।

এমন সময় মিজের ঘর থেকে বিচিত্র কিছু আওয়াজ আসতে লাগল। এগিয়ে গেল সে। শব্দগুলো উত্তেজিত।

boirboi.net

'মিজ?'

কোন জবাব নেই।

যান্ত্রিক কণ্ঠগুলো কেমন যেন পরিচিত। দরজা খুলে দিল সে। ঘরটা একেবারে খালি। মিজের চেয়ারও খালি। শব্দ আসছে উপর থেকে। উপরে তাকিয়েই অসুস্থ বোধ করল ব্রিঙ্কারহফ। একই দৃশ্য বারোটা মনিটরে। যেন কোন দলীয় নৃত্য।

বসে পড়ল ডিরেক্টরের পি এ।

'চ্যাড?'

শব্দটা আসছে পিছন থেকে। তাকাল সে। দাঁড়িয়ে আছে মিজ।

'চাবিটা, চ্যাড।'

মনিটরের দিকে তাকায় সে। ঢাকার চেষ্টা করে দৃশ্যগুলো। কিন্তু মাথার উপরের দৃশ্যতো আর থামিয়ে রাখা যাবে না! সবখানে সে। কার্মেন হুয়ের্টার ছোট, মধুতে ভেসে যাওয়া বুকের উপর মুখ রেখে নানা ধরনের আওয়াজ করছে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৬৬

বেকার পথটুকু পেরিয়ে গিয়ে এগিয়ে যায় রেস্টরুমের দিকে। পুরুষদের রেস্টরুমের যাচ্ছেতাই অবস্থা দেখে না পেরে যায় মহিলাদেরটায়।

'হোলা?'

কোন জবাব নেই।

আর দ্বিধা না করে ঢুকে পড়ে সে। চিরাচরিত স্প্যানিশ বাথরুম। চৌকো। টাইল বসানো। ইউরিনালের অবস্থা তথৈবচ। নোংরা আঠালো পানি চারধারে। সবখানে ছড়িয়ে আছে সস্তা পেপার টাওয়েল।

কোথায় সুসান? একা একাই স্টোন ম্যানোরে চলে গেছে? ভাবে সে, কতক্ষণ ধরে পচছি এখানে?

ইউরিনালে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে মাত্র পজিশন নিয়েছে এমন সময় আওয়াজ এল পিছন থেকে।

'হেই!'

লাফিয়ে উঠল বেকার। প্রাণপণ চেষ্টা করছে জিপারটা লাগিয়ে নিতে।

'আ- আমি, আই- আই এ্যাম স্যরি...'

মেয়েটা তাড়া দিল। বয়স সতেরো হবে। সেভেনটিন পত্রিকার মডেলদের মত। সাদা স্লিভলেস ব্লাউজ, পরনের পাজামাটাও সুন্দর।

'কী করছ এখানে?'

'আমি... মানে মেন্স টয়লেটটা...'

মেয়েটার চুল লালচে। সুন্দর পরীর মত লাগছে। এগিয়ে গেলে অবাক হয় বেকার।

হাতে কীসের যেন দাগ।

মাঝরাতে এয়ারপোর্টের বাথরুমে ড্রাগ নিবে সে এখন। মা-বাবা হয়ত অনেক কষ্টে তাকে একটা ভিসা ক্রেডিট কার্ড যোগাড় করে দিয়েছে।

'ঠিক আছতো তুমি?'

'আমি ঠিকই আছি। বেরোও এখান থেকে।'

BoiBoi.net

নিজেকে শোনায় সে, ডেভিড, ভালয় ভালয় কেটে পড়। কে কী করছে সেসব দেখার সময় না এখন।

তার মন থেকে সরে গেছে এন এস এ, ডেপুটি ডিরেক্টর বা সেই সোনার আঙটিটা।

'এক্ষুণি!'

নড করল বেকার। হাসল ছোট্ট করে, 'বি কেয়ারফুল!'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৬৭

'সুসান?' চেহারায় চেহারা ঠেকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হেল।

বসে আছে সে। সুসানের দু উরুতে দু পা ঠেকিয়ে। নাক থেকে টপটপ করে ঝরছে রক্ত। গলার পিছনে দলা পাকিয়ে উঠে আসছে বমি। তার বুকে হাত ঠেকিয়ে আছে হেল।

কোন অনুভূতি নেই তার। সে কি আমাকে স্পর্শ করছে?

'সুসান!' চিৎকার করে উঠল হেল কানের কাছে, 'তুমি আমাকে এখান থেকে বের করে আন!'

বোবার মত তাকিয়ে থাকে সুসান।

'বের করে আন আমাকে! স্ট্র্যাথমোর চার্ট্রাকিয়ানকে খুন করেছে। দেখেছি আমি!'

কথাগুলোর কোন মানেই যেন নেই সুসানের কাছে। স্ট্র্যাথমোর খুন করেছে চার্ট্রাকিয়ানকে? মিথ্যা কথা বলছে সে।

'স্ট্র্যাথমোর জানে দেখে ফেলেছি আমি! সে আমাকেও ছাড়বে না!'

এক্স মেরিনের ভিতরে ডিভাইড এ্যান্ড কনকয়্যার নীতি দেখতে পাচ্ছে সুসান। আগে বিভক্ত কর, তারপর বাকিটা আপসে আপ চলে আসবে।

'কথা সত্যি!' বলল সে চিৎকার করে, 'সিকিউরিটিকে ডাকতে হবে! তুমিও কম বিপদে নেই!'

একটা বর্ণও বিশ্বাস করছে না সে।

পায়ের চাপটা কমিয়ে এনেছে হেল। কথা বলার জন্য মুখ খুলছে আবার।

সে সুযোগ আর পায়নি সে। পায়ে রক্ত চলাচলের অনুভূতি হতেই কী যেন হয়ে গেল সুসানের ভিতরে। সর্বশক্তি দিয়ে উঠিয়ে দিল সে হাঁটুটা উপরের দিকে। গ্রেগ হেলের দু পায়ের ফাঁকে।

সেখানকার টিস্যু থেতলে যাচ্ছে, টের পায় সে।

কাটা কলাগাছের মত পড়ে গেল হেল। সাথেসাথে। পড়েই জান্তব স্বরে গোঁ গোঁ করতে করতে নড়াচড়া শুরু করল।

একটা মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সুসান এগিয়ে যায় সামনের দিকে। গিয়েই বুঝতে পারে, এ দরজা খোলার সাধ্য তার নেই।

মুহূর্তে বুদ্ধি খেলে যায় মাথায়। সর্বশক্তি দিয়ে মেহগনি কাঠের একটা ভারি রিভলভিং টেবিল টেনে নেয় পিছনে। তারপর একইভাবে ঠেলে আনে সামনে।

টেবিলের গতি বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। সুসান জানে না কাচটা কতটুকু শক্ত। বুলেটপ্রুফও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আর বেরিয়ে যাবার কোন আশা নেই।

কিন্তু না, আঘাত হানল টেবিলটা। মুহূর্তে লক্ষ হীরার মত কাচ ছড়িয়ে পড়ল বাইরে। টেবিলটা এখনো সামনের দিকে চলছে। জোরে। হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের আড়ালে।

একটু ইতস্তত করে সে। তাকায় নড থ্রির অন্ধকারে।

সেখানে এখনো পড়ে আছে গ্রেগ হেল।

আর অপেক্ষা না করে বাইরে পা বাড়ায় সে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৬৮

'কাজটা খুব সহজ, তাই না?' প্রশ্ন তুলল মিজ। ঝিকিয়ে উঠছে তার দাঁতগুলো হাসির দমকে দমকে।

কোন কথা বলল না ব্রিঙ্কারহফ।

'যাবার আগে ইরেজ করে দিচ্ছি,' ওয়াদা করল মিজ, 'যদি তুমি আর তোমার স্ত্রী প্রাইভেট কালেকশনে রাখতে চাও ভিডিওটা তাহলে অবশ্য অন্য কথা...'

'শুধু ড্যাম প্রিন্টআউটটা নাও, তারপর বেরিয়ে এস।'

'সি, সিনর।' কড়া পুয়ের্টোরিকান এ্যাকসেন্টে বলল মিজ। ফন্টেইনের ডাবল ডোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

ডিরেক্টরিয়াল স্যুটের বাকি কামরাগুলোর সাথে মোটেও মিল নেই লেল্যান্ড ফন্টেইনের অফিসঘরটার। কোন গাছপালা নেই, নেই ছবির বালাই বা এ্যান্টিক ঘড়ি। কাচে ঘেরা টেবিলের সামনে বিশাল কালো এক চেয়ার। চামড়ায় মোড়া। পিছনে বিশাল পিকচার উইন্ডো। ফ্রেঞ্চ কফিপটের সাথে তিনটা ফাইল কেবিনেটও আছে। চাঁদ উঠেছে ফোর্ট মিডের উপরে।

প্রাইভেট প্রিন্টারে একটা প্রিন্ট আউট দেখা যাচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে সাবলীলভাবে মিজ তুলে নিল সেটা। তারপর পড়ার চেষ্টা করল।

'পড়া যাচ্ছে নাতো!'

'মিজ, বাইরে গিয়েও পড়তে পারবে।'

'আগে দেখে নিই।'

'কী দেখে নিবে? এটা ডিরেক্টরের প্রাইভেট কোয়ার্টার। এখানে থাকা যাবে না–'

'জানতাম।'

'কী?'

'আমি জানতাম, স্ট্র্যাথমোর বাইপাস করেছে গান্টলেটকে। দেখ!'

ছুটে গেল ব্রিঙ্কারহফ, 'হোয়াট দ্যা...?'

boiRboi.net

লিস্টটায় গত ছত্রিশ কোডের নাম আছে। আছে গান্টলেটের দেয়া একটা করে চার ডিজিটের কোড। সর্বশেষটার পাশে লেখা– ম্যানুয়াল এ্যাবোর্ট।

জিসাস! অবিশ্বাসে তাকিয়ে থাকে ব্রিঙ্কারহফ, আবারো মিজের কথা সত্যি হল!

'ইডিয়টটা! দেখ এখানে! গান্টলেট দুবার রিজেক্ট করেছে ফাইলটাকে। মিউটেশন স্ট্রিঙ! তার পরও সে কাজটা করল কীভাবে?'

ব্রিঙ্কারহফের হাটু কাঁপছে। সব সময় মহিলা ঠিক ঠিক ব্যাপার ধরে ফেলে কী করে কে জানে!

তাদের কেউ খেয়াল করেনি ডিরেক্টরের অফিসের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশাল বপু।

'জিজ!' মুখ ভেঙচায় ব্রিঙ্কারহফ, 'তোমার কী মনে হয়? ভাইরাস?'

'এছাড়া আর কী হবে?'

'তোমাদের কারো মাথাব্যথা নয় সেটা!' পিছন থেকে বোমা মারল যেন গম্ভীর একটা কণ্ঠ।

সাথে সাথে পাথর হয়ে গেল দুজনে।

সম্বিৎ ফিরতেই পাঁই করে ঘুরল ব্রিঙ্কারহফ। এক নজরেই চিনে নিয়েছে অবয়বটাকে।

'ডিরেক্টর!' বাতাস টানতে টানতে বলার চেষ্টা করল ব্রিঙ্কারহফ, 'ওয়েলকাম হোম, স্যার।'

কোন জবাব দিল না বিশাল অবয়ব।

'আ-আমি মনে করেছিলাম, আমি মনে করেছিলাম আপনি দক্ষিণ আমেরিকায়।

লেল্যান্ড ফন্টেইন চারধারে তাকায় আরেকবার।

'হ্যা। ছিলাম। এখন এখানেই আছি।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৬৯

'হেই, মিস্টার!'

একটা খালি পে ফোন বুথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল বেকার। থমকে দাঁড়ায় সে। তারপর তাকায় পিছনে। সেই মেয়েটা, বাথরুমের মেয়েটা।

'মিস্টার, থামুন!'

এখন আবার কী হল? নিজেকে জিজ্ঞেস করে সে। প্রাইভেসির কথা তুলে বারোটা বাজানোর চেষ্টা করবে নাতো?

'হেই, আপনি আমার পিলে চমকে দিয়েছিলেন!' বলল মেয়েটা কাছে এসে।

'আসলে, ভুল জায়গায় ছিলাম আমি।'

'আমার কথাটা পাগলাটে শোনাবে, 'বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করেই বলল মেয়েটা, 'আপনি আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারেন না?'

'কীজন্য?' ড্রাগের জন্য নাতো?

'বাড়ি ফেরার জন্য টিকেট দরকার।'

'ফ্লাইট মিস করেছ?'

'না। টিকেট হারিয়ে ফেলেছি। তারা আমাকে আর উঠতে দিবে না। এয়ারলাইন্সগুলো এত বাজে হয় না! আরেকটা কেনার মত টাকা নেই আমার কাছে।'

'তোমার বাবা-মা কোথায়?'

'স্টেটসে।'

'তাদের সাথে কথা বলেছ?'

'চেষ্টা করেছি। মনে হয় কারো ইয়টে উইকএন্ড কাটাচ্ছে।'

মেয়েটার দামি কাপড়চোপড়ের দিকে তাকায় সে। 'তোমার কোন ক্রেডিট কার্ড নেই?'

'আছে, কিন্তু ড্যাডি বাতিল করে দিয়েছে। মনে করে আমি নেশা করি।'

'আসলেই কর?'

'অফকোর্ড নট!' আহত একটা দৃষ্টি ফুটে আছে মেয়েটার চোখেমুখে।

'কাম অন!' বলল সে, 'দেখে মনে হয় ধনী লোক আপনি। আমাকে বাড়ি যাবার জন্য কিছু টাকা ধার দিন, গিয়েই শোধ করে দিব।'

বেকার বুঝতে পারছে যে টাকা দিবে সে তার পুরোটাই গিয়ে পৌছবে কোন ড্রাগ ডিলারের কাছে। ট্রিয়ানায়।

'প্রথম কথা হল, আমি কোন ধনী লোক নই। শিক্ষক। আর আমি যা করব তা হল,' তোমার নেশার গোষ্ঠি উদ্ধার করব, 'একটা টিকেট কেটে দিতে পারি তোমার জন্য।'

একেবারে শক পেয়ে যেন থমকে গেল মেয়েটা। 'কেটে দিবেন?' আরো বড় হয়ে গেল তার চোখদুটা, 'ও গড! বাড়ি ফেরার জন্য একটা টিকিট কেটে দিবেন? থ্যাঙ্ক ইউ।'

বেকারের মুখে কোন কথা যোগাল না। মুহূর্তটাকে ভিন্নভাবে নিয়েছে সে।

তাকে জাপ্টে ধরেছে মেয়েটা। 'কী বিশ্রী গ্রীষ্মরে বাবা! চোখমুখে আনন্দের অশ্রু, 'ও, থ্যাঙ্ক ইউ! আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেই বাঁচি।'

কোনক্রমে হাতের বাধন আলগা হতেই নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় বেকার। তাকিয়ে থাকে হাতের দিকে।

'ও, এটা?' প্রশ্ন তোলে মেয়েটা।

'মনে হয় বললে তুমি নেশা কর না।'

'আরে, এটা ম্যাজিক মার্কার। এগুলো সরিয়ে দেয়ার জন্য অর্ধেকটা চামড়া তুলেই ফেলেছি। কালির দাগ।'

আরো কাছে চলে যায় বেকারের দৃষ্টি। সেখানে সত্যি সত্যি উল্কির চিহ্ন। একটা সাইনও আছে।

'কিন্তু চোখগুলো এত লাল কেন?'

হেসে ফেলল মেয়েটা। 'কাঁদছিলামতো! আগেই বলেছি না, ফ্লাইট মিস হয়ে গেছে?'

আবার হাতের দিকে চলে গেল বেকারের দৃষ্টি।

একটু অপ্রস্তুত ভাব মেয়েটার চোখেমুখে। 'তুমি পড়তে পারছ লেখাগুলো, তাই না?'

আরো সামনে ঝুকে পড়ল সে। পড়তে পারছে। মেসেজটা পানির মত স্বচ্ছ। চারটা হাল্কা ওয়ার্ড পড়েই গত বারো ঘন্টা চলে এল চোখের সামনে।

আলফানসো তের হোটেলে চলে গেল সে মুহূর্তে। জার্মান লোকটা বলেছিল কথাটা। রোষ কষায়িত নেত্রে। ফক অফ উন্ড ডাই।

'ঠিক আছতো তুমি?' অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

চোখ সরাল না সে হাত থেকে। হাতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। সেখানে মাত্র চারটা শব্দ।

ফাক অফ এ্যান্ড ডাই।

ব্লন্ড মেয়েটা তাকায় নিচে। তারপর আরো অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'এক বন্ধু লিখেছিল... বোকা, তাই না?'

বেকার কোন কথা বলতে পারে না। ফাক অফ এ্যান্ড ডাই। ফক অফ উন্ড ডাই। অবিশ্বাস্য! মুহূর্তে পুরো ব্যাপারটা মনে পড়ে যায় তার। জার্মানকে শেষমেষ জিজ্ঞেস করেছিল, আর কিছু জানে কিনা। জার্মান বলেছিল কথাগুলো। সে গালি দেয়নি। কথাগুলো যে আছে সেটা জানানোর চেষ্টা করেছে।

চোখ তুলে আনে বেকার আস্তে আস্তে। চোখ উঠে আসে মেয়েটার মুখাবয়বে। মাথার ব্লন্ড চুলের মধ্যে এখনো সাদা আর নীলের ছোয়া লেগে আছে। ক্ষীণ।

'তু-তুমি... তুমি নিশ্চই কানের দুল পর না?'

অবাক চোখে তাকায় মেয়েটা তার চোখের দিকে। পকেট থেকে একটা ছোট জিনিস বের করে চোখের সামনে ধরে। সেখানে স্কাল পেন্ডেন্টটা ঝুলছে।

'ক্লিপ অন?' প্রশ্ন করে সে।

'হেল, ইয়েস,' জবাব দেয় মেয়েটা, 'আমি কান ছিদ্র করে কোন দুল পরি না।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৭০

ডেভিড বেকার স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। চোখ পড়ে আছে মেয়েটার দিকে। জানে সে, সার্চ ইজ ওভার। চুল ধুয়ে ফেলেছে মেয়েটা, বদলে ফেলেছে পোশাক– হয়ত আঙটিটাকে আরো ভাল দামে বিক্রি করার জন্য। কপাল ভাল, এখনো সে নিউ ইয়র্কের পথ ধরেনি।

নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে বেকার। জানে, কষ্টকর যাত্রার এখানেই শেষ। আঙুলে চোখ চলে যাচ্ছে বারবার। আর চোরাদৃষ্টি না দিয়ে সরাসরি তাকায় সে। এখানেই থাকার কথা জিনিসটার। এখানেই থাকবে।

হাসল সে মুখে একটা মৃদু ভাব বজায় রেখে, 'ব্যাপারটার ভাব ভাল নয়। মনে হয় তুমি আমাকে এমন কিছু দিতে পার–'

'ও?' হঠাৎ আনমনা হয়ে যায় মেগান।

বেকার হাত ঢোকায় ওয়ালেটে, 'অবশ্যই, আমি তোমাকে হেল্প করতে পারলে খুশি হব।'

মেগান ভীত চোখে তাকায় বেকারের কান্ড কারখানার দিকে। তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে। এখনি চোখে চোখে মেপে নিয়েছে মূল দরজার দূরত্ব। এখান থেকে পঞ্চাশ গজ হবে বড়জোর।

'আমি তোমাকে বাসায় ফিরে যাবার মত যথেষ্ট টাকা দিতে পারি যদি তুমি–'

'আর বলা লাগবে না।' নিচু হয়ে গেল মেগান, 'আমি ঠিক ঠিক জানি কী চাই আপনার–'

আশার একটা ঝলক খেলে গেল বেকারের চোখেমুখে। তাহলে ধরতে পেরেছে! আঙটিটা আছে তার কাছেই! সে ঠিক জানে না কী করে মেয়েটা বুঝে ফেলল। এসব নিয়ে আর কোন চিন্তা নেই তার। জানে, আঙটিটা পেতে দেরি, তারপরই বাকি কাজগুলো সমাধা হয়ে যাবে। চলে যাবে সে স্টোন ম্যানোরের বিশাল ক্যানোপি বেড়ে। আয়েশ করে এত সময়ের ক্ষতিটা পুষিয়ে নিবে।

অবশেষে পেয়ে গেল সে। পিপার গার্ড। মেসের পরিবেশবান্ধব বিকল্প। বের করেই এক মুহূর্তে স্প্রে করে দিল বেকারের চোখে। আর অপেক্ষা নেই। সোজা ছুটে গেল দরজার কাছে।

ছুটতে ছুটতেই দেখতে পেল লোকটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে চোখে হাত রেখে।

অধ্যায় : ৭১

টকোগেন নুমাটাকা তার চতুর্থ সিগার শেষ করতে করতে পায়চারি করছিল দ্রুতপায়ে।

'ফোন নাম্বারটা পাবার কোন সম্ভাবনা?' জিজ্ঞেস করল সে অপারেটর কিছু বলে ওঠার আগেই।

'কোন খবর নেই, স্যার। একটু বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। কলটা এসেছিল সেলুলার থেকে।'

সেলুলার? অবাক হয় সে।

'বুস্টিং স্টেশন,' বলছে অপারেটর, 'এরিয়া কোড দুশ দুইয়ের। এখনো কোন নাম্বার পাইনি।'

'দুশ দুই? কোথায়?' আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চলের কোথায় আছে তারা? বা সে?

'ওয়াশিংটন ডিসির কাছে কোথাও, স্যার।'

ভ্রু ধনুকের মত বাকা করে ফেলল সে, 'কোন নাম্বার পাবার সাথে সাথে আমাকে কল করবে।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৭২

স্ট্র্যাথমোরের ক্যাটওয়াকের দিকে দ্রুত যাচ্ছে সুসান ফ্লেচার। হেলের কাছ থেকে সরে যেতে চায় সে। যত দ্রুত সম্ভব। কমান্ডারের কমপ্লেক্স অফিসটা প্রায়ান্ধকার।

ক্যাটওয়াকের ধাপগুলো পেরিয়ে গিয়েই দেখতে পায় ভিতরে মনিটরের আলো আছে শুধু।

'কমান্ডার?' প্রশ্ন করার মত করে বলে সে। 'কমান্ডার!'

কোন জবাব নেই।

'কমান্ডার!'

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, স্ট্র্যাথমোর এখানে থাকবে না। থাকবে সিস-সেক ল্যাবে। এখন আর অন্য কোন চিন্তা তার মাথায় নেই। ডিজিটাল ফোর্ট্রেস থাক চাই না থাক, সেসব নিয়ে আর ভাবার সময় নেই। নরক ভেঙে পড়েছে ক্রিপ্টোতে। এখান থেকে মুক্তি চাই তার। ট্রান্সলেটারকে এ্যাবোর্ট কর। তারপর চম্পট। সঠিক কমান্ড উইন্ডোতে গিয়ে টাইপ করল সুসান–

এ্যাবোর্ট রান

এন্টার কির উপর ঘুরছে হাতটা।

'সুসান!' দরজার কাছ থেকে একটা কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল।

পাঁই করে ঘুরল সুসান। হৃদপিন্ড ধ্বক ধ্বক করছে। গ্রেগ হেল? কিন্তু সে নয়। দাঁড়িয়ে আছে স্ট্র্যাথমোর। একেবারে ফ্যাকাশে চোখে তাকিয়ে আছে সে। 'হোয়াট দ্য হেল ইজ গোয়িং অন?'

'কম... কমান্ডার! হেল নড থ্রি-তে। আমাকে এ্যাটাক করেছিল!'

'কী! অসম্ভব! হেল সাবলেভেলে আটকে আছে–'

'না, সেখানে নেই! বেরিয়ে এসেছে। এখনি এখানে সিকিউরিটি দরকার। ট্রান্সলেটারকে এ্যাবোর্ট করছি আমি।'

'স্পর্শ করোনা!' বিকট চিৎকার দিয়ে এগিয়ে গেল কমান্ডার। সুসানের হাত সরিয়ে নিল সাথে সাথে।

অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সে কমান্ডারের দিকে। দিনে দ্বিতীয়বারের মত মনে হল চিনতে পারছে না লোকটাকে। একা লাগছে তার। ভীষণ একা।

স্ট্র্যাথমোর খেয়াল করল শার্টে লেগে থাকা রক্তের দাগটা।

'জিসাস! সুসান, ঠিক আছতো তুমি?'

কোন জবাব দিল না সে।

এগিয়ে গেল সে সুসানের দিকে। হামলে পড়ল তার উপর। মনে অনেক ব্যাপার চলছে যেসব কথা জানে না কেউ। আশাও করে না কেউ জানবে।

'আই এ্যাম স্যরি,' বলল সে, 'কী হয়েছে বলতো খুলে!'

'ঠিক আছে সব। রক্তটা আমার নয়। এখান থেকে বের করে আনুন আমাকে।'

'তুমি আহত?' কাধে একটা হাত রাখল স্ট্র্যাথমোর। সাথে সাথে রিয়্যাক্ট করল সুসান। কাধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকাল। যখন সুসানের দিকে তাকাল সে, অবাক হল। তাকিয়ে আছে সে দেয়ালের দিকে।

সেখানে, অন্ধকারে, একটা কিপ্যাড জ্বলজ্বল করছে। সেদিকে তাকিয়ে ভ্রু কোচকায় স্ট্র্যাথমোর। আশা করেনি সুসান খেয়াল করবে। উজ্জ্বল কিপ্যাডটা দিয়ে তার প্রাইভেট এলিভেটর দেখানো হচ্ছে। স্ট্র্যাথমোর আর তার বড় বড় সঙ্গিরা এখান দিয়ে ক্রিপ্টোতে যাতায়ত করে কাউকে না জানিয়ে। পঞ্চাশ ফুট নিচে চলে গিয়ে এটা একশো নয় গজ সামনে এগোয়। চলে আসে রিইনফোর্স আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল দিয়ে মেইন এন এস এ কমপ্লেক্সের নিচে। ক্রিপ্টো আর এন এস এর যোগসূত্র এই এলিভেটরটার পাওয়ার আসে মূল কমপ্লেক্স থেকে।

স্ট্র্যাথমোর আগে থেকেই এটার অস্তিত্বের কথা জানে, জানে পাওয়ার সোর্সের কথা। কিন্তু সুসান বাইরে বেরোনোর জন্য অনেক চেষ্টা করা সত্বেও কথাটা ফাস করেনি কমান্ডার। এখনি সুসানকে বের করে দিতে চায় না সে। জানে না কতটা বললে সুসান এখানটায় থাকতে রাজি হবে।

স্ট্র্যাথমোরকে পাত্তা না দিয়ে সুসান চলে গেল ব্যাক ওয়ালের দিকে। আলোকিত বাটনগুলোর দিকে হামলে পড়ল সে সর্বশক্তিতে।

'প্লিজ!' ভিক্ষার সুরে বলল সে। কিন্তু খুলল না দরজা।

'সুসান, লিফটে একটা পাসওয়ার্ড দিতে হয়।'

'পাসওয়ার্ড?'

তাকায় সে প্যাডের দিকে। মূল বাটনগুলোর নিচে সেকেন্ডারি আরেকটা প্যাড আছে। প্রতিটা বাটনে একটা করে অক্ষর।

'পাসওয়ার্ডটা কী?'

amarboi.net

হ্যাভ এ সিট।'

'লেট মি আউট!' কমান্ডারের খোলা দরজার দিকে তাকায় সে।

আতঙ্কিত সুসান ফ্লেচারের দিকে তাকায় কমান্ডার স্ট্র্যাথমোর। অফিসের দরজার দিকে এগিয়ে যায় সে শান্তভাবে। দরজা পেরিয়ে এগিয়ে যায় সে অন্ধকারের দিকে। তাকায় সেখানে। হেলকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ভিতরে পা রেখে দরজা বন্ধ করে দিল স্ট্র্যাথমোর। দরজায় একটা চেয়ার ঠেকা দিয়ে চলে এল নিজের ডেস্কে। সেখান থেকে বের করল কিছু একটা। অন্ধকার অবস্থায় তাকায় সুসান হাতের দিকে। সেখানে একটা গান ধরা।

ঘরের মাঝামাঝি দুটা চেয়ার টেনে আনে স্ট্র্যাথমোর। বন্ধ দরজায় সে দুটাও লাগিয়ে দেয় সে। হাত থেকে বেরেটাটা নিয়ে স্থির করে লক্ষ্য। তাক করে হাল্কা খোলা দরজার দিকে। তারপর নামিয়ে রাখে কোলের উপর।

এরপর হাল্কা সুরে বলে, 'সুসান, আমরা এখানে নিরাপদ। কথা বলা দরকার। যদি গ্রেগ হেল ঐ দরজা ধরে আসে...' কথাটাকে ঝুলে থাকতে দেয় সে।

কোন কথা যোগায় না সুসানের কণ্ঠে।

একবার তাকায় স্ট্র্যাথমোর তার দিকে, আরেকবার অন্ধকার অফিসের চারপাশে। পাশের সিটটা দেখায়। 'সুসান, বস। আমি তোমাকে কিছু বলব।'

নড়ে না সুসান।

'যখন আমার কথা শেষ হয়ে যাবে, এলিভেটরের পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিব তোমাকে। তুমিই সিদ্ধান্ত নিবে কী করতে হবে আর কী করতে হবে না।'

অনেকক্ষণ নিরবতা চারধারে।

অন্ধকারেই সুসান এগিয়ে গেল স্ট্র্যাথমোরের পাশে। বসে পড়ল।

'সুসান, আমি তোমার সাথে পুরোপুরি সত্যি কথা বলিনি।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৭৩

ডেভিড বেকারের মনে হয় চোখে তারপিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। তাকায় সে অনেক কষ্টে। মেয়েটা চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে হারিয়ে। তার পিছনটাই দেখা যায় শুধু। অর্ধেক পথ এখনো বাকি। তাকে কিছুতেই হারানো যাবে না।

চিৎকার করার চেষ্টা করে সে। কোনমতে বলে, 'নো!'

কিন্তু আওয়াজটা গলা ছেড়ে বেরুতে পারছে না।

বেকার জানে, একবার দরজাটা পেরিয়ে যেতে পারলেই কর্ম সারা। আর কখনো তাকে ফিরে পাওয়া যাবে না। আবারো ডাক ছাড়ার চেষ্টা করে সে। এবারো কোন আওয়াজ ফোটে না।

রিভলভিং ডোরের কাছে চলে গেছে মেয়েটা। পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে আসে বেকার। কোনক্রমে টলতে টলতে দাঁড়ায়। ছুটে যায় পিছনে পিছনে। বিশ গজ পিছনে সর্বশক্তি দিয়ে বেকার ছুটছে।

'থাম!' বলল সে, 'ওয়েট!'

দরজায় চাপ দিচ্ছে মেয়েটা। সর্বশক্তি দিয়ে। বেশি জোর দেয়ার জন্য নাকি কে জানে, জ্যাম হয়ে গেল দরজাটা।

পিছনে এগিয়ে আসছে লোকটা।

আরো জোর দেয় সে। হাটু গেড়ে বসে সর্বশক্তিতে চাপ দেয়।

ডেভিড আরো জোরো ছুটছে। আস্তে আস্তে ঘুরছে রিভলভিং ডোরটা। মাত্র কয়েক গজ দূরে বেকার, এমন সময় চট করে আবার ঠিক হয়ে গেল দরজা। মেয়েটা বেরিয়ে যাচ্ছে। তার জামার লাল বাড়তি অংশটা খুব দূরে নয়। ঝাপিয়ে পড়ল সে। এবং হারিয়ে গেল আঙুলটা। সেখানে কোন জামা ছিল না এক মুহূর্ত পরে।

মিস করেছে বেকার।

'মেগান!' চিৎকার করে উঠল সে, মেঝেতে পড়তে পড়তে। চোখের উপর যেন কেউ তীক্ষ্ণ সুই ফুটিয়ে দিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় কাৎরাতে থাকে সে এবার।

অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আওয়াজটা। মেগান!

মাথার উপর ফ্লুরোসেন্ট বাল্বের গুমগুম আওয়াজ শুনে মাথা তুলল সে। জানে না কতক্ষণ ধরে পড়ে আছে। আর সব আগের মতই। অন্ধকার আর নিরবতা চিরে দিয়ে একটা কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। মেঝে থেকে মাথাটা তোলার চেষ্টা করে। শব্দটা ভাজে ভাজে মিলে যাচ্ছে। যেন পানির কলকল আওয়াজ।

আবারো সেই কণ্ঠ।

মাথা তুলল সে। বিশ গজ দূর থেকে কেউ একজন ডাকছে তাকে।

'মিস্টার?'

কণ্ঠটা চিনতে পারে বেকার। সেই মেয়েটা। কনকোর্সের নিচে দাঁড়িয়ে আর এক দরজার পাশে থেকে কথা বলছে সে। এখন তাকে আগেরচে অনেক বেশি আতঙ্কিত মনে হয়।

'মিস্টার?' প্রশ্ন তুলল সে। কণ্ঠ কাপছে, 'আমি কখনো নামটা জানাইনি আপনাকে। কীভাবে আমার নাম জানলেন?'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৭৪

ডিরেক্টর লেল্যান্ড ফন্টেইন একেবারে পাহাড়ের মত মানুষ। তেষট্টি বছর বয়স। খুলি কামড়ে আছে মিলিটারি ছাটের চুল। কুৎকুতে চোখজোড়া আরো কালো হয়ে যায় যখন সে বিরক্ত। আর বিরক্ত থাকে বেশিরভাগ সময়। এন এস এর সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে এসেছে সে যোগ্যতাবলে। একটু একটু করে। উপরের মানুষগুলোর আস্থাভাজন হয়ে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে সেই প্রথম আফ্রিকান আমেরিকান ডিরেক্টর। কেউ কখনো সে কথাটা তুলবে না কারণ তার রাজনীতি বর্ণান্ধ।

গুয়েতেমালান জাভা বানাতে এগিয়ে যায় সে। দাঁড় করিয়ে রাখে মিজ আর ব্রিঙ্কারহফকে। এরপর সে এসে বসবে। দাঁড়িয়ে থাকবে বাকি দুজন। এবার প্রশ্ন করবে তাদের সেভাবে, যেভাবে কোন স্কুলের বাচ্চাকে জেরা করে প্রিন্সিপাল।

মিজ কাজটা হাতে নিল। সেই সব সবিস্তারে খুলে বলল। দু একটা বিশেষ স্পর্শকাতর ব্যাপার বাদ দিল সেইসাথে।

'ভাইরাস?' আরো থমকে গিয়ে আরো ঠান্ডা সুরে বলল সে, 'তোমরা মনে করছ আমাদের উপর হামলে পড়েছে একটা ভাইরাস?'

ঢোক গিলল ব্রিঙ্কারহফ।

'ইয়েস, স্যার।' সতেজে জবাব দিল মিজ।

'কারণ স্ট্র্যাথমোর গান্টলেটকে বাইপাস করেছে?' সামনের প্রিন্টআউটের দিকে তাকায় সে।

'জ্বি। এমন একটা ফাইল আছে সেখানে যেটাকে গত বিশ ঘন্টায় ভাঙা যায়নি!'

ভ্রুকুটি করল ফন্টেইন, 'কিম্বা তোমাদের ডাটা বলছে এ কথা।'

মিজ খেই হারাল না। 'ক্রিপ্টোতে ব্ল্যাকআউট চলছে।'

এবার চোখ তুলল ফন্টেইন। বিস্মিত।

ছোট্ট নড দিয়ে ব্যাপারটা কনফার্ম করল মিজ। 'সব পাওয়ার ডাউন হয়ে গেছে। জাব্বার মনে হল–'

'তোমরা জাব্বাকে কল করেছ?'

'ইয়েস, স্যার। আমি–'

'জাব্বা?' এখনো ভেবে পায় না সে, 'কোন দুঃখে স্ট্র্যাথমোরকে কল করনি?'

'করেছি!' আত্মরক্ষা করছে মিজ, 'বললেন সব ঠিক আছে।'

উঠে দাঁড়ায় এবার ডিরেক্টর, 'তাহলে তার উপর সন্দেহ করার মত কোন কারণই নেই।' কফিতে একটু চুমুক দেয় সে, 'এখন, ইফ ইউ উইল এক্সকিউজ মি, আমার কিছু কাজ করতে হবে।'

মিজের চোয়াল ঝুলে পড়ল, 'আই বেগ ইউর পারডন?'

ব্রিঙ্কারহফ এর মধ্যেই চোরের মত দরজার দিকে এগিয়ে গেছে। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মিজ।

'আমি বলেছি গুডনাইট, মিস মিঙ্কেন,' বলল ফন্টেইন, 'তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।'

'কিন্তু– কিন্তু স্যার, আমাকে প্রতিবাদ করতে হবে। আমার মনে হয়–'

'তুমি প্রতিবাদ করবে?' দাবি করল ডিরেক্টর, কফির মগ নামিয়ে রেখে, 'প্রতিবাদটা আমি করছি। আমি প্রতিবাদ করছি আমার অফিসে তোমাকে ঢুকতে দেখে। তোমার আন্দাজ দেখে আমি প্রতিবাদ করছি। এ প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি ডিরেক্টর মিথ্যা বলছে এমন কথা বলেছ দেখে। আমি প্রতিবাদ–'

'আমাদের একটা ভাইরাস আছে স্যার। আমার ইনস্টিংকট বলছে–'

'যাক, তোমার ইনস্টিংকট ভুল, মিস মিঙ্কেন! একবারের জন্য তারা ভুল করছে!'

'কিন্তু স্যার, কমান্ডার স্ট্র্যাথমোর গান্টলেটকে বাইপাস করেছেন!'

উঠে দাঁড়িয়ে রাগ সামলানোর চেষ্টা করছে এবার ডিরেক্টর। 'সেটা তার অধিকার। সেটা তার কাজ। আমি আপনাকে পে করি এ্যানালিস্ট আর সার্ভিস এমপ্লয়িদের উপর নজরদারি করার জন্য– ডেপুটি ডিরেক্টরের উপর স্পাইগিরির জন্য নয়। সে কাজে না নামলে আমরা এখনো পেন্সিল আর রাবার নিয়ে কোড ব্রেক করতাম! নাউ লিভ মি!'

দরজার দিকে ফ্যাকাসেভাবে কাঁপতে থাকা ব্রিঙ্কারহফের দিকেও তাকায় সে, 'তোমাদের দুজনেই।'

'উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট স্যার,' মিজ বলল, 'আমি আপনাকে বলতে চাই একটা সিস-সেক টিম পাঠানো উচিত ক্রিপ্টোতে শুধু এ ব্যাপারটা নিশ্চিত হবার জন্য যে--'

'আমরা এমন কোন কাজ করব না।'

একটু চুপ করে থেকে মিজ বলল, 'ভেরি ওয়েল। গুড নাইট।'

ফন্টেইন ঠিক ঠিক বুঝতে পারে তার কোন ইচ্ছাই নেই ব্যাপারটার পিছু ছাড়ার।

ব্রিঙ্কারহফ অবাক চোখে আর একবার তাকায় ডিরেক্টরের দিকে। অবাক চোখে। এখনো তার বিশ্বাস হচ্ছে না এতবড় গরমিলের খবর পেয়েও শান্ত আছে ডিরেক্টর। এ তার ডিরেক্টর নয়। একেবারে আগাগোড়া খুটিয়ে দেখে লোকটা। মিলছে না।

ব্রিঙ্কারহফ জানে, ডিরেক্টর কিছু না কিছু লুকাচ্ছে। কী লুকাচ্ছে বোঝা যায় না। কিন্তু তাকে পে করা হয় এ্যাসিস্টের জন্য, প্রশ্ন করার জন্য নয়। আফসোসের কথা, মিজকে টাকা দেয়া হয় প্রশ্ন করার জন্য, এ কাজটা করতেই ক্রিপ্টোর দিকে যাচ্ছে সে।

দরজার দিকে যেতে যেতে মনে মনে বলে সে, রেজুমে বের করার সময় চলে এসেছে।

'চ্যাড!' পিছন থেকে খ্যাক করে উঠল ডিরেক্টর। ফন্টেইন দেখেছে মিজের চোখের ভাষা। 'আমাকে এ স্যুট থেকে বেরিয়ে যেতে দিও না।'

নড করল ব্রিঙ্কারহফ। ছুটল মিজের পিছনে পিছনে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফন্টেইন মাথায় হাত গুজল। চোখদুটা ভারি। খুবি বড় একটা যাত্রা করে ফিরে এসেছে সে। অপ্রত্যাশিতভাবে। গত মাসটা লেল্যান্ড ফন্টেইনের কাছে অনেক প্রত্যাশায় ভরা ছিল। এন এস এ তে এসব ব্যাপার হচ্ছিল যা ইতিহাস পাল্টে দিতে পারে।

তিন মাস আগে জানতে পারে সে, কমান্ডার স্ট্র্যাথমোরের স্ত্রী তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। আরো জানতে পেরেছে, কাজ করছে কমান্ডার। অতিরিক্ত। ভেঙে পড়তে পারে সে যে কোন সময়। মতের অমিল হয়েছে অনেকবার, তবু ডিরেক্টর জানে, এন এস এর সবচে মেধাবী মানুষদের একজন এই স্ট্র্যাথমোর। অন্যদিকে স্কিপজ্যাকের ফাস হয়ে যাবার পর সে অনেক বেশি কষ্টে কাটায় সময়। এন এস এ তে স্ট্র্যাথমোরের অনেক চাবিকাঠি আছে চারপাশে, আর ডিরেক্টরকে একটা সংস্থার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে।

এখন চোখ রাখার সময় এসেছে তার উপর। আবার স্ট্র্যাথমোর অনেক বেশি ক্ষমতাবান। তার ক্ষমতার পাল্লা হাল্কা না করে সবদিকে চোখ রাখতে হবে।

ফন্টেইন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, স্ট্র্যাথমোরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই, চোখ রাখার দায়িত্বটা স্বয়ং তাকে নিতে হবে। কমান্ডার স্ট্র্যাথমোরের ই-মেইলে একটা অদৃশ্য টেপ আছে। যদি কমান্ডার ভেঙে পড়ে তাহলে আগেভাগেই খবর পেয়ে যাবে

ডিরেক্টর। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ নেই। আরো যেন কর্মঠ হয়ে উঠছে স্ট্র্যাথমোর।

সিদ্ধান্ত নেয় ডিরেক্টর, কাজ করছে স্ট্র্যাথমোর ১১০ পার্সেন্ট। আগের মতই স্মার্ট, চতুর, ধুরন্ধর, মেধাবী। এখন শুধু খেয়াল রাখার সময়। স্ট্র্যাথমোর একটা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এমন এক প্ল্যান, যেটায় নাক গলানোর কোন ইচ্ছা নেই ফন্টেইনের।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৭৫

কোলের উপর রাখা বেরেটায় হাত বুলিয়ে নেয় স্ট্র্যাথমোর। রাগে রক্ত টগবগ করে ফুটছে। শান্ত থাকার জন্য প্রোগ্রাম করা আছে যেন তাকে। তবু শান্ত স্ট্র্যাথমোর। সুসান ফ্লেচারের উপর আঘাত করেছে গ্রেগ হেল, ব্যাপারটায় তার যতটা খারাপ লাগছে তারচে বেশি খারাপ লেগেছে নড থ্রিতে সেই যেতে বলেছিল তা ভেবে। কম্পিউটারের মত শান্ত করে নেয় সে নিজেকে। সে এন এস এর ডেপুটি ডিরেক্টর অব অপারেশন। আজকের মত কঠিন দায়িত্ব এর আগে কখনো আসেনি।

শ্বাসটা গিলে ফেলে তাকাল সে, 'সুসান, তুমি কি হেলের ই-মেইল ডিলিট করে দিয়েছ?'

'না।'

'পাস-কিটা জানা আছে?'

মাথা নাড়ল সে।

ঠোঁট টিবিয়ে ভ্রু কোঁচকায় স্ট্র্যাথমোর। ছুটে চলেছে মনটা বাজির ঘোড়ার মত। সে খুব সহজেই এলিভেটরের পাসওয়ার্ড দিয়ে চলে যেতে দিতে পারে সুসানকে। কিন্তু এখানে তাকে দরকার। খুব দরকার। এখন তাকে দিয়েই পাস কিটা পাওয়া সম্ভব। এটা আর প্রাতিষ্ঠানিক কোন ব্যাপার নয়। ট্রেসার পাঠাতে গিয়ে এর মধ্যেই নাকানি চুবানি খেয়েছে সে। আর কোন বিপদে পড়তে চায় না।

'সুসান, আমি তোমার সহায়তা চাই। চাই তুমি হেলের পাস কি টা এনে দাও আমাকে।'

'কী?'

মানুষের সাথে দর কষাকষির ব্যাপারে রীতিমত ট্রেনিং নিয়ে বিশেষজ্ঞ করে তোলা হয় এস এস এর মাথাদের। কিন্তু এখন যেন বেয়াড়া মেয়েটা কোন কথাই মানবে না।

'সুসান, বসে পড়।'

কথায় কোন পরোয়া নেই।

boiboi.net

'বস!' এবার আদেশ এল।

সুসান এখনো বসেনি, 'কমান্ডার, আপনার মনে যদি টানকাডোর কাজটা খতিয়ে দেখার কোন ইচ্ছা থাকে এখনো, সেটা আপনি নিজে করবেন। আমি এসবে আর নেই। বাইরে যেতে চাই, ব্যস।'

মাথা একটু নামিয়ে রেখে ভাবে স্ট্র্যাথমোর। তাকে কোন না কোন ব্যাখ্য দিতে হবে এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিল সে- সুসান ফ্লেচারকে সব জানাতে হবে।

'সুসান, ব্যাপারগুলো এমন হবার কথা ছিল না। তোমাকে এমন কিছু বলতে হবে যা আগে বলিনি। কখনো কখনো আমার পজিশনের মানুষ...' যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে। কী করে নিজের দোষের কথা বলবে ভেবে পাচ্ছে না। 'কখনো কখনো আমার পজিশনের মানুষ প্রিয়জনের কাছে মিথ্যা কথা বলে বাধ্য হয়ে। আজ তেমনি এক দিন।' কষ্টের চোখ নিয়ে তাকায় সে, 'আমি যা তোমাকে বলছি, সেটা বলার কোন কারণ কখনো ছিল না। কারো কাছে বলার ছিল না সে কথাটা। কখনোই না।'

কী কারণে যেন, সুসানের ভিতরে একটা শিতল ধারা বয়ে গেল। কমান্ডারের চোখেমুখে প্রচন্ড সিরিয়াস ভঙ্গি।

বসে পড়ল সুসান।

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থেকে কথা গুছিয়ে নেয় স্ট্র্যাথমোর, 'সুসান,' ভাঙা কণ্ঠে বলে ওঠে সে, 'আমার কোন ফ্যামিলি নেই।' এবার চোখ চলে গেল সুসানের দিকে, 'আমার এমন কোন জীবনসঙ্গি নেই যার সাথে সব শেয়ার করা যায়। আমার জীবনটা পরিণত হয়েছে এ দেশের জন্য ভালবাসায়। জীবন বলতে আমি বুঝি এন এস এসর জন্য কাজ করা।'

একেবারে চুপ করে শুনে যাচ্ছে সুসান।

'যতটা মনে হয় তুমি আন্দাজ করে নিয়েছ,' বলে চলেছে সে, 'আমি খুব দ্রুত রিটায়ার করব। কিন্তু সেই অবসরটা নিতে চাচ্ছি গর্বের সাথে। অবসরটা তখনি নিব যখন দেখতে পাব যে একটা ফারাক গড়ে দিতে পেরেছি।'

'কিন্তু আপনি একটা ফারাক এর মধ্যেই গড়ে দিয়েছেন।' সুসান টের পায়, বলছে সে, 'এর মধ্যেই জন্ম দিয়েছেন ট্রান্সলেটারকে।'

যেন শুনতে পায়নি স্ট্র্যাথমোর, 'গত কয়েক বছর ধরে এখানে, এন এস এ তে আমাদের কাজগুলো কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। এমন সব শত্রুর মুখোমুখি হয়েছি আমরা, এমন সব শত্রুর মোকাবিলা করেছি যাদের কথা চিন্তাও করিনি কয়েক তার বছর আগে। আমাদের নিজস্ব মানুষদের কথা বলছি। লইয়ার, সিভিল রাইট ফ্যানাটিক, ই এফ এফ- তারা সব সময় একটা কাজে লেগেছে আমাদের

পিছনে। কিন্তু সমস্যাটা অন্য কোথাও। মানুষ, সাধারণ মানুষ। তারা বিশ্বাস হারিয়ে বসেছে। কেমন যেন পাগলাটে হয়ে গেছে। হঠাৎ করে তাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে যে আমরা তাদের শত্রু। আমার তোমার মত সাধারণ সব মানুষ আমাদের পিছনে লেগেছে আদাজল খেয়ে। দেশটাকে রক্ষা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে আমাদের। আমরা আর এখন পিসকিপার নই। এখন আমরা পিপিং টম, এখন আমরা চোর, মানুষের অধিকারের উপর নজর রাখা একটা সংস্থা।' বড় করে একটা দম ফেলল স্ট্র্যাথমোর, 'এমন মানুষ ছড়িয়ে আছে পুরো দুনিয়ায়। তারা জানেও না আমরা না থাকলে পৃথিবী আস্তাকুরে পরিণত হতে পারত যে কোন সময়। বেধে যেতে পারত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তাদের নিজেদের এই বিচিত্র ব্যাপার থেকে সেভ করার দায়িত্ব আমাদের উপরেই।'

সুসান অপেক্ষা করছে মূল কথাটার জন্য।

ফ্লোরের দিকে আনতনয়নে তাকিয়ে থেকে চোখ তুলল ডিরেক্টর, 'সুসান, আমার কথাটা শুনে রাখ। তুমি আমাকে থামানোর চেষ্টা করবে কিন্তু আগে আমার কথাটুকু শুনে নাও। গত দু মাস ধরে আমি টানকাডোর ই-মেইল এনক্রিপ্ট করছি। বুঝতেই পারছ, যেদিন প্রথম নর্থ ডাকোটার কাছে পাঠানো ই-মেইলে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের কথা পড়লাম তখন আমার অবস্থা কী হয়েছিল! প্রথমে আমি বিশ্বাসই করিনি। তারপর আস্তে আস্তে প্রতিটা চিঠিতে আরো খোলাসা হয়ে গেল ব্যাপারটা। আরো বিশ্বাস করতে লাগলাম আমি। যখন শুনলাম একটা রোটেটিং কি এ্যালগরিদমের জন্য সে মিউটেশন স্ট্রিং বানাচ্ছে তখন বুঝতে পারলাম সে আমাদেরচে অনেক আলোকবর্ষ দূরে। এ এমন এক কাজ যেটার চেষ্টা কেউ কখনো করেও দেখেনি।'

'কেন সে চেষ্টা করব আমরা? এ তো নেহাত পাগলামি।'

উঠে দাঁড়াল স্ট্র্যাথমোর, পায়চারি করছে দরজার দিকে চোখ রেখে, 'কয়েক সপ্তাহ আগে আমি ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের কথা শুনলাম বাইরে। মেনে নিলাম, টানকাডো সিরিয়াস। জেনে গেলাম, যদি সে কোন জাপানি কোম্পানির কাছে সেটা বেচে দেয় তাহলে তল্পিতল্পা সহ ডুবে গেছি আমরা।

'তাকে মেরে ফেলার কথাটা মনে আসেনি তা নয়। কিন্তু সে তখন হ্যাকারদের ধর্মগুরু। জাপানিদের গর্ব। সারা দুনিয়ায় ট্রান্সলেটারের ব্যাপারে কথা বলে বলে কানের পোকা বের করে দিয়েছে। এন এস এ কে একটা দানব হিসাবে উপস্থাপন করেছে। সবাই জানে, আমেরিকান এ সংস্থাটার শত্রু সে। সবাই জানে, এর পথ রুদ্ধ করে দেয়ার জন্যই সে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের জন্ম দিচ্ছে। আমরা ফেসে যেতাম খুনের দায়ে। তখনি আমার মাথায় চিন্তাটা এল।' থামল সে, 'মনে হল, ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের পথ রুদ্ধ করে দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।'

সুসান তাকিয়ে আছে তার দিকে। হারিয়ে গেছে অন্য কোথাও।

বলে চলল স্ট্র্যাথমোর, 'তখনি আমার মনে হল ডিজিটাল ফোর্ট্রেস হল সারা জীবনের সাধনা। আমার উপর ভূতের মত চেপে বসল চিন্তাটা। এ এক মহান আবিষ্কার। মাত্র কয়েকটা পরিবর্তন এনে নিলেই এ অনন্য প্রোগ্রাম আমাদের পক্ষে কাজ করবে, আমাদের বিরুদ্ধে নয়।'

সুসান কখনো এমন আজব কথা শোনেনি। ডিজিটাল ফোর্ট্রেস তাদের ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

'যদি... যদি আমি সেই এ্যালগরিদমটায় একটু কাজ করতে পারি, রিলিজের আগেই...'

চোখে চোখে আরো কী যেন বলার চেষ্টা করল সে সুসানকে।

এক মুহূর্তে বাকিটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

সুসানের চোখের অবিশ্বাস্যতা দেখে সে আবার কথা বলে উঠল, 'আমরা যদি একবারের জন্য পাস-কিটা পাই, তাহলেই ছোট একটা মডিফিকেশনের সুযোগ চলে আসবে হাতের মুঠোয়।'

'এ ব্যাক ডোর।' বলল সুসান। ভুলে গেল কমান্ডার তার সাথে মিথ্যা কথা বলেছিল। 'ঠিক স্কিপজ্যাকের মত।'

নড করল স্ট্র্যাথমোর, 'তখন আমরা ইন্টারনেট থেকে টানকাডোর পাঠানো কপিটাকে সরিয়ে দিয়ে আমাদেরটা বসিয়ে দিতে পারব সহজেই। যেহেতু ডিজিটাল ফোর্ট্রেস জাপানি এ্যালগরিদম, কেউ আশাও করবে না এর পিছনে আমেরিকার কোন হাত আছে। আমেরিকা এখানে কোন ব্যাকডোর রেখেছে। আমাদের শুধু একটা সুইচ বানাতে হবে।'

সুসান বুঝতে পারে, পরিকল্পনাটা দারুণ। ইউনিক। স্ট্র্যাথমোর এমন এক আনব্রেকেবল এ্যালগরিদম পাঠানোর পরিকল্পনা করছে পুরো পৃথিবীর বুকে যেটাকে মানুষ বিশ্বাস করবে যুগযুগ ধরে, যেটা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবে সবাই, যেটা দিয়ে এন এস এ সব কোড ভেঙে ফেলতে পারবে।

'ফুল এ্যাকসেস,' বলছে স্ট্র্যাথমোর, 'এক রাতেই সারা পৃথিবীর এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ডে পরিণত হবে ডিজিটাল ফোর্ট্রেস।'

'একরাতে?' অবাক হল সুসান, 'কী করে আপনি আশা করেন যে এক রাতেই সারা পৃথিবীর মানুষ এটাকে ব্যবহার করবে? সবাই পেয়ে গেলেও আগে ব্যবহার করবে আগের পুরনো এ্যালগরিদম। কেউ নিজের অভ্যাস থেকে সরে আসতে চায় না। কী করে সবাই ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের কাছে চলে আসবে?'

'খুব সোজা। আমরা খুব সূক্ষ্মভাবে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিব ট্রান্সলেটার নামে একটা কম্পিউটার আছে।'

ঝুলে পড়ল সুসানের চোয়াল।

'খুবি সাধারণ, সুসান। সত্যটাকে সবার সামনে একেবারে বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে তুলে ধরব। জানিয়ে দিব যে এমন এক কম্পিউটার আছে এন এস এর যা ডিজিটাল ফোর্ট্রেস ছাড়া আর সব এ্যালগরিদমের বারোটা বাজাতে জানে।'

'তাহলে সবাই উঠে পড়বে–'

'ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের নৌকায়। স্যরি, তোমার সাথে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। ডিজিটাল ফোর্ট্রেসকে রিরাইট করা অনেক ঝামেলার কাজ। অসম্ভবের কাছাকাছি। এক কাজে হাত দেয়ার ইচ্ছা ছিল না আমার।'

'আ... আমি বুঝতে পারছি। আপনি খুব খারাপ কোন মিথ্যাবাদী নন।'

এতক্ষণে মুখে হাসি ফুটল, 'বহু বছরের প্র্যাকটিস। মিথ্যা এমন এক ব্যাপার যা তোমাকে অনেক বড় বড় সমস্যার হাত থেকে বাঁচাবে।'

'আর কত বড় সমস্যা এটা?'

'দেখেই বুঝতে পারছ।'

'ভয় হচ্ছিল এ কথাটাই বলবেন আপনি।'

শ্রাগ করল স্ট্র্যাথমোর, 'একবার ডিজিটাল ফোর্ট্রেসকে জায়গামত রেখে দিতে পারলেই জানাব ডিরেক্টরকে।'

সুসান অবাক হল। স্ট্র্যাথমোর এক বিচিত্র পথে পৃথিবীর বুকে এমন বিপ্লব করে ফেলবে যেটার কথা জানে না আর কেউ। কল্পনাও করতে পারবে না। একা একা বিপ্লব! এখন আর তেমন কোন কাজ বাকি নেই। টানকাডো মারা গেছে। তার বন্ধু ধরা পড়ে গেছে পড়ে আছে ইদুরের ফাদে। আহত।

থামল সুসান।

টানকাডো মারা গেছে! আবার মনে পড়ে গেল তার, স্ট্র্যাথমোর খুব দক্ষ এক মিথ্যাবাদী। চোখ তুলল সে কমান্ডারের দিকে, 'আপনি এনসেই টানকাডোকে মেরে ফেলেছেন?'

অবাক হল স্ট্র্যাথমোর। মাথা নাড়ল সাথে সাথে। 'অবশ্যই না! তাকে মেরে ফেলার কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি সে বেচে থাকলে আরো ভাল। মৃত্যুর পর মানুষের আস্থা কমে যেতে পারে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের উপর। মূল পরিকল্পনা হল, প্রথমে সুইচ করে তারপর টানকাডোকে সেটা বিক্রি করতে দেয়া।'

সুসান না মেনে পারল না যে এ কথার যথেষ্ট মূল্য আছে। তার সন্দেহের কোন কারণ নেই যে ইন্টারনেটের ডিজিটাল ফোর্ট্রেস বদলে যাবে। সে আর নর্থ ডাকোটা ছাড়া আর কেউ সেখানে ঢুকতে পারবে না। পুরো প্রোগ্রামটাকে খতিয়ে দেখার আগে জানতেও পারবে না যে সেখানে একটা ব্যাকডোর থাকা সম্ভব। এত

বেশি সময় ধরে সে এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে যে সম্ভব হলে আর কখনো সে কাজ করবে না।

কমান্ডারের গোপনীয়তা আর কাজের ক্ষেত্রে কতটা স্বাধীনতা দরকার তাও বুঝে ফেলল সে মুহূর্তে।

এবার বুঝতে পারছে কেন সে এতক্ষণ চালাল ট্রান্সলেটারকে। যদি ডিজিটাল ফোর্ট্রেস সত্যি সত্যি এন এস এর নতুন বেবি হয় তাহলে সেটা আসলেই আনব্রেকেবল কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে।

'এখনো বেরিয়ে যেতে চাও?'

চোখ তুলে তাকাল সুসান। গ্রেট ট্রেভর স্ট্র্যাথমোর বসে আছে সামনে, এ প্রায়ান্ধকার ঘরে। কেন যেন ভয়টা চলে গেল মন থেকে। একটা হাসি দিল সে চোখে চোখে তাকিয়ে। 'আমাদের পরবর্তী কাজটা কী?'

'থ্যাঙ্কস। আমরা দুজনেই নেমে যাব নিচে। তুমি হেলের টার্মিনালটা সার্চ করে দেখবে। আমি তোমাকে কাভার দিব।'

'আমরা কি টানকাডোর কপি সহ ডেভিডের কলের জন্য অপেক্ষা করব না?'

মাথা নাড়ল স্ট্র্যাথমোর, 'যত দ্রুত আমরা কাজে নামছি তত ভাল। ডেভিড যে অন্য কপিটা পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সেখানে যদি আঙটিটা কোন ভুল হাতে পড়ে যায় তাহলেই দফারফা। আমরা এর মধ্যেই এ্যালগরিদমটার মুখ খুলে ফেলতে পারলে ভাল হয়। এরমধ্যে যারা ডিজিটাল ফোর্ট্রেস ডাউনলোড করবে তারা নিবে আমাদের কপি।' হাতের গানটাকে নাড়ায় সে, 'আমাদেরকে আগে হেলের কপি পেতে হবে।'

সুসান একেবারে চুপ করে থাকে। কমান্ডারের পয়েন্ট আছে সন্দেহ নেই। হেলের পাস-কি দরকার। যে কোন সময় হারিয়ে যেতে পারে সেটা। পেতে হবে এখনি।

সুসান উঠে দাঁড়ানোর সময় পা নড়বড় করছিল। আরো জোরে হেলকে আঘাত করতে পারলে ভাল হত। স্ট্র্যাথমোরের গানটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন তোলে, 'আপনি সত্যি সত্যি গ্রেগ হেলকে শুট করবেন?'

'না।' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'কিন্তু প্রার্থনা করা যাক সে যেন সেটা জানতে না পারে।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৭৬

সেভিল এয়ারপোর্ট টার্মিনালের বাইরে একটা ট্যাক্সি বসে আছে নিথর হয়ে। মিটার চলছে এখনো। উজ্জ্বল টার্মিনালের ভিতরের দিকে তাকিয়ে আছে ওয়্যার রিম পরা প্যাসেঞ্জার। ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। বিশাল বিশাল কাচ দেখা যায় এ পাশ থেকে। সময়মত এসেছে সে, জানে সেটা।

একটা ব্লন্ড মেয়েকে দেখেছে। চেয়ারে উঠিয়ে বসাচ্ছে মেয়েটা ডেভিড বেকারকে। বেকারের যে শারীরিক যন্ত্রণা হচ্ছে তা বোঝা যায় সহজেই। সে এখনো যন্ত্রণা কাকে বলে তা জানে না। ভাবে ট্যাক্সির যাত্রি।

মেয়েটা পকেট থেকে ছোট একটা কী যেন বের করে দিয়ে দিল তার হাতে। বেকার তুলে নিল সেটা। আলোয় ভাল করে দেখে নিল। তারপর পরিয়ে দিল আঙুলে। পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে দিয়ে দিল মেয়েটার হাতে। আরো কয়েক মিনিট কথা বলল তারা। তারপর হঠাৎ করেই মেয়েটা জড়িয়ে ধরল বেকারকে। চলে গেল সে দূরে কোথাও।

অবশেষে, ভাবে লোকটা ট্যাক্সিতে বসে বসে, অবশেষে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৭৭

স্ট্র্যাথমোর নেমে এসেছে অফিস থেকে। গানটা ধরা সামনের দিকে। সুসান পিছনে পিছনে আসছে। ভেবে পায় না এখনো হেল টার্মিনালে আছে কিনা।

পিছনে মনিটরের আলো আলোকিত করে তুলেছে একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার ক্রিপ্টো ফ্লোরের বুককে, আংশিকভাবে। সেখানে বিশাল ছায়া পড়ছে দুজনের। সুসান আরো কাছে চলে আসে।

দরজা থেকে সরে যেতেই আলো ফিকে হয়ে এল। একেবারে অন্ধকার এসে গ্রাস করল তাদের। এখন আর কমান্ডারের মনিটরের আলো নেই। নিভে গেছে সেটা। ক্রিপ্টো ফ্লোরের আলো আসছে এখন মাথার উপরের নক্ষত্রমালা থেকে। ক্ষীণ আলো আসছে নড থ্রি থেকে।

নেমে যাবার সময় বা হাতে নিয়ে নেয় স্ট্র্যাথমোর অস্ত্রটাকে। ধাপগুলো আন্দাজে না পেরিয়ে ডান হাতে রেলিং ধরে নামা অনেক ভাল। তার রিটায়ারমেন্ট পরিকল্পনার মধ্যে কোন হুইলচেয়ারের কথা নেই।

ক্রিপ্টো ডোমের অন্ধকারে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে সুসানও। স্ট্র্যাথমোরের কাধে একটা হাত রাখে সে। দু ফুট দূর থেকেও কমান্ডারের আউটলাইন দেখা যাচ্ছে না। প্রতিটা ধাতব ট্রেডে যেতে যেতে সে প্রান্তসীমার জন্য পা বাড়ায়। এক একবার ভাবে সে, এখনি যাবে না নড থ্রিতে। কমান্ডার বলেছে হেল সাহস পাবে না কিছু করার। কিন্তু সুসান অতটা নিশ্চিত নয়। তার এখন দুটা মাত্র অপশন আছে– ক্রিপ্টো থেকে পাততাড়ি গুটানো নয়ত জেলে পচে মরা।

একটা কণ্ঠ মনের গহীন থেকে বারবার বলছে যে তাদের অপেক্ষা করা দরকার। ডেভিড কপিটা নিয়ে এলে তা নিয়েই কাজ করা দরকার। কেন সে এত দেরি করছে? ভাবনা আর বাড়তে দিল না সে। চলে এল স্ট্র্যাথমোরের পিছনে।

এরপর আর মাত্র একটা ধাপ। নেমে এল তারা। টক করে আওয়াজ উঠল মেঝেতে। ডেঞ্জার জোনে চলে এসেছে তারা। যে কোন জায়গায় থাকতে পারে হেল। যে কোন জায়গায়।

দূরে, ট্রান্সলেটারের পিছনে সেই জায়গা। নড থ্রি। সুসান আশা করে এখনো হেল সেখানেই আছে। কুকুরের মত শুয়ে শুয়ে কুই কুই করছে।

অন্ধকারে ডান হাতে নিয়ে নিল স্ট্র্যাথমোর অস্ত্রটা। সামনে বাড়ল আরো জোরে। জোর খাটাল সুসানও। এখন যদি দূরে চলে যায় তাহলে কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। তাতে গ্রেগ হেল জেনে যেতে পারে তাদের পজিশনের কথা।

পুরো বিশাল সমুদ্রটায় শুধু একটা আওয়াজ উঠছে। নিচের ইঞ্জিনের আওয়াজ। সাবধানে এগিয়ে যায় তারা। সুসান সর্বত্র শুধু মুখ দেখতে পায়।

ট্রান্সলেটারের দিকে অর্ধেক পথ পেরিয়ে যাবার পরই নিরবতা ভেঙে গেল। মাথার উপরে কোথাও কী যেন বিপ করে উঠল। সাথে সাথে সরে গেল স্ট্র্যাথমোর। সরে গেল সুসানও, কিন্তু আর পেল না কমান্ডারকে। সেখানে শুধুই বাতাস একটু আগেও যেখানে কমান্ডারের অস্তিত্ব ছিল।

বিপিংয়ের আওয়াজটা চলছেই। কাছে কোথাও। অন্ধকারেই ঘুরে যায় সুসান। কাপড়চোপরের আওয়াজ উঠল। থেমে গেল বিপিং। থামল সুসানও। এক মুহূর্ত পর, অন্ধকারের বুক থেকে একটা দৃশ্য উঠে এল; যেন তার ছেলেবেলার দুঃস্বপ্ন। তার সরাসরি সামনে একটা মুখ। ভূতুড়ে এবং সবুজ। অকল্যানের প্রতিমূর্তি যেন। নিচ থেকে কেমন একটা সবজে আলো আসছে।

লাফ দিল সুসান। সরে গেল অনেকটা।

'নড়োনা!' আদেশ দিল কণ্ঠ।

এক মুহূর্ত মনে হল, সে দেখছে গ্রেগ হেলকে ঐ চোখগুলোর ভিতরে। কিন্তু কণ্ঠটা হেলের নয়। স্পর্শটা একেবারে আলতো। স্ট্র্যাথমোর। পকেট থেকে বের করে কী দিয়ে যেন সে এ আলোটা তৈরি করেছে। স্ট্র্যাথমোরের হাত থেকে ইলেক্ট্রনিক একটা কিছু উঠে এসেছে। লেড থেকে আলো আসছে।

'ড্যাম!' আওয়াজ তুলল স্ট্র্যাথমোর, 'আমার নতুন পেজার।'

হাতের তালুতে নতুন পেজারটায় চাপ দিল সে। সাইলেন্ট অপশনটা দিতে ভুলে গিয়েছিল। সামনের একটা দোকানে চলে গিয়ে ভাল টাকা দিয়ে এটাকে এ্যানোনিমাস করে কিনে এনেছিল সে কয়েকদিন আগে। সবাই জানে কী করে এন এস এ তাদের নিজেদের উপর চোখ রাখে। আর স্ট্র্যাথমোর তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোকে সরিয়ে রাখতে চায়।

সুসান চারপাশে তাকায় যেন এতক্ষণ হেল জানত না তাদের আসার কথা এবং এখন জানে।

কয়েকটা বাটনে চাপ দিয়ে স্ট্র্যাথমোর নতুন মেসেজটা দেখে। সেখানে আরো খারাপ একটা খবর এসেছে স্পেন থেকে। ডেভিড বেকারের কাছ থেকে নয়। সেভিলে সে আরেক যে পার্টিকে পাঠিয়েছে তার কাছ থেকে।

তিন হাজার মাইল দূরে। একটা মোবাইল সার্ভেল্যান্স ভ্যান অন্ধকার সেভিলের পথ ধরে ছুটে যাচ্ছে তীব্রবেগে। রোটার একটা মিলিটারি বেস থেকে 'আম্রা' সিক্রেসিতে এটাকে এস এস এর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। ভিতরের দুজন খুবই উদ্বিগ্ন। তারা যে এই প্রথম ফোর্ট মিডাস থেকে আদেশ পাচ্ছে তা নয়। কিন্তু এত উপরের লেভেল থেকে এর আগে কোন আদেশ আসেনি।

হুইল ধরে থাকা এজেন্ট ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, 'আমাদের লোকটার কোন চিহ্ন?'

ছাদ থেকে চোখ ফেরায় না দ্বিতীয়জন। 'না। ড্রাইভ করতে থাক।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৭৮

কেবলের বিশাল জঞ্জালের নিচ থেকে জাব্বা ঘেমে নেয়ে একাকার হচ্ছে। মুখে একটা পেনলাইট ধরে গলদঘর্ম হচ্ছে সর্বক্ষণ।

আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি। বলে সে নিজেকে। বন্ধের দিনেও এন এস এ তে তাকে প্রায়ই কাজ করতে হয়। এতটা সময় লাগবে ভাবেনি সে।

ধাতব জিনিসটাকে নামিয়ে আনবে সে এমন সময় হাতের সেলুলারটা বেজে ওঠে। ছলকে পড়ে কিছু্া গলিত সীসা।

লাফিয়ে ওঠে সে।

'শিট!' চিৎকার জুড়ে দেয়, 'শিট! শিট! শিট!'

যে চিপটাকে সে ঠিক করার চেষ্টা করছিল সেটাই দড়াম করে আছড়ে পড়ে মাথার উপর।

'গডড্যাম ইট!'

ফোন এখনো বাজছে। কোন ভ্রুক্ষেপ নেই তার।

'মিজ!' বলে সে সেদিকে তাকিয়ে। ড্যাম ইউ! ক্রিপ্টো ভালই আছে!

মরাকান্না জুড়ে দিয়েছে ফোনটা। থামবে না যেন কোনকালেও। এক মিনিট পর চিপটা জায়গামত বসিয়ে দেয়া হল। এখনো বেজে চলেছে সেটা আগের মতই।

ফর ক্রাইস্টস সেক, মিজ! ছেড়ে দাও ব্যাপরটাকে!

আরো পনের সেকেন্ড চেচামেচি করে থেমে গেল ফোনটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জাব্বা।

ষাট মিনিট পর মাথার উপরে ইন্টারকম তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। 'চিফ সিস-সেক কি দয়া করে মেইন সুইচবোর্ডের সাথে যোগাযোগ করবেন একটা মেসেজের জন্য?'

অবিশ্বাসে চোখ মটায় জাব্বা। সে কিছুতেই হাল ছাড়ে না। ছাড়ে নাকি?

পেজটাও একেবারে অবহেলা করল সে।

অধ্যায় : ৭৯

স্ট্র্যাথমোর পকেটে স্কাই পেজারটা চালান করে দিয়ে এগিয়ে গেল নড খ্রির দিকে।

সুসানের হাতে চলে গেছে তার হাত, 'কাম অন।'

কিন্তু সেই আঙুলগুলো আর কখনোই ছোয়নি তাকে।

অন্ধকার চিরে বীভৎস এক আওয়াজ উঠল। কোত্থেকে যেন এগিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। এক ধাক্কায় ফেলে দিল কমান্ডারকে। পিছলে অনেকটা দূরে সরে গেল স্ট্র্যাথমোর। ক্রিপ্টো ফ্লোরে তার ঘষটে যাবার আওয়াজ ঠিক ঠিক শুনতে পেল সুসান।

পড়ে গেছে বেরেটা। সরে যাচ্ছে দূরে কোথাও।

সুসান নিথর দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর অন্ধকারেই মনটা বারবার বলল, সরে যাও। সরে যাও। রক্ষা কর নিজেকে।

চলে যেত, কিন্তু লিফটের পাসওয়ার্ড জানে না সে।

স্ট্র্যাথমোরকে সহায়তা করতে হবে। কীভাবে? দাঁড়িয়ে থেকেই এক সময় মৃদু শব্দ করল সুসান।

'কমান্ডার?'

এবং ভুলটা করল তখনি। কয়েক মুহূর্ত পর পিছনে একটা বিকট গন্ধ টের পেল সে। হেলের গায়ের গন্ধ।

জাপ্টে ধরল তাকে লোকটা। তার বুকে মাথা ঠেকিয়ে পিষে মারতে চাচ্ছে। একটুও শব্দ না করতে হলে এ পদ্ধতি দারুণ কার্যকর।

'মাই বলস আর কিলিং মি!' বলল হেল কানে কানে।

হাটু ভেঙে পড়ছে সুসান। মাথার উপর ঘুরছে ক্রিপ্টোডোম পেরিয়ে আসা নক্ষত্রলোকের আলো।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৮০

হেল মাথাটা নামিয়ে আনল। তারপর উচু করে চিৎকার করল, 'কমান্ডার, আমি তোমার সুইটহার্টকে পেয়ে গেছি। এবার আমার বেরিয়ে যাবার পালা!'

কোন জবাব নেই।

আরো শক্ত হয়ে উঠল বাধন। 'আমি তার গলাটা ভেঙে দিব।'

একটা গান তাদের ঠিক পিছনে কক করে উঠল, 'লেট হার গো!'

'অসম্ভব। আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন।'

'আমি কাউকে মারতে যাচ্ছি না।'

'ও, তাই নাকি? কথাটা চার্ট্রাকিয়ানকে বলুন গিয়ে।'

সামনে চলে এল স্ট্র্যাথমোর, 'চার্ট্রাকিয়ান মারা গেছে।'

'নো শিট! আপনিই তাকে খুন করেছেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি!'

'হাল ছেড়ে দাও, গ্রেগ!' শান্তকণ্ঠ স্ট্র্যাথমোরের।

মাথা নামিয়ে আনল সে, 'স্ট্র্যাথমোর মেরে ফেলেছে চার্ট্রাকিয়ানকে। খোদার কসম!'

'তোমার ডিভাইড এ্যান্ড কনকোয়ার পদ্ধতির কাছে আসবে না সে।'

কোন কথা নেই।

'ছেড়ে দাও তাকে!'

অন্ধকারে হিসহিস করল হেল, 'চার্ট্রাকিয়ান একেবারে বাচ্চা ছেলে ছিল! ফর ক্রাইস্টস সেক! কেন তুমি কাজটা করলে? তোমার ছোট রহস্যটা রক্ষার জন্য?'

শান্ত রইল স্ট্র্যাথমোর, 'আর সেই ছোট রহস্যটা কী?'

'তুমি ভাল করেই জান কী সেই সিক্রেট! (একটা চরম পর্যায়ের গালি দিল হেল) ডিজিটাল ফোর্ট্রেস!'

'মাই মাই!' হাসার চেষ্টা করছে যেন স্ট্র্যাথমোর, 'তাহলে তুমি ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের কথাও জান! আমার মনে হল তুমি সেটা অস্বীকার করবে।'

গালি।

'ভাল ডিফেন্স।'

'তুমি একটা গর্ধভ,' থুথু ঝাড়ল হেল, 'ফর ইউর ইনফরমেশন, ট্রান্সলেটার ওভারহিট হচ্ছে।'

'আসলেই?' হাসল স্ট্র্যাথমোর, 'আন্দাজ করতে দাও– আমি কি এখন দরজা খুলে সিস-সেকদের ডেকে আনব?'

'ঠিক তাই। কাজটা না করলে তুমি বোকাদের দলে পড়ে যাবে।'

এবার জোরে হেসে ফেলল স্ট্র্যাথমোর, 'এটাই তোমার আসল চাল? ট্রান্সলেটার গরম হয়ে যাচ্ছে, তো দরজা খুলে আমাকে বেরুতে দাও?'

'আমি নিচে ছিলাম ড্যাম ইট! অক্স পাওয়ারে বাড়তি ফ্রেয়ন আনা যাচ্ছে না।'

'টিপের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু ট্রান্সলেটারে অটোম্যাটিক শাটডাউনের ব্যবস্থা আছে।'

'তুমি একেবারেই জ্ঞানহীন! আরে, ট্রান্সলেটার আছে কি নেই তা দিয়ে আমার কী? মেশিনটাকে আউটলড করতে হবে।'

ছোট্ট করে শ্বাস ফেলল স্ট্র্যাথমোর, 'চাইল্ড সাইকোলজি শুধু বাচ্চাদের উপর কাজ করে, হেল। ছেড়ে দাও তাকে!'

'যেন তুমি আমাকে শুট করতে পার?'

'আমি তোমাকে শুট করতে যাচ্ছি না। আমি শুধু পাস কি টা চাই।'

'কোন পাস কি?'

'টানকাডোর দেয়াটা।'

'কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'মিথ্যুক!' এবার কথা বলে উঠল সুসান, 'আমি তোমার কম্পিউটারে টানকাডোর ই-মেইল পেয়েছি।'

হেল শক্ত হয়ে গেল। ঘুরিয়ে আনল সুসানকে। 'তুমি আমার এ্যাকাউন্টে গিয়েছিলে?'

'এবং তুমি আমার ট্রেসার এ্যাবোর্ট করেছ!'

হেলের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল যেন। মনে করেছিল সমস্ত প্রমাণ মুছে গেছে। কেউ সন্দেহ করবে না। টের পায় হেল, আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে চারপাশের দেয়াল। কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল সে আবার, 'সুসান, স্ট্র্যাথমোর মেরে ফেলেছে চার্ট্রাকিয়ানকে।'

'ছেড়ে দাও তাকে, সে তোমার কোন কথা বিশ্বাস করে না।'

'কেন করবে?' পাল্টা গুলি ছুড়ল হেল, 'ইউ লাইং বাস্টার্ড! ভাল ব্রেনওয়াশ করতে জান তুমি। সে কি সত্যি সত্যি জানে ডিজিটাল ফোর্ট্রেস নিয়ে করা পরিকল্পনার কথা?'

'আর সেই পরিকল্পনাটা কী?'

একটু চুপ করে থাকে সে। তারপর ভাবে, এ কথাটাই এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পথ করে দিতে পারে। 'তুমি ডিজিটাল ফোর্ট্রেসে একটা ব্যাক ডোর রাখার চিন্তা করছ।'

সাথে সাথে চুপ হয়ে গেল চারদিক। হেল জানে, মোক্ষম চালটা চেলে ফেলেছে সে।'

'কে বলেছে তোমাকে সে কথা?'

'আমি পড়েছি। তোমার একটা ব্রেইনস্টর্মে।'[

'অসম্ভব! আমি কখনো কোন ব্রেইনস্টর্ম প্রিন্ট করি না!'

'আমি জানি। তোমার এ্যাকাউন্টে সরাসরি চোখ রাখি আমি।'

বিশ্বাস করতে পারছে না স্ট্র্যাথমোর, 'তুমি আমার অফিসে গেছ?'

'না। আমি তোমার ভিতরে ঢুকেছি নড থ্রির মাধ্যমে।'

হাসার চেষ্টা করল হেল। জানে সে, মেরিন থেকে শিখে আসা নেগোসিয়েশনের সমস্ত ক্ষমতা খেলাতে হবে তাকে এখানে, ক্রিপ্টো থেকে বেরিয়ে যেতে হলে।

'আমার ব্যাকডোরের কথা কী করে জান তুমি?'

'বললাম না, তোমার এ্যাকাউন্টে ঢু মারি?'

'অসম্ভব!'

'সবচে ভালদেরকে হায়ার করার আরেক সমস্যা, স্ট্র্যাথমোর। তোমারচে ভাল কাউকে নিয়োগ দিলে আখেরে তুমি পস্তাবেই।'

'ইয়ং ম্যান!' সামলে নিল স্ট্র্যাথমোর, 'জানি না কোথায় তুমি এ ইনফরমেশন পেয়েছ। এখন তুমি একটা কাজ করবে। সোজা ছেড়ে দিবে মিস ফ্লেচারকে নাহয় সিকিউরিটিকে ডাকব আমি। জেলে পস্তাবে সারা জীবন।'

'এ কাজ কখনোই করবে না তুমি। প্ল্যান ভেস্তে যাবে যে! তাদের ডাক, সব বলে দিব। কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিলে আর কোন কথা কেউ জানবে না।'

'নো ডিল। আমি পাস কি টা চাই।'

'আমার কোন ইয়ের পাস কি নেই।'

'অনেক মিথ্যাচার হয়েছে! কোথায় সেটা?'

আরো চাপ বাড়ায় হেল সুসানের মাথায়, 'বেরিয়ে যেতে দাও আমাকে। নাহয় মারা পড়বে বেচারি বেঘোরে।'

বিপদ নিয়ে খেলে জীবন কাটিয়েছে ট্রেভর স্ট্র্যাথমোর। সে জানে, এখন পিঠ ঠেকে গেছে দেয়ালে। হেল কিছুতেই হাল ছাড়বে না। তার মাথারও ঠিক থাকার কথা নয়। যে কোন সময় যে কোন কিছু করে বসতে পারে। কোণঠাসা শত্রু সবচে

বড় শত্রু। জানে, এরপর যে পদক্ষেপ নিবে সেটাই হবে সবচে গুরুত্বপূর্ণ। সুসানের জীবন নির্ভর করছে এর উপর, নির্ভর করছে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের আখের।

আগে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

'ওকে, গ্রেগ। জিতে গেলে তুমি। এখন কী চাও?'

একটু চুপ করে থাকে হেল।

'ও- ওয়েল, আগে তুমি আমার হাতে গানটা তুলে দিচ্ছ। তারপর দুজনেই যাচ্ছ সাথে সাথে।'

'হোস্টেজ?' অবাক হবার ভান করল স্ট্র্যাথমোর, 'গ্রেগ, তুমি ভাল করেই জান যে এখান থেকে পার্কিং পর্যন্ত অন্তত এক ডজন গার্ড আছে।'

'আমি তেমন বোকা নই। সোজা তোমার এলিভেটর ধরব। সাথে আসবে সুসান।'

'কিন্তু পাওয়ার তো নেই!'

'বুলশিট! সেটা অন্য কোথাও থেকে পাওয়ার নিয়ে চলে।'

'আমরা আগেই চেষ্টা করে দেখেছি,' বলল সুসান, 'কিন্তু পারিনি। বিকল।'

'তোমরা দুজনেই দেখছি ভাল বোকা! আমি তাহলে ট্রান্সলেটারকে অফ করে পাওয়ার ফিরিয়ে আনব।'

চালে ভুল করে ফেলল সুসান, 'এলিভেটরে একটা পাসওয়ার্ড আছে।'

'ভাল!' হাসল হেল, 'কমান্ডার আমার সাথে সেটা শেয়ার করবে, তাই না, স্ট্র্যাথমোর?'

'আর কোন উপায় নেই।'

'তাহলে, বুড়ো হাবড়া, জেনে রাখ। এটাই ডিল। তুমি আমাকে আর সুসানকে বের হতে দিবে। আমরা কয়েক ঘন্টা ড্রাইভ করব। এরপর ছেড়ে দিব তাকে।'

রাগ উঠছে শিরশির করে। সেই সুসানকে এখানে টেনে এনেছে। এখন তা নিয়েই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাকে। 'আর ডিজিটাল ফোর্ট্রেস?'

হেল হাসল, 'তোমার ব্যাকডোরটা লিখে নিতে পার, আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু যেদিন আমি বুঝতে পারব তোমরা পিছনে লেগেছ তখনি আমি পুরো কাহিনী পৃথিবীর সামনে ফাস করে দিব।'

অফারটা ভাল লাগল স্ট্র্যাথমোরের। সব পাওয়া যাবে। সুসানকে, ডিজিটাল ফোর্ট্রেস, সব। পরে প্রয়োজনে সরিয়ে দেয়া যাবে হেলকে।

'মনস্থির করে নাও, বুড়ো। আমরা যাচ্ছি নাকি যাচ্ছি না?'

স্ট্র্যাথমোর জানে, এখন সিকিউরিটি কল করলে ফেসে যাবে হেল। কিছু করতে পারবে না। কিন্তু আমি যদি কাজটা করি, ভাবে সে, তাহলে ভেস্তে যাচ্ছে পরিকল্পনাটা।

আরো চাপ বাড়ায় হেল।

চিৎকার করে ওঠে সুসান।

'কী ডিল হল?' দাবি করে হেল, 'আমি কি তাকে খুন করে ফেলব?'

এখন কী করবে সে? সুসানকে নিয়ে কোন বনের ধারে গিয়ে খুন করে বসতে পারে সে। কিন্তু সিকিউরিটি ডাকলে লাভের লাভ একটাই, কোর্টে সবার সামনে ফাস করে দিবে সে সব কথা। ডিজিটাল ফোর্ট্রেস নিয়ে দেখা স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হবে না। কী করব আমি?

'ডিসাইড!'

সুসান ফ্লেচার এমন এক দাম যেটা দিতে চায় না স্ট্র্যাথমোর।

সুসানের হাত পিছনে বাকা করে ঘাড়টা ধরে আছে এক্স মেরিন, 'এটাই তোমার শেষ সুযোগ, বুড়ো। গানটা তুলে দাও আমার হাতে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা না একটা পথ বের করার চেষ্টা করল স্ট্র্যাথমোর। কোন না কোন উপায় তো আছেই। কী সেটা?

'না, হেল। আমি দুঃখিত। তোমাকে বের হতে দেয়া যাচ্ছে না।'

'কী?'

'আমি সিকিউরিটি ডাকছি।'

'কমান্ডার! নো!' বলল সুসান।

আরো শক্ত করল হেল হাতের চাপ, 'তুমি সিকিউরিটি কল করবে আর মারা পড়বে বেচারি বেঘোরে।'

'গ্রেগ, তুমি ব্লাফ মারছ।'

'তুমি কখনোই কাজটা করবে না!' চিৎকার করল হেল। 'আমি কথা বলব। আমি তোমার পরিকল্পনা ভেস্তে দিব। স্বপ্ন থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টা পিছিয়ে আছ তুমি! কোন ট্রান্সলেটারের প্রয়োজন নেই, সারা পৃথিবীর সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে মুহূর্তে। জীবনে এমন সুযোগ জীবনে দুটা আসে না।'

'ওয়াচ মি!'

'কিন্তু সুসানের কী হবে?' বলল হেল অবাক হয়ে, 'তুমি সিকিউরিটি কল করেছ আর সে মারা পড়ছে সাথে সাথে।'

স্ট্র্যাথমোর হাল্কা গলায় বলল, 'এ সুযোগটা আমি নিতে চাই।'

'বুলশিট! তোমাকে চিনি আমি। কোন ঝুকি নিবে না তুমি ডিজিটাল ফোর্ট্রেস হারানোর।'

'ইয়াংম্যান, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ!' বলল লৌহকঠিন সুরে স্ট্র্যাথমোর, 'তুমি আমার কর্মচারীদের জীবন ঝুকিতে ফেলে দিয়ে ঢ্যাং ঢ্যাং করে চলে যাবে আর আমি সেটা দেখব তা হবে না।'

আঙুলে কয়েকটা বাটন টিপল স্ট্র্যাথমোর, 'সুইচবোর্ড, সিকিউরিটিতে দাও!'

সুসানের মাথা নাড়াতে শুরু করল হেল, 'আমি তার ঘাড় মটকে দিব, খোদার কসম!'

'এমন কোন কাজ করবে না তুমি। একটা মাত্র কাজে পুরো জীবনটা সংশয়ে পড়ে যাবে... হ্যা, সিকিউরিটি! ক্রিপ্টোতে একটা হোস্টেজ সিচুয়েশন হয়েছে। কিছু লোক পাঠাও এখানে। ইয়েস! এখনি, গডড্যাম ইট! পাওয়ারও চলে গেছে। সব এক্সটারনাল সোর্স থেকে পাওয়ার রুট চাই। এখানে সব পরিস্থিতি ঠিক চাই পাঁচ মিনিটের মধ্যে। গ্রেগ হেল আমাদের এক সিস-সেককে মেরে ফেলেছে। ক্রিপ্টোর সিনিয়র একজনকে হোস্টেজ করেছে। প্রয়োজনে ইচ্ছামত টিয়ারগ্যাস ব্যবহার করতে পার। যদি মিস্টার গ্রেগ হেল কাজে না আসে তাহলে স্নাইপার নিয়ে মেরে ফেল তাকে। পুরো দায় আমার। এখনি কর কাজটা!'

তাকায় স্ট্র্যাথমোর গ্রেগ হেলের দিকে।

'তোমার পালা, গ্রেগ।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৮১

চোখের সামনে তুলে ধরে ডেভিড বেকার আঙটিটাকে। ফোনবুথের সামনে। আঙুলে পরা এই ছোট্ট জিনিসটা জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপার কী করে হয় বুঝতে পারে না সে। সেখানে অনেক ছোট ছোট অক্ষর আছে। একটা কিউ, একটা জিরো কিম্বা ও। বাকিটা পড়া যাচ্ছে না।

ফোন করতে গিয়ে শুনতে পেল সে, ফোন নামিয়ে রেখে আবার চেষ্টা করতে হবে। স্পেনে বাইরে ফোন করা আর জুয়া একই রকম। কখন পাওয়া যাবে কেউ জানে না।

চোখ জ্বলছে। মেয়েটা বলেছে আর দলাই মলাই করা যাবে না। তাতে আরো জ্বলবে। আগুন ধরা চোখটায় হাত রেখে টের পায় সে, অপেক্ষা করার কোন মানে নেই। আগে ধুয়ে ফেলতে হবে মুখ। এগিয়ে যায় সে দরজার কাছে।

পুরুষদের রুমের সামনে এখনো একটা ক্লিনিং সাইন লাগানো। মেয়েদেরটায় এগিয়ে গেল সে।

'হোলা?'

নিরবতা।

হয়ত মেগান। প্লেনের আরো পাঁচ ঘন্টা বাকি। সে চলে যাবে, ধুয়ে ফেলবে হাতটা।

'মেগান? হোলা?'

কোন সাড়া নেই। এগিয়ে গেল সে সিঙ্কের দিকে। আজলা ভরে পানি নিয়ে ধুয়ে ফেলল চোখের মরিচটুকু। দেখে মনে হবে অনেক ঘন্টা ধরে কাঁদছে।

এবং হঠাৎ করেই ব্যাপারটা চোখে পড়ে গেল তার। কোথায় সে? এয়ারপোর্টে। আর সেভিল এয়ারপোর্টের কোন এক হ্যাঙ্গারে অপেক্ষা করছে বিমানটা তার জন্য।

সেখানে রেডিও আছে। যখন খুশি জানানো যাবে স্ট্র্যাথমোরকে।

নিজের মনে হাসতে হাসতে বেকার আয়নার দিকে তাকিয়ে ঠিক করে নেয় টাইয়ের নটটা।

পিছনে কী যেন আছে, টের পায় সে। ঘুরে দাঁড়ায় সাথে সাথে।

'মেগান? তুমি নাকি?'

চলে যায় সে বাথরুমের দিকে। তারপর একটা দরজা খুলে ভিতরে তাকায়। যা দেখতে পায় তাতে কোনক্রমে চিৎকার ঠেকানো গেল।

মেগান বসে আছে এক হাই কমোডে। চোখদুটা উপরে উঠানো। কপালের ঠিক মাঝখানে একটা লাল গর্ত। রক্তিম তরল চুইয়ে পড়ছে সারা চোখে।

'ওহ্ জিসাস!' অজান্তেই বেরিয়ে এল স্বর।

'শি'জ ডেড!' হিসহিস করল পিছনের এক কণ্ঠ।

যেন কোন দুঃস্বপ্ন চলছে। ঘুরে দাঁড়াল বেকার।

'সিনর বেকার?' অদ্ভুত কণ্ঠটা প্রশ্ন তুলল।

লোকটার দিকে তাকায় সে। কেন যেন পরিচিত মনে হচ্ছে।

'সয় হুলোহট।' বলল খুনি, 'আমি হুটোহট।' হাত বাড়াল সে প্রাপ্য বুঝে নেয়ার ভঙ্গিতে, 'এল এনিলো। দ্য রিঙ।'

শূণ্য চোখে তাকায় বেকার।

এটা জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপার। এখন সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এটা জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপার।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা আগ্নেয়াস্ত্র বের করে সে। বেকারের মাথায় ইপনটা তাক করে বিনা দ্বিধায়।

'এল এনিলো।'

কী করে যেন কী হয়ে গেল। বেকার আদিম এক তাড়নায় আত্মরক্ষার জন্য ঝাপিয়ে পড়ল একদিকে। পড়ে গেল মেগানের গায়ে।

একটা বুলেট ছুটে গিয়ে গর্ত করে ফেলল বাথরুমের দেয়ালে।

'মিয়ের্ডা!' হুলোহট বিকৃতভাবে বলল। এগিয়ে এল খুনি।

প্রাণহীন টিনএজারের কাছ থেকে শরীরটা তুলে ধরল বেকার। পদশব্দ এগিয়ে আসছে আরো আরো কাছে।

পিছনে। কক করার শব্দ উঠল একটা।

'এডিয়োস।' কালোচিতার মত দম ছাড়ল লোকটা। আবার তুলছে গানটা।

সরে গেল অস্ত্র। লাল আলোর একটা ঝলকানি। রক্ত নয়। অন্য কিছু। কিছু একটা শূণ্য থেকে যেন চলে এল। চলে এল খুনির বুক বরাবর। মেগানের পার্স।

ছুটে গেল বেকার। হামলে পড়ল খুনির উপর। টেনে নিল তাকে সিঙ্কের দিকে। হাড় ভাঙার শব্দ উঠল। ভেঙে পড়ল একটা আয়না। পড়ে গেল অস্ত্র। ফ্লোরে পড়ে গেল দুজনেই। নিজেকে টেনে তুলে চলল এক্সিটের দিকে।

মুহূর্তে গানটার জন্য হাত বাড়ায় এ্যাসাসিন। তুলেই ফায়ার করে। ছুটে যায় সেটা দরজার দিকে। আঘাত করে সেদিকে।

একেবারে খালি কোন মরুভূমির মত সামনে ঝলকাচ্ছে এয়ারপোর্টের বিশাল খালি এলাকা। পা যে এত দ্রুত ছুটতে পারবে আগে জানা ছিল না তার।

ছুটে আরো খানিকটা চলে গেল সে। পিছনে স্বাপদের মত এগিয়ে আসছে খুনি। আর একটু। আর একটু। সামনেই কাচের দরজা। এগিয়ে যাচ্ছে বেকার। একটা গুলির শব্দ উঠল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল কাচের দেয়াল।

ছুটছে বেকার। এক্সিট পেরিয়েই সামনে পেল একটা ট্যাক্সি।

'ডিজামে এন্ট্রার।' লক করা ডোরের সামনে হাপাচ্ছে সে। 'লেট মি ইন!'

না। ওয়্যার রিম পরা লোকটা অপেক্ষা করতে বলেছিল ড্রাইভারকে।

ছুটে আসছে খুনি। হুলোহটের হাতে উদ্যত গান। চোখ পড়ল ভেসপার উপর।

আই এ্যাম ডেড! ভাবল বেকার।

পা দিয়ে আঘাত করছে বেকার। চালু করার চেষ্টা করছে দ্বিচক্রযানটাকে। হাসল হুলোহট। সময় নিয়ে এইম করল।

গ্যাস ট্যাঙ্কের দিকে পা বাড়ায় সে। আবার চেষ্টা করে মরা জিনিসটাকে বাচিয়ে রাখার জন্য। কোন কাজে লাগে না চেষ্টাটা। একটু কেশে উঠেই মরে যায় ভেসপা।

'এল এনিলো। দ্য রিঙ!' কাছে চলে এসেছে কণ্ঠটা।

চোখ তুলে তাকায় বেকার। গানের ব্যারেলটা চোখে পড়ে। ঘুরছে চেম্বার। স্টার্টারে আরো একবার পা চাপায় সে অস্থিরভাবে।

গুলি করল হুলোহট। ভেবেচিন্তে। মাথা লক্ষ্য করে। একই মুহূর্তে ছোট বাইকটা জীবন ফিরে পেয়ে গর্জে উঠল। একটুর জন্য মিস হয়ে গেল গুলি। মাথা নুইয়ে শুয়ে পড়ল বেকার সেটার উপর। এগিয়ে যাচ্ছে যানটা সামনে। সাইডওয়াক ধরে।

রেগেমেগে এগিয়ে যায় হুলোহল অপেক্ষমান ট্যাক্সির দিকে। এক মুহূর্ত পর ড্রাইভার অবাক হয়ে দেখে তার ট্যাক্সিটা ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৮২

এখনো বুঝে উঠতে পারছে না হেল। সুসানকে ধরে রাখার শক্তিটা যেন কমে গেল। স্ট্র্যাথমোর সিকিউরিটিকে ডাকছে। সে ডিজিটাল ফোর্ট্রেসকে স্যাক্রিফাইজ করছে! অবিশ্বাস্য!

'লেট মি গো!' চিৎকার করে উঠল সুসান। তার কণ্ঠ ধ্বণিত প্রতিধ্বণিত হচ্ছে চারপাশে।

মাথা ঘুরছে যেন হেলের। চারপাশে স্ট্র্যাথমোরের পাঁচ মিনিটের মধ্যে আলো চলে আসবে। খুলে যাবে দরজা। ঢুকে পড়বে সোয়াট টিম।

'তুমি ব্যথা দিচ্ছ আমাকে!' চিৎকার করে উঠল সুসান। বাতাসের জন্য হাসফাস করছে।

এগিয়ে আসছে নানা চিন্তা। সুসানকে ছেড়ে স্ট্র্যাথমোরের এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যাবে কি? সোজা আত্মহত্যা। এখন এখান থেকে বেরুনোর কোন পথ নেই। লোটাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লেও এন এস এর হেলিকপ্টার বহর ঠিক ঠিক পেড়ে ফেলতে পারবে তাকে। কোন উপায় নেই। সুসানই আমার তুরুপের তাস।

'সুসান!' সিড়ির দিকে টেনে নিল সে মেয়েটাকে। 'এদিকে এস আমার সাথে। আমি তোমাকে কোন আঘাত করব না। স্যয়ার ইট!'

একটা ব্যাপার হেলের মনে স্পষ্ট। এখন সারাটা পথ ঝামেলা করবে এই হোস্টেজ। কিছুতেই তাকে বাগে আনা যাবে না। যদি স্ট্র্যাথমোরের এলিভেটরে যায়ও, তার একটাই গন্তব্য, ভূগর্ভের বিশাল গোলকধাঁধা। সেখান দিয়ে এন এস এর হর্তাকর্তারা যাতায়ত করে। মরণফাঁদ। চেনে না সে। যদি বেরও হতে পারে, সুসানকে নিয়ে পার্কিং লট পেরুবে কী করে, কী করে ড্রাইভ করবে?

মেরিনের একজন সামরিক ইন্সট্রাক্টর এর জবাব দিয়েছিল অনেকদিন আগে। তার চাকরির সময়।

কাউকে ধরে জোর খাটাও, সে সব সময় তোমার বিপক্ষে যাবে। তার যা ভাবা উচিৎ বলে মনে কর সেটা ভাবাও, সাথে সাথে তুমি একজন বন্ধু পেয়ে যাবে।

'সুসান, স্ট্র্যাথমোর একজন খুনি! তুমি এখানে বিপদে আছ!'

কান দিল না সে। জানে, স্ট্র্যাথমোর তাকে ছুয়েও দেখবে না।

হেল অন্ধকারে চোখ মেলে। কোন শব্দ করছে না স্ট্র্যাথমোর। ভয়ের একটা শিহরন খেলে গেল হেলের সারা গায়ে। এবং প্রচন্ড ভয় পেলে মানুষ ভুল করে।

কব্জি ধরল হেল। টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সুসানকে। উপরে। সেখানে স্ট্র্যাথমোরের কম্পিউটারের আলো।

আগে সুসান গেলে স্ট্র্যাথমোর গুলি করার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই পিছনে আছে সুসান। মানব বর্ম ব্যবহার করছে হেল।

তিনভাগের একভাগ যাবার পর সামনে আওয়াজ উঠল। কী করে স্ট্র্যাথমোর সেখানে গেছে ভেবে পেল না সে।

'চেষ্টাও করোনা কমান্ডার। মেয়েটাকে মেরে ফেলবে তুমি!'

কোন আওয়াজ নেই। শুধুই কল্পনা? হোক। স্ট্র্যাথমোর কখনোই সুসানের প্রাণের ঝুকি নিবে না।

একটু পরই টের পায় সে, স্ট্র্যাথমোর জায়গা বদল করেছে। সে এখন হেলের পিছনে। সরে আসে হেল। নেমে যায় নিচে। চিৎকার করে ওঠে, 'বারবার বলছি কমান্ডার, চেষ্টাটা বাদ দাও। আমি তার ঘাড়-'

খুব দ্রুত বেরেটার বাট নেমে এল হেলের খুলিতে।

পিছলে গেল হাত। ছুটে এল সুসান একদিকে। তারপরই তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলল কেউ একজন।

আৎকে উঠল সুসান।

'শ্-শ্! আমি। শব্দ করোনা সুসান।'

'কম- কমান্ডার, আমি মনে করেছিলাম আপনি উপরে আছেন।'

'শান্ত হও।' ফিসফিস করল স্ট্র্যাথমোর, 'উপরে ছুড়ে দিয়েছিলাম আমি একটা জিনিস।'

একই মুহূর্তে টের পেল সুসান, হাসতে হাসতে ফুপিয়ে কেঁদে উঠেছে সে। কমান্ডার তাকে সবচে মূল্যবান দামের বিনিময়ে বাঁচিয়েছে।

'ধন্যবাদ কমান্ডার, আমি সত্যি সত্যি দুঃখিত।'

'কীজন্য?'

'আপনি আমার জন্য ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের স্বপ্ন ছেড়েছেন।'

'কক্ষনো না।'

'মানে?'

'এখনো কিছুই হারায়নি। পৃথিবীর সবটুকু সময় আমাদের হাতে।'

'কিন্তু আপনিতে সিকিউরিটিকে ডেকেছেন।'

'সবচে প্রাচীন পদ্ধতি। কাউকেই ডাকিনি।'

amarboi.net

অধ্যায় : ৮৩

বেকারের এই যানটার মত ছোট কোন জিনিস সেভিল রানওয়েতে কখনো যায়নি, এটা নিশ্চিত। মাত্র পঞ্চাশ মাইল পার আওয়ারে এটা আওয়াজ করছে একেবারে চেইন স'র মত। কোন মোটর বাইকের মত নয়।

মাত্র আধমাইল দূরে হ্যাঙার। সেখানে পৌছতে পারবে কিনা ট্যাক্সিটা আসার আগে, জানা নেই তার। গতি বেড়ে যাচ্ছে সেটার প্রতি সেকেন্ডে। সুসান হলে মুহূর্তে হিসাবটা কষে ফেলত। হঠাৎ এমন ভয়ের অনুভূতি হল তার যেটার সাথে কোন কিছুর তুলনা নেই।

দ্বিগুণ গতিতে ছুটে আসছে ট্যাক্সিটা। মাথা নোয়ায় বেকার। মিশিয়ে ফেলে নিজেকে বাইকের সাথে। সেটার আওয়াজ শুনেই বোঝা যায় এরচে বেশি গতি লাথি কষালেও বের হবে না।

একটা বুলেট ছুটে এল তার দিকে। মাত্র কয়েক গজ দূরের রানওয়েতে গিয়ে ঠেকল সেটা।

দূরের তিনটা হ্যাঙারের মাঝেরটা। গড হেল্প মি। জানি আর পারব না।

খুনি উঠে এসেছে জানালায়। বের করে দিয়েছে শরীরের অর্ধাংশ।

আলোকিত হয়ে উঠছে আশপাশ ট্যাক্সির হেডলাইটের কারণে। আর মাত্র কিছুদূর। পারা যাবে না। আবার গুলি। লাগল বাইকের গায়ে। লিয়ারজেটের কাছে পৌছতে পারব কি? ভাবে সে, পাইলটের কাছে কোন উইপন আছে? সময় মত সে কেবিন ডোর খুলবে?

সামনে এসে মূক হয়ে গেল সে। কোথাও লিয়ারজেটের নিশানা নেই।

এসে পড়েছে সে। কোন প্লেন নেই। হ্যাঙারের পিছনদিকটা কংক্রিটের। দুপাশে করোগেটেড টিন। পালানোর পথ নেই কোথাও।

ঘ্যাচ করে পাশে চলে এল ট্যাক্সিটা। হুলোহট রিভলভারটা তাক করছে আস্তে ধীরে, সময় নিয়ে।

নুইয়ে দিল বেকার ভেসপাটাকে। হ্যাঙারের মেঝে তেল চিটচিটে। পিছলে গেল যানটা। পাশে চলে আসছে ট্যাক্সি। তৈলাক্ত মেঝেতে পিছলে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বিকট শব্দ তুলছে ফাকা জায়গাটায়।

তীব্র গতিতে পিছলে যাচ্ছে যান দুটাই। সাপের মত একেবেকে এগুচ্ছে ট্যাক্সি। সোজা পিছলে যাচ্ছে ভেসপা। সামনে করোগেটেড স্টিল। বেকার প্রাণপণে চেপে ধরল ব্রেক। কাজ হচ্ছে না। থামছে না কিছুতেই। শেষ মুহূর্তে চোখ বন্ধ করল বেকার। অপেক্ষা করছে দুর্ঘটনায় মারা যাবার জন্য।

কিছুই অনুভব করল না সে।

অবাক হয়ে চোখ খুলে দেখল, এখনো ছুটে চলেছে ভেসপা। একটা ঘাসে মোড়া মাঠ ধরে। পিছনে ট্যাক্সি। ট্যাক্সির গায়ে লেগে আছে করোগেটেড শিট।

রাতের অন্ধকারকে অবলম্বন করে হারিয়ে যেতে চাচ্ছে বেকার।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৮৪

হাতের কাজটা শেষ করে মুখ থেকে পেন্সিল লাইট নামিয়ে অন্ধকারেই আয়েশ করে বসে পড়েছে সে মেইনফ্রেমের ভিতর। ভেবে পাচ্ছে না মানুষ কেন আরো আরো ছোট মেশিন বানাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

এমন সময় পা ধরে টান দিল কে যেন।

'জাব্বা! বেরিয়ে এস বলছি!' মহিলা কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

মিজ আমাকে পেয়ে গেছে! চুল ছিড়বে কিনা ভেবে পায় না জাব্বা।

'জাব্বা! বেরিয়ে এস!'

'ফর দ্য লাভ অব গড, মিজ, আমি–' অবাক চোখ তুলল জাব্বা, 'শোশি?'

শোশি কুটা নব্বই পাউন্ডের চলাফেরা করা জীবন্ত তার। এম আই টি থেকে ডিগ্রি নিয়ে জাব্বার ডানহাত হিসাবে কাজ করছে। সে মাঝে মাঝে জাব্বার সাথে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে।

'কোন মরার কারণে তুমি আমার ফোনের বা পেজের জবাব দাওনি?'

'তোমার পেজ? আমি মনে করলাম–'

'কোন ব্যাপার না। মূল ডাটাব্যাঙ্কে কিছু একটা গন্ডগোল চলছে।'

'স্ট্রেঞ্জ!' চোখ মটকাল জাব্বা, 'আর একটু স্পষ্ট করে বলবে?'

দু মিনিট পর জাব্বা হন্তদন্ত হয়ে ছুটছিল হলওয়ে ধরে। ডাটাব্যাঙ্কের দিকে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৮৫

নড থ্রির লেজার প্রিন্টারের বার গজ ফিতা দিয়ে অষ্টেপৃষ্টে বেধে রাখা হয়েছে গ্রেগ হেলকে নড থ্রির মেঝেতে।

কোলের উপর বেরেটা রেখে বসে আছে স্ট্র্যাথমোর। সার্চ করছে সুসান। মাঝে মাঝে চোখ চলে যায় মেঝেতে পড়ে থাকা ক্রিপ্টোগ্রাফারের দিকে। ভারি শ্বাস ফেলছে সে প্রতি মুহূর্তে।

'কোন লাভ নেই,' সার্চ করে করে হয়রান হয়ে গিয়ে বলল সুসান, 'আমরা কি ডেভিডের জন্য অপেক্ষা করব?'

'যদি ডেভিড না পারে আর টানকাডোর কপিটা কোন ভুল হাতে গিয়ে পড়ে...'

যে পর্যন্ত স্ট্র্যাথমোরের ডিজিটাল ফোর্ট্রেস ইন্টারনেটে রিপ্লেস না হচ্ছে সে পর্যন্ত কোন শান্তি নেই। বোঝে সুসান।

'আগে আমরা কাজটা শেষ করে নিই। তারপর কেয়ার করি না কত পাস কি ঘুরে ফিরছে আশপাশে। যত বেশি তত খুশি।' বলল স্ট্র্যাথমোর।

কেমন গমগমে শব্দ উঠল সাবলেভেল থেকে তখনি।

'কী ব্যাপার?' অবাক হয়ে তাকাল সুসান।

ট্রান্সলেটার। হয়ত হেলের কথাই ঠিক। অক্স পাওয়ার ঠিকমত ফ্রেয়ন তুলতে পারছে না।'

মাথার উপর হলুদ ওয়ার্নিং জ্বলছে।

'অটো শাটডাউনের কথা সত্যি?'

'সত্যি। কিন্তু কখনো তা হয়নি।'

'আপনার বরং এ্যাবোর্ট করা উচিত।'

শঙ্কিত হয়ে তাকায় স্ট্র্যাথমোর। তিন মিলিয়ন সিলিকন চিপ গলে গেলে কী হবে আগে থেকে বলা যায় না। হয়ত বাইরের কারো নজরে পড়ে যাবে। তার আগেই যা করার করতে হবে। এ্যাবোর্ট করতে হবে ট্রান্সলেটারকে, ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের দাপট কমাতে হবে।

'ফিরে আসব এখুনি। তুমি কি টা বের কর।'

boighar.net

মাথার উপর হলুদ আলো। যেন কোন মিসাইল লঞ্চ হবে।

সুসান দাঁড়িয়ে আছে সদ্য হুশ ফেরা হেলের দিকে বেরেটা তাক করে।

চোখ খুলল হেল আড়মোড়া ভেঙে। 'ক্- কী হয়েছে?'

'পাস কি টা কোথায়?'

'কী হয়েছে?'

'তুমি এটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ। এই হয়েছে। এখন, পাস কি টা কোথায়?'

নড়েচড়ে টের পায় হেল। বেধে রাখা হয়েছে তাকে। 'লেট মি গো!'

'আই নিড দ্যা পাস কি।'

'আমার কোন পাস কি নেই। ছেড়ে দাও।'

'তুমি নর্থ ডাকোটা আর এনসেই টানকাডো তোমাকে একটা পাস কি দিয়েছে। এখন আমি সেগুলো চাচ্ছি।'

'পাগল নাকি! আমি নর্থ ডাকোটা নই।'

'আমার কাছে মিথ্যা বলোনা! তুমি নর্থ ডাকোটা না হলে তোমার এ্যাকাউন্টে তার চিঠি কেন?'

'আগেই বলেছি তোমাকে! আমি স্ট্র্যাথমোরের এ্যাকাউন্টে ঢুকতে পারি! সেখানেই এগুলো ছিল।'

'বুলশিট! তুমি কখনো কমান্ডারের ই-মেইলে ঢু মারতে পারবে না।'

'তুমি বুঝতে পারছ না!' চিৎকার করে উঠল হেল, 'আগে থেকেই স্ট্র্যাথমোরের এ্যাকাউন্টে একটা টেপ ছিল! অন্য কেউ সে টেপটা রেখেছিল সেখানে! সম্ভবত ডিরেক্টর ফন্টেইন। অমি শুধু সুযোগটা নিয়েছি! আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। আমি সেভাবেই জানতে পারি ডিজিটাল ফোর্ট্রেস রিরাইট করার কথা। তার ব্রেইনস্টর্ম পেয়েছি।'

ব্রেইনস্টর্ম? স্ট্র্যাথমোর নিশ্চই ডিজিটাল ফোর্ট্রেস নিয়ে করা পরিকল্পনাটা কাজে লাগিয়েছে ব্রেইনস্টর্ম সফটওয়্যারে। কেউ যদি কমান্ডারের এ্যাকাউন্টে ঢুকতে পারে তাহলে সব খবরাখবর চলে আসবে...

'ডিজিটাল ফোর্ট্রেস রিরাইট করার চিন্তাও অসুস্থতা!' বলল হেল, 'এর জন্য পুরো এন এস এ কে মাঠে নামতে হবে! জান তুমি ভাল করেই! এজন্য কেউ নিজের ঘাড়ে দায় নিবে বলে মনে কর তুমি? মনে কর তোমরা মানুষের কল্যানের জন্য কাজ করছ? আরে, এ টেকনোলজি চিরদিনের!'

ছুটে আসার চিন্তায় গা নাড়াতে নাড়াতে বলল হেল আবার, 'স্ট্র্যাথমোরকে থামাতে হতই! আমি এ কাজটাই সারাদিন করি এখানে। তার উপর নজরদারি

করি। আমার শুধু প্রমাণ প্রয়োজন ছিল। জানা প্রয়োজন ছিল যে সে সত্যি সত্যি একটা ব্যাক ডোর লিখবে। তথ্যটা নিয়ে প্রেসের কাছে যাবার ইচ্ছা ছিল আমার!'

সারা পৃথিবীতে বোমা পড়বে, জানে সে। জানে, সবখানে ছি ছি রব উঠবে।

সংবাদপত্রের হেডলাইন কল্পনা করতে পারেঃ সারা পৃথিবীর ডিজিটাল ডাটা নিয়ন্ত্রণের আমেরিকান ষড়যন্ত্রের কথা ফাস করে দিলেন ক্রিপ্টোগ্রাফার গ্রেগ হেল!

দ্বিতীয়বারের মত স্কিপজ্যাককে বিকল করে দিলে হেল পাগলাটে স্বপ্নেরচেও বেশি খ্যাতি অর্জন করে বসবে। ডুবে যাবে এন এস এ। কিন্তু একবার চিন্তাটা মাথায় এল তার। হেল কি সত্যি কথা বলছে? না। অবশ্যই না।

হেলের কথা চলছেই, 'আমি তোমার ট্রেসার এ্যাবোর্ট করেছি কারণ মনে করেছিলাম আমার উপর হামলা করবে। মনে করেছিলাম তুমি জানতে পেরেছ স্ট্র্যাথমোরের এ্যাকাউন্টে সিদ কাটার কথা।'

'তাহলে কেন চার্ট্রাকিয়ানকে খুন করলে তুমি?'

'আমি করিনি!' সব শব্দ ছাপিয়ে হেলের কণ্ঠ শোনা যায়, 'স্ট্র্যাথমোর তাকে ধাক্কা মেরেছে। সিড়ি থেকে সবটা দেখেছি আমি। চার্ট্রাকিয়ান আর একটু হলেই সিস-সেকদের ডেকে ভেস্তে দিত সমস্ত পরিকল্পনা!'

হেল দারুণ! ভাবে সুসান। সে সব কিছুর পিছনে একটা যুক্তি দাঁড় করাতে ওস্তাদ।

'ছেড়ে দাও আমাকে!' মিনতি ঝরে পড়ল হেলের কণ্ঠে, 'আমি কিছুই করিনি!'

'কিছুই করনি? তুমি আর টানকাডো মিলে এন এস এ কে পণবন্দি করে রেখেছ! অন্তত তুমি তার সাথে ডাবল ক্রস করেছ। সত্যি করে বলতো, টানকাডো হার্ট এ্যাটাকে মারা গেছে? নাকি তোমার দোসররা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে ওপাড়ে?'

'তুমি একেবারে বোকা! দেখতে পাচ্ছ না আমি এর সাথে যুক্ত নই? খুলে দাও আমাকে, সিকিউরিটি এসে পড়বে যে কোন মুহূর্তে।'

'সিকিউরিটি আসছে না।'

'কী!'

'মিথ্যা কল করেছে স্ট্র্যাথমোর।'

'কী! মেরে ফেলবে আমাকে। মেরে ফেলবে স্ট্র্যাথমোর। আমি খুব বেশি জানি! মেরে ফেলবে আমাকে!'

'ইজি, গ্রেগ।'

'কিন্তু আমি নির্দোষ!'

boiboi.net

'তুমি মিথ্যা কথা বলছ! আর আমি সেটা জানি ভাল করেই। যে ট্রেসারটা এ্যাবোর্ট করেছ সেটার কথা মনে পড়ে? আমি আবার সেটাকে পাঠিয়েছি। আমরা কি সেটাকে চেক করে দেখব?'

ব্লিঙ্ক করছে কম্পিউটার টার্মিনাল। আমি জানি, হেলের ভাগ্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। সে মারা পড়বে বেঘোরে এ প্রমাণের পর।

খুলে দেখছে সুসান মেইলটা। এবং অবাক হয়ে গেল সে সাথে সাথে।

কোন না কোন ভুল হয়েছে নিশ্চই। ট্রেসারটা অন্য কারো কথা বলছে। খুব অপ্রত্যাশিত কারো কথা। ভুল হয়েছে। মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে কোথাও।

স্ট্র্যাথমোর যে ডাটা পেয়েছিল সেটাই দেখা যাচ্ছে এখানে। মনে হয়েছিল ভুল করেছে কমান্ডার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে ঠিকই পাঠিয়েছিল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সুসান।

ndakota=et@doshisha.edu

'ইটি? এনসেই টানকাডোই নর্থ ডাকোটা?'

মাথার উপর হলুদ আলো ঘুরছে। এখনো কেন স্ট্র্যাথমোর বন্ধ করে দিচ্ছে না মেশিনটাকে?

এনসেই টানকাডোই যদি নর্থ ডাকোটা হয় তাহলে সে চিঠি চালাচালি করেছে নিজের কাছেই। নর্থ ডাকোটা বলতে কেউ নেই!

দারুণ চাল। স্ট্র্যাথমোর টেনিসবল খেলার একপাশ দেখেছে। একপাশ দেখেই মনে করেছে অন্য প্যাশে কেউ আছে কারণ সেখান থেকেও জবাব আসছিল। কিন্তু টানকাডো খেলছিল একটা দেয়ালের বিরুদ্ধে। সেখান থেকে বলতো ফিরে আসবেই!

এখন সব খোলাসা হয়ে যাচ্ছে। টানকাডো চাচ্ছিল তার মেইল পড়ে দেখুক কমান্ডার। এনসেই টানকাডো কাউকে বিশ্বাস না করেই একটা কল্পনার অবয়ব বানিয়ে নিয়েছে।

এনসেই টানকাডো একটা ওয়ান ম্যান শো।

হঠাৎ হাত পা গুটিয়ে গেল সুসানের। কী কারণে তারা বিশ্বাস করেছে যে টানকাডো একটা আনব্রেকেবল কোড তৈরি করেছে? তার এসব ই-মেইলের উপর নির্ভর করেই? যদি তাই হয়... ট্রান্সলেটারকে বিশ ঘন্টা ধরে বিজি রাখছে কী? আনব্রেকেবল কোড, নাকি অন্য কিছু?

সুসান জানে, আনব্রেকেবল কোড বানানোরচে অনেক সহজ আরেকটা জিনিস বানানো যা ব্যস্ত রাখবে কম্পিউটারকে বিশ ঘন্টা ধরে।

ভাইরাস।

সারা শরীর শিরশির করে উঠল তার।

কিন্তু কোন ভাইরাস কী করে ঢুকবে ট্রান্সলেটারে?

যেন কবরের ভিতর থেকে ফিল চার্ট্রাকিয়ানের কণ্ঠ ভেসে এল। স্ট্র্যাথমোর গান্টলেটকে বাইপাস করেছে!

চিন্তাগুলো দ্রুত চলে এল সুসানের মাথায়। স্ট্র্যাথমোর ডাউনলোড করেছে প্রোগ্রামটা। গান্টলেট নিবে না, তার কারণ সেখানে মিউটেশন স্ট্রিং আছে। স্ট্র্যাথমোর ঘাবড়ে যেত। কিন্তু সে টানকাডোর মেইল পড়েছে। মিউটেশন স্ট্রিং দিয়েই কাজটা করা হয়েছিল। স্ট্র্যাথমোর ধরেই নিয়েছে প্রোগ্রামটা সেফ। বাইপাস করেছে গান্টলেটকে।

দেয়ালে ক্লান্তভাবে হেলান দেয় সুসান, 'ডিজিটাল ফোর্ট্রেস নামের কোন প্রোগ্রাম আদৌ নেই।'

এন এস একে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে এনসেই টানকাডো। আস্তে আস্তে দুর্বলভাবে টার্মিনালে ঝুঁকে আসে সে।

তারপর, উপরতলা থেকে একটা বিকট চিৎকার ভেসে আসে।

স্ট্র্যাথমোরের চিৎকার।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৮৬

সুসান দাঁড়িয়ে আছে স্ট্র্যাথমোরের পিছনে। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে কমান্ডার তার মনিটরের দিকে। তার দু চোখে অশ্রু।

'কমান্ডার, ট্রান্সলেটারকে শাটডাউন করতে হবে।'

কোন জবাব নেই।

'এখুনি।'

'সে আমাদের বোকা বানিয়েছে,' বলল স্ট্র্যাথমোর, 'এনসেই টানকাডো বোকা বানিয়েছে আমাদের...'

টানকাডো সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছে আস্তে আস্তে। সে ধ্বংস করে দিয়েছে অনেক কিছু। কতকিছু, তা কেউ জানে না।

'মিউটেশন স্ট্রিং-' কথা বলতে পারছে না স্ট্র্যাথমোর।

'আমি জানি।'

'যে ফাইলটা আমি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করেছি সেটা আসলে...'

সুসান জানে, কোন আনব্রেকেবল কোড নেই পৃথিবীতে। কোনকালে থাকবে না। ছিল না। ডিজিটাল ফোর্ট্রেস আসলে একটা এনক্রিপ্টেড ভাইরাস। হয়ত কোন জেনেরিক দিয়ে সিল করা। হয়ত এভাবেই তৈরি করা যাতে আর কোথাও তা এ্যাকটিভ হবে না এন এস এ ছাড়া।

'মিউটেশন স্ট্রিংগুলো নাকি এ্যালগরিদমের পার্ট!' কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না স্ট্র্যাথমোর।

জানে সুসান। এন এস এ যত পদক্ষেপ নিয়েছে সবকিছুর পিছনে ছিল টানকাডোর চাল। সে পিছন থেকে সুতা নেড়েছে শান্তভাবে।

'আমি গান্টলেট বাইপাস করেছি।'

'জানতেন না আপনি।'

'জানা উচিত ছিল। আমি কোডিংয়ের জগতে বাস করছি। শাসন করছি কোডিং।'

'মানে?'

'তার নাম! সেটা একটা গডড্যাম এ্যানাগ্রাম!'

boiRboi.net

'এ্যানাগ্রাম?'

'অক্ষরগুলোকে পাল্টে দেখ।'

এনডাকোটা এ্যানাগ্রাম? NDakota... Kado-tan... Oktadan... Tandoka...

TANKADO

হাটু ভেঙে পড়ল সুসানের। নর্থ ডাকোটা নয়। আমেরিকান কোন স্টেট নয়। টানকাডো। সে স্বয়ং টানকাডো। কিন্তু পৃথিবীর সেরা কোড ব্রেকাররা সেটা ধরতে পারেনি।

'টানকাডো আমাদের মাথার উপর...' স্ট্র্যাথমোর কথা শেষ করতে পারছে না।

'ট্রান্সলেটারকে এ্যাবোর্ট করতে হবে।'

দেয়ালের দিতে শূণ্য চোখে তাকিয়ে আছে স্ট্র্যাথমোর।

'কমান্ডার! শাট ইট ডাউন! সেখানে কী হচ্ছে একমাত্র ঈশ্বর জানে!'

'চেষ্টা করেছি।'

অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সুসান।

'মানে?'

স্ক্রিনটা সরিয়ে দিল স্ট্র্যাথমোর সুসানের দিকে।

SORRY. UNABLE TO ABORT
SORRY. UNABLE TO ABORT
SORRY. UNABLE TO ABORT

তাহলে এ কাজই করেছে টানকাডো? সব সময় বলে চলেছে ট্রান্সলেটারের কথা। বিশ্বাস করেনি কেউ। যারা করেছে তাদের দিয়ে কিছু হবে না। কিন্তু মানুষের একত্বে বিশ্বাস করে সে। বিশ্বাস করে, মানুষের নিজস্বতা থাকবে। কোন দানব ট্রান্সলেটারের ক্ষমতা নেই সেটা ভঙ্গ করার। জীবন দিয়ে ট্রান্সলেটারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তার স্রষ্টাদের একজন!

নিচে সাইরেন আরো শব্দ করে জানান দিচ্ছে ভয়াবহতার কথা।

'এখনি সব পাওয়ার কিল করতে হবে। এখনি।' সুসান দাবি করে।

পুলিং দ্য প্লাগ নামের একটা সিস্টেম আছে এন এস এ তে। নিরাপত্তার আর এক উপায়। সব পাওয়ার অফ করার বা যে কোন কম্পিউটার বন্ধ করার ম্যানুয়াল উপায়।

ক্রিপ্টোর সব পাওয়ার অফ করে দিলে ট্রান্সলেটারের চলা থামিয়ে দেয়া যাবে। পরে ভাইরাস নষ্ট করা যাবে ট্রান্সলেটারকে রিফরমেটিং করে। রিফরমেট

করা হলে হার্ড ড্রাইভ থেকে সব চলে যাবে, ডাটা, প্রোগ্রাম, ভাইরাস– সব। সাধারণত রিফরম্যাট করার ফলে হাজার হাজার ফাইল হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় অনেক বছরের কাজ। অনেক বছরের শ্রম। কিন্তু ট্রান্সলেটারের ব্যাপারটা ভিন্ন। এটা রিফরম্যাট হবে কোন ক্ষতি ছাড়াই। প্যারালাল প্রসেসিং মেশিনগুলো ভাবতে জানে। মনে রাখতে জানে না শুধু। আসলে ট্রান্সলেটারের ভিতরে কোন কিছুই স্টোর করা হয় না। এটা শুধুই কোড ভাঙে– ভেঙেই সে ডাটাটা পাঠিয়ে দেয় মূল ডাটাব্যাঙ্কে–

থমকে গেল সুসান। মাথায় যেন বাজ পড়েছে। 'মূল ডাটাব্যাঙ্ক–'

'ইয়েস, সুসান। মূল ডাটাব্যাঙ্ক...'

নড করল সুসান শূণ্য চোখে। টানকাডো ট্রান্সলেটারকে ব্যবহার করে মূল ডাটাব্যাঙ্কের সর্বনাশ করছে।

অসুস্থের মত স্ট্র্যাথমোর ঘুরিয়ে দিল মনিটরটা আবার। চোখ রাখল সুসান সেখনে নিচের কোণায় ডায়ালগ বক্সটায়।

পৃথিবীকে ট্রান্সলেটারের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিন।
ওনলি দ্য ট্রুথ উইল সেভ ইউ নাউ...

হিমহিম লাগছে সুসানের। জাতির সবচে গোপনীয় ব্যাপারগুলো জমা আছে এই এন এস এ তে। সব। মিলিটারি কম্যুনিকেশন প্রটোকলস, সিগনিট কমফার্মেশন কোড, বিদেশি গুপ্তচরদের পরিচয়, এ্যাডভান্সড অস্ত্রশস্ত্রের পরিকল্পনা, ডিজিটাইজড ডকুমেন্ট, ব্যবসায়িক চুক্তি– সব। লিস্টের কোন শেষ নেই।

'টানকাডো একটুও ভয় পেল না একটা দেশের সব তথ্য নষ্ট করে দিতে গিয়ে?' ভেবে পায় না সুসান।

আবার তাকায় সে মেসেজটার দিকে।

ওনলি দ্য ট্রুথ উইল সেভ ইউ নাউ...

'দ্য ট্রুথ? কোন বিষয়ের ট্রুথ?'

ট্রান্সলেটার। ট্রান্সলেটারের ট্রুথ।'

নড করল সুসান। দিবালোকের মত স্পষ্ট। ব্লাকমেইলিং। হয় পৃথিবীকে জানিয়ে দাও ট্রান্সলেটারের কথা, নয়ত ডাটাব্যাঙ্ক হারাও। স্ক্রিনের দিকে তাকায় সে। সেখানে একটা কথা জ্বলজ্বল করছে।

এন্টার পাস কি

সামনের অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে জানতে পারে সুসান, সেই আঙটিতে লুকিয়ে আছে আমেরিকান সভ্যতার প্রাণ ভ্রমর। এটা কোন আনব্রেকেবল কোডের পাস কি নয়। ভাইরাস সরানোর পাস কি। এমন ভাইরাসের কথা আগেও শুনেছে সুসান। ভাইরাসের ভিতরেই প্রতিষেধক লুকানো। একটা মাত্র পাস কি।

টানকাডো কখনো চায়নি আমাদের ডাটাব্যাঙ্ক নষ্ট হয়ে যাক। সে শুধু চেয়েছে ট্রান্সলেটারের কথাটা জানিয়ে দিতে।

বুঝতে পারছে সুসান, টানকাডোর প্ল্যানে মারা যাবার ব্যাপারটা ছিল না। সে আয়েশ করে কোন স্প্যানিশ বারে বসে সি এন এন এ একটা প্রেস কনফারেন্স দেখতে চেয়েছে যেখানে বলা হবে ট্রান্সলেটারের অস্তিত্বের কথা। বলা হবে এ বিষয়ে সব। সবিস্তারে। এরপর সে সেখান থেকে স্ট্র্যাথমোরকে কল করে হাতের আঙটি থেকে পাস কিটা জানিয়ে দিবে। হয়ে যাবে ই এফ এফ হিরো।

সুসান টেবিলে হাত চাপড়ায়। 'আমাদের সেই আঙটিটা পেতে হবে। সেখানেই আছে পাস কি!' জানে, নর্থ ডাকোটা নেই। নেই কোন সেকেন্ড পাস কি। এখন টানকাডোও নেই যে একটা প্রেস কনফারেন্সের পর কোডটা দিয়ে দিবে।

চুপ করে আছে স্ট্র্যাথমোর।

পরিস্থিতির কথা যা ভেবেছিল সুসান আসলে তা আরো বেশি জটিল। সবচে ভয়ানক ব্যাপার হল, টানকাডো ব্যাপারটাকে এতদূর গড়াতে দিয়েছে। সে জানে, এন এস এ আঙটিটা না পেলে কী হবে। জেনেও সে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আঙটিটা দিয়ে দিয়েছে অন্য কারো হাতে। কিন্তু সে আর কী করত? নিজের কাছেই রেখে দিত আঙটিটা, এ জেনেও যে সেটার জন্যই তাকে মেরে ফেলছে এন এস এ?

এখনো সুসানের বিশ্বাস হয় না টানকাডো এ কাজ করতে পারে। সে শুদ্ধবাদী। ধ্বংস কখনোই কাম্য ছিল না তার কাছে। সে শুধু সব কাজ সোজা করে দিতে চায়। -।বার গোপনীয়তা রক্ষার ইচ্ছাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তখন। কিন্তু ডাটাব্যাঙ্কের সব তথ্য ডিলিট করার মত কাজ করতে পারে না সে কখনোই।

তাকায় সুসান কমান্ডারের দিকে। পড়ে ফেলতে পারে তার মনের কথা। স্ট্র্যাথমোর এখন শুধু তার ব্যাকডোরের আশায় হতাশ হয়নি, বরং খামখেয়ালির জন্য পুরো যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচে বড় ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে তারা তথ্যের দিক দিয়ে।

'কমান্ডার, এটা আপনার দোষ নয়। যদি টানকাডো মারা না যেত তাহলে আমাদের কথা বলার সুযোগ থাকত, আমরা দর কষাকষি করতে পারতাম। পরিস্থিতি বদলে গেছে।'

কিন্তু কমান্ডার ট্রেভর স্ট্র্যাথমোর কোন কথাতেই কান দিচ্ছে না। তার জীবনটা ধ্বসে গেছে। ত্রিশ বছর ধরে সে এ দেশের জন্য কাজ করল, এ মুহূর্ত হওয়া উচিত ছিল পৃথিবীর সবচে বড় এনক্রিপশন স্টান্ডার্ডের পিছনে দরজা রেখে দেশের জন্য চূড়ান্ত কাজ করার মুহূর্ত। কিন্তু তার বদলে এই বিদগ্ধ বিজয়ী ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির তথা দেশের সবচে গুরুত্বপূর্ণ ডাটাব্যাঙ্কে একটা ভাইরাস পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন আর কোন উপায় নেই। পুরো কাম্পিউটার বন্ধ করে দিতে হবে। মুছে ফেলতে হবে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বাইট তথ্য। শুধু আঙটিটা তাদের রক্ষা করতে পারত, আর ডেভিড যদি এখনো আঙটিটা না পেয়ে থাকে...

'ট্রান্সলেটারকে ব করতে হবে আমার।' নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে সুসান, 'সাবলেভেলে চলে যাচ্ছি। নামিয়ে দিচ্ছি সার্কিট ব্রেকার।'

'আমি করব কাজটা।'

'না। আমি যাচ্ছি।'

'ওকে। বটম ফ্লোর। ফ্রেয়ন পাম্পের পাশে।'

অর্ধেক পথ গিয়ে গলা ছাড়ল সুসান, 'কমান্ডার, খেলা শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের এখনো ধসিয়ে দেয়া যায়নি। ডেভিড যদি সময় মত আঙটিটা পেয়ে যায়, ডাটাব্যাঙ্ক রক্ষা করব আমার তখনি।'

কোন কথা বলল না স্ট্র্যাথমোর।

'ডাটাব্যাঙ্ককে কল করুন,' আদেশ করল সুসান, 'তাদেরকে জানিয়ে দিন ভাইরাসের কথাটা। আপনি এন এস এর ডেপুটি ডিরেক্টর! আপনি এ সংস্থার একজন কান্ডারি!'

ধীরে ধীরে চোখ তুলল স্ট্র্যাথমোর। যেন জীবনের আসল সিদ্ধান্তটা নিবে সে এখন। মন খারাপ করা একটা নড করল সে সুসানের দিকে তাকিয়ে।

শক্ত মনে অন্ধকারে চলে গেল সুসান।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৮৭

এক রাস্তায় চলে এসেছে ভেসপাটা। ভোর হয় হয়। রাস্তায় নেমে গেছে ব্যস্ত মানুষদের যানগুলো। নবযৌবনা সেভিল নতুন করে শুরু করছে তার কাজ। পাশ দিয়ে তরুণ কয়েকটা ছেলের ভ্যান চলে গেল ছুটে। বেকারের ভেসপাটাকে খেলনার মত লাগছে।

কোয়ার্টার মাইল দূরে, একটা ট্যাক্সি পাগলা ঘোড়ার মত এগিয়ে আসছে ঘাস মাড়িয়ে।

ফ্রিওয়ে মার্কারে চোখ পড়ল বেকারের সেভিলা সেন্ট্রো– ২ কিলোমিটার। ডাউনটাউনের আড়ালে একবার চলে যেতে পারলে একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, জানে সে। স্পিডোমিটারে ষাট কিলোমিটার গতি দেখাচ্ছে। বেরিয়ে যেতে আর দু মিনিট। জানে, এতটা সময় নেই হাতে। পিছনে কোথাও ট্যাক্সিটা গতি বাড়াচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। সামনে ডাউনটাউনের বর্ণিল আলো। আশা একটাই, জীবিত অবস্থায় সেখানে যেতে পারলেই হল।

অর্ধেক পথ পেরিয়ে যাবার পর পিছনে ধাতব কর্কষ আওয়াজ উঠল। এগিয়ে আসছে ক্যাবটা। এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে বেকার। একটা গুলির আওয়াজ উঠল পিছন থেকে। সাপের মত একেবেকে গুলি কাটানোর চেষ্টা তার। কোন কাজে আসবে না। তিনশ গজ দূরে এক্সিট চলে এসেছে যখন মাত্র কয়েক গাড়ি দূরে আছে ট্যাক্সিটা। মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময়। হয় তাকে পিষে মারা হবে, নয়ত নামিয়ে ফেলা হবে গুলি করে। যে কোন সম্ভাব্য পথের জন্য আশপাশে তাকায় সে। দু পাশেই উচু পাড়।

আরো একটা গুলি ছুটে এল। সিদ্ধান্ত নিল বেকার।

রাবার আর ধাতুর ঘর্ষণের আওয়াজ তুলে ডানে মোড় নিল পাগলের মত। উঠে গেল একপাশে। মাটি কামড়ে এগিয়ে যাবার জন্য ঘরঘর করছে দুর্বল ইঞ্জিন। পিছনে তাকানোর সাহস নেই। বেকার জানে, যে কোন মুহূর্তে থেমে যাবে ট্যাক্সি। তারপর আয়েশ করে পাখির মত শিকার করা হবে তাকে।

কিন্তু বুলেট ছুটে এল না।

মাটিতে ঠাসা পাহাড় সামনে। সেটার উপর দিয়েই উঠে যাচ্ছে বাইক। যে কোন মুহূর্তে গুলি ছুটে আসতে পারত। কিন্তু উপরে উঠেই চোখ ধাধিয়ে গেল বেকারের। সামনে আলোকিত, তারায় ভরা আকাশের মত দেখা দিয়েছে সেন্ট্রো। সেভিল মহানগর। নেমে যাবার সময় গতি ফিরে পেল ভেসপা। এ্যাভিন্যু লুই মন্টেটো দ্রুত চলে আসছে টায়ারের নিচে। বা পাশ দিয়ে ছুটে গেল সকার স্টেডিয়াম।

একেবারে পরিষ্কার পথে দাঁড়িয়ে আছে সে।

এরপরই আবার পরিচিত ধাতব শব্দটা শুনতে পেল। একশো গজ দূরে এগিয়ে আসছে ট্যাক্সি। লুই মন্টেটোতে পড়েই খ্যাপা ষাড়ের মত এগিয়ে এল তার দিকে।

বেকার জানে, আতঙ্কের একটা ধারা বয়ে যাবার কথা শরীর বেয়ে। তেমন কিছুই হল না। জানে কোথায় যাচ্ছে। চট করে মোড় নিল মেনেন্দেজ প্লোয়োতে। চিকন ওয়ান ওয়েটা চলে গেছে ব্যারিও সান্তা ক্রুজের দিকে।

আর একটু, ভাবে সে।

ট্যাক্সিটা আরো এগিয়ে আসছে জোরে জোরে শব্দ করতে করতে। সান্তা ক্রুজের চিকন রাস্তা ধরে আসছে ট্যাক্সি। সাইড মিরর ভেঙে গেছে দু পাশে আচড় খেয়ে। বেকার জানে, জিতেছে সে। সান্তা ক্রুজ সেভিলের সবচে প্রাচীন রাস্তা। বিল্ডিংগুলোর মধ্যে কোন ফাকা নেই। রোমান শাসনামলে বানানো চিকন চিকন পায়ে চলা পথ আছে শুধু। এই চিকন পথে একবার হারিয়ে গিয়েছিল বেকার। কয়েক ঘন্টার জন্য।

সামনে উঠে এল সেভিলে একাদশ শতকের গথিক ক্যাথেড্রাল। দেয়ালের মত। তার পাশেই গেরাল্ডা টায়ার উঠে গেছে সোজা চারশ উনিশ ফুট উপরে। এই হল সান্তা ক্রুজ। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্যাথেড্রালের এলাকা। সেভিলের সবচে পুরনো সবচে ধার্মিক ক্যাথলিক পরিবারগুলো এখনো এখানে বাস করে।

পাথুরে স্কয়ারে গাড়ি চালিয়ে দিল বেকার। একটা গুলি এগিয়ে এল এবার। অনেক দেরিতে। বেকার আর তার মোটরসাইকেল একটা চিকন পথ ধরে বেরিয়ে গেছে।

ক্যালিটা ডি লা ভার্জেন।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৮৮

চিকন প্যাসেজওয়েতে ভেসপার ম্লান হেডলাইটের আলো পড়ছে। মুখ খিচিয়ে খিস্তি করছে যেন আদ্যিকালের ভবনগুলো। চুনকাম্ করা বিল্ডিংগুলোর সরু গলিপথ ধরে ভ্যাটভ্যাট শব্দ করতে করতে ছুটেছে ঝরঝরে বাইকটা। সান্তা ক্রুজের লোকগুলোকে রোববারের সকালে অযাচিত আওয়াজ তুলে ঘুম ভাঙানোর পায়তাড়া কষছে যেন।

ত্রিশ মিনিটও হয়নি এয়ারপোর্ট ছেড়েছে বেকার। ভেবে পায় না কে তাকে খুন করতে চায়। এই আঙটির রহস্যটা কী? এন এস এর লিয়ারজেট কোথায়?

স্টলে মেগানের লাশটা পড়ে থাকার কথা মনে হল তার। কোত্থেকে যেন ঘৃণার একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল তার উপর।

গোলকধাঁধায় ভরা সরু পথের সান্তা ক্রুজে এলোমেলো চলছে বেকার। কোথায় গিরাল্ডার টাওয়ার সেটা দেখে এগিয়ে যাবে। কিন্তু আশপাশের ঘন সন্নিবিষ্ট ভবনগুলো এত উচু যে উপরে এক চিলতে আকাশ ছাড়া কিছু দেখা যায় না।

খুনি এখন কোথায়? পায়ে হাটা দেয়নি তো? যদি তাই হয়, আওয়াজ তোলা ভেসপাটা খুবই সহজ টার্গেট। এখন একটাই সুবিধা। স্পিড। অপর প্রান্তে যেতে হবে যত দ্রুত সম্ভব।

অনেক গলি তস্য গলি তস্য তস্য গলি পেরিয়ে বেকার অবাক হয়ে গেল। তিন মাথার মোড়ে চলে এসেছে। আগের মতই। একই জায়গায়। কোনদিকে যাবে ঠিক করার আগেই একটু কেশে নিয়ে থেমে গেল ইঞ্জিন। গ্যাস ইন্ডিকেটর ভ্যাসিও দেখাচ্ছে।

তারপর, একটা ছায়া উঠে এল তার পিছনে।

পৃথিবীর সবচে সেরা কম্পিউটারের নাম মানুষের মত। এক পলের মধ্যে ছায়ায় চশমার ওয়্যার দেখতে পেল সে। মেমোরি ঘেটে জেনে ফেলল এটাই সে লোক। উদ্বিগ্ন হল। সিদ্ধান্ত নিল, পালাতে হবে।

অকেজো বাইকটা নামিয়ে রেখে সর্বশক্তিতে একটা দৌড় দিল বেকার।

বেকারের কপাল মন্দ, হুলোহট এখন আর কোন চলন্ত ট্যাক্সিতে নেই। সে সলিড গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে তুলে আনল গানটা। আস্তে করে চাপ দিল ট্রিগারে।

গুলিটা লাগল বেকারের হিপে। প্রথমে মনে হল সাধারণ কোন মাসল পুল। পেশির খিঁচ। এরপর কোন অনুভূতি নেই। নেই ব্যথা বা বেদনা। হাত তুলে আনল বেকার সেখান থেকে। তাজা রক্ত।

সামনে সান্তা ক্রুজের অনন্ত গোলকধাঁধা। এগিয়ে চলছে বেকার অন্ধের মত।

হুলোহট ব্যর্থ হয়েছে। সে বুদ্ধিমান। মাথা লক্ষ্য করাই তার টার্গেট, কিন্তু চলন্ত অবস্থায় মাথা কষ্টকর। দৈর্ঘ আর প্রস্থের মাঝামাঝি অবস্থানটা বেছে নিয়েছে সে। হিপ। আয়েশ করে সেখানটায় একটা বুলেট নামিয়ে আনবে এমন সময় মোড় ঘুরল বেকার। একটুর জন্য মাঝামাঝি না লেগে পাশে লেগে গেছে। কিন্তু হুলোহটের অন্য উদ্দেশ্য সফল।

আনন্দ হচ্ছে তার। কেমন যেন আনন্দ। ইদুর বিড়াল খেলা চরম পর্যায়ে পৌছে গেছে।

সামনে ছুটছে বেকার অন্ধের মত। ঘুরছে, ছুটছে, পাক খাচ্ছে চড়কির মত। এড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিটা সোজা রাস্তা।

পিছনের পদশব্দটার যেন কোন অন্ত নেই।

ফাকা হয়ে গেছে বেকারের মন। কে সে, কে তাকে তাড়া করে ফিরছে– সব হারিয়ে গেছে মন থেকে। আছে শুধু অচেনা এক সচেতনতা। ব্যথা নেই। ভয় নেই। শুধু তাজা শক্তি।

মাথার পাশ দিয়ে একটা বুলেট ছুটে গিয়ে কাচকে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছে। মোড় নিল বেকার। আরেক গলি ধরল। টের পেল, সাহায্যের জন্য মুখ খুলেছে। বিড়বিড় করে সহায়তা চাইছে কারো কাছে। পিছনে পায়ের শব্দ। নিজের পায়ের নিচে পায়ের শব্দ। এ ছাড়া রোববার সকালের সান্তা ক্রুজ স্তব্ধ। একেবারে নিষ্ঠুরের মত স্তব্ধ।

এবার আস্তে আস্তে যেন আগুন ধরে গেল বেকারের একপাশে। ছুটছে সে। কোথায়, কেন, কীভাবে, জানে না। ছুটছে। সামনে হোয়াইটওয়াশ করা পথ। পথের দুপাশ কি রক্তিম?

কোন জানালা খোলা নেই। খোলা নেই একটা দরজা।

'সকোরো!' তার শব্দ বেরোয় না মুখ থেকে মোটেও। 'হেল্প!'

পথটা সরু হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। দু পাশে নির্মম বন্ধ দরজা। সরু। বন্ধ দরজা। আরো আরো সরু। পিছনের পদশব্দ এগিয়ে আসছে আরো আরো। সোজা পথে ছুটছে সে।

আচমকা পথটা উপরে উঠে যেতে শুরু করল। উঠছে বেকার। শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে। আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে সে।

এবং চলে এসেছে সে।

হঠাৎ দেখা গেল এটা কানাগলি। সামনে বিরাট উঁচু একটা দেয়াল। একটা কাঠের বেঞ্চি। আর কিছু নেই। চারপাশে তাকায় বেকার। তিনতলা ভবনগুলো দাঁড়িয়ে আছে দাঁতমুখ খিচিয়ে।

সামনে যাবার চেষ্টা করে সে। যায় কিছুটা। তারপর থেমে যায় হঠাৎ করে।

সিঁড়ির ধাপে একটা গড়ন দেখা দিল। লোকটা এগিয়ে আসছে বেকারের দিকে। সুস্থির পদক্ষেপে: হাতে একটা বিশাল গান। সূর্যের প্রথম আলোয় ঝিকিয়ে উঠল সেটার ব্যারেল।

চারপাশে আরেকবার তাকায় বেকার। তারপর ব্যথা করা পাশটায় হাত দেয়। হাত দিয়ে চোখের সামনে এনে বুঝতে পারে, রক্ত পড়ছে। রক্ত কেন পড়ছে মনে করতে পারে না। হাতেই এনসেই টানকাডোর আঙটিটা। মনে ছিল না এটা হাতেই পরা ছিল। কেন সেভিলে এসেছে সে, মনে পড়ছে না কিছুতেই। একটা গড়ন এগিয়ে আসছে আরো আরো কাছে।

আঙটির দিকে তাকায় বেকার। এজন্যই কি মেগানকে জীবন দিতে হল? এটার জন্যই কি তাকেও হারাতে হবে এ জীবনটা?

এগিয়ে আসছে আরো গড়নটা। চারপাশে বোবা দেয়াল। দু পাশে সামান্য কয়েকটা গেট। সাহায্যের জন্য ডাক ছাড়ার আর সময় নেই।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল বেকার। আস্তে আস্তে নিচু হয়ে যাচ্ছে। পুরো অতীতের সবটুকু উঠে আসছে একে একে... তার বাল্যকাল, বাবা-মা... সুসান।

ওহ্ গড! সুসান!

সেই ছেলেবেলার পর প্রথমবারের মত প্রার্থনা করল ডেভিড বেকার। মারা যাবার হাত থেকে বাঁচার জন্য নয়। ভোজবাজিতে বিশ্বাস করে না সে। বরং প্রার্থনা এমন এক মেয়ের জন্য যাকে সে পিছনে ফেলে রেখে এসেছে। সে যেন মনে রাখে ভালবাসা পেয়েছিল কারো কাছ থেকে। ভালবাসা হয়েছে তাকে।

চোখ বন্ধ করল সে। স্মৃতিগুলো ঝড়ের বেগে চলে আসছে মনের গহীন থেকে। ডিপার্টমেন্টের কাজ আর ইউনিভার্সিটির ঝক্কি ঝামেলা নিয়ে, পড়ালেখা নিয়ে জীবনের নব্বইভাগ সময় কাটিয়েছে সে, সেসব এল না মোটেও।

তার সাথে থাকার স্মৃতিগুলো উঠে আসছে। সামান্য সব স্মৃতি। চপস্টিক বানাতে সাহায্য করছে, খুনসুটি করছে শুধুশুধু...

আই লাভ ইউ... চিরদিনের জন্য...

যেন জীবনের সমস্ত প্রতিরোধ, সমস্ত বাধা, সবটুকু ক্ষমতা চলে গেছে। নিঃশেষ হয়ে গেছে। নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে ঈশ্বরের সামনে। আমি একজন মানুষ। ভাবে সে।

চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ওয়্যার রিম পরা লোকটা। কাছেই কোথাও একটা ঘন্টি বাজতে শুরু করল। বেকার অন্ধকারে এমন এক শব্দের জন্য অপেক্ষা করছে যেটা তাকে শেষ করে দিবে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৮৯

সকালের সূর্য উঠে এসেছে স্পেনের উচু উচু ছাদের উপরে আলো ছড়াতে ছড়াতে। গিরাল্ডার ঘন্টা গমগমে ধ্বনি তুলল। এর জন্যই অপেক্ষা। হুটহাট খুলে গেল প্রাচীন নগরীর দরজাগুলো। বেরিয়ে এল মানুষ সপরিবারে। ছোট ছোট সব গলিপথে। মুখরিত হয়ে উঠল জায়গাটা।

যেন বিশাল কোন হৃদপিন্ড এ পুরনো নগরী। এর শিরা-উপশিরা গলিপথগুলো। মানুষ রক্তকণিকা। ছুটে যাচ্ছে সবাই যেন। ছুটে যাচ্ছে সান্তা ক্রুজের লোকজন তাদের আরাধ্যের কাছে। ধার্মিক মানুষের পদধ্বণিতে কল্লোলিত চারপাশ।

বেকারের মনের কোন অচেনা কুঠুরিতে যেন বেজে যাচ্ছে একটা ঘন্টা। মারা গেছি আমি? চোখ খুলল সে। প্রথম আলোয় নেয়ে গেল চোখ। জানে, কোথায় আছে সে। চারপাশে চোখ বুলায়। নেই। কোথাও নেই ওয়্যার রিমের খুনি। অবাক কান্ড, চারপাশে মানুষ নেমে আসছে। সুন্দর পোশাকে আবৃত। হাসছে। কথা বলছে প্রাণ খুলে।

গলির শেষ মাথায় হুলোহট আপন ভাগ্যকে অভিশাপ দেয়ায় ব্যস্ত। প্রথমে দুজন বেরিয়ে এল। জানে, সরে যাবে তারা। কিন্তু কিছুই হল না। ঘন্টা বাজছে ঢং ঢং। আরো দুজন এল। কথা বলছে তারা নিজেদের মধ্যে। তারপর আরো মানুষ বেরিয়ে এল। এবার আর হাল ছেড়ে দেয়ার সময় নেই। বাড়তে থাকা মানুষের ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় সে ডেভিড বেকারের কাছে।

এগিয়ে যায় সে সবাইকে ছাড়িয়ে। চারপাশে গিজগিজে মানুষ। সবাই কালো পোশাকে আবৃত। সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে শিকারের কাছে। কাজ শেষ করতে হবে তাকে। তারপর কী হয় সেসব নিয়ে কোন পরোয়া নেই তার।

অস্ত্র উদ্যত করে গিয়েই অবাক হয়ে গেল।

নেই। ডেভিড বেকার নেই।

মানুষেব সাথে চলছে বেকার। ফলো দ্য ক্রাউড। তারা জানে বেরুবার পথটা কোন দিকে। গলি প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে। আরো আরো মানুষ বেরিয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে।

boiRboi

উচ্চকিত হচ্ছে ঘন্টাধ্বনি।

বেকারের পাশটা এখনো জ্বলছে কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে কোন এক অজানা কারণে। তার পিছনে কোথাও এক লোক গান নিয়ে এগিয়ে আসছে দ্রুত।

চার্চে যেতে থাকা মানুষের ভিড়ে মাথা নিচু করে চলছে বেকার। আর বেশি দূর নয়, টের পায় সে। মানুষের গভীরতা বেড়ে যাচ্ছে। এখন আর পথটা ছোট গলি নেই। মূল নদী যেন। তারপর হঠাৎ চোখের সামনে দেখা গেল গিরাল্ডা টাওয়ার।

সবাই যাচ্ছে চার্চের কাছে। ম্যাথিয়ুস গিগোর দিকে যাবার ইচ্ছা তার। কিন্তু ফাদে পড়ে গেছে সে। সবার কাধে কাধ। পায়ে পা। স্পেনিয়ার্ডদের সাথে বাকি পৃথিবীর একটা তফাৎ আছে। তারা ভিড়ে কাছাকাছি হয়ে যেতে পছন্দ করে।

বেকার দুজন ইয়া মোটা মহিলার চাপে পড়ে ভর্তা হয়ে যাচ্ছে। দুজনের চোখই বন্ধ। মানুষ তাদের ঠেলে নিয়ে যাবে, এ সহজ ব্যাপারটা মেনে নিয়েই হাল ছেড়ে আয়েশ করছে তারা।

বিশাল পাথুরে স্কয়ারটার কাছে চলে আসার পর বেকার আবার বায়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্রোত এখানে আরো উত্তাল। সবাই প্রত্যাশায় এগিয়ে যাচ্ছে স্রষ্টার কাছে। চোখ বন্ধ অনেকেরই। প্রার্থনা করছে। আবার ঠেলে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে সে। কিন্তু কোন কাজে আসবে না। তীব্র পাহাড়ি স্রোতের বিপরীতে সাতার কাটার চেষ্টা করার কোন মানে আছে কি?

ডেভিড বেকার হঠাৎ বুঝতে পারে সে গির্জায় যাচ্ছে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৯০

ক্রিপ্টোর সাইরেন এখনো জ্বলছে। স্ট্র্যাথমোরের কোন ধারণা নেই কতক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে সুসান। ট্রান্সলেটার যেন তাকে অভিশাপ দিচ্ছে এই অন্ধকারেও।

সেইসাথে বলে চলেছে, তুমি বেঁচে গেছ... বেঁচে গেছ তুমি...

হ্যা, বেঁচে গেছি আমি। কিন্তু সম্মানহীনতায় বেঁচে থেকে কী লাভ?

এবং সম্মানহানির সম্ভাবনাই প্রকট। সে ডিরেক্টরের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে তথ্য। দেশের প্রধান ডাটাব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছে একটা ভাইরাস। এখন, সারা জীবন দেশপ্রেমিকের মত কাজ করে শেষ বেলায় দুর্নাম নিয়ে নেমে যেতে সায় দেয় না মন।

আমি বেঁচে গেছি... ভাবে সে।

তুমি একটা মিথ্যুক... মনেরই আরেক অংশ জানান দেয় সাথে সাথে।

কথা সত্যি। সে মিথ্যাবাদী। অনেকের সাথেই সে সততা ঠিক রাখেনি। সুসান ফ্লেচার তাদের একজন। অনেক ব্যাপারেই জানায়নি সে। কিন্তু সেসব নিয়ে অকল্পনীয় লজ্জায় নুয়ে পড়ছে এখন।

অনেক অনেক বছর ধরে স্ট্র্যাথমোরের স্বপ্নে শয়নে সুসান ফ্লেচারের নাম। অনেক দিন ধরে সে সুসানের জন্য ঘুমের মধ্যেই কেঁদে উঠেছে। সে কথা কাউকে জানানো যায় না। জানানো যায়নি। আর কোন মেয়ের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা আর গুণের এমন সমাহার দেখেনি সে কোনদিন।

তার স্ত্রী অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু সুসানকে দেখে হাল ছেড়ে দিতে দেরি করেনি। বেভ স্ট্র্যাথমোর কখনোই স্বামীকে দোষারোপ করত না। ব্যথাটাকে ভিতরে রাখার চেষ্টা করত সে। কিন্তু আজকাল ব্যাপারটা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জানিয়েছে সে, বিবাহিত জীবনের ইতি এখানেই। অন্য কোন মহিলার ছায়ায় বাকি জীবন কাটানোর কোন মানে হয় না।

আস্তে আস্তে সাইরেনের শব্দ স্ট্র্যাথমোরকে টেনে তোলে কল্পনার ভুবন থেকে। পথ খুজছে তার মন। একটা মাত্র পথ বাকি। একটা মাত্র বিকল্প।

কি বোর্ডে চোখ রেখে স্ট্র্যাথমোর টাইপ করতে লাগল। মনিটরটা ঘুরিয়ে লেখা পরখ করার মত ধৈর্য নেই তার। আঙুল চলছে ধীর গতিতে। সুস্পষ্টভাবে।

প্রিয়তম বন্ধুরা, আমি আজ আমার জীবন নিয়ে নিচ্ছি...

এভাবেই কোন প্রশ্ন উঠবে না। কেউ তাকে দোষ দিবে না। সে এ পৃথিবীর কোন জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়বে না। মনের কথাগুলো আর বেরিয়ে পড়বে না কিছুতেই। হয়ত মারা যাবে... কিন্তু আর কোন প্রাণ নেয়ার মানে হয় না।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৯১

ক্যাথেড্রালে সব সময় অন্ধকার রাত নেমে থাকে। উপরে অনেক উচুতে ছাদ, চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রানাইটের দেয়াল। জায়গাটাকে আলোকিত করার মত বাতি পাওয়া সহজ কথা নয়। একটা মাত্র কাচ আছে। উপর থেকে আলো টেনে আনছে লাল আর নীলে।

ইউরোপের আর সব বড় বড় প্রাচীন ক্যাথেড্রালের মত সেভিল ক্যাথেড্রালও ক্রসের আকারে বানানো। ডানে আর বামে কনফেশনাল, স্যাঙচুয়ারি আর বাড়তি সিট।

একটা রশি দিয়ে ভিতর থেকে বাজানো হচ্ছে ঘন্টাটা। গম্ভীর আওয়াজ ধাক্কা খায় দেয়ালে দেয়ালে। বেকারের ধন্যবাদ জানানোর মত অনেক ব্যাপার আছে। এখনো শ্বাস নিচ্ছে সে। এখনো বেঁচে আছে। সত্যি এ অলৌকিক ব্যাপার।

প্রিস্ট ওপেনিং প্রেয়ারের জন্য তৈরি হচ্ছে। আশপাশ পরীক্ষা করে নিল বেকার। শার্টে লাল ছোপ আছে। থাকারই কথা। রক্ত পড়ছে না তাতেই বাঁচোয়া। খুব বড় কোন চোট লাগেনি, ধারণা করে সে।

পিছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজা। জানে বেকার, সে ফাদে পড়ে গেছে, যদি ফলো করা হয়ে থাকে। আগের দিনের স্প্যানিশ চার্চগুলোকে বানানো হয়েছিল দুর্গের মত করে। মুরিশ মুসলিমদের হাত থেকে রক্ষার এক একটা কেল্লা হিসাবে। সেখানে একাধিক দরজা নেই।

বাইশ ফুটি দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। বেকার বন্ধ হয়ে আছে ঈশ্বরের ঘরে। চোখ বন্ধ করল সে। মাথা গুজে থাকল পিউতে। পুরো ভবনে সেই একমাত্র মানুষ যার কালো পোশাক নেই।

কোথাও কণ্ঠ উচ্চকিত হল।

চার্চের পিছনে একটা গড়ন পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে সামনে আসছে। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার আগ মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে একটা ছায়ামূর্তি ঢুকে পড়েছিল। ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে আসছে সে। নিজের প্রতি একটা বাকা হাসি উপহার দিল সে। শিকারটা মজাদার হবে। বেকার এখানেই আছে... আমি অনুভব করছি তাকে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে সে একটা একটা করে বেঞ্চি। মরার জন্য ভাল জায়গা। ভাবে সে। আমিও যেন এমন কোথাও মারা যাই।

ঠান্ডা মেঝেতে হাটু ঠেকিয়ে বেকার নেমে আসে আরো নিচে। মাথা আরো নিচু করা। পাশের লোকটা বিরক্ত হয়ে তাকাচ্ছে। ঈশ্বরের ঘরে এমন বিচিত্র কাজ করা কি ঠিক?

'এনফার্মো।' ক্ষমা চাইল বেকার, 'অসুস্থ।'

বেকার জানে, নিচু হয়ে থাকতে হবে। পাশের বেঞ্চিতে একটা পরিচিত নড়াচড়া টের পেল সে। এই সে লোক। চলে এসেছে এখানেও।

জানে সে, খাকি কোটটা একেবারে স্পষ্ট দেখা যাবে কালোর রাজ্যে। খুলে ফেললেও রক্ষা নেই। সাদা অক্সফোর্ড শার্ট আরো প্রকট করে তুলবে ব্যাপারটা।

পাশের লোকটা তাকাল তার দিকে, 'ট্যুরিস্টা! আমি কি কোন ডাক্তার ডেকে আনব?'

'নো। গ্রাসিয়াস। এস্টো বিয়েন।'

লোকটা চোখ কটমট করে তাকাল, 'তাহলে উঠে বসুন!'

প্রোটেস্টান্টরা বলে বেড়ায় ক্যাথলিকরা লম্বা কাজে বেশি আগ্রহী। কথাটা যেন সত্যি হয়। কতক্ষণ চলবে অনুষ্ঠান? শেষ হলেই উঠে দাঁড়াতে হবে। আর সবাইকে বের হতে দিতে হবে। খাকিতে সে শেষ!

হাইম গাওয়া হচ্ছে এখন চার্চে। বুড়ো লোকটা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। পা নামিয়ে রাখতে রাখতে ব্যথা ধরে গেছে। ধৈর্য ধর... বলল সে নিজেকেই, ধৈর্য ধর!

পায়ের ধাক্কা খেয়ে চোখ তুলল বেকার। পুরোদস্তুর লাথি বলা যায় সেটাকে। ছুচোমুখো এক লোক দাঁড়িয়ে আছে।

সে চলে যেতে চাচ্ছে? দাঁড়াতে হবে আমাকে!

ইশারা করল সে ডিঙিয়ে যেতে। লোকটা রাগে ব্লেজারের কোণা ধরে একটা ঝাকি দিল। দেখল বেকার, পাশ থেকে অন্যেরাও উঠে গেছে। সারির অন্য সবাই অপেক্ষা করছে তার উঠে যাবার জন্য।

শেষ! কী করে সম্ভব! এইমাত্র শুরু হল ব্যাপারটা!

তারপর সব স্পষ্ট হয়ে গেল।

স্প্যানিয়ার্ডরা আগে কম্যুনিয়ন করে!

boiRboi.net

অধ্যায় : ৯২

সাবলেভেলে নেমে যাচ্ছে সুসান। মাথার উপর দু সেকেন্ড সময় নিয়ে নিয়ে জ্বলছে ওয়ার্নিং লাইট। চারপাশে থিকথিকে ধোয়া, বাষ্প। বাষ্প উঠছে ট্রান্সলেটারের গায়ের সবদিক থেকে। পায়ের তলা পিচ্ছিল। তিনতলা নিচে কোথাও সার্কিট ব্রেকারটা আছে।

উপরে বেরেটা হাতে নিয়ে নিয়েছে স্ট্র্যাথমোর। মেসেজ লেখা হয়ে গেছে। এখন শুয়ে পড়ার পালা। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে, শুয়ে পড়ল। শুয়ে চিন্তা করছে সে, কাজটা কাপুরুষের মত হয়ে যাচ্ছে। সব কথা মনে পড়ল তাব। স্পেনের কথা, ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের কথা, পরিকল্পনার কথা– সব।

অনেক বেশি মিথ্যা বলে ফেলেছে সে। এটাই বাঁচার একমাত্র পথ... লজ্জার হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার একমাত্র পথ। অস্ত্রটাকে ধীরে তাক করে সে দিকে। তারপর টেনে দেয় ট্রিগার।

গুলির শব্দ শুনতে পায় সুসান মাত্র ছ ধাপ নামার পরই। ভিতরের গুমগুমে আওয়াজে ঢাকা পড়ে যায় শব্দটা। তবু সুসান কখনো টিভি ছাড়া কোথাও গুলির শব্দ না শুনলেও ঠিক ঠিক বুঝে ফেলে ব্যাপারটা।

মুহুর্তে পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায় তার চোখে। কমান্ডারের স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের সাথে ডাটাব্যাঙ্কের দুঃস্বপ্নের জন্ম– কমান্ডার! নো!

থমকে গেছে মন। এখন কী করতে হবে? সামনে চলতে হবে। কিন্তু পা চলছে না।

কমান্ডার!

এক মুহূর্ত পর টের পায় সে, সিড়ি ভেঙে উঠে যাচ্ছে উপরে। কী বিপদ থাকতে পারে তা ভাবছে না মোটেও।

গনগনে নরক থেকে উঠে এল যেন সে। ক্রিপ্টো ফ্লোর এখনো অন্ধকার।

সুসান নিজেকে অভিশাপ দেয় বেরেটা স্ট্র্যাথমোরের কাছে রেখে যাবার জন্য। সেই করেছে ভুলটা। নাকি বেরেটা রাখা ছিল নড থ্রি তে? তাকায় সে নড থ্রির

boiRboi.net

দিকে। মনিটরের ম্লান আলোয় দেখা যাচ্ছে একেবারে নিথর পড়ে থাকা হেলকে। স্ট্র্যাথমোরের কোন চিহ্ন নেই। আতঙ্কিত হয়ে অফিসের দিকে ছুটল সে।

তারপর নড থ্রির কী একটা ব্যাপার বুঝতে না পেরে আবার এগিয়ে গেল হেলের দিকে। গ্রেগ হেল পড়ে আছে নিথর হয়েই কিন্তু কিছু একটা অন্যরকম।

হাত দুটা মমির মত পড়ে নেই দু পাশে। সেগুলো উঠে গেছে মাথার উপর। সেখানে একটা জিনিস ধরা।

কী ধরা পরীক্ষা করতে গিয়ে পিলে চমকে গেল সুসানের। বেরেটা।

তাহলে সে অস্ত্রটা রেখে গিয়েছিল কাউচের উপর?

'হেল? হ্যালো?'

কোন জবাব নেই।

আরো কাছে এসে বাকি ব্যাপারটা বুঝল সুসান। হেলের মাথার চারপাশে কালচে কী যেন। আর মাথায় একটা গর্ত।

রক্তে ভেসে গেছে নড থ্রির কার্পেট।

আতঙ্কে ঠিকরে বেরুতে চায় তার চোখ দুটা। তাকিয়ে থাকে সে হেলের দিকে। সে এ কাজ করবে এমন আশা করাও দুষ্কর। হঠাৎ কেন যেন তার মনে পড়ল গ্রেগ হেল কখনো আত্মহত্যা করতে পারে না।

এরপরই চোখটা চলে গেল পাশে রাখা একটা নোটের দিকে।

প্রিয়তম বন্ধুরা, নিচের পাপগুলোর জন্য আমি আজ আমার জীবনহরণ করছি...

সব কথা আছে সেখানে। নর্থ ডাকোটার না থাকার কথা, এসনেই টানকাডোকে খুন করার জন্য মার্সেনারি ভাড়া করার কথা, আঙটি চুরি, ফিল চার্ট্রাকিয়ানকে খুনের দায়, ডিজিটাল ফোর্ট্রেস বিক্রি করার দায়।

এবং সবার শেষে যে কথা লেখা তা বিশ্বাস্য নয়।

তাকিয়ে থাকে সুসান।

সর্বোপরি, আমি ডেভিড বেকারের ব্যাপারেও দুঃখিত। ক্ষমা করে দিও আমাকে। ক্ষমতার খোজে আমি একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

হেলের শরীরের পাশে কাঁপছে সুসান। পিছনে কে যেন এসে দাঁড়াল।

'ওহ্ মাই গড!' বলল গড়নটা, 'কী হয়েছে?'

অধ্যায় : ৯৩

কম্যুনিয়ন।

হুলোহট মুহূর্তে দেখে ফেলে বেকারকে। খাকি ব্লেজারটা মিস করার কোন কারণই নেই। একপাশে রক্তের একটু ছোপ। সে জানে, শিকার ফাদে আটকা পড়ে গেছে। হি'জ এ ডেড ম্যান!

হাতের আঙুলে টিপে টিপে তার আমেরিকান কন্ট্যাক্টকে জানাতে চায় সুসংবাদটা। শীঘ্রি। খুব শীঘ্রি।

সবার সাথে চার্চ ছাড়বে না সে। শিকার একেবারে ফাদে পড়ে গেছে। এখন শুধু সাইলেন্সারের উপর ভরসা। এত বেশি শান্ত সাইলেন্সার দুনিয়ায় পাওয়া যাবে না। ভদ্রোচিত একটা কাশি দেয় সেটা। যে কোন শিকারকে যে কোন ভিড়ে নিমিষে হাওয়া করে দেয়া যাবে।

বেশি আগ্রহে এগিয়ে যায় হুলোহট। কিন্তু সুস্পষ্ট নিয়ম আছে। মাত্র দুটা লাইন।

নড়ছে এখনো হুলোহট। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। জ্যাকেটের পকেটে রাখা রিভলভারের স্পর্শ নেয় আঙুল ঠেকিয়ে। চলে এসেছে মুহূর্তটা। এ পর্যন্ত ডেভিড বেকার যতটা ভাগ্যের হাতে পড়ে বেঁচে গেছে এতটা আশা করাও অন্যায়।

খাকি ব্লেজারটা মাত্র দশজন মানুষের সামনে। সামনে মুখ করে আছে। মাথা নামানো।

পিছনে চলে যাবে সে। তারপর পিছন থেকেই গুলি ছুড়বে দুটা। চট করে এগিয়ে যাবে। ধরবে এভাবে, যেন কোন বন্ধু। নামিয়ে আনবে পিউর উপর। সে ফাকে হাতের কাছে চলে যাবে আঙুল। খুলে ফেলবে আঙটি। এমন একটা ভাব করবে, যেন সাহায্যের জন্য বাইরে যাচ্ছে। চলে যাবে। একটুও সন্দেহ করবে না কেউ।

পাঁচজন... চারজন... তিনজন...

পকেট থেকে রিভলভারটা বের করল হুলোহট। নামিয়ে রাখছে নিচে। হিপ লেভেল থেকে বেকারের স্পাইনে গুলি করতে পারে। এ পথে হার্টে যাবার আগে লাঙ কিম্বা স্পাইনে আঘাত হানবে গুলি। যদি হার্ট মিস হয়ে যায় তবুও মারা যাবে

বেকার। ফুসফুস মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হবে। পৃথিবীর অনেক অগ্রসর দেশগুলোয় হয়ত তেমন গুরুতর সমস্যা নয়, কিন্তু স্পেনে, সমস্যা।

দুজন... এক।

হুলোহট পৌঁছে গেছে গন্তব্যে। নর্তকের মত ডানে চলে এল সে মুহূর্তে। খাকি ব্লেজারের কাধে হাত রাখল। লক্ষস্থির করল... গুলি করল পর পর দুটা।

মুহূর্তে শরীরটা স্থির হয়ে গেল। এরপর পড়ে যাচ্ছে। হাতের উপর নিয়ে নিল হুলোহট শরীরটাকে। এক মুহূর্তে শরীরটা শুইয়ে দিল পিউর উপরে। চার্চের বেঞ্চ দিয়ে রক্ত চুইয়ে নিচে পড়বে। কেউ বুঝতে পারবে না প্রথমে। আশপাশের লোকজন চোখ তুলে তাকাল। কোন নজর নেই হুলোহটের। সে এক মুহূর্তে চলে যেতে পারে।

লোকটার প্রাণহীন হাত তুলে নিল সে। আঙটিটার খোজে হাতড়াচ্ছে। কোন কিছু নেই। আবার হাতড়াল সে। খালি। লোকটাকে রাগে নিজের দিকে সরিয়ে আনে হুলোহট। চেহারাটা ডেভিড বেকারের নয়।

রাফায়েল ডি লা মাজা, সেভিলের এক ব্যাঙ্কার, মারা গেল সাথে সাথে। এখনো তার হাতে ধরা পঞ্চাশ হাজার পেসেতা ধরা। আমেরিকান লোকটা সস্তা কালো কোটের জন্য দিয়েছিল টাকাটা।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৯৪

মিজ মিস্কেন কনফারেন্স রুমের জলরঙের ছবির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। কোন মরার কাজ করছে ফন্টেইন? পেপার কাপটা তুলে নিল সে। ফেলে দিল ট্র্যাশ ক্যানে।

ক্রিপ্টোতে কিছু একটা ঘটছে! আই ক্যান ফিল ইট! নিজেকে সত্যি প্রমাণ করার একটা মাত্র পথ বাকি এখন। নিজে চলে যেতে হবে। প্রয়োজনে ডাকা যাবে জাব্বাকে। হিলে শব্দ তুলে চলে গেল সে দরজার কাছে।

কোত্থেকে যেন হাজির হল ব্রিঙ্কারহফ, 'যাচ্ছ কোথায়?'

'বাসায়।'

পথ করে দিল না ব্রিঙ্কারহফ।

মিজ তাকাল, 'ফন্টেইন বলেছে তোমাকে আমি যেন বেরিয়ে যেতে না পারি, তাই না?'

অন্যদিকে তাকায় ব্রিঙ্কারহফ।

'চ্যাড, আমি বলে রাখছি তোমাকে– ক্রিপ্টোতে কিছু একটা ঘটছে। বড় ধরনের কিছু একটা। জানি না কেন ফন্টেইন একেবারে চুপ মেরে আছে, কিন্তু ট্রান্সলেটারের কপাল খারাপ। সেখানে আজ রাতে কিছু একটা ভাল হচ্ছে না!'

'মিজ,' বলল ব্রিঙ্কারহফ বিজ্ঞের মত, 'ডিরেক্টরকে ব্যাপারটা হ্যান্ডল করতে দাও।'

'তোমার কোন ধারণা আছে ট্রান্সলেটারের কুলিং সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেলে কী ঘটবে?'

শ্রাগ করল ব্রিঙ্কারহফ। চলে গেল জানালার দিকে। 'পাওয়ার যে কোন সময় চলে আসবে।'

সরিয়ে ফেলল পর্দাটা।

'এখনো অন্ধকার?'

কোন জবাব দিল না ব্রিঙ্কারহফ এবারো। একেবারে চুপ মেরে গেছে সে। নিচে আজব এক দৃশ্য দেখেছে। পুরো ক্রিপ্টো ডোমে এ্যাম্বুলেন্সের মত আলো ঘুরছে। উঠে এসেছে ঘুরন্ত বাষ্প।

আতঙ্কের একটা শিহরন বয়ে গেল পি এর শরীরে, ছুটল সে সামনে, 'ডিরেক্টর! ডিরেক্টর!'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৯৫

দ্য ব্লাড অব ক্রাইস্ট... দ্য কাপ অব স্যালভেশন...

চার্চের বেঞ্চে পড়ে থাকা দেহটার দিকে ঝুঁকে আসে আশপাশের লোকজন। ঘুরে যায় হুলোহট। সে এখানেই আছে। এখানেই কোথাও আছে। অল্টারের দিকে তাকায় সে।

ত্রিশ সারি সামনে পবিত্র কম্যুনিয়ন চলছে। বিনা বাধায়। পাদ্রি গুস্থাভে হেরেরা, হেড ক্যাথলিক বেয়ারার, মাঝের দিকের নিরব জটলার দিকে তাকায় অবাক হয়ে। মাঝে মাঝেই বয়েসি লোকেরা দম হারিয়ে বসে পড়ে। কখনো তাদের আরো বিচিত্র সব অবস্থায় পড়তে হয়।

অন্যদিকে হুলোহট চারদিকে ছড়িয়ে ফেলছে তার দৃষ্টি পাগলের মত। কম্যুনিয়নের দিকে চলে গেছে শত লোক। বেকার তাদের মধ্যে আছে কিনা কে জানে! পঞ্চাশ গজ দূর থেকে গুলি করে বসতে আপত্তি নেই তার।

এল কুয়েৰ্পো ডি জিসাস। এল প্যান ডেল সিয়েলো।

বেকারকে কম্যুনিয়ন দেয়া তরুণ প্রিস্ট গররাজির একটা দৃষ্টি হানে বেকারের দিকে। লোকটার কম্যুনিয়ন নেয়ার অত্যুগ্র আগ্রহ দেখতে পায় সে, কিন্তু হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসার মানে কী!

মাথা বাউ করে ওয়েফারটা যথা সম্ভব ভালভাবে চিবিয়ে নেয় সে। পিছনে কিছু একটা ঘটছে, বুঝতে পারে। ঘাড় না ঘুরিয়েই আশা করে পোশাক বদলে নেয়া লোকটার উপর কোন দুর্ঘটনা যেন না নেমে আসবে না। আশা করে, খাকি প্যান্টটা দেখা যাবে না জ্যাকেটের জায়গাটুকু ছাড়িয়ে।

ভুল। দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট।

লোকজন ওয়াইন গিলে নিয়ে পথ করে দাঁড়াচ্ছে। কোন তাড়া নেই বেকারের। সে দাঁড়িয়ে থাকে স্থির। কিন্তু কম্যুনিয়নের জন্য দাঁড়িয়ে আছে দু হাজার মানুষ। প্রিস্ট মাত্র আটজন।

...লিস বেকারের পাশেই, যখন হুলোহট ধরে ফেলল খাকি প্যান্টের অস্তিত্ব।

... এয়া মুয়ের্টো!' হিসহিস করল লোকটা। 'তুমি এর মধ্যেই মারা গেছ।'

সেন্টার আইসলের দিকে এগিয়ে আসছে হুলোহট। পিছন থেকে দুটা গুলি। সে আঙটিটা পেয়ে যাবে। ম্যাথিয়ুস গ্যাগোতে সেভিলের সবচে বড় ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। মাত্র হাফ ব্লক দূরে।

হাত বাড়ায় সে অস্ত্রের জন্য।

এডিয়োস, সিনর বেকার...

লা স্যাঙ্গ্রে ডি ক্রিস্টো, লা কোপা ডি লা স্যালভেসিওন।

রেড ওয়াইনের ভুরভুরে গন্ধ নাকে এসে লাগছে। হাতে পলিশ করা রূপালি চ্যালিসটা নামিয়ে আনছে পাদ্রি হেরেরা। পান করার ক্ষেত্রে একটু আগেভাগেই নেমে পড়লাম দেখছি! ভাবে বেকার। ঝুকে আসে সামনে। কিন্তু রূপার গবলেটটা চোখের লেভেলে এসে সরে গেল। নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে। রূপার ঝকঝকে পাত্রে দেখা যায় একটা গড়ন তরিঘরি করে এগিয়ে আসছে সামনে।

ধাতুর একটা ঝলক দেখা যাচ্ছে। কোন এক অস্ত্র বের করা হয়েছে পিছনে কোথাও। মুহূর্তে সামনে আরো ঝুকে পড়ে গেল বেকার এক ধাক্কায়। ছলকে পড়ল মদ। পড়ে গেছে প্রিস্টও। সামনে একটু ছোটাছুটি পড়ে গেল। খক করে কাশল একটা সাইলেন্সার। পড়ে গেল বেকার। পাশেই মার্বেল খসিয়ে দিল বুলেট।

কী করবে ভেবে নেয়ার সময় নেই। সামনে ছুটল সে। একজন ক্লার্জি বেরিয়ে আসছিল সেখান দিয়ে, সম্ভবত সবাইকে আশীর্বাদ করার জন্য। কোন পরোয়া না করে এগিয়ে গেল সে সেদিকেই। পিছলে গেল মার্বেলের গায়ে। এরপর কাঠের ধাপ।

ব্যথা। দৌড়াচ্ছে বেকার ড্রেসিং রুম ধরে। জায়গাটা অন্ধকার। আইসল থেকে চিৎকার আসছে। পিছনে সশব্দ পদক্ষেপ। ডাবল ডোর পেরিয়ে কোন এক স্টাডিতে চলে এল সে। পালিশ করা মেহগনিতে সাজানো জায়গাটা। দূরের দেয়ালে বড়সড় ক্রুসিফিক্স ঝুলছে।

থেমে গেছে বেকার। ডেড এন্ড। ক্রসের কাছে চলে এসেছে সে। হুলোহট এগিয়ে আসছে দ্রুত। শব্দ পায় সে। ক্রুসিফিক্সের দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দেয় বেকার।

'গডড্যাম ইট!' চিৎকার করে ওঠে ক্ষোভে।

বা পাশে হঠাৎ কাচ ভাঙার শব্দ পেয়ে চড়কির মত ঘুরে যায় বেকার। লাল রোব পরা এক লোক আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বেকারের দিকে। মুখ মুছে নিয়ে হলি কম্যুনিয়নের জন্য রাখা মদের ভাঙা বোতলটা লুকানোর চেষ্টা করে পায়ের নিচে।

'সালিডা!' চিৎকার করে বেকার, 'সালিডা!' বেরুতে দিন আমাকে!

boiboi.net

কার্ডিনাল গুয়েরা সাথে সাথে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কথা শোনে। এক অকল্যানের প্রতিভূ ঢুকে পড়েছে তার পবিত্র স্টাডিতে। এখন বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে ঈশ্বরের ঘর থেকে। তাকে বের করে দেয়াই ভাল।

বা পাশের একটা পর্দার দিকে নির্দেশ করে ফ্যাকাশে কার্ডিনাল। সেই পর্দার পিছনে লুকিয়ে আছে একটা পথ। সে পথটা করে নিয়েছে তিন বছর আগে। বাইরের কান্ট্রিইয়ার্ডে চলে গেছে সেটা। সরাসরি। কার্ডিনাল চার্চের সামনের দরজা দিয়ে সাধারণ পাপীর মত প্রবেশ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৯৬

সুসান কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছে নড থ্রির একটা চেয়ারে। স্ট্র্যাথমোর তার পরনের কোটটা খুলে গায়ে দিয়ে দিয়েছে। বাইরে বিপদ সঙ্কেতের আলো।

পুকুরে যেভাবে শব্দ করে বরফ ফেটে যায়, সেভাবে শব্দ করল ট্রান্সলেটারের গা।

'পাওয়ার বন্ধ করে দেয়ার জন্য নিচে যাচ্ছি,' বলল স্ট্র্যাথমোর আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে, 'ফিরে আসব দ্রুত।'

দশ মিনিট আগের লোকটা আর নেই। কমান্ডার ট্রেভর স্ট্র্যাথমোর আবার আগের কাজ ফিরে পেয়েছে। সুস্থির, কর্মব্যস্ত।

হেলের সুইসাইড নোটের শেষ লাইনগুলো মাথায় নড়ছে সারাক্ষণ। ডেভিড বেকারের ব্যাপারে সে দুঃখিত।

সুসান ফ্লেচারের দুঃস্বপ্ন শুরু হয়েছে এবার ভালভাবেই। ডেভিড বিপদে আছে... কিম্বা ব্যাপারটা আরো গুরুতর। হয়ত তা আরো খারাপ কোন ঘটনায় চলে গেছে।

ডেভিড বেকারের ব্যাপারে আমি সত্যি সত্যি দুঃখিত।

নোটের দিকে তাকায় সে। হেল সাইনও করেনি। শুধু শেষে নামটা লিখে দিয়েছে। গ্রেগ হেল। আগে লেখাটা লিখেছে। কমান্ড দিয়েছে প্রিন্টের। তারপর গুলি করেছে নিজেকে। হেল একবার বলেছিল, আর কখনোই জেলে ফিরে যাবে না– প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে সে অক্ষরে অক্ষরে।

'ডেভিড...' ফুঁপিয়ে ওঠে সে, ডেভিড!

* * *

ঠিক সে মুহূর্তে, ক্রিপ্টো ফ্লোরের দশ ফুট নিচে, কমান্ডার স্ট্র্যাথমোর তার প্রথম ল্যান্ডিং শেষ করেছে। আজকের দিনটা কী অদ্ভুতভাবেই না চলছে! যা করার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি সে তেমন সব কাজই করতে হল।

এটা একটা সমাধান। এটা একমাত্র সমাধান!

amarboi.net

অনেক ব্যাপারে ভাবতে হবে। দেশ এবং সম্মান। কমান্ডার স্ট্র্যাথমোর জানে এখনো সময় ফুরিয়ে যায়নি। এখনো শাট ডাউন করা যাবে ট্রান্সলেটারকে। আঙটিটা ব্যবহার করে সেভ করা যাবে দেশের সবচে দামি ডাটাব্যাঙ্কটাকে। ইয়েস, ভাবে সে, এখনো সময় আছে হাতে।

চারপাশের বিদ্ধস্ত অবস্থার দিকে তাকায় সে। আলো জ্বলছে, নিভছে। বিচিত্র শব্দ করছে ট্রান্সলেটার। প্রতি পদক্ষেপে সে দেখতে পাচ্ছে তরুণ ক্রিপ্টোগ্রাফার গ্রেগ হেলের অবাক দৃষ্টিটা। তাকিয়ে আছে হেল নিস্পলক। তার জীবন গেছে দেশের স্বার্থে...

গেছে সম্মানের স্বার্থে।

এন এস এতে আরো একটা স্ক্যান্ডাল হলে আর রক্ষা ছিল না।

সেলুলারের আওয়াজে মনোযোগ কেটে গেল স্ট্র্যাথমোরের। সাইরেন আর হিসহিসে বাষ্পের কারণে প্রায় শোনাই যায় না শব্দটা। কে ফোন করেছে না দেখেই সে কথা বলে উঠল।

'স্পিক!'

'আমার পাস কি কোথায়?' পরিচিত এক কণ্ঠ বলে উঠল।

'হু ইজ দিস?' চিৎকার করে উঠল স্ট্র্যাথমোর।

'ইটস নুমাটাকা।' পাল্টা হুঙ্কার ছাড়ল অপর প্রান্ত, 'আপনি আমাকে একটা পাস কি দিবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন।'

চলছে স্ট্র্যাথমোর।

'আমি ডিজিটাল ফোর্ট্রেস চাই!' হিসহিস করে উঠল নুমাটাকা।

'ডিজিটাল ফোর্ট্রেস বলে কিছু নেই।' পাল্টা গুলি চালায় স্ট্র্যাথমোর।

'কী!'

'কোন আনব্রেকেবল এ্যালগরিদমের অস্তিত্ব নেই কোথাও।'

'অবশ্যই আছে! ইন্টারনেটে দেখেছি আমি! দিনের পর দিন আমার লোকজন এটাকে আনলক করার চেষ্টা করছে!'

'এটা একটা এনক্রিপ্টেড ভাইরাস- বোকার হদ্দ! তোমার কপাল ভাল খুলতে পারছ না।'

'কিন্তু-'

'দ্য ডিল ইজ অফ!' চিৎকার করল স্ট্র্যাথমোর, 'আমি নর্থ ডাকোটা নই! নর্থ ডাকোটা বলে কেউ নেই! ভুলে যাও কোনকালে বলেছিলাম কথাটা।' বন্ধ করে দিল সে সেলুলার ফোনটা। রিঙার অফ করে নামিয়ে রাখল বেল্টে। এরপর আর কেউ বিরক্ত করবে না।

বিশ হাজার মাইল দূরে, প্লেট গ্লাস উইন্ডোর পাশে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টকোগেন নুমাটাকা। উমামি সিগার ঝুলছে ঠোঁট থেকে। চোখের সামনে থেকে ফস্কে গেল জীবনের সবচে বড় ডিলটা।

নেমে যাচ্ছে স্ট্র্যাথমোর। দ্য ডিল ইজ অফ! নুমাটেক কর্পোরেশন কখনো আনব্রেকেবল এ্যালগরিদম হাতে পাবে না... এন এস এও কখনো পাবে না কোন ব্যাকডোর।

খুব সাবধানে নুমাটেককে বেছে নিয়েছিল স্ট্র্যাথমোর। নুমাটাকার কর্পোরেশন কোড বানানোয় প্রথম সারির। লোকটা আমেরিকানদের দু চোখে দেখতে পারে না। পুরনো জাপানি। পৃথিবীর সফটওয়্যারের উপর আমেরিকার কর্তৃত্ব তো দূরের কথা, আমেরিকান পোশাক বা খাবারও তার দু চোখের বিষ।

স্ট্র্যাথমোর এসব পরিকল্পনার কথা বলতে চায় সুসানকে। কিন্তু সবটা বলা যাবে না। বলা যাবে না টানকাডোকে খুন করার কথা। তার জীবন নিয়ে হাজার জীবন রক্ষা করা গেল। সুসান পুরোমাত্রায় মানবতাবাদী। আমিও মানবতাবাদী, ভাবে স্ট্র্যাথমোর, কিন্তু এমন হওয়ার বিলাস করার সুযোগ আমার নেই।

টানকাডোকে কে মারবে সে ব্যাপারে কোন দ্বিধা ছিল না স্ট্র্যাথমোরে মনে। টানকাডো স্পেনে আছে। আর স্পেন মানেই হুলোহট। বেয়াল্লিশ বছর বয়েসি পর্তুগিজ মার্সেনারি কমান্ডারে প্রিয় লোকদের একজন। এন এস এর জন্য কাজ করছে সে আজ অনেক বছর। লিসবোনে জন্ম, উত্থান লিসবোনে। সারা ইউরোপ জুড়ে এন এস এর জন্য কাজ করেছে। তার কোন খুনের জের ধরে ফোর্ট মিডোসে আসেনি কোন অভিযোগ। এ এলাকা ধরাছোয়ার বাইরে, আরো বাইরে স্ট্র্যাথমোর এবং স্বয়ং হুলোহটও কেমন করে যেন সবকিছুর বাইরে থেকে যায়।

একটাই সমস্যা, হুলোহট বধির। ফোনে তার সাথে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। এন এস এর নতুনতম খেলনা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে তাকে স্ট্র্যাথমোর। মনোকল কম্পিউটার। একটা স্কাই পেজার কিনে সেটাকে সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করে নিয়েছে। তখন থেকেই হুলোহটের সাথে তার যোগাযোগ শুধু নিশ্চিত নয়, বরং কোনভাবেই সেটার নাগাল পাওয়া যাবে না।

হুলোহটের কাছে পাঠানো প্রথম মেসেজটায় কিছু ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ ছিল। পরে তারা ঠিক করে নিয়েছে। এনসেই টানকাডোকে খুন কর। তুলে নাও পাস কি টা।

স্ট্র্যাথমোর কখনোই জানে না কী করে জাদুটা ঘটায় হুলোহট। এবারো তাই হল। এনসেই টানকাডো মারা গেছে। কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে হার্ট এ্যাটাক বলে

ধরে নিয়েছে। পাবলিক প্লেসে মারা যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ খুব দ্রুত চলে এসেছে। পাস কির জন্য সার্চ না করেই তাকে পালাতে হয়।

স্ট্র্যাথমোর জানে, শ্রবণশক্তিহীন খুনিকে সেভিল মর্গে পাঠানো আর আত্মহত্যা করা একই ব্যাপার। তার পর পরই এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের ব্যাপারটা তার মাথায় আসে। সেদিন ভোরে, ছটা ত্রিশ মিনিটে কল করে সে ডেভিড বেকারকে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৯৭

ফন্টেইন কনফারেন্স রুমে চলে এল বোমার মত। পায়ের পাশে পাশেই আছে ব্রিঙ্কারহফ আর মিজ।

'দেখুন!' জানালার দিকে দেখায় মিজ।

ফন্টেইন জানালায় চোখ রাখতেই চড়কগাছ হয়ে যায় সেগুলো। এটা অবশ্যই প্ল্যানের অংশ ছিল না।

ব্রিঙ্কারহফের কথার তালে তালে থুথু ছিটকে পড়ছে আশপাশে, 'নিচে মরার ডিস্কো শুরু হয়েছে!'

ট্রান্সলেটার গত কয়েক বছরে এ খেলা একবারো দেখায়নি। তেতে উঠেছে মেশিনটা, ভাবে ফন্টেইন। স্ট্র্যাথমোর কেন এখনো বন্ধ করেনি তা ভেবে পায় না সে। মনস্থির করতে এক মুহূর্ত সময় লাগে তার।

ইন্টারঅফিস ফোনের দিকে হাত চলে যায় তার সাথে সাথে। ক্রিপ্টোর নাম্বার পাঞ্চ করে। এক্সটেনশন ভাল নেই, এটা বোঝানোর জন্য বিপ করতে শুরু করল রিসিভারটা।

'ড্যামইট!'

এবার সে ডায়াল করে স্ট্র্যাথমোরের প্রাইভেট নাম্বারে। বাজছে ফোন।

ছটা রিঙ হয়ে গেছে।

ফোনটাকে ধরে রেখে চেইনে আটকানো বাঘের মত পায়চারি করছে ডিরেক্টর। দেখে ব্রিঙ্কারহফ আর মিজ। এক মিনিট কেটে যাবার পর রাগে লাল হয়ে উঠল ফন্টেইনের চেহারা।

'অবিশ্বাস্য! ক্রিপ্টো ফেটে পড়ছে আর তিনি ফোন তুলছেন না!'

boiRboi.net

অধ্যায় : ৯৮

হুলোহট কার্ডিনালের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল আলোতে। তিনদিকে দেয়াল। সামনে তারের বেড়া। সেইসাথে গেটটা খোলা। দূরে সান্তা ক্রুজের গায়ে গা লাগানো ঘরগুলো। না। দূরে যেতে পারেনি সে। আশপাশেই আছে।

সামনের প্যাটিওটা সেভিলে বিখ্যাত। এখানে বিশটা ফুল ফোটা কমলা গাছ আছে। ইংলিশ অরেঞ্জ মার্মালেড নামে বিখ্যাত এটা। অনেক আগে এক ইংরেজ এখানে এসে চার্চ থেকে বেশ কয়েকটা গাছ কিনে নিয়ে ফলগুলো ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়। কিন্তু টক ফল থেকে খাবার হয় না। পাউন্ড পাউন্ড চিনি মিশিয়ে সেটাকে খাবার যোগ্য করে তোলা হয়। সে থেকেই এ কিংবদন্তীর সূত্রপাত।

বাগানের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায় হুলোহট। হাতের সামনে আধা তোলা আছে গানটা। গাছগুলো অনেক পুরনো। একই সাথে লম্বা। নিচের ডালটাতেও হাত যাবে না। আর গুঁড়ি এত চিকন যে পিছনে লুকানোর কোন উপায় নেই। সোজা উপরে তাকায় সে। গিরাল্ডার দিকে।

গিরাল্ডার প্যাচানো সিড়ির পথ আগলে আছে দড়ি আর ছোট কাঠের সাইন। চারশো উনিশ ফুট টাওয়ারে চোখ চলে যায় তার। চিন্তাটা বিরক্তিকর। কাপছে না রশি। বেকার এত বোকামি করবে না। উপর থেকে নেমে আসার কোন পথ নেই।

ছোট পাথরের কিউবিকলের উপরে চলে এল ডেভিড বেকার শেষ ধাপটা টপকে। চারধারে উচু দেয়াল। বেরুনোর কোন পথ নেই।

আজ সকালে ভাগ্য যেন বেকারের বিপরীতে।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার পরই ধাক্কা খেল সে দরজার সাথে। ছিড়ে গেল জ্যাকেট। কতটুকু পিছনে আছে হুলোহট তার নেই ঠিক। সিদ্ধান্ত নিল, সামনের সিড়ি ধরে উঠে যাবে। রশি টপকে যাবার পর উপরে ওঠা শুরু করেই বুঝতে পারল কোথায় যাচ্ছে সে।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

সরু ফাকা দিয়ে তাকায় বেকার। ওয়্যার রিমের লোকটা নিচে। অনেক নিচে। তার পিছনটা বেকারের দিকে ফিরানো।

BoiRboi.net

ব্যথা করছে গুলি লাগা অংশে।

প্লাজা পেরিয়ে যাও! জোর দিয়ে লোকটাকে যেন বাধ্য করবে সে কাজটা করতে।

নিচে, মাটিতে টাওয়ারের জান্তব ছায়া পড়ছে। সেখানে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হুলোহট। আলো আসার চৌকো ছিদ্রগুলোর একটাকে একটু বেকে যেতে দেখেছে সে।

তাকায়নি উপরে। সোজা ঘুরে রওনা দিয়েছে সিড়ির দিকে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ৯৯

কনফারেন্স রুমে পায়চারি করতে করতে বাঘের মতই গর্জাচ্ছে ফন্টেইন, 'এ্যাবোর্ট! গডড্যাম ইট এ্যাবোর্ট!'

'ডিরেক্টর, স্ট্র্যাথমোর এ্যাবোর্ট করতে পারবেন না!' বলল মিজ।

'কী!'

'তিনি চেষ্টা করেছেন, স্যার।'

'মানে?'

'চারবার। ট্রান্সলেটার কোন এক ধরনের অশেষ লুপে আটকা পড়ে গেছে।'

'জিসাস ক্রাইস্ট!'

কনফারেন্স রুমের ফোনটা চিৎকার শুরু করে দিল। হাত ছুড়ছে ডিরেক্টর। 'অবশ্যই স্ট্র্যাথমোর! সময় মত!'

ফোনটা তুলে নিল ব্রিঙ্কারহফ, 'ডিরেক্টরস অফিস।'

অপ্রস্তুত দৃষ্টি বিনিময় করল সে মিজের সাথে।

'জাব্বা।' বলল সে, 'তোমাকে চাচ্ছে।' মিজের দিকে তাকিয়ে।

ডিরেক্টর এর মধ্যেই ফোনের দিকে চলে যাচ্ছিল। ভস্ম করে দেয়া দৃষ্টি হানল সে মিজের দিকে।

স্পিকার অন করে দিল মিজ।

'গো এ্যাহেড, জাব্বা।'

জাব্বার ধাতব শব্দ কনফারেন্স রুমে বোমা মারল যেন, 'মিজ! আমি মেইন ডাটাব্যাঙ্কে। এখানে বিচিত্র কিছু ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। কে জানে–'

'ড্যামইট, জাব্বা!' এবার খেকিয়ে উঠল মিজ, 'এ কথাটাই আমি তোমাকে অনেকক্ষণ আগে থেকেই বোঝানোর চেষ্টা করছি!'

'কিছু নাও হতে পারে। আবার–'

'কথাটা আর বলো না। এটা কিছু না নয়! যাই ঘটুক না কেন, সিরিয়াসলি নাও। খুব বেশি সিরিয়াসলি। আমার ডাটা ভুল হয়নি। কখনো হয়নি, কখনো হবে না।' তাকাল সে একটু সবার দিকে, 'ও, জাব্বা, এতে আর অবাক হবার কী আছে? স্ট্র্যাথমোর বাইপাস করেছে গান্টলেটকে।'

অধ্যায় : ১০০

এক এক বারে তিনটা করে ধাপ টপকে যাচ্ছে হুলোহট। উপরে আছে সে! আটকে গেছে ডেভিড বেকার। ল্যান্ডিঙে একটা করে পাঁচফুটি ক্যান্ডেল স্ট্যান্ড আছে। নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করতে পারে ডেভিড বেকার। হুলোহটের গানের ক্ষমতা তারচে অনেক বেশি।

এখানে সাবধানে চলতে হবে। আমেরিকান নয়। ট্যুরিস্টরা মরেছে আগেও। মরবে পরেও। কোন সাইন নেই। কোথাও হয়ত হ্যান্ডরেইল নেই, কোথাও ক্ষয়ে যাওয়া ধাপ। এটা স্পেন। তুমি যদি পড়ে যাও, মরবে নিজের দোষে। কে বানিয়েছে, সে চিন্তা করার সময় পাবে না।

অর্ধেক পথ বাকি।

উপরের স্টেয়ারকেসটা খালি। ডেভিড বেকার তাকে চ্যালেঞ্জ করেনি। সবদিক দিয়ে সুবিধায় আছে সে। নিচ থেকে যে কোন সময় গুলি করা যাবে। বেকার কিছুতেই পিছনে চলে আসতে পারবে না। উপরের শেষ ধাপটা পেরিয়ে অন্ধকার থেকে আলোয় আসবে সে।

কিলিং বক্স। হাসে হুলোহট মুখ মুচকে।

উপরে উঠে এলে যদি দরজার পাশে থাকে বেকার, গুলি খেয়ে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবে। যদি তা না হয়, এগিয়ে যাবে হুলোহট সময় নিয়ে। তারপর আচমকা...

সাবজেক্টঃ ডেভিড বেকার– টার্মিনেটেড

অবশেষে সময় চলে এসেছে। আবার মুচকি হাসি দেখা দেয় হুলোহটের মুখের কিনারায়। অস্ত্রটা চেক করে নেয় সে।

উঠে এসেছে হুলোহট। প্রথমেই দরজার পাশ দিয়ে গুলি ছোড়ে। তারপর ছোটখাট হুঙ্কার ছেড়ে চলে আসে ভিতরে। তাকায় চারদিকে। নেই। ডেভিড বেকার মিলিয়ে গেছে হাওয়াতে।

জার্ডিন ডিলোস নারাঞ্জোসের তিনশ পচিশ ফুট উপরে, তিন তলা নিচে, ডেভিড বেকার গিরাল্ডার বাইরে ঝুলে আছে। যেন কেউ জানালা ধরে চিন আপে ব্যস্ত। হুলোহট উপরে উঠে আসার সময় বেকার তিন তলা নেমে গিয়ে বাইরে ঝুলে পড়েছে।

শক্ত ওভারহেড সার্ফের জন্য প্রতিদিন বিশ মিনিট কসরৎ করত বেকার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় সে এখন এ ক্ষমতার জন্য। বাইসেপ খুবই শক্তিশালী। শক্তিমত্ত হাত থাকা সত্ত্বেও বেকার এখন নিজেকে টেনে তুলতে পারছে না। জ্বলছে কাধ। একটা পাশ যেন অবশ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। ভাঙা কাচের মত যেন ছুটে যাবে হাতটা দেহ থেকে।

উপর থেকে খুনি নেমে আসবে ঝড়ের বেগে। চোখে পড়বে আঙুল।

উপর থেকে দ্রুত পদধ্বনি নেমে আসছে। সেইসাথে নেমে আসছে পায়ের মালিকও। এখন অথবা কখনো না। চোখ বন্ধ করে দাঁতমুখ খিচিয়ে নিজেকে তোলার চেষ্টা করে সে।

কব্জির কাছে ছড়ে যাচ্ছে চামড়া। সিসার মত ভারি পা। শরীরের একটা পাশ জখম। এগিয়ে আসছে শব্দ। সমস্ত জোর খাটিয়ে নিজেকে তুলে ফেলে বেকার। তারপর আর একটু আসতে বাকি খুনির, এমন সময় ছুটতে শুরু করে নিচের দিকে।

টের পায় হুলোহট, তার নিচেই কোথাও ছুটে যাচ্ছে বেকার। একটু নেমে এসে দেখতে পায় জানালাটা। দ্যাটস ইট! এক মুহূর্তের জন্য চোখে পড়া নিচের ছুটন্ত অবয়বটা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে সে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সর্বক্ষণ একশো আশি ডিগ্রি নিচে আছে বেকার। একই গতিতে ছুটছে। গুলির নিশানা করা যাবে না এভাবে। দেখাই যাবে না। ভিতরের দিকে থাকায় বেকারকে পার হতে হচ্ছে বেশি জায়গা। একসাথে চার পাঁচ ধাপ নামতে হচ্ছে তাই।

সাথে লেগে থাকল হুলোহট। মাত্র একটা গুলির ব্যাপার। জানে সে, বেকার তলায় পৌছে গেলেও যাবার কোন পথ বাকি থাকবে না। কোথায় দৌড়াবে সে?

নামছে তারা। সমান তালে। প্রতিবার একটা করে তলা পার হয় আর একবার করে ছায়া দেখা যায় বেকারের। একচোখ ছায়ার দিকে আর এক চোখ সিড়ির কোণার দিকে নিবদ্ধ রেখেছে হুলোহট।

হঠাৎ একটা তলায় বেকারের ছায়া দেখা গেল না। পেয়ে গেছি তাকে!

এদিকে শেষ হয়ে এসেছে গিরাল্ডার ধাপগুলো। আর মাত্র দু তিন তলা। নেমে আসছে হুলোহট সবেগে। এবং ফাদে পড়ে গেল নিমিষেই। দু পায়ের

মাঝখানে থাকা লোহার বারটাকে আগে লক্ষ্য করেনি সে। সোজা উড়ে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খেল।

আগেই ছুটে গেছে অস্ত্রটা।

মাথায় লাগেনি। বেঁচে গেল। এবং বেঁচে গিয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল সিঁড়ি ধরে। পরপর পাঁচবার পূর্ণ তিনশ' ষাট ডিগ্রি রোটেশনের পর থেমে গেল সে। আর বারো ধাপ। তার পরই প্যাটিও।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১০১

ডেভিড বেকার কখনো হাতে গান তুলে নেয়নি। এই প্রথম। গিরাল্ডা সিড়ির ধাপে প্যাচানো বিদ্ধস্ত দেহ পড়ে আছে। হুলোহটের দেহ।

সাবধানে ধরে রেখেছে সে গানটাকে। তাক করে রেখেছে। একটা মাত্র মোচড় খাক শরীরটা, নির্মমভাবে গুলি করবে সে। কিন্তু কোন নড়াচড়া নেই।

মারা গেছে হুলোহট।

হাটু গেড়ে বসে পড়ল বেকার। অনেক অনেক বছর পর কেন যেন দু চোখ ফেটে অশ্রু আসছে। এভাবে বেঁচে যাবার কোন কারণই নেই! এখন আবেগের সময় নয়। গো হোম, বেবি!

নড়ার চেষ্টা করছে ডেভিড বেকার। শক্তি যেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে। পাথরের স্টেয়ারকেসে থামে সে।

তাকায় সে পড়ে থাকা দেহটার দিকে। কোথায় যেন দৃষ্টি হুলোহটের। চোখ পাকিয়ে আছে সে। চশমাটা কী করে যে ঠিক আছে আল্লা মালুম। চশমা থেকে একটা তার চলে গেছে শার্টের নিচে। কী আছে আর কী নেই সেসব নিয়ে আগ্রহ হারিয়ে গেছে অনেক আগেই।

প্রথমবারের মত হাতের আঙটিতে চোখ রাখে সে পূর্ণ দৃষ্টি সহ। না। লেখাটা ইংরেজি নয়। এটা জীবনেরচেও দামি?

* * *

গিরাল্ডা থেকে বেরিয়ে এসে চোখ ধাঁধানো সূর্যের নিচে চলে এল বেকার। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায় সে। ঘ্রাণ নেয় কমলা ফুলের। চলা শুরু করে সামনে।

চট করে সামনে এসে থামল অদ্ভুত একটা ভ্যান। মিলিটারি পোশাকের দুজন নেমে এল সাথে সাথে।

'ডেভিড বেকার?'

কী করে জানে লোকগুলো আমার নাম? 'হু... হু আর ইউ?'

'আমাদের সাথে আসুন, প্লিজ।'

অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে সে তাদের দিকে। কেন যেন তার ভাল লাগছে না।

খাট লোকটা পাথুরে দৃষ্টি হানল তার দিকে, 'দিস ওয়ে, মিস্টার বেকার। এখনি।'

ঘুরে গেল বেকার। চলে যাবার জন্য। একটা মাত্র পা বাড়াল সে।

লোকগুলোর মধ্যে একজন সাথে সাথে একটা গান বের করে নিল। গুলি করল বিনা দ্বিধায়।

বেকারের বুকে অদ্ভুত একটা অনুভূতি। রকেটের মত উঠে এল ব্যথাটা মাথায়। আঙুল শক্ত হয়ে গেছে। পড়ে গেল সে। এক মুহূর্ত পর চারধারে নেমে এল গভীর অমানিশা।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১০২

স্ট্র্যাথমোর এগিয়ে গেল ট্রান্সলেটারের দিকে। কোত্থেকে যেন ফোটা ফোটা পানি পড়ছে। পাশেই দানবীয় কম্পিউটারটা গর্জাচ্ছে। গর্জে উঠছে কানে তালা লাগিয়ে দেয়া সাইরেনের আওয়াজ।

নিচে, মেইন জেনারেটরের উপর পড়ে আছে ফিল চার্ট্রাকিয়ান। যেন হ্যালোইনের কোন বীভৎস দৃশ্য।

কিছু করার ছিল না স্ট্র্যাথমোরের। এগিয়ে আসে চার্ট্রাকিয়ান। তখন নিচেই ছিল সে। সরু পথ ধরে পাগলের মত চিৎকার করছে, ভাইরাস! ভাইরাস আছে এখানে একটা!

পথ আগলে দাঁড়ায় স্ট্র্যাথমোর। কিন্তু কোন বাধা মানবে না সিস-সেক। ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। কোন পথ নেই কমান্ডারের সামনে। কাজটা করতেই হয় তাকে।

একটু চিৎকার। তারপর পড়ে যায় সে নিচে। ফিল চার্ট্রাকিয়ান। পড়ে যায় জেনারেটরের উচু লোহার বারের উপর।

ঠিক তখনি স্ট্র্যাথমোর অবাক হয়ে দেখে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছে গ্রেগ হেল উপর থেকে। তখনি জানা হয়ে যায় স্ট্র্যাথমোরের, মারা যেতে হবে হেলকে।

বাস্তবে ফিরে এল সে। ফ্রেয়ন পাম্পের অন্য পাশে সার্কিট ব্রেকার। শুধু লিভারটা চেপে দিতে হবে। প্রাণ হারাবে বাকি পাওয়ার। এরপর মূল জেনারেটর চালু করার পালা। আলো বাতাস ফিরে আসবে। আবার ফ্রেয়ন কুলিং সিস্টেম প্রাণ ফিরে পাবে।

কিন্তু সমস্যা একটাই। শরীরটা সরাতে হবে জেনারেটরের উপর থেকে। নয়ত আবার পাওয়ার ফেইলুর হবে।

নেমে গিয়ে পোড়া অবশিষ্ট শরীর ধরে টানা শুরু করে স্ট্র্যাথমোর। পিচ্ছিল হাতটা। রাবারের মত নরম। এক এক ইঞ্চি করে নেমে আসছে সেটা। আতঙ্ক এসে ভর করে তার উপর। চার্ট্রাকিয়ানের অন্য হাতটার দিকে অবাক হয়ে তাকায় সে। সেটা ভেঙে গেছে কনুই থেকে।

উপরে বসে আছে সুসান ফ্লেচার। হেলের লাশের পাশে। এত সময় কেন লাগছে জানে না সে। মিনিটের পর মিনিট অতি কষ্টে কেটে যায়। মন থেকে সরাতে পারছে না ডেভিডকে। ডেভিড বেকারের ব্যাপারে আমি সত্যি সত্যি দুঃখিত।

আর একটু হলেই ছুটে যেত সে ট্র্যাপডোরের দিকে। চলে গেল পাওয়ার।

অন্ধকারে হারিয়ে গেল মরদেহ। হারিয়ে গেল কম্পিউটারের সামান্য আলো। স্ট্র্যাথমোরের কোটটা জড়িয়ে নেয় সে গায়ে। বসে থাকে।

অন্ধকার।

নিরবতা।

ক্রিপ্টোতে এত নিরবতা কখনোই ছিল না। সব সময় মৃদু গুঞ্জন তুলত নিচের জেনারেটর। সেটা এখন আর নেই।

চোখ বন্ধ করল সুসান। প্রার্থনা করছে। ঈশ্বর যেন ভালবাসার মানুষটাকে রক্ষা করে।

সরাসরি মিরাকলে বিশ্বাস করে না সুসানও। কিন্তু কাঁপনটা আসছে কোত্থেকে ভেবে পায় না সে। অলৌকিক সাড়া নয়। স্ট্র্যাথমোরের পকেটের পেজার থেকে। মেসেজ এসেছে তার স্কাইপেজারে।

ছ তলা নিচে জমাট অন্ধকারকে উপভোগ করছে কমান্ডার ট্রেভর স্ট্র্যাথমোর। হাত থেকে চাট্রাকিয়ানের মাংস সরিয়ে ফেলতে ফেলতে ভাবে, আমি একজন বেঁচে যাওয়া মানুষ।

ডিজিটাল ফোর্ট্রেসের জন্য মনে কোন আফসোস নেই এখন আর। হঠৎ টের পেল সে, জীবনের মূল্য দেশপ্রেম আর সম্মানেরচে বেশি। আমি জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছি সম্মান আর দেশের জন্য কিন্তু ভালবাসা? ভালবাসা চলে যাচ্ছে কাছ থেকে। তরুণ প্রফেসর তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে সুসানকে। সে অর্জন করেছে। সে নিরাপত্তা দিয়েছে তাকে। সে এগিয়ে যাবে সুসানের দিকে। জানাবে, প্রমাণ করবে, ভালবাসা সব ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে।

সম্মান, দেশ, ভালবাসা– ডেভিড বেকার তিনটার জন্যই প্রাণ হারাচ্ছে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১০৩

ার পথ দিয়ে উঠে এল স্ট্র্যাথমোর এগিয়ে আসছে সুসানের দিকে। তার দিকে।

া আলোয় ভাসছে ক্রিপ্টো ফ্লোর। অক্সিজেনবাহী রক্তের মত ফ্রেয়ন বয়ে লেটারের গায়ে। প্রাণ ফিরে এসেছে সর্বত্র।

বেঁচে যাওয়া এক মানুষ। নড থ্রির সামনে দাঁড়ানোর পর হিসহিস করে দরজা।

দাঁড়িয়ে আছে, যেন বৃষ্টিতে ভিজেছে, যেন স্ট্র্যাথমোর ভার্সিটির াত্র, সোয়েটারটা ধার দিয়েছে সুসানকে। তরুণ ভাবটা ফিরে এল তার

এ মেয়েকে তো সে চিনে না। কোমল ভাবটুকু একেবারে উবে গেছে া থেকে। শক্ত। শুধু অশ্রু দু চোখে।

ন?'

ন্বরে একটা ফোটা ঝরে পড়ল গাল বেয়ে নামতে নামতে।

্যাপার?' দাবি করল কমান্ডার।

র ধারা বয়ে গেছে হেলের কার্পেটে। থিকথিকে হয়ে গেছে শুকিয়ে। া একবার শরীরটার দিকে। তারপর আবার সুসানের দিকে। জানে সে? জানা সম্ভব নয় কখনো!

ন? কী ব্যাপার?'

না সুসান।

ডের ব্যাপারে চিন্তা হচ্ছে?'

রর ঠোঁটে একটু বাক দেখা দিল।

ডের নাম আসার পরই কী যেন হয়ে গেল সুসানের ভিতরে। রক্তে ত্য। মুখ খুলল কথা বলার জন্য। কোন কথা যোগাল না সেখানে।

না সরিয়ে ব্লেজার থেকে কাঁপতে কাঁপতে একটা জিনিস বের করল। ়মোর অবাক হয়ে দেখল বেরেটা তাক করা তার দিকে। কিন্তু সেটা ্লের হাতে ধরা। সুসানের হাতের জিনিসটা অন্যরকম।

মুহূর্তে চিনতে পারল সে জিনিসটাকে।

ভালবাসার জন্য বোকামি করে ফেলেছে সে এক মুহূর্তে। দিয়ে দিয়েছে স্কাইপেজারটা। পোশাকের সাথে।

এবার শক্ত হয়ে গেল স্ট্র্যাথমোর।

সুসানের কাঁপতে থাকা হাত থেকে পড়ে গেল পেজারটা হেলের পায়ের কাছে। এমন দৃষ্টিতে তাকাল সে স্ট্র্যাথমোরের দিকে, যেখানে একই সাথে বিস্ময় আর প্রবল ঘৃণা উপচে পড়ছিল। কখনো এ দৃষ্টির কথা ভুলতে পারবে না সে।

নড থ্রি ধরে সুসান ফ্লেচার ছুটে গেল তার পাশ দিয়ে।

কমান্ডার চলে যেতে দিল তাকে। তারপর নিচু হয়ে তুলে নিল পেজারটা। কোন নতুন মেসেজ নেই। সুসান সবগুলোই পড়ে ফেলেছে। লিস্ট ধরে নেমে গেল সে।

সাবজেক্টঃ এনসেই টানকাডো– টার্মিনেটেড
সাবজেক্টঃ পিয়েরে ক্লচার্ডে– টার্মিনেটেড
সাবজেক্টঃ হ্যান্স হুবার– টার্মিনেটেড
সাবজেক্টঃ রোসিও ইভা গ্রানাডা– টার্মিনেটেড

আতঙ্কের ধারা বয়ে গেল স্ট্র্যাথমোরের শরীরে। আমি ব্যাখ্যা করব! বুঝতে পারবে সে! সম্মান এবং দেশ! কিন্তু লিস্টটা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। এমন এক মেসেজ আছে সেখানে যেটাকে কখনোই ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

কাঁপতে কাঁপতে শেষ মেসেজটা পড়ল সে।

সাবজেক্টঃ ডেভিড বেকার– টার্মিনেটেড

ঝুলিয়ে দিল মাথাটা কমান্ডার ট্রেভর স্ট্র্যাথমোর।

তার স্বপ্নের ইতি এখানেই।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১০৪

সুসান বেরিয়ে গেল নড থ্রি থেকে।

সাবজেক্টঃ ডেভিড বেকার– টার্মিনেটেড

যেন স্বপ্নের ঘোরে ক্রিপ্টোর মূল দরজার কাছে চলে গেল সে।

গ্রেগ হেলের কথা এখনো মাথায় ঘুরছে।

সুসান! স্ট্র্যাথমোর মেরে ফেলবে আমাকে!

সুসান! তোমার প্রেমে পড়েছে স্ট্র্যাথমোর!

কোড দিল সে দরজায়। কোন সাড়া নেই। হয়ত ইলেক্ট্রিক সার্জে মেমোরি চলে গেছে। এখনো ফাদে পড়ে আছে সে।

আচমকা পিছন থেকে একজোড়া হাত জড়িয়ে ধরল তাকে। হেলের মত শক্তিশালী নয়। গা ঘিনঘিন করে উঠল সুসানের।

'সুসান, আমি ব্যাখ্যা করতে পারব সবকিছু।'

সরে যাবার চেষ্টা করল সে।

আরো দ্রুত আটকে রাখল কমান্ডার।

চিৎকারের চেষ্টা করল সুসান। কোন আওয়াজ জোগাল না কণ্ঠে। ছুটে যাবার চেষ্টা করল। চেষ্টা করল দৌড় দেয়ার। পিছন থেকে ধরে রাখা হাত দুটার শক্তিও একেবারে কম নয়।

'আমি ভালবাসি তোমাকে। ভালবেসেছি সব সময়।'

সুসানের পাকস্থলি উথলে উঠছে সর্বক্ষণ।

'আমার সাথে থাক।'

সুসানের মনে একে একে দৃশ্যগুলো উঠে এল। ডেভিডের অনিন্দ্যসুন্দর স্বপ্নভরা সবুজ চোখগুলো, গ্রেগ হেলের রক্তে ভেসে যাওয়া শরীর, ফিল চার্ট্রাকিয়ানের গলা পোড়া শরীর, সব।

'ব্যথা চলে যাবে। ভালবাসবে তুমি আবার।'

কোন কথাই শুনছে না সুসান।

boiRboi.net

'আমাদের জন্যই করেছি কাজটা। আমরা একে অন্যের জন্য তৈরি হয়ে এসেছি। সুসান! ভালবাসি তোমাকে!'

নিচ থেকে ট্রান্সলেটারের গুমগুমে আওয়াজ উঠে এল। ফ্রেয়ন সময় মত উঠে আসতে পারেনি।

কমান্ডার ছেড়ে দিল সুসানকে। তাকাল দুই বিলিয়ন ডলারের কম্পিউটারের দিকে।

'নো!'

মাথা আকড়ে ধরল সে।

'নো!'

ছ তলা রকেটটা কাঁপছে। বজ্রনিনাদ আসা কাঠামোর দিকে এগিয়ে গেল স্ট্র্যাথমোর। ট্রান্সলেটারের টাইটানিয়াম-স্ট্রোনটিয়াম প্রসেসরগুলো এইমাত্র জ্বলে গেছে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১০৫

আগুনের গোলাটা উঠে আসছে। উঠে আসছে তিন মিলিয়ন সিলিকন চিপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে। গর্জন করছে জ্বালামুখের মত। ভিতর থেকে দানব বেরিয়ে আসবে যে কোন সময়। আগুনের গোলায় পরিণত হবার জন্য পাগল হয়ে গেছে পৃথিবীর সবচে দামি কম্পিউটারটা।

আস্তে আস্তে সুসানের দিকে ফিরে তাকায় স্ট্র্যাথমোর। ক্রিপ্টো ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। অনড়। অশ্রুতে ভেসে গেছে তার চোখ। দেখাচ্ছে দেবীর মত।

শি'জ এন এ্যাঞ্জেল।

চলে গেছে সব। বিশ্বাস, ভালবাসা, সম্মান, সব। এত বছরের সমস্ত সাধনা চলে গেছে দূরে। বহুদূরে। সে আর কখনোই সুসান ফ্লেচারকে পাবে না। কখনো না।

সুসান তাকিয়ে আছে ট্রান্সলেটারের দিকে। জানে, সিরামিকের খোলসে এগিয়ে আসছে রাগে অন্ধ হয়ে যাওয়া আগুনের একটা গোলা। এগিয়ে আসছে তার দিকে। তাদের দিকে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিবে সব।

মাত্র কয়েক মুহুর্ত। ক্রিপ্টো ডোম পরিণত হবে আগ্নেয়গিরিতে।

মন ছুটতে বলছে। পা স্থবির। ডেভিডের শরীরের ভার যেন সেখানে। মনের কোন গহীন থেকে যেন উঠে আসছে তার কণ্ঠ।

পালাও, সুসান। পালাও।

কিন্তু সুসান জানে, পালানোর কোন পথ নেই। আগ্নেয়গিরির মতই বন্ধ জ্বালামুখে পড়ে আছে সে। এখন আর ভয় নেই। মৃত্যু নিভিয়ে দিবে সব জ্বালা।

কাঁপছে ক্রিপ্টোর শক্তিশালী ভিত। যেন ভিতর থেকে উঠে আসবে বিকটদর্শন কোন সাগরদানো। উঠে আসবে অনেক অনেক গভীর থেকে। ডেভিডের কণ্ঠ এখনো হাল ছেড়ে দেয়নি।

পালাও, সুসান! পালাও!

স্ট্র্যাথমোর এগিয়ে আসছে তার দিকে। লোকটাকে অচেনা লাগে কেন? ধূসর চোখজোড়া কি মৃত? মনের ভিতরে জেগে থাকা দেশপ্রেমিকের মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই, সেই বীরের কোন অস্তিত্ব নেই। এখন শুধুই ঘৃণ্য এক খুনি সে।

এগিয়ে এসেছে তার হাতজোড়া। নোংরা নাকি এগুলো? ঘিনঘিন করে উঠল সুসানের গা।

'ফরগিভ মি,' চট করে মুখ নামাল লোকটা সুসানের গালে। টানছে এখনো।

যেন কোন মিসাইল উঠে যাবে এখন, এভাবে কাঁপছে ট্রান্সলেটার। কাঁপছে পুরো ক্রিপ্টো। আরো জোরে জাপ্টে ধরল স্ট্র্যাথমোর তাকে। 'আমাকে ধর, সুসান। খুব প্রয়োজন তোমাকে!'

ভালবাসি তোমাকে! ভালবাসি তোমাকে! অন্য একটা কণ্ঠ চিৎকার করছে ভিতরে ভিতরে। গুমরে মরছে।

সেটাই মুহূর্তে জ্যান্ত করে তুলল সুসানকে।

উপরে উঠে এসেছে অপ্রতিরোধ্য আগুন। যে কোন সময় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিবে পুরো এলাকা। ছুটতে শুরু করে সুসান সিড়ি ধরে। স্ট্র্যাথমোরের ক্যাটওয়াক ধরে। পিছনে আরো বিকট শব্দ তুলছে ট্রান্সলেটার।

মুহূর্তে সিলো খাপে উঠে এল আগুন। এক পলক। শতছিন্ন করে দিল পুরো আবরণটাকে। ত্রিশ ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল টুকরাগুলো। ক্রিপ্টোর অক্সিজেনে ভরা বাতাস ধেয়ে গেল ভ্যাকয়ামের দিকে।

ব্যানিস্টারটা ধরে আছে সুসান উপরের ল্যান্ডিঙে গিয়ে যখন বাতাসের তীব্র ঝটকা আঘাত করল তাকে।

সুসান দেখতে পায়, ট্রান্সলেটারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির ডাকসাইটে ডেপুটি ডিরেক্টর অব অপারেশন কমান্ডার ট্রেভর স্ট্র্যাথমোর। তাকিয়ে আছে তার দিকে। শূণ্য দৃষ্টিতে। তার চারপাশে তৈরি হচ্ছে ঝড়। মুখ খুলল সে। অস্ফুটে শেষ শব্দটা উচ্চারণ করল, 'সুসান।'

বাতাসের স্পর্শে জ্বলে উঠল ট্রান্সলেটারের মুখ। আলোর তীব্র একটা ঝলকের সাথে সাথে কমান্ডার স্ট্র্যাথমোর মানুষ থেকে ইতিহাসে পরিণত হল।

বিস্ফোরণটা সুসানকে আঘাত করার সাথে সাথে স্ট্র্যাথমোরের অফিসের ভিতরে পনের ফুট দূরে ছিটকে পড়ল সে। শুধু অসহ্য তাপের কথাই মনে আছে তার।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১০৬

ডিরেক্টরের কনফারেন্স রুমের অফিসে, ক্রিপ্টো ডোমের অনেক উপরে, তিনটা মুখ দেখা দিল। রুদ্ধশ্বাস। বিস্ফোরণটা পুরো এন এস এ কমপ্লেক্সকে কাঁপিয়ে দিয়েছে সাথে সাথে। লেল্যান্ড ফন্টেইন, চ্যাড ব্রিঙ্কারহফ, মিজ মিল্কেন– তিনজনেই নিখাদ বিস্ময় নিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকে।

শত্তুর ফুট নিচে, জ্বলজ্বল করছে ক্রিপ্টো ডোম। পলিকার্বনেট কাচের দেয়াল এখনো অটুট। কিন্তু তার নিচেই লকলক করে উঠল আগুনের একটা দুর্দান্ত শিখা। গম্বুজের ভিতরেই কালো ধোয়া আড়াল করে দিল সমস্ত দৃশ্য।

তিনজনই নিচে তাকিয়ে আছে নিখাদ বিস্ময় নিয়ে।

ফন্টেইন তাকিয়ে আছে এখনো। চোখ না ফিরিয়েই কথা বলে উঠল, 'মিজ, এখনি সেখানে ক্রু নামিয়ে দাও... জলদি।'

স্যুটের অপর প্রান্ত থেকে জ্যান্ত হয়ে উঠল ফন্টেইনের ফোন।

জাব্বা।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১০৭

সুসান জানে না কতটা সময় পেরিয়ে গেছে। গলায় যেন আগুন ধরে গেছে, জেগে উঠল সে। ডেস্কের পিছনে একটা কার্পেটে শুয়ে আছে। ঘরে শুধু অদ্ভুত কমলা রঙের আলো। চারদিকে জ্বলন্ত প্লাস্টিকের গন্ধ। যে ঘরটায় বসে আছে এখন সেটা আর কোন ঘর নেই। পরিণত হয়েছে খোলসে। জ্বলছে পর্দাগুলো। প্লেক্সিগ্লাসের বাইরে শুধু ধোয়া।

এরপরই পুরোটা মনে পড়ে গেল তার।

ডেভিড।

দরজার কাছে চলে এল সে সাথে সাথে। কোত্থেকে যেন শক্তি এসে ভর করেছে শরীরে। বাইরে, ক্যাটওয়াক বলতে কিছু নেই। পঞ্চাশ ফুট নিচে ধাতুর টগবগে অবয়ব দেখা যায়। ক্রিপ্টো ফ্লোরের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে সুসান। আগুনের সমুদ্র। ট্রান্সলেটারের ভিতর থেকে বলকে বলকে বেরিয়ে আসছে লাভার মত গলিত ধাতু, প্লাস্টিক। ধোয়া উঠছে।

সুসান চেনে জিনিসটাকে। সিলিকন স্মোক। প্রাণঘাতী বিষ।

ক্রিপ্টো মারা যাচ্ছে, সেইসাথে আমিও।

একটা মাত্র পথ খোলা। স্ট্র্যাথমোরের এলিভেটর। কিন্তু সেটার টিকে থাকার কোন কারণ নেই। এ ব্লাস্ট সহ্য করার কথা নয় ইলেক্ট্রনিক সাপ্লাইয়ের।

কিন্তু সামনে এগিয়ে যেতে যেতেই মনে পড়ে গেল, এটা চলে বাইরের পাওয়ারে।

জানে সে, এটা তৈরি হয়েছে রিইনফোর্সড কংক্রিট দিয়ে।

চারধারে ধোয়া। এগিয়ে গেল এলিভেটরের দিকে। গিয়েই দেখতে পেল সেখানে বাটনগুলো অন্ধ হয়ে গেছে।

বাটনে বারবার চাপ দিয়ে ঘুরে যায় সে দরজার দিকে। এরপর হঠাৎ দেখতে পায় জিনিসটাকে।

কল বাটন এখনো নষ্ট হয়ে যায়নি। কালো আস্তর পড়েছে শুধু। হাতের ছাপের নিচ থেকে হাল্কা আলো আসছে।

পাওয়ার আছে!

চাপ দিল সে। ক্যারিজ এখানেই, দরজার পিছনে আওয়াজ উঠছে। খুলছে না কেন মরার দরজাটা!

ধোয়ার আড়ালে ছোট একটা সেকেন্ডারি প্যাড দেখতে পায় সে। এ থেকে জেড পর্যন্ত বাটন সেটায়।

সাথে সাথে মনে পড়ে যায় সুসানের। পাসওয়ার্ড!

স্ট্র্যাথমোর কখনো পাসওয়ার্ড বলেনি তাকে। এগিয়ে আসছে সিলিকনের বাষ্প। আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে মন।

মনের গহীন থেকে আবার কথা বলে উঠল ডেভিড।

পালাও সুসান! পালাও!

প্যাডের নিচে পাঁচটা খালি ঘর। তার মানে পাঁচ অক্ষরের পাসওয়ার্ড। সম্ভাব্যতা যাচাই করল সুসান। ছাব্বিশের সাথে পাঁচ পাওয়ার। ১১৮৮১৩৭৬টা সম্ভাব্যতা। প্রতি সেকেন্ডে একটা করে আন্দাজ করলেও উনিশ সপ্তাহ লেগে যাবে...

পড়ে আছে সুসান কি প্যাডের পাশে। তার মনে ঘুরছে কমান্ডারের কথাগুলো। আমি তোমাকে ভালবাসি, সুসান! ভালবেসেছি সব সময়! সুসান! সুসান! সুসান...

জানে, মারা গেছে লোকটা। তবু তার কণ্ঠ মনের সবখানে ঝড় তুলছে।

সুসান... সুসান...

আর তারপরই, এক মুহূর্তে মনে এসে গেল ব্যাপারটা।

জানে সে।

তীব্র বিষক্রিয়ায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। কি প্যাডে চাপ দিল কয়েকটা অক্ষর।

এস... ইউ... এস... এ... এন

এক মুহূর্ত পর, খুলে গেল দরজা।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১০৮

দ্রুত নেমে গেল স্ট্র্যাথমোরের এলিভেটর। তাজা বাতাস লাগল সুসানের গায়ে। ভরে উঠল ফুসফুস। সরে যাচ্ছে এবার এলিভেটররূপী যানটা। থেমে গেল এক সময়। খুলে গেল দরজা।

কাশতে কাশতে সিমেন্টের করিডোরে নেমে এল সুসান ফ্লেচার। নিচু সিলিঙওয়ালা একটা টানেলে আছে সে। দুটা হলুদ লাইন চলে গেছে সামনে। অন্ধকারে।

আন্ডারগ্রাউন্ড হাইওয়ে...

সামনে এগোয় সে। দেয়াল ধরে ধরে। পিছনে বন্ধ হয়ে যায় দরজা।

আবার সুসান পড়ে গেছে নিকষ কালো অন্ধকারে।

নিরবতা। দেয়ালে মৃদু গুমগুম আওয়াজ।

আওয়াজটা আস্তে আস্তে প্রকট হয়ে উঠছে।

আলো আসছে কোত্থেকে যেন। সামনেই কি পথ? দ্রুত ছুটে আসছে আলো। এরপরই বুঝতে পারে সে। শেষরক্ষা করে সরে গিয়ে। তীব্রবেগে পাশ কেটে চলে যায় একটা গাড়ি।

এবার আবার শব্দটা ওঠে পিছন থেকে। এগিয়ে আসছে গাড়িটা।

'মিস ফ্লেচার!' অবাক বিস্ময় ঝরে পড়ছে কণ্ঠ থেকে।

কার্টের উপরে বসে থাকা পরিচিত অবয়বটার দিকে তাকায় সে।

'জিসাস! ঠিক আছেন তো আপনি? আমরা মনে করেছি বেঁচে নেই!'

শূণ্য দৃষ্টি সুসানের।

'চ্যাড ব্রিঙ্কারহফ। ডিরেক্টরিয়াল পি এ।'

সুসানের মুখে কথা যোগায় না, 'ট্রান্সলেটার...'

'ফরগেট ইট! উঠে পড়ুন।'

অন্ধকার টানেলকে আলোকিত করে দিয়ে এগিয়ে যায় কার্ট।

'মেইন ডাটাব্যাঙ্কে একটা ভাইরাস ঢুকে পড়েছে।' বলল ব্রিঙ্কারহফ।

'জানি।'

amarboi.net

'আমাদের আপনার সহায়তা দরকার।'

'স্ট্র্যাথমোর, সে...'

'জানি। গান্টলেটকে বাইপাস করেছে।'

'আর...' খুন করেছে ডেভিডকে।

ব্রিঙ্কারহফের চেহারা সিরিয়াস, 'চলে এসেছি, মিস ফ্লেচার। জাস্ট হোল্ড অন।'

হাই স্পিড কেনসিংটন গলফ কার্ট একটা মোড় ঘুরেই থেমে গেল। পাশেই একটা হলওয়ে। হাল্কা আলোয় নেয়ে গেছে জায়গাটা।

'কাম অন।' বেরিয়ে যেতে সাহায্য করছে ব্রিঙ্কারহফ।

নেমে গেছে হলওয়েটা। টাইল বসানো। রেইল ধরে হাল্কা ধোঁয়ার মধ্যে নেমে যাচ্ছে তারা। বাতাস ঠান্ডা সামনে।

মাটির আরো গভীরে গিয়ে হলওয়েটা সরু হয়ে যায়। তাদের পিছনে কোথাও শক্ত আওয়াজ তোলে কারো আসার শব্দ। দুজনেই থেমে ঘুরে দাঁড়ায়।

তাদের দিকে এগিয়ে আসছে বিশাল এক কালো মানুষ। এর আগে কখনো সুসান দেখেনি তাকে। এগিয়ে এসে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'কে?' দাবি করল লোকটা।

'সুসান ফ্লেচার।' বলল ব্রিঙ্কারহফ।

বিশাল লোকটা ধনুকের মত বাকা করে ফেলল ভ্রু।

'আর কমান্ডার?'

মাথা নাড়ল ব্রিঙ্কারহফ।

কোন কথা বলল না লোকটা। একটু নজর সরিয়েই আবার তাকাল সুসানের দিকে। বাড়িয়ে দিল হাত। 'লেল্যান্ড ফন্টেইন।' বলল সে, 'আপনি ঠিক আছেন দেখে আনন্দিত।'

তাকিয়ে রইল সুসান। সব সময় জানত একদিন দেখা হবে ডিরেক্টরের সাথে। এভাবে– ভাবেনি কখনো।

'আসুন, মিস ফ্লেচার,' বলল ডিরেক্টর, 'যতভাবে সম্ভব সহায়তা চাই আমরা।'

সামনের স্টিলের দেয়ালে একটা কোড লিখল লেল্যান্ড ফন্টেইন। তারপর হাত রাখল ছোট কাচের প্যানেলে। আলোর ঝলক। পর মুহূর্তেই সরে গেল বিশাল দেয়াল।

ক্রিপ্টোরচে গোপন একটা মাত্র চেম্বার আছে এন এস এ তে। সুসান বুঝতে পারে, ঢুকছে সে সেখানে।

অধ্যায় : ১০৯

মূল ডাটাব্যাঙ্কের কমান্ড সেন্টারটা দেখতে সিল করা নাসা মিশন কন্ট্রোলের মত। ত্রিশ ফুট বাই চল্লিশ ফুট ভিডিও ওয়ালের দিকে তাক করা আছে ডজনখানেক ওয়ার্কস্টেশন কম্পিউটার। সবগুলোতে ডাটা উঠছে। অনেক টেকনিশিয়ান ছোটাছুটি করছে এখান থেকে সেখানে।

বিরাট ফ্যাসিলিটির দিতে তাকিয়ে আছে সুসান। দুশ পঞ্চাশ মেট্রিকটন মাটি খোড়া হয়েছে এটাকে গড়ন দেয়ার জন্য। চেম্বারটা মাটির দুশ চোদ্দ ফুট গভীরে, এখানে বোমা হামলা বা পারমাণবিক হামলাতেও কিছু হবে না।

মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে জাব্বা। রাজার মত আদেশ দিচ্ছে সবাইকে। তার পিছনে উজ্জ্বল হয়ে আছে একটা মেসেজ। সুসানের কাছে খুব পরিচিত।

শুধু সত্যিই এখন আপনাদের বাঁচাতে পারে।
এন্টার পাস কি----

পোডিয়ামের দিকে ফন্টেইনকে অনুসরণ করে সুসান। যেন কোন দুঃস্বপ্ন।

ডিরেক্টরকে আসতে দেখে চোখ তুলল জাব্বা, 'আমি কারণ ছিল দেখেই গান্টলেট বানিয়েছিলাম।'

'গান্টলেট ইজ গন।'

'পুরনো খবর, ডিরেক্টর। স্ট্র্যাথমোর কোথায়?'

'কমান্ডার স্ট্র্যাথমোর নেই।'

'কাব্যিক ন্যায়বিচার।'

'মাথা ঠান্ডা রাখ, জাব্বা,' আদেশ করল ডিরেক্টর, 'স্পিড বাড়াও। ভাইরাসটা কতটুকু খারাপ?'

'ভাইরাস? আপনাদের মনে হয় এটা ভাইরাস?'

মাথা ঠান্ডা রাখল ফন্টেইন। কম্পিউটারের ব্যাপারগুলো ঈশ্বরই ভাল জানে।

'এটা কোন ভাইরাস না?'

'ভাইরাসের রেপ্লিকেশন স্ট্রিং থাকে। এখানে এমন কিছু নেই।'

সুসান সামনে ঝুঁকে এল।

'তাহলে হচ্ছেটা কী? আমার মনে হয়েছিল কোন ভাইরাসে ধরেছে।'

ব্যাখ্যা করছে জাব্বা, 'ভাইরাস রেপ্লিকেট করে। ক্লোন তৈরি করে। ইদুরেরচে দ্রুত বের করে দেয় বাচ্চা। আপনি চাইলে তাকে ক্রস ব্রিড করতে পারেন, যদি জানা থাকে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, এ প্রোগ্রামের সেসব বালাই নেই। এর মনে একটাই চিন্তা। একটাই ফোকাস। আসলে এর উদ্দেশ্য সফল না হলে আত্মহত্যা করবে। ডিজিটাল আত্মহত্যা।' তাকায় জাব্বা সবার দিকে, 'লেডিস এ্যান্ড জেন্টলমেন, কম্পিউটার জগতের আরেক দুর্ধর্ষের সাথে পরিচিত হোন, দ্য ওয়ার্ম।'

'ওয়ার্ম?' ব্রিঙ্কারহফ বুঝতে পারে না।

'ওয়ার্ম।' বলল জাব্বা, 'কোন জটিলতা নেই। ইট শিট ক্রল। দ্যাটস ইট। খাও, ত্যাগ কর, সামনে এগোও। মৃত্যুময় সরলতা। প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে।'

ফন্টেইন তাকায় জাব্বার দিকে। সরু চোখে, 'আর এই ওয়ার্ম কী কাজ করার জন্য প্রোগ্রামড?'

'কোন ধারণা নেই। এখন এটা সর্বক্ষণ ছোটাছুটিতে আছে। আক্রমণ করছে আমাদের ডাটার উপর। এরপর এটা যে কোন কাজ করতে পারে। সব ফাইল ডিলিট করে দেয়ার অধিকার রাখে সে, হোয়াইট হাউসের প্রিন্টারে একটা মিকি মাউসের ছবিও প্রিন্ট করতে পারে।'

ফন্টেইনের কণ্ঠ এখনো শিতল, 'তুমি কি থামাতে পারবে এটাকে?'

'আমার কোন ধারণা নেই,' তাকায় জাব্বা স্ক্রিনের দিকে, 'নির্ভর করছে প্রোগ্রামার কতটা খারাপ তার উপর। কেউ কি আমাকে জানাবে এই লেখাটার মানে কী?'

শুধু সত্যিই এখন আপনাদের বাঁচাতে পারে।
এন্টার পাস কি---

তাকায় জাব্বা। 'দেখুন ডিরেক্টর, ব্ল্যাকমেইল। আমি জীবনেও এমন কিছু দেখিনি।'

'এটা এনসেই টানকাডোর কাজ।' বলল সুসান শান্তভাবে।

জাব্বার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল সাথে সাথে, 'টানকাডো?'

'সে ট্রান্সলেটারের ব্যাপারে একটা স্বীকারোক্তি চেয়েছিল। এজন্য–'

'স্বীকারোক্তি?' বাধা দিল ব্রিঙ্কারহফ, 'টানকাডো চায় ট্রান্সলেটারের ব্যাপারটা আমরা স্বীকার করে নিই? কিন্তু দেরি হয়ে গেছে এ এতক্ষণে?'

সুসান আরো কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু জাব্বা কথা বলে ওঠে, 'মনে হচ্ছে টানকাডো একটা কিল কোড বানিয়েছে।'

সবাই ঘুরে গেল।

'কিল কোড?' দাবি করল ব্রিঙ্কারহফ।

নড করছে জাব্বা, 'পাস কি। ওয়ার্ম নষ্ট করার পাস কি। টানকাডো আমাদের দিবে। আমরা সেটা টাইপ করব। ব্যস।'

ফন্টেইন কথা বলে ওঠে, 'হাতে সময় কতক্ষণ?'

'এক ঘন্টার মত।'

'প্রেস কনফারেন্স ডাকার সময় আছে শুধু। রিকমেন্ডেশন-'

'রিকমেন্ডেশন?' চোখ পাকায় জাব্বা, 'আপনি এখানে ইয়ে করা বাদ দিয়ে এসব বলছেন?'

'ইজি!' সাবধান করে দিল ডিরেক্টর।

'ডিরেক্টর, এখন ডাটাব্যাঙ্কের মালিকানা এনসেই টানকাডোর হাতে। সে যা চায় তাই দিয়ে দিন। যদি চায় ট্রান্সলেটারের কথা প্রচার করতে, সি এন এন কে ডাকুন, তারপর খুলে দিন পরনের শর্টস।'

চুপ করে আছে ফন্টেইন।

'কীসের জন্য অপেক্ষা করছেন, ডিরেক্টর? টানকাডোকে ফোনে ধরুন! হয় কিল কোড নয়ত মরণ।'

কেউ নড়ল না।

'আপনারা কি হাদারাম? ডাকুন টানকাডোকে। জানান, ভেঙে পড়েছি আমরা! আমার কাছে এখনি কিল কোডটা হাজির করতে হবে। এখনি!' পকেট থেকে সেলুলার বের করে সে, 'আমাকে নাম্বারটা জানান। দর কষাকষি না করে সব তুলে দিব তার হাতে!'

'তড়পানোর কোন দরকার নেই,' বলল সুসান, 'মারা গেছে টানকাডো।'

'মারা গেছে?' জোকের মুখে নুন পড়ল যেন, কুচকে গেল জাব্বা, 'তাহলে... আমরা... কিল কোড...'

'তার মানে আমাদের একটা নতুন পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে।' বলল ডিরেক্টর।

জাব্বার চোখে তখনো নগ্ন আতঙ্ক যখন পিছনে কেউ একজন চিৎকার করছে।

'জাব্বা! জাব্বা!'

শোশি কুটা। বিশাল প্রিন্টআউট নিয়ে ছুটে আসছে সে। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে চোখমুখ।

'জাব্বা! ওয়ার্ম! আমি এইমাত্র জানতে পেরেছি এটার কাজের উদ্দেশ্য।'

BoiRboi.net

জাব্বার হাতে তুলে দিল সে কাগজটা, 'আমি এইমাত্র সিস্টেম ইউটিলিটি প্রোব থেকে বের করলাম! ওয়ার্মের এক্সিকিউট কমান্ড আইসোলেট করেছি। প্রোগ্রামিংয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ! দেখ এর পরিকল্পনাটা কী!'

সিস-সেকের হাত থেকে তুলে নিল জিনিসটা জাব্বা।

তারপর এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মুঠি পাকাল হাত।

'ওহ্ জিসাস! টানকাডো... ইউ বাস্টার্ড!'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১১০

'ডিরেক্টর, আমাদের আর কোন উপায় নেই। পাওয়ার কিল করতে হবে।'

'অসম্ভব। ফলাফল খুব খারাপ হবে। নিশ্চিত।'

জানে জাব্বা, কথাটা সত্যি। তিন হাজার আই এস ডি এন কানেকশন দিয়ে সারা পৃথিবী থেকে ডাটাব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। প্রতিদিন মিলিটারি কমান্ডাররা স্যাটেলাইট ছবির দিকে চোখ রাখে। অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা চোখ রাখে অস্ত্রের ব্লু প্রিন্টে। ফিল্ড অপারেটিভরা মিশন অবজেকটিভ ঘাটে। আমেরিকার হাজার হাজার সরকারি অপারেশনের মেরুদন্ড এই এন এস এ ডাটাব্যাঙ্ক।

বন্ধ হয়ে গেলে সারা পৃথিবীতে জীবন মরণ সমস্যা দেখা দিবে।

'আমি সমস্যার কথা জানি, স্যার। কিন্তু আমাদের কোন উপায় নেই।'

'নিজের কথা ব্যাখ্যা কর।'

বড় করে শ্বাস নিল জাব্বা, আবার মুছে ফেলল ভ্রু।

'এই ওয়ার্ম,' শুরু করল সে, 'এটা কোন সাধারণ ডিজেনারেটিভ সাইকেল নয়। সিলেক্টিভ সাইকেল। অন্য কথায়, এ পোকাটার জিহ্বায় স্বাদ আছে।'

মুখ খুলল ব্রিঙ্কারহফ কথা বলার জন্য। ফন্টেইন থামিয়ে দিল তাকে।

'বেশিরভাগ ধ্বংসাত্মক ওয়ার্ম ডাটাব্যাঙ্ককে ক্লিন করে দেয়। কিন্তু এর পদ্ধতি আরো জটিল। এটা শুধু সে ফাইলগুলো সরিয়ে দিবে যেগুলো নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে পড়ে।'

'তার মানে পুরো ডাটাব্যাঙ্ক এ্যাটাক করবে না?' আশার ঝলক দেখায় ব্রিঙ্কারহফ, 'ভাল খবর।'

'না।' চিৎকার ছোড়ে জাব্বা পাল্টাপাল্টি, 'এটা খারাপ। খুবি ইয়ের খারাপ।'

'কুল ইট!' আবার আদেশ দিল ফন্টেইন, 'কোন প্যারামিটারের জন্য কাজ করছে এ ওয়ার্ম? মিলিটারি? কভার্ড অপারেশন?'

মাথা নাড়ল জাব্বা। 'স্যার, আপনি জানেন, বাইরে থেকে যে-ই ঢোকার চেষ্টা করুক না কেন তাকে কয়েকটা সিরিজ পেরিয়ে ঢুকতে হয়।'

নড করল ফন্টেইন।

ডাটাব্যাঙ্কের হায়ারার্কি খুবই ভালভাবে বানানো। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক লোকগুলো ডায়াল করতে পারবে। পারমিশনের উপর ভিত্তি করে তাদের কাজের ক্ষেত্রে ঢুকতে পারবে।

'যেহেতু আমরা ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত,' বলছে জাব্বা, 'হ্যাকার, বিদেশি সরকার, ই এফ এফ এর হাঙরগুলো এ ডাটাব্যাঙ্কের চারধারে চব্বিশ ঘন্টা ঘুরপাক খায় এ্যাকসেস পাবার জন্য।'

'হ্যা। আর দিনে চব্বিশ ঘন্টা তোমার সিকিউরিটি ফিল্টার সেগুলোকে ঝেটিয়ে বিদায় করে। তোমার পয়েন্টটা কী?'

'আমার পয়েন্ট হল, টানকাডোর ওয়ার্ম আমাদের ডাটার কিছু করছে না। টার্গেট করছে সিকিউরিটি ফিল্টারগুলোকে।'

এবং ফিল্টার না থাকলে সমস্ত ডাটা সারা পৃথিবীর কাছে খোলাসা হয়ে যাবে।

'উই নিড টু শাট ডাউন।' আবার বলল জাব্বা, 'এক ঘন্টার মধ্যে থার্ড গ্রেডেড যে কোন লোক, হাতে মডেম থাকলেই হল, আমেরিকার টপ সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পেয়ে যাবে।'

ফন্টেইন দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। কোন কথা বলে না।

তাকায় জাব্বা শোশির দিকে।

'শোশি! ভি আর! এখনি!'

বুলেটের মত ছুটে যায় শোশি।

বেশিরভাগ কম্পিউটারেই ভি আর মানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি। কিন্তু এখানে ভি আর মানে ভিজ-রিপ– ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন। এ পৃথিবীতে নানা কাজের নানা ধরনের মানুষের আনাগোনা। একটা ভি আর এক রেখায় দেখিয়ে দিতে পারে সবকিছু।

শোশি নিচের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ভি আর!'

একটা কম্পিউটার জেনারেটেড ডায়াগ্রাম উটে এল দেয়ালে। সবাই জাব্বার সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে সেখানে।

ভি আরটা বুলস আই। ভিতরের লাল বৃত্তটা ডাটা। তার চারপাশে পাঁচটা গোল আঙটি। প্রতিটার রঙ ভিন্ন। বাইরের বৃত্তটা হালকা হয়ে গেছে। প্রায় অদৃশ্য।

'আমাদের ডিফেন্সের পাঁচটা ধাপ আছে।' ব্যাখ্যা করছে জাব্বা। 'প্রাইমারি ব্যাসন হোস্ট, দু সেট প্যাকেট ফিল্টার– এফ টি পি আর এক্স ইলেভেনে তৈরি, একটা টানেল ব্লক, সবশেষে পি ই এম নির্ভর অথোরাইজেশন উইন্ডো। ট্রাফল প্রজেক্টে। বাইরের বৃত্তটা হারিয়ে যাচ্ছে। এক ঘন্টার মধ্যে বাকি চারটাও শেষ হয়ে যাবে। প্রতি বাইট এন এস এ ডাটা হয়ে যাবে পাবলিক ডোমেইন।'

ফন্টেইন তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে ডাটার দিকে।

'এটা যুদ্ধাবস্থা।' বলল ডিরেক্টর ধীরে ধীরেভ।

মাথা নাড়ল জাব্বা সায় দিয়ে, 'আমার মনে হয় না টানকাডো এতটা চেয়েছিল। সে এর মধ্যেই থামিয়ে দিতে চেয়েছিল ব্যাপারটাকে।'

হারিয়ে গেছে পঞ্চম বাধাটা।

'ব্যাসন হোস্ট টোস্টেড।' চিৎকার করল এক টেকনিশিয়ান, 'সেকেন্ড শিল্ড ধ্বসে পড়ছে।'

'এখনি শাটডাউন শুরু করতে হবে,' যুক্তি দেখাল জাব্বা, 'ভি আরে দেখা যাচ্ছে হাতে পয়তাল্লিশ মিনিট সময় বাকি। শাটডাউনটা খুবি জটিল প্রক্রিয়া।'

সত্যি কথা। এন এস এ ডাটাব্যাঙ্ক কখনো শাটডাউনের জন্য তৈরি হয়নি। অনেক অনেক পাওয়ার সাপ্লাই আছে তার। আছে অনেক ফেইল সেফ। আছে মাল্টিপল এ্যাকসেস প্রক্রিয়া।

'আমাদের হাতে সময় আছে, যদি চেষ্টা করি,' বলল জাব্বা, 'ম্যানুয়াল শাটডাউনে ত্রিশ মিনিট সময় লাগবে।'

তাকিয়ে আছে ডিরেক্টর ভি আরের দিকে।

'ডিরেক্টর, পৃথিবীতে আমেরিকার গোপন বলে কিছু থাকবে না আর একটু পরেই। শাটডাউন করতে হবে আমাদের।'

'অন্য কোন না কোন পথ অবশ্যই আছে।'

'আছে। কিল কোড। কিন্তু এর মালিক মৃত।'

'ব্রুট ফোর্সের ব্যাপারে কী হবে?' প্রশ্ন তুলল ব্রিঙ্কারহফ, 'আমরা কি কিল কোডটা আন্দাজ করতে পারি না?'

'ফর ক্রাইস্টস সেক! কিল কোড এনক্রিপশন কোডের মতই! র‍্যান্ডম! ধারণা করা অসম্ভব! আপনি যদি ছশো ট্রিলিয়ন এন্ট্রি করাতে পারেন আগামি পয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে, স্বাগতম!'

'কিল কোডটা স্পেনে।' দুর্বলভাবে বলল সুসান।

সবাই তাকাল তার দিকে।

চোখ তুলে তাকায় সুসান, 'মারা যাবার সময় টানকাডো সেটাকে সরিয়ে ফেলে। দিয়ে দেয় আরেকজনের কাছে।'

সবাই আরো বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

'পাস কি...' বলল সে, 'কমান্ডার সেটা আনতে পাঠিয়েছে।'

'আর? স্ট্র্যাথমোরের লোকজন পেয়েছে সেটাকে?' প্রশ্ন করল জাব্বা।

'ইয়েস। আই থিঙ্ক সো।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১১১

কন্ট্রোল রুমে আরো একটা চিৎকার উঠে এল। শোশি। 'শার্কস!'

ভি আরের দিকে ঘুরে গেল জাব্বা। বাইরের লাইনের পাশে দুটা চিকন রেখা দেখা দিল। যেন কোন ডিম্বকে ঢুকে পড়ছে স্পার্ম।

'পানিতে রক্ত, ফোকস,' বলল জাব্বা, 'হয় এখনি শাটডাউন শুরু করতে হবে, নয়ত কখনো না। এ দু পক্ষ যখনি দেখবে ব্যাসন হোস্ট নেই, যুদ্ধের হুঙ্কার দিবে তারা।'

ডিরেক্টর তাকিয়ে আছে সুসানের দিকে। চেয়ারে বসে পড়েছে সুসান। ভেঙে গেছে একদম।

'আই নিড এ ডিসিশন!' চিৎকার করছে জাব্বা, 'নাউ!'

চোখ তুলে তাকায় ফন্টেইন, 'ওকে, তোমাকে দেয়া হল। আমরা শাটডাউন করছি না। অপেক্ষা করছি।'

'কী! কিন্তু–'

'জুয়া।' বলল ফন্টেইন, 'জুয়াটা জিতেও যেতে পারি।' জাব্বার সেলুলার তুলে নিল সে, 'মিজ, লেল্যান্ড ফন্টেইন বলছি। মন দিয়ে শোন...'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১১২

'আপনিই ভাল জানেন কী করছেন, ডিরেক্টর! আমরা শাটডাউনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি।'

কোন জবাব নেই ফন্টেইনের পক্ষ থেকে।

দরজা খুলে গেল। এগিয়ে এল মিজ। 'ডিরেক্টর! সুইচবোর্ডে প্যাচিং হচ্ছে। এখনি!'

প্রত্যাশা চোখে নিয়ে ফন্টেইন তাকায় স্ক্রিনের দিকে। পনের সেকেন্ড পর জীবন ফিরে পায় স্ক্রিনটা।

স্ক্রিনে দৃশ্যটা তুষারমোড়া। কুইকটাইম ডিজিটাল ট্রান্সমিশন– সেকেন্ডে মাত্র পাঁচটা ফ্রেম। ইমেজে দুজন মানুষ। একজন ফ্যাকাশে, অন্যজন ব্লন্ড। দুজনেই আমেরিকান। যেন দুজন নিউজকাস্টার অন দ্য এয়ার হবার জন্য অপেক্ষা করছে।

'এটা আবার কী?' প্রশ্ন তুলল জাব্বা।

'সিট টাইট।' আদেশ করল ফন্টেইন সাথে সাথে।

মানুষটা মনে হয় কোন ভ্যানের ভিতরে। চারপাশে ইলেক্ট্রনিক ক্যাবলিং। অডিও কানেকশন জীবিত হয়ে উঠল। শোনা যাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েস।

'ইনবাউন্ড অডিও,' বলল এক টেকনিশিয়ান পিছন থেকে, 'বোথওয়ে হতে আরো পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগবে।'

'এরা কারা?' প্রশ্ন করল ব্রিঙ্কারহফ।

'আকাশে চোখ রাখ।' জবাব দিল ফন্টেইন। স্পেনে পাঠানো দুজনের দিকে দৃষ্টি তার।

পাঠিয়েছে সেই। স্ট্র্যাথমোরের সব পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন আছে তার। কিন্তু হুলোহটকে ব্যবহার করা কেন? সে একজন মার্সেনারি। যদি প্রয়োজন হয়– লোক পাঠিয়েছে সে স্পেনে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১১৩

'অসম্ভব!' ক্যামেরায় কথা বলে উঠল লোকটা, 'আমাদের উপর আদেশ আছে। আমরা কাজ করছি লেল্যান্ড ফন্টেইনের পক্ষ থেকে, জবাব দিব শুধু তার কাছে।'

ফন্টেইন মুখ খুলল আমুদে ভঙ্গিতে, 'তোমরা জান না আমি কে, জান নাকি?'

'তাতে কিছু এসে যায় না।'

'আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও। ব্যাখ্যা করতে দাও একটা ব্যাপার।'

দু সেকেন্ড পর লোক দুজন লাল মুখো হয়ে গেল। শরীর সোজা করে বলা শুরু করল, 'ডি-ডিরেক্টর,' ব্লন্ড লোকটা কথা বলছে, 'আমি এজেন্ট কলিয়ান্ডার, দিস ইজ এজেন্ট স্মিথ।'

'ফাইন,' বলল সে, 'আমাদের ব্রিফ কর।'

পিছনে মাথা গুজে কাঁদছিল সুসান। চোখ তুলে তাকায়।

পোডিয়ামের লোকজন কথা শুনছে। এজেন্ট শুরু করেছে তার ব্রিফিং।

'আপনার আদেশ অনুযায়ী, ডিরেক্টর,' বলছে লোকটা, 'আমরা এখানে দুদিন ধরে আছি। সেভিলে। স্পেনে। ফলো করছি এনসেই টানকাডোকে।'

'আমাকে খুনের ব্যাপারে বল।' অধৈর্য হয়ে কথা বলে উঠল ফন্টেইন।

নড করল স্মিথ। 'আমরা ভিতর থেকেই দেখতে পেলাম হুলোহট স্মুথলি শেষ করে দিল এনসেই টানকাডোকে। আশপাশের লোকজন চলে এল। হুলোহট আর পায়নি জিনিসটাকে।'

নড করল ফন্টেইন। দক্ষিণ আমেরিকায় থাকার সময় এজেন্ট বলেছিল কিছু একটা গড়বড় হচ্ছে। ডিরেক্টর চলে এসেছে সাথে সাথে।

কলিয়ান্ডার কথা বলে উঠল, 'আমরা আপনার আদেশ অনুযায়ী হুলোহটের সাথে সাথেই ছিলাম কিন্তু সে কখনোই সেভিল মর্গে যায়নি। তার বদলে আরেক লোকের পিছু নেয় সে। দেখে মনে হয় সাধারণ। কোট এবং টাই পরা। প্রাইভেট।'

'প্রাইভেট?' হাসল ফন্টেইন। স্ট্র্যাথমোর এন এস এ কে খেলা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

'এফ টি পি ফিল্টার ফেইলিং!' জোর শব্দ তুলল এক টেকনিশিয়ান।

'জিনিসটা দরকার,' বলল ডিরেক্টর, 'কোথায় হুলোহট?'

পিছতে তাকায় স্মিথ। 'সে আমাদের সাথেই আছে... স্যার।'

'কোথায়?'

লেন্স এ্যাডজাস্ট করল লোকটা। পিছনে দুটা দেহ পড়ে আছে। একজন ওয়্যার রিমের গ্লাস পরা, অন্যজন সাদা শার্টের কালো চুলের লোক। শার্ট রক্তে ভিজা।

'বা পাশের লোকটা হুলোহট।'

'মারা গেছে?'

'ইয়েস, স্যার।'

'এজেন্ট স্মিথ, আইটেমটা আমাদের দরকার।'

'আমাদের এখনো কোন স্থির ধারণা নেই আইটেমটা কী। চেষ্টা চালাচ্ছি।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১১৪

'তাহলে আবার দেখ!' ঘোষণা করল ফন্টেইন।

র‍্যান্ডম নাম্বারে খোজে আবার দেহ দুটা তল্লাশী করল এজেন্ট দুজন।

জাব্বা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, 'মাই গড! ওরা পাবে না!'

'এফ টি পি ফিল্টার হারাচ্ছি আমরা!' পিছন থেকে বলল এক টেকনিশিয়ান, 'তৃতীয় শিল্ড বেরিয়ে গেছে।'

'স্যার, কোথাও পাস কি নেই। সব দেখেছি আমরা। সব। হুলোহট একটা মনোকল কম্পিউটার পরে আছে। সেখানেও দেখেছি। সে কোনকিছু ট্রান্সমিট করেনি। শুধু খুনের কয়েকটা লিস্ট।'

'ড্যামইট! সেখানেই থাকার কথা! খুজতে থাক!'

জাব্বা অনেক দেখেছে। এবার নিয়ন্ত্রণ নিল সে। ডিরেক্টরের তোয়াক্কা না করে কমান্ড করল, 'এ্যাকসেস অক্সিলারি কিল করছে! শাট ইট ডাউন! নাউ!'

'আর পারব না!' চিৎকার করল শোশি, 'আধঘন্টা লাগবে। দেরি হয়ে যাবে ততক্ষণে।'

জাব্বা কিছু বলতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে একটা আওয়াজ উঠে এল।

পাগলের মত চিৎকার করছে সুসান। উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রিজ হয়ে থাকা ছবির দিকে তাকিয়ে আছে। সামনে ছুটে আসছে।

'তোমরা খুন করে ফেলেছ তাকে! খুন করে ফেলেছ!'

এগিয়ে আসছে সে।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সুসানের দিকে।

'ডেভিড! ও মাই গড! ডেভিড!'

কাঁপছে সে। ফোপাচ্ছে। তড়পাচ্ছে পাগলের মত। উদভ্রান্ত দৃষ্টি তার। ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বসলেও কেউ এভাবে কষ্ট পায় না, সামনের দৃশ্য দেখে যেভাবে দাপাচ্ছে সুসান।

ভ্যানের পিছনদিকে পড়ে আছে লাশটা। সাদা শার্ট লাল হয়ে আছে রক্তে। পরিপাটি চুল। পড়ে আছে ডেভিড বেকারের লাশ।

'আপনি তাকে চেনেন?' ফন্টেইন জিজ্ঞেস করল।

কোন জবাব দিল না সুসান। বারবার নামটা বলছে সে, যে মানুষটাকে ভালবাসে তার নাম।

অধ্যায় : ১১৫

ডেভিড বেকারের মনে শূণ্যতা। আমি মারা গেছি। এবং দূরে, বহুদূরে কোন এক কণ্ঠ ডাকছে তাকে। পরিচিত। খুব পরিচিত...

'ডেভিড!'

হাতের নিচে হালকা জ্বালা। রক্তে আগুন। এখন আর আমার মানুষটা আমার নেই। তবু তার কণ্ঠ ভেসে আসছে কোত্থেকে? মৃদু, দূরাগত শব্দ। তার অংশ কণ্ঠটা।

আরো অনেক কণ্ঠ আছে আশপাশে। সে সেসব কণ্ঠকে সরিয়ে দেয় দূরে। শুধু একটা কণ্ঠ প্রয়োজন তার।

'ডেভিড...'

আলোর একটা ঝলক। মৃদু। তীব্র। বাড়ছে। নড়ার চেষ্টা করে বেকার। ব্যথা। কথা বলার চেষ্টা করে।

কণ্ঠটা এখনো ডেকে চলেছে আগের মতই।

কাছেই আছে কেউ একজন। উঠিয়ে আনছে তাকে। কণ্ঠের দিকে ফিরে গেল বেকার। নাকি নাড়ানো হয়েছে? ডাকছে তাকে। চোখ খুলে তাকায় সে। উজ্জ্বল ইমেজের দিকে। এক মহিলার ইমেজ। তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে কি আমাকে মারা যেতে দেখছে?

'ডেভিড...'

পরিচিত কণ্ঠ। নেমে এসেছে একজন দেবী। কথা বলছে দেবী তার প্রতি। 'ডেভিড! ভালবাসি। ভালবাসি তোমাকে!'

মুহূর্তে বাকিটা বুঝে ফেলে সে।

সুসান স্ক্রিনের কাছে এসে পাগলের মত চিৎকার করছে। লাফাচ্ছে। দুহাতে মুছে ফেলছে অনেক অনেক কষ্টের অশ্রু। 'ডেভিড... আমি... আমি মনে করেছিলাম...'

ফিল্ড এজেন্ট স্মিথ বুঝে নিল বাকিটা। সেই তুলে এনেছে তাকে। বসিয়ে দিচ্ছে সামনের সিটে। 'তিনি একটু ঘোরের মধ্যে আছেন, ম্যাম। সময় দিন কিছুটা।'

'কি–কিন্তু,' বলছে সুসান, 'আমি একটা ট্রান্সমিশন দেখেছিলাম–'

'আমরাও দেখেছি ম্যাম। হুলোহট আগেই ট্রান্সমিট করে দিয়েছে লেখাটা।'

'কিন্তু রক্ত!'

'মাংসে আঘাত। কোন সমস্যা নেই। গজ বেঁধে দিয়েছি।'

কথা বলতে পারছে না সুসান।

এজেন্ট কলিয়ান্ডার সরিয়ে নিল ক্যামেরা। 'আমরা তাকে নতুন জে টু থ্রি লঙ এ্যাকটিং স্টান গান দিয়ে গুলি করেছি। দোজখের মত জ্বলার কথা। কিন্তু তাকে পথ থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছি।'

'ভাববেন না, ম্যাম,' বলল স্মিথ, 'ঠিক হয়ে যাবেন তিনি।'

ডেভিড বেকার তাকিয়ে আছে টিভি স্ক্রিনের দিকে। মাথা ফাকা। চিন্তা ঘোলাটে। ইমেজটা একটা ঘরের। বিচ্ছিন্নতা আর গোলযোগের ঘর। সুসান সেখানে। দাঁড়িয়ে আছে খোলা মেঝেতে। তাকিয়ে আছে তার দিকে।

হাসছে এবং চিৎকার করে কাঁদছে সুসান, 'ডেভিড! থ্যাঙ্ক গড! আমি মনে করলাম হারিয়ে ফেলেছি তোমাকে!'

সামনে এগিয়ে গুজনেক মাইক্রোফোনটা নিজের দিকে আনে সে, 'সুসান?'

যেন বজ্রপাত হল ঘরের ভিতরে। চোখ তুলল সুসান।

'সুসান, তোমাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে হবে।'

পুরো ডাটাব্যাঙ্ক থমকে গেছে। তাকিয়ে আছে সবাই।

'সুসান ফ্লেচার,' বলল ডেভিড বেকার থমকে থমকে, 'উইল ইউ ম্যারি মি?'

কার হাত থেকে যেন একটা পেন্সিল পড়ে গেল। ছলকে পড়ল কফি গায়ের উপর। কোন হুশ নেই কারো।

'ডে–ডেভিড,' বিমূঢ় সুসান জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তো পাঁচ মাস আগেই প্রশ্নটা করেছিলে। মনে পড়ে?'

'পড়বে না কেন? কিন্তু এবারের কথাটা ভিন্ন।'

'মানে?'

'এবার আমার সাথে একটা আঙটি আছে।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১১৬

'রিড ইট, মিস্টার বেকার!' আদেশ করল ফন্টেইন।

জাব্বা ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে কি বোর্ডে হাত রেখে। 'ইয়েস,' বলল সে, 'আশীর্বাদের অক্ষরগুলো বলেই দিন।'

তাদের সাথেই আছে সুসান ফ্লেচার। হাটু দুর্বল। কাঁপছে। পর্দা জুড়ে প্রফেসর ডেভিড বেকার। হাতের আঙটিটা ঘুরিয়ে লেখাগুলো বোঝার চেষ্টা করে সে।

'আর সাবধানে পড়বেন!' কমান্ড করছে জাব্বা, 'একটা টাইপো মিস বা ভুল, আমরা এমন গ্যাড়াকলে ফেসে যাব!'

রাগে তাকায় ফন্টেইন জাব্বার দিকে। এ টেনশনে আরো প্রেশার দেয়ার কোন মানে হয় না।

'রিল্যাক্স, মিস্টার বেকার। আমরা সাবধানে পড়ব লেখাটা। ভুল হলে ক্ষতি নেই খুব। আবার দেখা যাবে।'

'ভুল উপদেশ, মিস্টার বেকার,' প্রতিবাদ করে জাব্বা জোর গলায়, 'প্রথমেই সঠিকটা পড়ে ফেলুন। কিল কোডগুলোর মধ্যে সাধারণত পেনাল্টি ক্লজ থাকে। চেষ্টা করে যেন ভাঙা না হয় সেজন্য। একটা ভুল হলে সাইকেল বেড়ে যাবে। দু বার ভুল হলে আর মাফ নেই। গেম ওভার৷'

ডিরেক্টর একটা তীব্র ভ্রুকুটি হেনে আবার তাকায় স্ক্রিনে। 'মিস্টার বেকার? আমার ভুল। কেয়ারফুলি পড়ুন। যথা সম্ভব কেয়ারফুলি।'

'কিউ... ইউ... আই... এস... স্পেস... সি...'

জাব্বা আর সুসান সাথে সাথে কথা বলে উঠল, 'স্পেস? সেখানে একটা স্পেস আছে?'

শ্রাগ করল বেকার। 'আছে। অনেকগুলো।'

'কোন কিছু মিস করছি আমি?' ফন্টেইন দাবি করল, 'কীসের জন্য অপেক্ষা, এ্যা?'

'স্যার,' বলল সুসান, 'ব্যাপারটা... ব্যাপারটা ঠিক...

'আমিও তাই বলছি,' বলল জাব্বা, 'ব্যাপারটা বিচিত্র। পাসওয়ার্ডে কখনো স্পেস থাকে না।'

ব্রিঙ্কারহফ কোনক্রমে গিলল কথাটা, 'তাহলে আপনি কী বলেন?'

'তিনি বলছেন,' বলল সুসান, 'এটা সম্ভবত কোন কিল কোড নয়।'

এবার কান্নার মত হয়ে গেল ব্রিঙ্কারহফের চোখমুখ, 'অবশ্যই! এটাই কিল কোড! আর কী হতে পারে? আর কী কারণে টানকাডো এটাকে সরিয়ে দিবে? কোন পাগলে আঙটিতে এলোমেলো অক্ষর কুদে দেয়?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গেঁথে দিল ফন্টেইন ব্রিঙ্কারহফকে।

'আহ, ফোকস,' গলা খাকারি দিল বেকার, 'আপনারা বারবার এলোমেলো অক্ষরের কথা বলছেন। এখানে লেখাটা মোটেও এলোমেলো নয়।'

'কী!'

বেকারকে অপ্রস্তুত দেখায়। 'আসলে এখানে সুস্পষ্ট শব্দ আছে। সেগুলো অনেক কাছে কাছে ঠাসা। প্রথমে র‍্যান্ডম মনে হবে। কিন্তু ভালভাবে তাকালে দেখা যাবে এটা আসলে ল্যাটিন।'

জাব্বা বাতাস টানল, 'ইউ আর শিটিং মি!'

মাথা নাড়ল বেকার। 'কুইস কাস্টোডিয়েট ইপসোস কাস্টোডস। এর মানে হল–'

'এর মানে, হু উইল গার্ড দ্য গার্ডস!' বাধা দিল সুসান।

বেকার অবাক হল, 'সুসান, আমার জানা ছিল না তুমি–'

'এটা স্টায়ার্স অব জুভেনাল থেকে নেয়া,' অবাক হয়ে গেছে সুসানও, 'হু উইল গার্ড দ্য গার্ডস? আমরা যখন পৃথিবীকে গার্ড দিই, এন এস এ কে পাহারা দিবে কে? এটা টানকাডোর প্রিয় কথা।'

'তো?' আসল কথায় এল মিজ, 'এটা কিল কোড কিনা!

'এটা অবশ্যই পাস কি!' ঘোষণা করল ব্রিঙ্কারহফ।

ফন্টেইন চুপ করে আছে। পুরো ব্যাপারটা খেলছে তার মাথায়।

'জানি না এটাই কি কিনা,' বলল জাব্বা, 'আমার কাছেও ব্যাপারটা বেখাপ্পা লাগে। টানকাডো র‍্যান্ডম কি ব্যবহার নাও করতে পারে।'

'শুধু স্পেসগুলো সরিয়ে দিন!' উত্তেজনায় লাফাচ্ছে ব্রিঙ্কারহফ, 'তারপর টাইপ করে দিন পুরো লেখাটা।'

ফন্টেইন সুসানের দিকে তাকায়। 'আপনার কী মত, মিস ফ্লেচার?'

টানকাডোর ব্যাপারে ভাবে সুসান। কিছু একটা মিলছে না। সব ব্যাপারে টানকাডো সরল। সোজা। প্রোগ্রামিংয়েও।

'আমার মনে হয় না এটা পাস কি।'

'মিসেস ফ্লেচার, আপনার মন কী বলে, এটাই যদি পাস কি না হয়, তাহলে টানকাডো মারা যাবার সময় কেন এটাকে সরিয়ে দিবে?'

নতুন একটা কণ্ঠ ঢুকে পড়ল কথাতে, 'আহ- ডিরেক্টর?'

সেভিল থেকে এজেন্ট কলিয়াভার বলছে। বেকারের কাধের পিছন থেকে। 'যাই হোক না কেন, আমি ঠিক নিশ্চিত নই মিস্টার টানকাডো মারা যাবার সময় জানতেন তিনি মারা যাচ্ছেন।'

'আই বেগ ইউর পারডন?'

'হুলোহট একজন পাকা বাস্তু ঘুঘু, স্যার। পঞ্চাশ মিটার দূর থেকে সে খুন হয়ে যাওয়া দেখে। সব প্রমাণে দেখা যায় টানকাডো ব্যাপারটা জানতো না।'

'প্রমাণ? কোন প্রমাণ?' দাবি করল ব্রিঙ্কারহফ, 'টানকাডো আঙটিটা দিয়ে দিয়েছে, এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'এজেন্ট স্মিথ,' জলদগম্ভীর কণ্ঠ ফন্টেইনের, 'কী দেখে তোমার মনে হল যে মারা যাবার সময় টানকাডো ব্যাপারটা জানত না?'

গলা পরিষ্কার করে নিল স্মিথ, 'এন টি বি দিয়ে তাকে খুন করে হুলোহট। ননইনভেস্টিভ ট্রমা বুলেট। এ রাবার পোডটা বুকে আঘাত করে ছড়িয়ে পড়ে। নিরবে। খুব পরিষ্কার। কার্ডিয়াক এ্যারেস্টে যাবার আগে মিস্টার টানকাডো হয়ত খুব তীক্ষ্ণ কোন অনুভূতি পায়, এরচে বেশি কিছু না।'

'ট্রমা বুলেট!' বলল বেকার, 'এতেই বাকিটা স্পষ্ট হয়ে যায়!'

'সন্দেহ আছে যে,' স্মিথ বলছে, 'ব্যাপারটার সাথে গানম্যানের যোগসাজস নিয়ে ভাববে না সে।'

'আর তার পরও সে আঙটিটা সরিয়ে দিয়েছে!' বলল ফন্টেইন।

'সত্যি, স্যার। কিন্তু সে একবারের জন্যও আশপাশে তাকায়নি। গুলি খাবার পর সব সময় ভিকটিম তার খুনির খোজে আশপাশে তাকায়। এটাই ইনস্টিঙ্কট।'

'সে তাকায়নি হুলোহটের খোজে?'

'না। ফিল্মে আছে।'

'এক্স ইলেভেন ফিল্টার চলে যাচ্ছে!' গলা উচু করল এক টেকনিশিয়ান, 'ওয়ার্ম অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে এর মধ্যেই।'

'ফিল্মের কথা ভুলে যান,' দৃপ্তকণ্ঠ ব্রিঙ্কারহফের, 'কোড টাইপ করে মেরে ফেলুন পোকাটাকে!'

'ভুল কোড দেয়া যাবে না।' ডিরেক্টর বলল।

'ঠিক।' বলল জাব্বা।

'হাতে কতক্ষণ সময় আছে?'

'বিশ মিনিট। আশা করি সেটা ভালভাবে কাজে লাগানো হবে।'

'ওকে,' ফিরল ডিরেক্টর, 'রান দ্য ফিল্ম।'

অধ্যায় : ১১৭

'ট্রান্সমিটিং' বলল এজেন্ট স্মিথ।

শটটা যেন কোন পুরনো দিনের ছায়াছবির। ছবিটা ঝাকিয়ে উঠছে। সাদাকাল। পার্কের সাদামাটা দৃশ্য। ট্রান্সমিশনের বদৌলতে ডিগবাজি খাচ্ছে ফ্রেম।

পার্কটা শূণ্য। গাছের মেলা চারপাশে।

'এক্স ইলেভেন ডাউন!' আবার হাক ছাড়ল আরেক টেকনিশিয়ান, 'দিস ব্যাড বয় ইজ হাঙরি!'

* * *

স্মিথ ব্যাখ্যা করছে।

'এটা ভ্যানের শট। কিল জোন থেকে পঞ্চাশ মিটারের মত দূরে। ডানপাশ থেকে আসছে টানকাডো। বা পাশের গাছের আড়ালে আছে হুলোহট।'

'এখানে বাড়তি দৃশ্য দেখাচ্ছ কেন! সময় খুব কম। আসল কাজে যাও।' বলল ডিরেক্টর।

কয়েকটা বাটন চাপল এজেন্ট কলিয়াভার। সরে গেল দৃশ্যগুলো।

এসে বসল টানকাডো একটা বেঞ্চে। মাথার উপর থেকে সূর্যকে আড়াল করার জন্য হাত দিয়ে চোখ ঢেকে তাকাল গাছের সৌন্দর্যের দিকে।

'এইতো!' বলল স্মিথ, 'এখানেই হুলোহট প্রথম খোলা শটটা নেয়।'

গাছের পিছন থেকে, স্ক্রিনের বা পাশ থেকে আলোর একটা ঝলক খেলে গেল। সাথে সাথে বুক চেপে ধরল টানকাডো। এক মুহূর্তের জন্য থমকে থাকল। ক্যামেরা তার উপর জুম করছে। অস্থির জুম। কখনো ফোকাস ঠিক, কখনো বেঠিক।

ফুটেজ চলে যাচ্ছে তীব্র গতিতে। স্মিথ তার বয়ান করে যাচ্ছে, 'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, টানকাডো সাথে সাথে কার্ডিয়াক এ্যারেস্টে পড়ে গেল।'

সুসান অসুস্থের মত দেখছে দৃশ্যটা।

টানকাডো দুর্বল আঙুলগুলো তোলে বুকের কাছে। চেহারায় আতঙ্ক ভর করেছে।

'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, সে তাকিয়ে আছে নিজের দিকে–'

'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ?' প্রশ্ন তুলল জাব্বা।

'অবশ্যই! একটু সন্দেহ করলে চারদিকে তাকাত সে।'

এখনো বুক আকড়ে আছে। হাটু গেড়ে বসে গেল টানকাডো। মারা যাচ্ছে একা একা।

'ব্যাপারটা বিচিত্র,' বলল স্মিথ, 'সাধারণত ট্রমা পড এত দ্রুত কাজ করে না। বড় টার্গেট হলে আদৌ মারা নাও যেতে পারে।'

'দুর্বল হার্ট।' বলল কমান্ডার।

'তাহলে অস্ত্রের দারুণ ব্যবহার।'

এদিকে পড়ে গেছে টানকাডো। ফল বাগান থেকে ওয়্যার রিম পরা এক লোক বেরিয়ে এল। হাতে ওভারসাইজের ব্রিফকেস। আঙুলে আঙুলে ঠোকাঠুকি করছে সে। আঙুলগুলোতে কী যেন লাগানো।

'সে মনোকল নিয়ে কাজ করছে,' বলল স্মিথ ঘোষণার সুরে, 'মেসেজ পাঠাচ্ছে। দেখুন, মৃত্যুর আগেই খবর পাঠানোর একটা অভ্যাস আছে তার।'

এগিয়ে যাচ্ছে সে ভিকটিমের দিকে এমন সময় কাছে কোথাও থেকে এক বৃদ্ধ লোক এগিয়ে এল। ধীর হয়ে গেল হুলোহট। একটু পর আরো দুজন হাজির হল কান্ট্রিইয়ার্ড থেকে। মোটা এক লোক। সাথে লাল চুলো মেয়ে। তারাও চলে এসেছে টানকাডোর পাশে।

'ভুল জায়গা বেছে নিয়েছে হুলোহট। সে ভেবেছিল এখানে একা পাবে লোকটাকে।' বলছে স্মিথ।

একটু সময় অপেক্ষা করে হুলোহট। তারপর ঝট করে চলে যায় গাছের আড়ালে। আরো কিছুটা দেখবে সে।

'এবার আসল ব্যাপারটা আসছে,' বলল সে, 'আমরা প্রথমে দেখতেই পাইনি। মানে খেয়াল করিনি।'

আশপাশের মানুষের কাছে কিছু বলার চেষ্টা করছে টানকাডো। হাসফাস করছে বাতাসের জন্য। বেপরোয়া হয়ে বা হাতটা ছুড়ে দিল সামনে। আর একটু হলেই বুড়ো লোকটার গায়ে লাগত। বৃদ্ধের চোখের সামনে মেলে ধরেছে সেটা। টানকাডোর আঙুল তিনটার উপর স্থির হল ক্যামেরা। তাদের একটার মধ্যেই সেই আঙটি। আবার উপরের দিকে হাত ছুড়ে দেয় টানকাডো। বুড়ো লোকটা অবাক হয়। এবার মহিলার দিকে ফিরে তাকায় টানকাডো। বিকৃত আঙুল তিনটা মেলে ধরে। মহিলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এবার শেষ চেষ্টা। হাত বাড়ায় সে মোটা লোকটার দিকে। চেষ্টা করে শেষ বারের মত।

বুড়ো লোকটা উঠে আসছে। চারপাশে তাকাচ্ছে সাহায্যের জন্য। টানকাডো দুর্বল হয় প্রতি মুহূর্তে। চোখের সামনে মেলে ধরে আঙুল। মোটা লোকটা এগিয়ে এসে হাত ধরে সাপোর্ট দেয়ার ভঙ্গিতে। টানকাডো একবার তাকায় লোকটার চোখে চোখে, তারপর তাকায় আঙটির দিকে। মারা যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে এনসেই টানকাডো একটা নড করে লোকটার দিকে তাকিয়ে।

সায় দেয়।

এবং মারা যায়।

'জিসাস!' জাব্বা গুমরে উঠল।

হঠাৎ ক্যামেরা চলে গেল হুলোহটের দিকে। নেই সে। সাইরেনের শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে একটা পুলিশ মোটরসাইকেল। ক্যামেরা চলে এল টানকাডোর দিকে। তড়িঘড়ি করে চলে গেল লোক দুজন। বৃদ্ধ এখনো তার পাশে। হাতের আঙটি নেই।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১১৮

'এটাই প্রমাণ,' বলে ওঠে ডিরেক্টর, 'টানকাডো আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য দিয়ে দিয়েছে আঙটিটা।'

'কিন্তু ডিরেক্টর,' সুসান যুক্তি দেখাল, 'যদি সে মারা যাবার কথা নাই জানে তাহলে কেন দিয়ে দিবে আঙটিটা?'

'আমিও একমত,' বলল জাব্বা, 'বাচ্চাটা খেলতে জানে। সে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে যে ট্রান্সলেটার এক জিনিস আর ডাটাব্যাঙ্ক অন্য জিনিস।'

ফন্টেইন তাকিয়ে আছে অবিশ্বাসে। 'তুমি মনে কর টানকাডো মারা যাবার সময়টাতেও এন এস এর কথা ভেবেছে? ওয়ার্মটাকে থামানোর কথা ভেবেছে?'

'টানেল ব্লক করোডিং,' বলছে একজন টেকনিশিয়ান, 'সর্বোচ্চ পনের মিনিটের মধ্যে পরিপূর্ণ আক্রমণ আসবে।'

'আমি বলছি ব্যাপারটা,' ঘোষণা করল ডিরেক্টর, নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে, 'আর পনের মিনিটের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটা দেশ জেনে যাবে কী করে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালাস্টিক মিসাইল বানাতে হয়। এই ঘরের কেউ যদি মনে করে এ আঙটিরচে ভাল কোন প্রতিযোগি আছে কিল কোডের ব্যাপারে, আমি তার মতকে প্রাধান্য দিব।

থামল ডিরেক্টর। কোন কথা নেই। জাব্বার দিকে তাকায় সে, বলে, 'টানকাডো আঙটিটাকে কোন এক কারণে সরিয়ে দিয়েছিল, জাব্বা। সে এটাকে মাটিতে পুতে ফেলতে চায় নাকি মোটা লোকটাকে দিয়ে আমাদের ফোন করাতে চায় সেসব নিয়ে আমি কেয়ার করি না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। কোডটা ঢুকাচ্ছি আমরা। এখন।'

জাব্বা লম্বা করে একটা শ্বাস নেয়। জানে– ফন্টেইনের কথা সত্যি। এর বাইরে আর কোন অপশন নেই। বসে পড়ে সে।

'মিস্টার বেকার, লেখাগুলো, প্লিজ।'

ডেভিড বেকার পড়ল। লিখে ফেলল জাব্বা সাথে সাথে। দুবার তাকিয়ে থেকে তারপর সরিয়ে ফেলল সবগুলো স্পেস। ভিউ ওয়ালের সেন্টার প্যানেলে, উপরের দিকে, একটা লেখা দেখা দিল।

QUISCUSTODIETIPSOSCUSTODES

'আমার কাছে ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।' বলল সুসান, 'ঠিক ক্লিন নয়।'

এন্টার কি'র উপর ইতস্তত করছে জাব্বা।

'ডু ইট!' কমান্ড করল ফন্টেইন।

কিতে চাপ দিল জাব্বা সাথে সাথে।

কয়েক সেকেন্ড পরই পুরো কামরার মানুষ জানতে পারল ব্যাপারটা ভুল হয়ে গেছে।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১১৯

'এটা এ্যাক্সিলারেট করছে!' পিছন থেকে চিৎকার করে উঠল শোশি, **'ভুল কোড!'**

সবাই আতঙ্কে জমে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

স্ক্রিনে এরর ম্যাসেজ দেখাচ্ছে।

ইল্যিগাল এন্ট্রি। নিউমেরিক ফিল্ড ওনলি।

'ড্যামইট!' চিৎকার করে উঠল জাব্বা, 'নিউমেরিক অনলি! আমরা এ আঙটি নিয়ে কী না করলাম! হায়রে!'

'ওয়ার্মের গদি দ্বিগুণ হয়ে গেছে!' সাবধান করল শোশি, 'পেনাল্টি রাউন্ড!'

ভি আরে বিভীষিকা। ম্লান হয়ে যাচ্ছে তৃতীয় ফায়ারওয়াল। আধ ডজনেরও বেশি হ্যাকার মূল ডাটার কাছে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে তাদের সংখ্যা বাড়ছে।

বাক্য বিনিময় হল তাদের মধ্যে। টেকনিশিয়ানরা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

সুশান বারবার কল্পনার চোখে দেখে নেয় একটু আগে দেখা দৃশ্যটা। টানকাডো পড়ে যাচ্ছে বুক চেপে ধরে। কোন অর্থ বের করতে পারে না সে।

স্ক্রিনে হ্যাকারদের সংখ্যা বেড়ে গেছে আরো। হ্যাকাররা একটা পরিবার। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

জেল্যান্ড ফন্টেইন অনেক দেখেছে। 'শাট ইট ডাউন! শাট দ্য ড্যাম থিং ডাউন!'

ডুবন্ত জাহাজের কাপ্তানের মত সামনে দৃষ্টি জাব্বার। 'অনেক দেরি হয়ে গেল, স্যার। আমরা ডুবে গেছি।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১২০

চারশ পাউন্ডের দানব জাব্বা মাথায় হাত দিয়ে অবিশ্বাসে তাকিয়ে আছে সামনে।

এখন জোর কাজে লেগে গেলেও বিশ মিনিট সময় পেয়ে যাবে হাঙরেরা। হাই স্পিড মডেম থাকলে আর কথা নেই। ডাউনলোড করে ফেলবে দেদার তথ্য।

শোশি পোডিয়ামের দিকে এগিয়ে আসছে নতুন প্রিন্ট আউট নিয়ে। 'আমরা কিছু একটা পেয়েছি স্যার। অরফ্যানস ইন দ্য সোর্স! আলফা গ্রুপিং হচ্ছে সবখানে।'

জাব্বা নড়ছে না। 'আমরা সংখ্যার খোজে আছি, ড্যামইট! কোন আলফার খোজে না! কিল কোডটা সংখ্যাভিত্তিক!'

'কিন্তু আমাদের অর্ফান আছে। টানকাডো অর্ফান রেখে যাবে তা বিশ্বাস্য নয়! আর এত পরিমাণে!'

অর্ফান মানে বাড়তি লাইন। প্রোগ্রামিংয়ের বাড়তি লাইন।

জাব্বা প্রিন্টআউটটা নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

ফন্টেইন একেবারে চুপ।

সুসান অবাক হয়ে গেছে, 'আমরা টানকাডোর একটা রাফ কাজের মাধ্যমে এ্যাটাকে পড়েছি!'

'পলিশ করা থাক আর না থাক,' বলল জাব্বা, 'এটা আমাদের পশ্চাৎদেশে কষিয়া আঘাত হানিতেছে।'

'আমি ব্যাপারটা মানতে পারি না,' বলল সুসান, 'টানকাডো একটা বাড়তি অক্ষরও লিখবে না। সে আমাদেরচে অনেক বেশি কষ্ট করে লিখত প্রোগ্রাম। হাতের আঙুলের কথা ভুলে গেলে চলবে না। প্রোগ্রামে বাগ থাকবে, অসম্ভব!'

'অনেক আছে,' বলল শোশি, 'দেখুন!'

তাকাল সুসান। আছে। প্রতি বিশ লাইনের মত প্রোগ্রামিংয়ের পর চার ক্যারেক্টার ফ্রি ফ্লোট করছে। সুসান দ্রুত স্ক্যান করে নেয় সেগুলোকে।

PFEE
SESN
RETM

'ফোর বিট আলফা গ্রুপিং,' ধাঁধায় পড়ে গেল সে, 'এগুলো অবশ্যই প্রোগ্রামিংয়ের অংশ নয়!'

'ভুলে যান,' জাব্বা তড়পাচ্ছে, 'এখন খড়কুটো আকড়ে ধরছেন আপনি।'

'হয়ত না।' বলল সুসান, 'অনেক এনক্রিপশনে ফোর বিট গ্রুপিং আছে। এটা কোন কোড হতে পারে।'

'ইয়াহ্!' জাব্বা গজগজ করে, 'এটা বলছে, হা-হা, তোমাদের ইয়ে করে দেয়া হয়েছে।' তাকায় সে ভি আরের দিকে, 'আব মাত্র ন মিনিট।'

শোশির দিকে তাকায় সুসান, 'কতগুলো অরফ্যান আছে এখানে?'

শ্রাগ করল শোশি।

সবগুলো ক্যারেক্টার টাইপ করল সে স্ক্রিনে। তারপর তাকিয়ে থাকল সেদিকে।

**PFEE SESN RETM MFHA IRWE OOIG MEEN NRMA
ENET SHAS DCNS IIAA IEER BRNK FBLE LODI**

একা সুসানই হাসছিল। 'একেবারে পরিচিত লাগছে। চারটার ব্লক। এনিগমার মত।'

নড করল ডিরেক্টর। এনিগমা ইতিহাসের সবচে বিখ্যাত কোড রাইটিং মেশিন। নাজিদের বারো টোন এনক্রিপশন জানোয়ার।

'গ্রেট,' বিড়বিড় করল সে, 'আপনার আশেপাশে নিশ্চই কোন এনিগমা নেই, আছে নাকি?'

'কথা সেটা নয়,' বলল সুসান, 'পয়েন্ট হল, এটা একটা কোড। টানকাডো আমাদের হাতে একটা ক্লু দিয়ে রেখেছে!'

'আজেবাজে কথা!' হাত নাড়ল জাব্বা, 'টানকাডো আমাদের হাতে শুধু একটা জিনিস রেখেছে। ট্রান্সলেটারকে নষ্ট করে দিতে হবে। আমরা সরিয়ে ফেলেছি।'

'আমিও একমত,' বলল ফন্টেইন, 'সে কিছুতেই ছুটে যাবার কোন পথ রাখতে পারে না।'

নড করল সুসান।

'টানেল ব্লকের অর্ধেক চলে গেছে!' জোর আওয়াজ তুলল একজন।

ভি আরে বাকি থাকা দুটা ব্লকের কাছে চলে গেছে ঝাক ঝাক দাগ।

ডেভিড এতক্ষণ চুপ করে থেকেছিল। মুখ খুলল সে। 'সুসান। আমার একটা আইডিয়া আছে। লেখাটা কি চারের ষোলটা গ্রুপ?'

'ওহ, ফর ক্রাইস্টস সেক!' আর সহ্য হচ্ছে না জাব্বার, 'এবার সবাই খেলতে চাচ্ছে!'

'হ্যা। যোগ।'

'স্পেসগুলো সরিয়ে ফেল।'

'ডেভিড, মনে হয় না তুমি বুঝতে পারছ। চারের গ্রুপগুলো–'

'সরিয়ে ফেল স্পেসগুলো।'

সুসান একটু ইতস্তত করে নড করল শোশির দিকে। শোশি সরিয়ে ফেলল স্পেস।

PFEESESNRETMMFHAIRWEOOIGMEENNRMA
ENETSHASDCNSIIAAIEERBRNKFBLELODI

এবার বিস্ফোরিত হল জাব্বা, 'এনাফ! খেলার সময় শেষ! এখন জিনিসটা দ্বিগুণ গতিতে কাজ করছে! আমরা সংখ্যা খুজছি, কোন শব্দের ভগ্নাংশ নয়!'

'ফোর বাই সিক্সটিন,' বলল ডেভিড শান্তভাবে, 'অংকটা করে ফেল, সুসান।'

অংকটা করে ফেল! সে অংক কতটা জানে? ভার্বের জিনিসগুলো জেরক্স মেশিনের মত মনে রাখতে পারে বেকার, কিন্তু অংক? ...

'মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল,' বলল বেকার।

মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল! কী বলছে সে!

'ফোর বাই সিক্সটিন!' আবার বলল প্রফেসর, 'ফোর্থ গ্রেডে পড়ার সময় নামতা মনে রাখতে হত আমাকে।'

'সিক্সটি ফোর। তাতে কী?'

'চৌষট্টিটা অক্ষর...'

'হ্যা। কিন্তু সেগুলো–'

জমে গেল সুসান।

'চৌষট্টিটা অক্ষর।' রিপিট করল বেকার।

সুসান বাতাসের জন্য হাসফাস করল, 'ও মাই গড! ডেভিড! তুমি একটা জিনিয়াস!'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১২১

'সাত মিনিট!' চিৎকার করে উঠল এক টেকনিশিয়ান।

'আটটার আট সারি।' পাল্টা চিৎকার করল সুসানও।

টাইপ করল শোশি। ফন্টেইন তাকিয়ে আছে চুপচাপ। দ্বিতীয় শিল্ডটাও চিকণ হয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। একটু একটু করে।

'চৌষট্টিটা অক্ষর! পারফেক্ট স্কয়ার!' নিয়ন্ত্রণে আছে সুসান।

'পারফেক্ট স্কয়ার?' প্রশ্ন করল জাব্বা, 'তাতে কী?'

স্ক্রিনের র‍্যান্ডম লেটারগুলো তুলে ফেলেছে শোশি দশ সেকেন্ডের মধ্যে।

P	F	E	E	S	E	S	N
R	E	T	M	P	F	H	A
I	R	W	E	O	O	I	G
M	E	E	N	N	R	M	A
E	N	E	T	S	H	A	S
D	C	N	S	I	I	A	A
I	E	E	R	B	R	N	K
F	B	L	E	L	O	D	I

'ক্লিয়ার এ্যাজ শিট!' জাব্বা রীতিমত গর্জাচ্ছে।

'মিস ফ্লেচার, আপনার ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করুন।' বলল ডিরেক্টর।

টেক্সেটের দিকে তাকিয়ে থেকে সে তাকায় ডেভিডের দিকে। তারপর নড করে হেসে ফেলে। 'ডেভিড, আমি আর একটু হলেই ভেঙে পড়েছিলাম!'

পোডিয়ামের আর সবাই অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

'চৌষট্টি অক্ষর! আবার জুলিয়াস সিজারের ট্রিক।' বলল ডেভিড ছোট্ট স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে।

মিজ বিভ্রান্ত দৃষ্টি হানল, 'কী বলছেন আপনারা?'

'কাইজারের বক্স।' বলল সুসান, 'উপর থেকে নিচে পড়ুন। টানকাডো আমাদের একটা মেসেজ পাঠাচ্ছে।'

অধ্যায় : ১২২

'ছ মিনিট!' চিৎকার করে উঠল এক টেকনিশিয়ান।

আদেশ দিল সুসান, 'নিচের দিকে রিটাইপ করুন! নিচের দিকে পড়ুন, পাশাপাশি নয়!'

শোশি ঝড় তুলছে কি বোর্ডে।

'জুলিয়াস সিজার এ পদ্ধতিতে কোড পাঠাত!' বলল সুসান, 'তার অক্ষরগুলো সব সময় নিখুত বর্গ।'

'ডান!' চিৎকার করল শোশি।

ওয়াল স্ক্রিনের একক লেখাটার দিকে চলে গেছে সবার চোখ।

'এখনো গারবেজ!' বলল জাব্বা, 'দেখুন, অক্ষরের কী ছিরি! আর–'

আর তার পরই গলা দিয়ে বাকি কথাটা কোৎ করে গিলে ফেলে সে, 'ও... গু মাই...'

ফন্টেইনও দেখেছে ব্যাপারটা। ধনুকের মত বাকা হয়ে গেছে তার ভ্রু।

মিজ আর ব্রিঙ্কারহফ দুজনেই একই সাথে পড়ল এবং গিলে ফেলল অনুভূতিটা, 'হোলি... শিট!'

চৌষট্টি অক্ষর দেখাচ্ছেঃ

PRIMEDIFFERENCEBETWEENELEMENTSRESPONSIBLEF ORHIROSAHIMAANDNAGASHAKI

'স্পেস দিয়ে দিন,' অর্ডার করল সুসান, 'আমাদেরকে একটা পাজলের শেষ দেখে ছাড়তে হবে।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১২৩

এবং তখন টেকনিশিয়ান পোডিয়ামে এল হন্তদন্ত হয়ে, 'টানেল ব্লক চলে যাচ্ছে!'

ভি আর স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে জাব্বা।

সুসান চারপাশের শব্দ সরিয়ে দিয়ে টানকাডোর মেসেজটা পড়তে লাগল বারবার।

PRIME DIFFERENCE BETWEEN ELEMENTS RESPONSIBLE FOR HIROSAHIMA AND NAGASHAKI

'এটা তো কোন প্রশ্নও না!' কেঁদে ফেলবে ব্রিঙ্কারহফ এবারো, 'এর জবাব থাকবে কী করে?'

'আমাদের একটা নাম্বার প্রয়োজন,' বলল জাব্বা, 'কিল কোডটা নিউমেরিক।'

'সাইলেন্স!' এবার তেতে উঠল ফন্টেইন। ঘুরে সুসানকে উদ্দেশ্য করল সে, 'মিস ফ্লেচার, আপনি আমাদের এতদূরে নিয়ে এসেছেন। আমি আপনার ধারণা জানতে চাই।'

ভাল করে শ্বাস নিল সুসান, 'সঠিক নাম্বারের ক্লু আছে এখানে, আমার ধারণা। হিরোশিমা আর নাগাসাকির কথা আছে এখানে। দুটা নগরীই পারমাণবিক বোমার আঘাতে ধ্বসে পড়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। হয়ত নাম্বারটার সাথে মৃত মানুষের সংখ্যা বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের মিল আছে...' একটু থেমে যায় সে, 'ডিফারেন্স শব্দটার গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে। প্রাইম ডিফারেন্স বিটুইন নাগাসাকি এ্যান্ড হিরোশিমা। টানকাডো এমন কিছু বোঝায় যা দিয়ে এ দুটার মধ্যে তুলনা চলে।'

কোন আশার ঝলকানি নেই ফন্টেইনের চোখে।

বোঝা যাচ্ছে, দুটা বিশাল সিটিতে হওয়া বোমা হামলার সমস্ত খুটিনাটি জানতে হবে, তারপর তাকে। পরিণত করতে হবে সংখ্যায়।

পুরো কাজটা করতে হবে পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

অধ্যায় : ১২৪

'ফাইনাল শিল্ড আন্ডার এ্যাটাক!'

কোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কালো দাগগুলো। এগিয়ে যাচ্ছে শেষ বাধার দিকে।

সবাই একমনে কোডটা ভাঙার চেষ্টা চালায়। চেষ্টা চালায় ডেভিড আর দু এজেন্ট। স্পেনে বসে।

PRIME DIFFERENCE BETWEEN ELEMENTS RESPONSIBLE FOR HIROSAHIMA AND NAGASHAKI

শোশি চিন্তা করছে জোরে জোরে, 'হিরোশিমা আর নাগাসাকির জন্য দায়ি এলিমেন্ট... পার্ল হারবার? হিরোহিটোর অস্বীকৃতি...'

'আমাদের একটা নাম্বার দরকার!' জাব্বার পুরনো সুর, 'পলিটিক্যাল থিওরি নয়! কথা বলছি গণিত নিয়ে– ইতিহাস নিয়ে নয়।'

চুপ করে গেল শোশি সাথে সাথে।

'পে লোডের ব্যাপার?' সাধ্যমত সহায়তা করতে চাচ্ছে ব্রিঙ্কারহফও, 'ক্যাজুয়ালটি? ডলার ড্যামেজ?'

'আমরা ঠিক ঠিক ফিগারের খোজ করছি!' বলল সুসান। 'ড্যামেজের সাথে সার্ভের একটা যোগসূত্র আছে। এলিমেন্টগুলোর...'

ডেভিড বেকারের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল সাথে সাথে। ভাষা নিয়ে তার কাজ। 'এলিমেন্টস!'

'মানে?' প্রশ্ন তুলল ডিরেক্টর।

'টানকাডো আমাদের সাথে খেলছে। এলিমেন্ট শব্দটার অনেক মানে।'

'যেমন?'

'আর্থ সামাজিক বা রাজনৈতিক এলিমেন্ট যেমন আছে, তেমনি আরেকটা এলিমেন্টও আছে।'

'রাসায়নিক?'

'রাসায়নিক। রাসায়নিক পদার্থ। মৌল। পর্যায় সারণী! ফ্যাটম্যান এ্যান্ড লিটল বয় দেখেননি কেউ? ম্যানহাটান প্রজেক্ট নিয়ে বানানো?'

'তো?'

'আণবিক বোমা দুটা ভিন্ন ধরনের। তাদের ফুয়েল ভিন্ন, ভিন্ন এলিমেন্ট!'

শোশি এবার হাততালি দিয়ে উঠল, 'তার কথাই ঠিক। এক বোমাতে ছিল প্লুটোনিয়াম, আরেকটায় ইউরোনিয়াম।'

ঘরে আবার নিরবতা নেমে এল।

'কামঅন!' বলল জাব্বা, 'আপনারা কেউ কখনো কলেজে যাননি? কেউ একজন! যে কেউ! আমি প্লুটোনিয়াম আর ইউরোনিয়ামের মধ্যে পার্থক্যটা চাই!'

চারদিকে শূণ্য দৃষ্টি।

শোশির দিকে ফিরল সুসান, 'ওয়েবে ঢুকতে হবে আমাকে। এখানে কোন ব্রাউজার আছে?'

নড করল শোশি, 'নেটস্কেপ সবচে ভাল।'

হাত ধরে ফেলল সুসান খপ করে, 'আসুন! আমাদের কপালে অনেক ভোগান্তি আছে।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১২৫

'কতক্ষণ?' প্রশ্ন তুলল জাব্বা পোডিয়াম থেকে।

পিছনের টেকনিশিয়ানরা কোন জবাব দেয় না। ভি আরের দিকে দৃষ্টি। শেষ ধাপটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত।

সুসান আর শোশি তাকিয়ে আছে রেফারেন্সের দিকে। ছশো সাতচল্লিশটা রেফারেন্স এসেছে। কোনটা দেখতে হবে ভেবে পায় না তারা।'

একটা খুলল।

এখানে দেখানো তথ্যগুলো শিক্ষার জন্য ব্যবহার্য। কেউ যদি ব্যবহারিক করতে গেলে রেডিয়েশন ও আপনা আপনি বিস্ফোরণের সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

'আপনা আপনি বিস্ফোরণ!' শোশি আৎকে উঠল, 'জিসাস!'

'সার্চ কর। দেখা যাক কী পাই।'

ডায়নামাইটেরচে দশগুণ বিস্ফোরণ ক্ষমতার কথা বলা আছে সেখানে। বলা আছে আরো অনেক কথা।

'প্লুটোনিয়াম ও ইউরোনিয়াম,' বলছে জাব্বা, 'লেটস ফোকাস।'

'গো ব্যাক,' অর্ডার করল সুসান, 'ডকুমেন্টটা খুব বেশি বড়। সূচি বের কর।'

এগিয়ে গেল শোশি স্ক্রল করে। পেয়ে গেল সেটা।

১. আণবিক বোমার মেকানিজম

ক. অল্টিমিটার

খ. এয়ার প্রেশার ডেটোনেটর

গ. ডোটানেটিং হেড

ঘ. এক্সপ্লোসিভ চার্জ

ঙ. নিউট্রন ডিফ্লেক্টর

চ. ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম

ছ. লেড শিল্ড

জ. ফিউজ

boiRboi.net

২. নিউক্লিয়ার ফিশন/ নিউক্লিয়ার ফিউশন
ক. ফিশন (এ-বোমা) ও ফিউশন (বি-বোমা)
খ. U-235, U-238 ও প্লুটোনিয়াম

৩. আণবিক বোমার ইতিহাস...

'দু নম্বরে দেখ!' চিৎকার করে উঠল সুসান, 'ইউরেনিয়াম আর প্লুটোনিয়াম! গো!'

সবাই অপেক্ষা করছে। এগিয়ে আসছে সেকশনটা। নিমিষেই।]

'এইতো!' বলল সে, 'হোল্ড অন,' চোখ বুলিয়ে নিল ডাটাতে, 'অনেক ইনফরমেশন! পুরো চার্ট! কী করে জানব কোন পার্থক্যটা চাই আমরা? একটা প্রাকৃতিকভাবে হয়, অন্যটা মানুষের বানানো... প্লুটোনিয়াম প্রথম আবিস্কৃত হয়...'

'একটা নাম্বার,' হিসহিস করছে জাব্বা, 'আমরা একটা নাম্বার খুজছি!'

'থাম!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুসানের চোখ, 'এখানেও খেলা খেলেছে টানকাডো। ডিফারেন্স মানে সাবট্রাকশন।'

'ইয়েস!' অপর প্রান্ত থেকে বলে উঠল বেকার, 'হয়ত মৌলগুলোয় ভিন্ন সংখ্যক প্রোটন আছে–'

'তার কথাই ঠিক,' কেড়ে নিল কথাটা জাব্বা, 'সেখানে, মানে চার্টে কোন নাম্বার আছে? প্রোটন কাউন্ট? হাফ লাইফ?'

'তিন মিনিট!' বলল আরেক টেকনিশিয়ান।

'সুপারক্রিটিক্যাল মাস নয়ত?' শোশি বলল, 'প্লুটোনিয়ামের সুপারক্রিটিক্যাল মাস ৩৫.২ পাউন্ড।'

'আর ইউরেনিয়াম?'

'একশো দশ পাউন্ড।'

'পার্থক্য কত হল?'

'সেভেন্টি টু পয়েন্ট এইট,' বলল সুসান, 'কিন্তু আমার মনে হয় না–'

'আমার পথ থেকে সরে যান!' গর্জে উঠল জাব্বা, 'এটাই কিল কোড! দুটার ক্রিটিক্যাল মাসের পার্থক্য। বাহাত্তুর দশমিক আট!'

'থামুন!' চিৎকার করল সুসান, 'এখানে আরো অনেক আছে! পারমাণবিক ভর, নিউট্রনের সংখ্যা, এক্সট্রাকশন টেকনিক, কোনটা কীসে কীসে বিভক্ত হয়...'

'আমাদের সবচে কমনটা ধরে নিতে নিতে হবে। প্রাইমারি...' বলছে মিজ।

'প্রাইমারি বলতে কোনটা ধরে নিয়েছে টানকাডো আল্লা মালুম।'

এবারো কথা বলে উঠল বেকার, 'আসলে সংখ্যাটা প্রাইম, প্রাইমারি নয়।'

সুসানের চোখটা ছানাবড়া হয়ে গেল, 'প্রাইম!' চিৎকার জুড়ে দিল সে, 'কিল কোডটা প্রাইম নাম্বার! ভেবে বের করুন!'

জাব্বা জানে, তার কথাই ঠিক। এনসেই টানকাডো তার ক্যারিয়ার গড়েছে প্রাইম নাম্বারের উপর। এ থেকেই কোডিংয়ের শুরু।

শোশি এবার ঝাপিয়ে পড়ল, 'প্রাইম! জাপানের সব ব্যাপারই প্রাইম। জাপানিরা প্রাইম খুব পছন্দ করে। হাইকো প্রাইম ব্যবহার করে। পাঁচ সাত পাঁচ। কয়োটোর টেম্পলে–'

'এনাফ!' জাব্বা আর সহ্য করতে পারছে না, 'প্রাইম হলেই বা কী? অসংখ্য প্রাইম নাম্বার আছে–'

শূণ্য থেকে মিলিয়নের মধ্যে শত্তুর হাজার প্রাইম নাম্বার আছে। কে জানে কত বড় প্রাইম ব্যবহারের কথা চিন্তা করছিল টানকাডো!

'এটা বিশাল হবে!' আবার কথা বলে জাব্বা, 'আকারে হবে বিশাল দানবের মত!'

'দুই মিনিট ওয়ার্নিং!'

'আমি ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখছি,' বলল সুসান, 'ইউরেনিয়াম আর প্লুটোনিয়ামের মধ্যে সমস্ত ব্যবধানের একটা হবে প্রাইম নাম্বার। সেটাই আমাদের টার্গেট।'

জাব্বা তাকায় ইউরেনিয়াম/প্লুটোনিয়াম চার্টের দিকে। 'সেখানে কমসে কম একশো এন্ট্রি আছে! সবগুলোকে খুটিয়ে দেখে প্রাইম বের করা চাট্টিখানি কথা নয়।'

'অনেক এন্ট্রিই নন নিউমারিক।' বলল সুসান, 'আমরা সেগুলোকে সরিয়ে দিতে পারি। ইউরেনিয়াম প্রাকৃতিক, প্লুটোনিয়াম মানুষের বানানো। ইউরেনিয়ামে ব্যবহার হয় গান ব্যারেল ডেটোনেটর, প্লুটোনিয়ামে ইমপ্লোশন। এগুলো নাম্বার নয়, ঝেড়ে ফেলতে পারি আমরা।'

'ডু ইট!' বলল ফন্টেইন। চোখ পর্দায়। শেষ ধাপটাকে টপকে যেতে চায় ঝাক ঝাক হ্যাকারের হাত।

ভ্রু নামাল জাব্বা, 'অলরাইট। ভাগ করে না নিলে আর শেষরক্ষা হবে না। আমি উপরেরগুলো নিচ্ছি। সুসান, তোমার ভাগে মাঝেরগুলো। বাকিরা অন্যগুলো ভাগ করে নাও। আমরা একটা প্রাইম ডিফারেন্সের খোজে আতিপাতি করছি। কামঅন, গাইস।'

কয়েক সেকেন্ডে জেনে গেল তারা, তবুও পারবে না। সংখ্যাগুলো বিশাল। অনেক ক্ষেত্রে ইউনিট মিলছে না।

boighar.net

'আপেল আর কমলার মধ্যে মিল করতে হচ্ছে রে বাবা!' জাব্বার মুখ ফলগুলোর তিক্ত স্বাদে কটু হয়ে আছে, 'গামা রে'র বিপরীতে কাজ করাতে হবে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালসের! ফিশনেবল বনাম আনফিশনেবল। কোনটা পিউর, কোনটা পার্সেন্টেবল। দুনিয়ার ঝামেলা।'

'এটা এখানেই আছে.' বলল সুসান দৃঢ়ভাবে, 'ভাবতে হবে আমাদের। প্লুটোনিয়াম আর ইউরেনিয়ামের মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য আছে যেটা চোখে পড়ছে না সহজে। খুব সহজ কিছু!'

'আহ... গাইস?' শোশি ভাবছে কী যেন।

'কী ব্যাপার?' ফন্টেইন জানতে চায়, 'পেলে কিছু?'

'উ, সম্ভবত। মনে আছে, বলেছিলাম নাগাসাকিরটা প্লুটোনিয়াম বোমা?'

'হু।' এক স্বর সবার।

'আসলে,' বলল সে আমতা আমতা করে, 'মনে হয় কোন ভুল করে বসেছি আমি।'

'কী!' জাব্বার চোয়াল জায়গামত থাকল না আর, 'আমরা ভুল জিনিসের পিছুধাওয়া করছি?'

স্ক্রিনে দেখাল শোশি। সবাই গাদাগাদি করে টেক্সটটা পড়ার চেষ্টা করল।

... সাধারণ একটা ভুল ধারণা হল, লোকে মনে করে নাগাসাকির বোমাটা প্লুটোনিয়ামের। আসলে তাতে ইউরেনিয়াম ছিল। হিরোশিমায় ফেলা সিসটার বোমাটার মতই।

'কিন্তু—' সুসান খেই পেল না, 'দুটাই যদি ইউরেনিয়াম হয় তাহলে ফারাকটা কোথায়?'

'হয়ত টানকাডো ভুল করেছে,' ফন্টেইন বলল ফাকা সুরে, 'হয়ত সে জানত না দুটাই এক জিনিস।'

'না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুসান, 'সে ঐ বোমার জন্যই প্রতিবন্ধী। ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারগুলো জানা থাকার কথা তার।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১২৬

'এক মিনিট!'

ভি আরে চোখ পড়ল জাব্বার। 'পি ই এম অথোরাইজেশন উবে যাচ্ছে দ্রুত। প্রতিরক্ষার শেষ ধাপ। দরজায় হামলে পড়েছে মিছিল।'

'ফোকাস!' কমান্ড করল ফন্টেইন।

ওয়েব ব্রাউজারের সামনে বসে থেকে শোশি জোরে জোরে পড়তে শুরু করল।

'... নাগাসাকি বোমায় প্লুটোনিয়াম ছিল না বরং দায়ি মৌলটা কৃত্রিমভাবে বানানে নিউট্রন-স্যাচুরেটেড আইসোটোপ অব ইউরেনিয়াম ২৩৮।'

'ড্যাম!' ব্রিঙ্কারহফ কথা বলে উঠল অনেকটা সময় চুপ করে থেকে, 'দুটা বোমাতেই ইউরেনিয়াম ছিল। এলিমেন্টস রেসপনসিবল ফর হিরোশিমা এ্যান্ড নাগাসাকি ওয়ার বোথ ইউরেনিয়াম। কোন পার্থক্য নেই!'

'মরে গেছি!' বলল মিজ।

'এক মিনিট!' সুসানের চোখে পড়েছে একটা ব্যাপার, 'শেষ ধাপটা পড় আর একবার।'

শোশি পড়ল। '... কৃত্রিমভাবে বানানে নিউট্রন-স্যাচুরেটেড আইসোটোপ অব ইউরেনিয়াম ২৩৮।'

'২৩৮? আমরা কি একটু আগে ইউরেনিয়ামের আরেকটা আইসোটোপের কথা পড়লাম না হিরোশিমার ক্ষেত্রে?'

শোশির চোখ কপালে উঠে গেল, 'ইয়েস! এখানে লেখা আছে, হিরোশিমায় অন্য আইসোটোপ ব্যবহার করেছিল।'

মিজ অবাক হয়ে গেল। বিজ্ঞানে তার ধারণা একটু কম, 'তারা দুজনেই ইউরেনিয়াম কিন্তু তাদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে!'

'দুটাই ইউরেনিয়াম?' জাব্বার মন খুশি হয়ে উঠছে যেন, 'আপেল বনাম আপেল?'

'কীভাবে আইসোটোপগুলো আলাদা রকমের?' ফন্টেইন জানতে চায়, 'অবশ্যই কোন বেসিক পার্থক্য থাকবে।'

শোশি স্ক্রল করলে, 'হোল্ড অন... মনে হচ্ছে... ওকে...'

সুসান তাকায় ভি আরের দিকে। লাইনটা হারিয়ে যাচ্ছে।

'পাওয়া গেছে!' শোশির চিৎকারে কান পাতা দায়।

'পড়ে ফেল!' বলল জাব্বা, ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে যেতে যেতে, 'পার্থক্যটা কী? দুটার মধ্যে কোন না কোন পার্থক্য থাকতে বাধ্য!'

'ইয়েস!' বলল শোশি, 'লুক!'

লেখাটা পড়ল তারা সবাই।

... বোমা দুটায় ভিন্ন দু ধরনের ফুয়েল ব্যবহার করা হয়েছে... কোন সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষায় আইসোটোপ দুটাকে আলাদা করা যাবে না। তাদের পার্থক্যটা ভরে। সামান্য ভরের পার্থক্য।

'পারমাণবিক ভর!' পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে জাব্বা, 'দ্যাটস ইট! পার্থক্য শুধু ভরে। তাদের ভরটা জানিয়ে দাও আমাকে। আমরা নির্যাসটা বের করে নিব মুহূর্তে।'

'হোল্ড অন,' বলল শোশি, এখনো স্ক্রল করছে, 'চলে এসেছি প্রায়! ইয়েস!'

প্রত্যেকে পড়ে ফেলল টেক্সটটা।

... ভরের পার্থক্য খুব সামান্য...

... পৃথক করতে হলে গ্যাসীয় দিক দিয়ে আলাদা করতে হবে...

... ১০,০৩২৪৯৮X১০^১৩৪ এর সাথে তুলনা করতে হবে ১৯,৩৯৪৮৪X১০^২৩**

'এইতো!' জাব্বার কথা সচকিত করল সবাইকে, 'এটাই ভর!'

'ত্রিশ সেকেন্ড!'

'গো!' বলল ফন্টেইন, 'সাবট্রাক্ট দেম। দ্রুত।'

জাব্বা ক্যালকুলেটর হাতে তুলে নিয়েই নাম্বার বসাতে শুরু করে।

'এস্টেরিস্কটা কী?' জানতে চাইল সুসান, 'ফিগারগুলোর শেষে একটা এস্টেরিস্ক আছে।'

জাব্বা উপেক্ষা করল তাকে। ক্যালকুলেটরে দ্রুত কাজ করছে সে।

'কেয়ারফুল!' বলল শোশি, 'আমরা একটা নিশ্চিত সংখ্যা চাই।'

'তারকা চিহ্নটা দেখ,' বলল সুসান আগের মতই, 'সেখানে একটা ফুটনোট আছে।'

প্যারাগ্রাফের নিচে চলে গেল শোশির ক্লিক।

সুসান ব্যাপারটা পড়ে নিয়ে সাদা হয়ে যায়, 'ওহ... ডিয়ার গড!'

চোখ তুলল জাব্বা, 'কী ব্যাপার?'

ছোট্ট পাদটিকার দিকে চোখ গেল সবার।

**ভুলের ১২% সম্ভাবনা থাকে। ল্যাব থেকে ল্যাবে ফিগারটায় হেরফের হয়।

boiRboi.net

অধ্যায় : ১২৭

সবাই থমকে গেছে মুহূর্তে।

প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। শেষ বাধাটা ভেঙে গেছে প্রায়। ঢুকে পড়বে হ্যাকাররা দলে দলে। আর একটু পরই।

সুসান জানে, চায়নি টানকাডো। চায়নি এ কাজটা হোক।

সেভিলের গনগনে সূর্যের নিচে হাত তুলে দিয়েছিল সে উপরের দিকে। চেষ্টা করেছিল কিছু একটা বলার। কী, তা আর কখনো জানা যাবে না। ক্লিপটা আবার ভেসে উঠল মনের পর্দায়। খুব সাধারণ কোন ভুল হয়ে গেছে।

ভ্যানে বসে মাথায় হাত গুজে পড়ে আছে এজেন্ট দুজন। ডেভিড বেকারের মনে কী যেন ধরা পড়ছে না। কী বলল ইউরেনিয়াম আইসোটোপের নামগুলো? ইউ-২৩৮ আর একটা? ইউ– কত?

কী আর এসে যায়? সে কোন পদার্থবিদ নয়, ভাষার শিক্ষক।

'ইনকামিং লাইনগুলো আসল পথ পেয়ে যেতে প্রস্তুত!'

'জিসাস!' জাব্বা নামিয়ে আনে মুখ, 'আইসোটোপগুলোয় এত বড় পার্থক্য দেখা দিল কী করে?'

জবাব নেই কোন।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আবার গলা ছাড়ে সে, 'কোথায় নিউক্লিয়ার ফাকিং ফিজিসিস্ট প্রয়োজনের সময়?'

'কোম্পানি চলে এসেছে!'

জাব্বা নিজেকে সামলে নেয়। 'সময় শেষ।'

কোরের চারপাশে কালো হ্যাকারের দঙ্গল বোঝাই। মুখ ঘুরিয়ে নিল মিজ। ফন্টেইনের চোখমুখ শক্ত। ব্রিঙ্কারহফ অসুস্থ হয়ে যাবে যে কোন সময়।

'দশ সেকেন্ড।'

সুসানের চোখ কখনোই টানকাডোর চেহারার আফসোস আর কষ্টটা ভুলতে পারবে না। জানাতে চায় সে কিছু একটা। বেপরোয়া হয়ে।

কী সেটা?

অন্যদিকে ডেভিড গভীর চিন্তায় মগ্ন। 'পার্থক্য,' বলছে সে, 'ইউ-২৩৮ আর ইউ ২৩৫ এর মধ্যে পার্থক্যটা একেবারে সরল কিছু একটা হবে।'

'পাঁচ! চার! তিন!'

তিন! পার্থক্যটা তিন! নেচে ওঠে বেকারের মন। ইউ-২৩৫ আর ইউ-২৩৮ এর মধ্যে পার্থক্য মাত্র তিন। ভর পৃথক, কিন্তু সেই ভর পৃথক হবার কারণ কেন্দ্রকণা। সেগুলোতেও গরমিল আছে। মাত্র তিনটা এদিক সেদিক। তিন, একেবারে সহজ এক প্রাইম নাম্বার। মাইক্রোফোনের দিকে এগিয়ে যায় বেকারের হাত...

ঠিক সে মুহূর্তে টানকাডোর হাতের রহস্য ধরে ফেলে সুসান ফ্লেচার। আঙটির দিকেই নজর ছিল সবার। কিন্তু আঙটি পরা হাতটায় আছে কয়েকটা আঙুল। উপরের দিকে তোলা... তিনটা আঙুল।

টানকাডো কিছু বলছিল না তাদের। দেখাচ্ছিল আঙুল তিনটা। সুসান অপেক্ষা করে একটু। তারপর প্রার্থনা করতে করতে তাকায় সবার দিকে।

'তিন।' ফিসফিস করে সে।

'তিন!' চিৎকার করে ওঠে বেকার স্পেন থেকে ঠিক সে মুহূর্তেই।

কিন্তু ঝামেলার মধ্যে কেউ যেন শুনতে পাচ্ছে না।

'আমরা নেমে গেছি!' এক টেকনিশিয়ান আরো জোরে বলে উঠল।

কোর ভেঙে গেছে। সাইরেন বাজছে সবখানে।

'আউটব্যাক ডাটা!'

'সব সেক্টরে হাই স্পিড টাই-ইন!'

স্বপ্নের ঘোরে যেন সুসান এগিয়ে যাচ্ছে জাব্বার কি বোর্ডের দিকে।

স্পেন থেকে চিৎকার ছুড়ছে বেকারও।

'তিন! ২৩৫ আর ২৩৮ এর মধ্যে পার্থক্য তিন!'

ঘরের প্রত্যেকে চোখ তুলল এবার।

'তিন!' চিৎকার করে উঠল সুসানও।

এবার তাকায় অনেকেই ফ্রিজ করে রাখা দৃশ্যটার দিকে। টানকাডোর তিনটা আঙুল উঠে আছে শূন্যে।

জাব্বা স্থবির হয়ে গেছে, 'ওহ মাই গড!'

'তিন প্রাইম!' পাল্টা বলে ওঠে শোশি, 'তিন একটা প্রাইম নাম্বার!'

ফন্টেইনের চোখ এখনো ঘোলাটে, 'ব্যাপারটা কি এত সহজ হতে পারে?'

'আউটবাউন্ড ডাটা!' অন্যদিকে হল্লা করছে এক টেকনিশিয়ান, 'দ্রুত হামলে পড়ছে সবাই!'

মুহূর্তেই পোডিয়ামের সবাই চলে গেল টার্মিনালের দিকে। হাত বাড়ানো। কিন্তু সবার আগে তিনের উপর হাত চলে গেল সুসানের। চাপ দিল সে।

চোখ উঠে গেল বিশাল স্ক্রিনে।

এন্টার পাস কি? ৩

'ইয়েস!' কমান্ড করল ফন্টেইন, 'এখনি!'

সুসানের হাতটা এন্টার কির উপর চাপ দিল। মৃদু। বিপ করে উঠল কম্পিউটার।

নড়ছে না কেউ।

তিনটা যন্ত্রণাময় সেকেন্ড পেরিয়ে গেলেও হল না কিছুই।

সাইরেন বাজছে এখনো। পাঁচ সেকেন্ড। ছ সেকেন্ড।

'আউটবাউন্ড ডাটা!'

'সুযোগ নেই কোন!'

তারপর হঠাৎ পাগলের মত উপরে হাত তুলল মিজ, 'দেখুন!'

এর উপর একটা মেসেজ চলে এসেছে।

কিল কোড কনফার্মড।

'ফায়ারওয়াল আপলোড কর!' আদেশ দিল জাব্বা তৎক্ষণাৎ।

কিন্তু এক পা আগে ছিল শোশি। সে এর মধ্যেই আদেশটা দিয়ে দিয়েছে।

'আউটবাউন্ড ইন্টারাপ্ট!' এখনো হাক ছাড়ছে এক টেকনিশিয়ান।

'টাই-ইন সার্ভ করা হয়ে গেছে!'

মাথার উপরের ভি আরে প্রথম বাধাটা গড়ে উঠছে আস্তে আস্তে। কোরে আঘাত করা কালো রেখাগুলো সরে গেছে সাথে সাথেই।

'ফিরে আসছে!' বলছে জাব্বা আমুদে সুরে, 'মরার জিনিসটা ফিরে আসছে!'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অনেকে, যেন যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবে, এটা একটা কুহক। দ্বিতীয় ফায়ারওয়াল গঠন শুরু হবার সাথে সাথে ছানাবড়া হয়ে গেল সবার চোখ। তৃতীয়টার সময় উঠে গেল কপালে, চতুর্থটার সময় শোরগোল। আস্তে আস্তে রিরিপেয়ার্ড হয়ে গেল সমস্ত প্রতিরক্ষা।

ডাটাব্যাঙ্ক এখন পুরোপুরি সিকিউর্ড।

টেকনিশিয়ানরা ছুড়ে দিল প্রিন্টআউটগুলোকে শূণ্যে, ব্রিঙ্কারহফ যে শক্তি দিয়ে ধরেছে মিজকে, ছিড়েই যাবে তার হাত, বসে পড়ল জাব্বা বিশাল শরীরটা দিয়ে, কান্নায় ভেঙে পড়ল শোশি।

'জাব্বা,' কাজের কথায় এল ডিরেক্টর, 'কতটুকু নিতে পেরেছে তারা?'

'খুব সামান্য, খুবি সামান্য। কোনটাই নিয়ে শেষ করতে পারেনি।'

খুব ধীরে একটা নির্মল হাসি ফুটল ফন্টেইনের মুখে।

চারদিকে তাকাল সে। সুসান কোথায়? এগিয়ে যাচ্ছে সুসান দেয়ালজোড়া বিশাল স্ক্রিনের দিকে। সেখানে ডেভিড বেকারের মুখ।

'ডেভিড?'

'হেই, গর্জিয়াস!'

'কাম হোম। কাম হোম রাইট নাউ।'

'দেখাটা কি স্টোন ম্যানোরে হবে?'

'ডিল।'

ফন্টেইন তাকাল সেদিকে, 'এজেন্ট স্মিথ?'

বেকারের পিছনে স্মিথ দেখা দিল, 'ইয়েস, স্যার?'

'মনে হচ্ছে মিস্টার বেকারের একটা ডেট আছে, তোমার তো দায়িত্ব বেড়ে গেল!'

'যে কোন সময়, স্যার। আপনার জন্য।'

'দ্রুত পৌঁছে দিতে হয় যে তাকে।'

'আমাদের জেটটা মালাগায় অপেক্ষা করছে।' বেকারের কাধে হাত রাখল সে, 'আপনাকে একটু কষ্ট করে উঠতে হবে, প্রফেসর। কখনো লিয়ারজেট সিক্সটিতে উড়েছেন?'

হাসল বেকার, 'কালকের আগে নয়।'

boiRboi.net

অধ্যায় : ১২৮

জেগে উঠেছে সুসান। ঝলমল করছে সূর্যটা। বিছানায় খেলা করছে নরম কীরন। ডেভিডের জন্য হাত বাড়ায় সে। স্বপ্ন দেখছি নাতে? শরীরটা নড়তে চাচ্ছে না। এখনো স্বপ্নটার ভাব চোখেমুখে।

'ডেভিড?'

কোন জবাব নেই। চোখ খুলল সে। পাশের ম্যাট্রেস ঠান্ডা। অনেক আগেই উঠে গেছে ডেভিড।

স্বপ্ন দেখছি আমি। ভাবে সুসান। রুমটা ভিক্টোরিয়ান। সবদিক লেস আর এ্যান্টিকে মোড়া। স্টোন ম্যানোরের সবচে ভাল স্যুট। তার জিনিসপত্র পড়ে আছে শক্ত কাঠের মেঝেতে।

ডেভিড কি আসলেই এসেছে? শরীরের স্পর্শ, কোমল চুমু, এসবই কি কল্পনা?

উঠল সে। পাশেই, টেবিলের উপর পড়ে আছে একটা শ্যাম্পেনের খালি বোতল, দুটা গ্লাস।

নগ্ন শরীরে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে চারপাশে তাকায় সে।

একটা মেসেজ পড়ে আছে পাশে।

ডিয়ারেস্ট সুসান,

ভালবাসি তোমাকে।

উইদাউট ওয়াক্স, ডেভিড।

নোটটা নেয় সুসান। এখনো একটা কোড ভাঙা বাকি। উইদাউট ওয়াক্স।

অন্য পাশে, চুপচাপ বসে আছে একজন। তার বিস্ময় দেখছে। শান্তভাবে।

এগিয়ে গেল সুসান। টেনে আনল তাকে।

'উইদাউট ওয়াক্স?' প্রশ্ন করে সে।

'উইদাউট ওয়াক্স।' হাসল ডেভিড।

গভীর একটা চুমু দিল সে, 'অর্থটা বলে দাও এবার ভালয় ভালয়।'

'কোন সুযোগ নেই,' মোহময় ভঙ্গিতে হাসল সে, 'জোড়াদের মধ্যে গোপনীয়তা থাকতে হয়। আকর্ষণ বজায় থাকে তাহলে।'

হাসল সুসানও, 'কাল রাতেরচে ইন্টারেস্টিং কিছু হলে আমি হাঁটাই ছেড়ে দিব।'

ডেভিড পাশে নিল তাকে। হাল্কা। কাল রাতে মারা যাচ্ছিল তারা, আর আজকের মত জীবিত ভাব ছিল না কখনোই।

'ডেভিড, দয়া করে উইদাউট ওয়াক্স এর ব্যাপারটা খুলে বল। তুমি কিন্তু ভালভাবেই জান, যে কোড ভাঙতে পারি না সেগুলোকে কী প্রচন্ড রকমের ঘৃণা করি।'

চুপ করে থাকল ডেভিড।

'বল, নাহয় আর কখনো পাবে না আমাকে।'

'মিথ্যুক!'

কাতুকুতু দিল সুসান, 'বল! এক্ষুনি!'

কিন্তু ডেভিড জানে, কখনোই বলবে না সে কথাটা। উইদাউট ওয়াক্স এর ভিতরে খুব মিষ্টি কিছু কথা লুকিয়ে থাকে। এর শুরুটা খুব পুরনো। রেনেসাঁর সময়কার কথা। স্প্যানিশ ভাষ্কররা যখন কোন পাথর কুঁদতে গিয়ে ভুল করে বসত, দামি মার্বেলে কোন সমস্যা দেখা দিত, তখন সেরা দিয়ে সে খুতটা সারিয়ে নিত। সেরা– মোম। কোন ভাষ্কর্যে যদি মোমের প্রয়োজন না পড়ত একটুও, সেটার দাম ছিল খুব বেশি। বলা হত স্কাল্পচার সিন সেরা। স্কাল্পচার উইদাউট ওয়াক্স। পরে আস্তে আস্তে নিখাদ খাটি যে কোন কিছু বোঝাতেই ফ্রেজটাকে ব্যবহার করা শুরু হয়। ইংরেজি সিনসিয়ার শব্দটা এসেছে স্প্যানিশ সিন সেরা থেকে। মোম ছাড়া! ডেভিডের গোপন কোডটায় অনেক গোপন একটা ব্যাপার ছিল। সে সব সময় সিনসিয়ারলি লিখে চিঠিগুলো শেষ করত। এ সাধারণ কথায় সুসানের মন ভরবে না, জানে সে।

'তুমি শুনে খুশি হবে,' বলছে ডেভিড, 'ফ্লাইটে আসার সময় ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্টকে কল করেছিলাম।

'আমাকে জানাও যে তুমি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারটা ছেড়ে দিচ্ছ।'

নড করল ডেভিড, 'পরের সেমিস্টার থেকেই ক্লাসরুমে ফিরে যাচ্ছি আমি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সুসান, 'প্রথমে যেখানেই তোমাকে মানায়।'

'হ্যা। আসলে স্পেন আমাকে সে কথাটাই মনে করিয়ে দিয়েছিল।'

'যাক, আমার ম্যানুস্ক্রিপ্ট লেখার কাজে সহায়তা করতে পারবে।'

অবাক হল ডেভিড, 'ম্যানুস্ক্রিপ্ট?'

'হ্যা। আমি প্রকাশ করার চিন্তা ভাবনা করছি।'

'প্রকাশ করবে? কী প্রকাশ করবে?'

'কোয়াড্রাটিক রেডিডিউ আর ফিল্টার প্রটোকলের ব্যাপারে আমার কিছু ধারণা আছে, সেগুলো।'

মাথা ঝাকাল ডেভিড। 'জায়গামত ঠিক ঠিক বেস্ট সেলার হয়ে যাবে।'

হাসল সুসানও। 'হ্যা। পিলে চমকে যাবে তোমার।'

ডেভিড বাথরোবের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা জিনিস নিয়ে নিল মুঠোয়। 'চোখ বন্ধ কর। তোমার জন্য কিছু একটা আছে আমার তরফ থেকে।'

চোখ বন্ধ করল সুসান বিনা বাক্যব্যয়ে, 'আন্দাজ করতে দাও আমাকে–একটা সোনার আঙটি, তার চারপাশে ল্যাটিন অক্ষর কুদে দেয়া?'

'না।' হাসল ডেভিড, 'আমি ফন্টেইনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি সেটাকে। টানকাডোর এস্টেটে।'

'মিথ্যাবাদী!' হাসল সুসানও, তার আঙুলে একটা আঙটি পরিয়ে দিয়েছে ডেভিড।

তারপর চোখ খুলেই উবে গেল তার হাসি। আঙটি একটা আছে সত্যি, সোনার নয়, প্লাটিনামের উপর চমৎকার এক হিরা বসানো।

অবাক হয়ে গেছে সে।

ডেভিড চোখ পাকায়। 'বিয়ে করবে আমাকে?'

শ্বাস থেমে গেছে সুসানের। একবার তাকায় সে ডেভিডের দিকে। তাকায় আঙটিটার দিকে। এরপর বলে উঠল, 'ও, ডেভিড... আমি জানি না কী বলব!'

'বল, ইয়েস।'

ঘুরে গেল সুসান। কোন কথা বলল না।

অপেক্ষা করছে ডেভিড। 'সুসান ফ্লেচার, ভালবাসি তোমাকে। ম্যারি মি!'

মাথা তুলল সুসান। অশ্রু টলমল করছে চোখে। 'আমি দুঃখিত, ডেভিড,' কান্না সামলাচ্ছে সে, 'আমি... আমি পারব না।'

শক পেয়ে তাকিয়ে আছে ডেভিড। 'সু- সুসান! বুঝলাম না আমি।'

'পারব না। পারব না তোমাকে বিয়ে করতে।'

'কিন্তু সুসান, আমি মনে করেছিলাম...'

'বললাম তো, পারব না আমি!' হাসল সুসান, 'যে পর্যন্ত উইদাউট ওয়াক্স ব্যাখ্যা না করছ সে পর্যন্ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পাগল করে দিচ্ছ আমাকে!'

boiRboi.net

পরিশিষ্ট

তারা বলে, মৃত্যুর মুহূর্তে নাকি সব ফিরে আসে। পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। টকোগেন নুমাটাকা এখন জানে, কথাটা সত্যি। ওসাকা কাস্টমস অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। এমন এক তিক্ত স্বাদ, এমন এক কষ্ট তার বুকে দানা বাঁধছে যেটার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি।

লোকে বলে, চক্র পূর্ণ হয়। ধর্ম বলে, সবশেষে আবার শুরু ফিরে আসে। বলে, ঘটনার পরম্পরায় ফিরে আসে আগের ইতিহাস। পূর্ণ হয় চক্র। কিন্তু টকোগেন নুমাটাকার কাছে ধর্মের জন্য কোন সময় নেই।

কাস্টমস অফিসাররা তার হাতে দত্তক নেয়ার কাগজপত্র আর বার্থ সার্টিফিকেট সহ একটা খাম তুলে দিয়েছে। 'আপনিই শিশুটার একমাত্র জীবিত আত্মীয়।' বলেছিল তারা, 'খুজে বের করতে আমাদের খুব কষ্ট হয়েছে।'

নুমাটাকার মন উড়ে চলে। উড়ে চলে বত্রিশ বছর আগের সেই বৃষ্টিভেজা রাতে। সেই হাসপাতালের ওয়ার্ডটা খালি ছিল। তার মৃত্যপথযাত্রী স্ত্রী আর প্রতিবন্ধী শিশু ছাড়া আর কেউ ছিল না সেখানে। মেনবুকোর নামে সে কাজটা করেছিল– মেনবুকো– সম্মান– যে ব্যাপারটার কোন মূল্য নেই এখন আর। শুধু শূণ্য একটা ছায়া।

কাগজের সাথে একটা সোনার আঙটি। কী কথা আছে সেখানে বোঝে না সে। এতে কিছু এসে যায় না– শব্দগুলোর কোন মানে নেই আর নুমাটাকার কাছে। একমাত্র সন্তানকে সে ছেড়ে গিয়েছিল। আব এখন, সবচে নিষ্ঠুর ভাগ্যের খেলা এগিয়ে এসেছে তার কাছে।

boiRboi.net